হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা পরিচয়।

(সচরাচর স্ত্রী-পুরুষ-শিশুদিগের যে সব রোগ হইয়া থাকে,
সমুদয়ের কারণ, লক্ষণ, ফল, নানা প্রকার
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং অন্যান্য সহজ
সহজ মুষ্টিযোগ দ্বারা চিকিৎসা ও
পথ্যাদি ব্যবস্থা।)

—:oo:—

গৃহস্থ ও অল্প শিক্ষিত চিকিৎসকদেরজন্য

———ooo———

ঢাকা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ভূতপূর্ব্ব স্ত্রী-চিকিৎসা
ও ভৈষজ্যতত্ত্ব উপদেশক, ইণ্ডিয়ান হোমিও-
প্যাথিক রিভিউ প্রভৃতি সাময়িক
পত্রের অন্যতম লেখক

ডাক্তার শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

—:o:—

শ্রীরামপুর
তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

উপহার।

ভূতপূর্ব্ব ইণ্ডিয়ান্ হোমিওপ্যাথিক রিভিউ সম্পাদক,
ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকাগ্রগণ্য,
ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ী (এল্, এম্, এস্)

মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে

তথা

মুষ্টিযোগ চিকিৎসক চূড়ামণি,

প্রগাঢ় বিদ্যাভিজ্ঞানসম্পন্ন, সুপ্রবীণ

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল (জি, এম্, সি, বি)

মহাশয়ের শ্রীকর কমলে

শ্রদ্ধা

ও

কৃতজ্ঞতার

যৎসামান্য নিদর্শন স্বরূপ

এই পুস্তক

উপহার দিলাম।

প্রণেতা।

বিজ্ঞাপন।

—:(oo):—

যদিও আমাদের দেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বিলক্ষণ বাড়িতেছে, তথাপি এমন স্থান অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ইচ্ছা মাত্রে সুচিকিৎসক পাওয়া কঠিন ব্যাপার। আবার ভাল চিকিৎসক পাওয়া গেলেও দরকার মত সকল সময়ে তাঁহাকে বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করান অনেকেরই সাধ্যের অতীত। তা'ছাড়া সর্দ্দি, অজীর্ণ প্রভৃতি সামান্য সামান্য অসুখে ঔষধ খাওয়া ও পথ্য প্রভৃতির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক বলিয়া অনেকে মনে করেন না; কিন্তু সূত্রপাতের সময় সাবধান না হইলে সেই সব সহজ রোগ থেকে অনেক কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। অতএব এই সকল সহজ রোগের চিকিৎসা ও কঠিন পীড়ায় হঠাৎ কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের উপায় করিতে পারিবার জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছু কিছু জানা সকলেরই উচিত। এই কারণে "চিকিৎসা পরিচয়" প্রণীত হইল। ইহাতে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগের যে সব রোগ সচরাচর হইয়া থাকে, কেবল সেই সমুদয়েরই কারণ, লক্ষণ, ভাবী ফল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তা'ছাড়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলেও পুস্তক খানি ব্যবহারে আসিতে পারিবে বলিয়া কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষিত সহজ সহজ মুষ্টিযোগেরও উল্লেখ করা গিয়াছে। যদিও এই

গ্রন্থ সঙ্কলন করিবার কালে ডাক্তার জন্‌সন্ কৃত "থেরাপিউটিক্ কী" ও "ফ্যামিলিগাইড্" নামক পুস্তক দুই খানি আমার প্রধান অবলম্বন ছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যে কোন পুস্তকেরই অবিকল অনুবাদ ইহাতে নিবিষ্ট করি নাই। নানা প্রকার হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, ও আয়ুর্ব্বেদিক পুস্তক অনুশীলন করিয়া এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর কাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ইহার অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে।

চিকিৎসা অতি দুরূহ বিদ্যা, বিশেষতঃ গ্রন্থ রচনা কার্য্যে আমি নূতন ব্রতী; সুতরাং ইহা যে নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা কথনই বলিতে পারি না। ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে তজ্জন্য পাঠকগণ নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কোন ভুল বা দোষ দেখাইয়া দেন, তবে ধন্যবাদের সহিত তাহা বারান্তরে সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমেরিকাবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার আই, ডি, জন্‌সন্ সাহেব নিজ পুস্তক হইতে অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক খানি রচিত হইল, ইহা তাঁহাদের অনুমাত্র উপকারে আসিলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীরামপুর,
সন ১২৯৬ সাল;
১লা আশ্বিন।

শ্রীহরিদাস দেবশর্ম্মা।

সূচী পত্র।

—:(000):—

বিষয়	পৃষ্ঠা
পিত্ত শূল	১৫১
প্লীহা রোগ	১৪৬
পুড়িয়া যাওয়া	২৮০
পুঁয়ে পাওয়া	২৭৭
পেটের অসুখ	২৭৩
পেঁচো পাওয়া	২৬৮
পোড়া নারাঙ্গা	২০৬
পোয়াতির শুশ্রূষা	২৬১
ফল	১২
ফুল পড়া	২৬১
ফুস্ফুস্ প্রদাহ	৬৯
ফোড়া (নানা প্রকার)	২০৭
বমন	১৪২
বসন্ত	৮৫
বাত	২৩০
বাধক বেদনা	২৪৭
বার্লি (যব)	১১
বায়ুনলি প্রদাহ	৬৭
বিষ খাওয়া	২৮৭
বিষাক্ত জন্তু কামড়ান	২৮৩
বিসর্প	২০২
বেদনা	২৩
বোবায় ধরা	১৯৬
ভয়	২৮
মল	২৩
মরামাস	২১৩
মস্তিষ্ক প্রদাহ	১৮২
মাথা ঘোরা	১৭৯

বিষয়				পৃষ্ঠা

চিকিৎসা পরিচয়।

কতকগুলি বিশেষ কথা।

ঔষধ।

রোগ আরাম করিতে হইলে ঔষধ ও পথ্য দুই দরকার। এজন্য সব আগে ঔষধ ও পথ্যের বিষয়ে কিছু জানা ভাল। এই পুস্তকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা বেশী আছে বলিয়া প্রথমেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিয়া রাখিবার এবং সেবন করিবার নিয়ম লেখা গেল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।—খুব বিশ্বাসী দোকান হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবে। গন্ধ, আলোক, প্রভৃতিতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট হয়; অতএব সেরূপ কোন জিনিসের সংস্রবে কদাচ ঔষধ রাখিবে না। ঔষধগুলি একটি সেগুন, কাঁঠাল কিম্বা অন্য কোন রকম কাঠের বাক্সে পুরিয়া বেশ পরিষ্কার ও খট্‌খটে ঘরে রাখিয়া দিবে। কর্পূর অনেক রকম হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরই গুণ নষ্ট করে; অতএব কর্পূরের আরক রাখিতে হইলে একটি পৃথক টিনের কিম্বা কাঠের কৌটাতে কর্পূরের আরকের শিশি পুরিয়া ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত। ডাইলিউশনের তারতম্য অনুসারে

সচরাচর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল "উচ্চ" ও "নিম্ন" এই দুই প্রকার ক্রমের হইয়া থাকে। ৩, ৬ প্রভৃতি ক্রমকে "নিম্ন" এবং ৩০, ১০০, ২০০ প্রভৃতিকে "উচ্চ" ক্রম কহা যায়। এই পুস্তকের যেখানে ঔষধের নামের পার্শ্বে ক্রমের সংখ্যা লেখা না থাকিবে, সেইখানে সেই ঔষধের "নিম্ন" অর্থাৎ ৩ কিম্বা ৬ ক্রম বুঝিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সচরাচর ৪ প্রকার হইয়া থাকে; যথা—আরক, চূর্ণ, বড় বড়ি, ছোট বড়ি। যুবার পক্ষে আরক আধ ফোটা হইতে এক ফোটা, চূর্ণ আধ রত্তি অর্থাৎ এক গ্রেণ, বড় বড়ি ১টি কিম্বা ২টি এবং ছোট বড়ি ৪টি কিম্বা ৬টি করিয়া প্রতিবার সেবন করিতে দেওয়া যায়। বালকের পক্ষে এই সকল মাত্রার অর্দ্ধেক এবং শিশুর পক্ষে সিকি অর্থাৎ চারি ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ আরক সিকি ফোটা, চূর্ণ সিকি গ্রেণ, বড় বড়ি আধ খানি এবং ছোট বড়ি ১টি করিয়া) প্রতিবারে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। ঔষধ জলে মিশাইয়া লইলে এই রকম ভাগ করিবার বেশ সুবিধা হয়। মনে কর একটি ঔষধের সিকি ভাগ আবশ্যক; আমি তাহার পূর্ণ অর্থাৎ যুবাকে সেবন করাইবার উপযুক্ত এক মাত্রা লইয়া এক ছটাক জলে মিশাইয়া দিয়া সেই জল হইতে সিকি ভাগ (অর্থাৎ এক কাঁচ্চা) জল লইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিলাম; তাহা হইলেই আমার সিকি মাত্রা ঔষধ খাওয়ান হইল। কিন্তু যতক্ষণ এই সকল ঔষধ বেশ গলিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপ ভাগ করিয়া খাওয়ান উচিত নহে। শিশুরা সহজে ঔষধ খাইতে চাহেনা, তাহাদের পক্ষে ঔষধের ছোট বড়ি মুখের ভিতর ফেলিয়া দেওয়াই সব চেয়ে সুবিধা। ঔষধে হাত কিম্বা অন্য

কোন রকম ময়লা জিনিস লাগান ভাল নহে। আরক ঔষধ ঢালিবার সময়ে ঔষধের শিশি ডান হাতে লইয়া প্রথমে তাহার ছিপিটি খুলিবে; তার পর বাম হাতে সেই ছিপির সরু মুখটির অর্দ্ধেক একটু কাত ভাবে শিশির মুখের উপর ধরিয়া শিশিটি ক্রমে ক্রমে হেলাইতে থাকিবে; এইরূপ হেলাইবার সময়ে যেমন দেখিবে ঔষধের ফোটা ছিপির মুখে আসিয়া জমিয়াছে, অমনি আর হেলাইবে না। এই সময়ে দরকার মত কয়েক ফোটা ঔষধ পাত্রের জলে পড়িবা মাত্র শিশিটি সোজা করিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ছিপি আটিয়া বাক্সে রাখিবে; তার পর সেই ঔষধ মিশ্রিত জল রোগীকে সেবন করিতে দিবে। চূর্ণ ও বড়ি ঢালিতে হইলে এক খণ্ড পরিষ্কার সাদা কাগজে ঢালিয়া ইচ্ছামত ভাগ করিয়া লইলে চলিবে। খুব পরিষ্কার কাচের কিম্বা পাথরের বাটিতে ঔষধ মিশাইয়া রাখিয়া দেওয়া এবং সেইরূপ পরিষ্কার পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া সেবন করিতে দেওয়া উচিত। বাটিতে ঔষধ রাখিলে কাঁচের কিম্বা পাথরের রেকাব ঢাকা দিয়া রাখিবে। নূতন পরিষ্কার শিশিতে ঔষধ মিশাইয়া রাখাই সব চেয়ে ভাল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মিশাইবার জন্য খুব পরিষ্কার জল ব্যবহার করা উচিত। ডিষ্টিল্ড অর্থাৎ পরিশ্রুত জল আর বৃষ্টির জল ব্যবহার করা ভাল। তা ছাড়া ফিল্টার অর্থাৎ পরিষ্কার করা জলেও কাজ চলিতে পারে। বিলাতি ফিল্টারের সুবিধা না হইলে নিচে লিখিত প্রণালী মত ফিল্টার প্রস্তুত করিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে। প্রথমে এমন একটী বাঁশের কিম্বা কাঠের ফ্রেম্ (কাঠরা) প্রস্তুত করিতে হইবে, যে তাহাতে, যেন উপয্যুপরি চারিটী কলসী বসাইয়া রাখিতে পারা যায়;

এই চারিটী কলসীর মধ্যে উপরের ৩টী কলসীর তলে এক একটী ছিদ্র করিয়া দেওয়া দরকার; কিন্তু সকলের নিচে যে কলসীটী থাকিবে তাহাতে ছিদ্র থাকিবে না। তার পর কলসীগুলি উপরি উপরি ক্রেমে বসাইয়া দিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ একটীর নিচের কলসীটীতে কাঠের কয়লা আর তৃতীয় (অর্থাৎ কয়লার কলসীর নিচের) কলসীটীতে পরিস্কার বালি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। যে জল পরিস্কার করিতে হইবে তাহা প্রথমে আগুনে গরম করিয়া লইয়া সকলের উপরের কলসীটীতে ঢালিয়া দিবে; তার পর ঐ জল ফোটা ফোটা পড়িয়া কয়লা ও বালির কলসীর ভিতর দিয়া যখন সব নিচের কলসীটীতে আসিয়া জমিবে, তখন সেই জল পরিস্কার হইবে ও তাহা লইয়া ঔষধ দিবার জন্য ব্যবহার করিবে। তা ছাড়া জল এই রকম পরিস্কার করিয়া লইয়া পান করাও ভাল। বিশেষতঃ যখন ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, কৃমি, আমরক্ত প্রভৃতি রোগে গ্রামের অনেক লোকে কষ্ট পায় তখন জল এইরূপ পরিস্কার করিয়া পান করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিবার সময় কর্পূর, আতর, গোলাপ জল, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা এবং পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, এলাইচ, দারুচিনি, প্রভৃতি গরম মসালা ব্যবহার করা নিষেধ। মোটামুটী খুব সাদাসিদের উপর থাকা আবশ্যক। তামাক, ভাং (সিদ্ধি) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিলেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় অন্য কোন ঔষধ কদাচ ব্যবহার করিবে না। রোগ শীঘ্র আরাম হইবে মনে করিয়া অনেকে শীঘ্র শীঘ্র ও বেশী বেশী ঔষধ সেবন করেন; এরূপ মনে করা ভারি ভুল; কারণ বেশী ঔষধ খাইলে ঔষধের গুণ ভাল রকম হইতে পারেনা, বরং বেশী

ঔষধের দোষে আর একটী নূতন রোগ জন্মিতে পারে। অতএব কি হোমিওপ্যাথিক, কি এলোপ্যাথিক, কি দেশী টোটকা, কোন রকম ঔষধই বেশী কিম্বা শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া উচিত নহে। মোটামুটী এইটী মনে করিয়া রাখা উচিত, যে ঔষধ খাইবার পর যতক্ষণ রোগের যন্ত্রণা কমিতে থাকে, ততক্ষণ পুনরায় ঔষধ খাইবার দরকার নাই। কোন কোন সময়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিয়া রোগের যন্ত্রণা বেশী হইতে দেখা যায়; তেমন স্থলে ঔষধ সেবন বন্ধ রাখা, কিম্বা যে ঔষধ খাইয়া রোগ বেশী হইবে তাহার উচ্চ ডাইলিউশন সেবন করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রণা খুব বেশী হইলে, এক খণ্ড কর্পূর শুঁকিলে কিম্বা সেই ঔষধের দোষ নাশক অন্য কোন ঔষধ সেবন করিলে যথেষ্ট হইবে।

অন্যান্য ঔষধ।—এই পুস্তকে "অন্যান্য উপায়" নাম দিয়া যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা লেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে এলোপ্যাথিক ঔষধগুলি সাধারণ ডাক্তারি ঔষধের দোকানে আর অন্যান্য গাছড়া ঔষধগুলি দেশীয় পশারি অর্থাৎ বেনের দোকানে পাওয়া যাইতে পারিবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা থাকিলে এই সকল ঔষধ খাওয়ান উচিত নহে। বরং যেখানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইবে, সেই খানেই এই সকল মুষ্টীযোগ ব্যবহার করা উচিত। এই পুস্তকে ঔষধ সকল যে রকম মাত্রায় সেবন করিবার কথা লেখা আছে, সে সমস্তই যুবার পক্ষে জানিবে। ছেলেদের খাওয়াইতে হইলে তাহার অর্দ্ধেক, খুব ছোট ছেলেদের পক্ষে তাহার ৬ ভাগের কিম্বা ৮ ভাগের এক ভাগ খাওয়ান উচিত। ছোট ছেলেদের আফিং প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ খাওয়ান একবারে নিষেধ।

পথ্য।

কথায় বলিয়া থাকে "দশ বৈদ্য সম পথ্য"। বাস্তবিক পথ্যের বিষয়ে সাবধান না থাকিলে, হাজার ঔষধ সেবন করিলেও রোগ আরাম হইতে পারে না। রোগের সময় যে জিনিস আহার করা যায়, শুধু তাহারই নাম পথ্য নহে। পীড়া হইলে আহার ছাড়া আর যে সব নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, সে সমুদায়ই পথ্য বলিয়া জানা উচিত। যে রোগে যেমন পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত তাহা সেই রোগের আনুসঙ্গিক চিকিৎসায় লেখা গিয়াছে। অতএব এখানে বেশী কিছু না বলিয়া, কেবল যে পথ্যগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহাদেরই বিষয় লেখা যাইবে।

অন্ন।—ভাত অতি লঘুপাক পথ্য বটে; কিন্তু ঠাণ্ডা ও পুষ্টিকর বলিয়া নবজ্বরে ভাত খাইতে দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন রোগে একবেলা করিয়া দুধের কিম্বা মাছের ঝোলের সঙ্গে খাইতে দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ব্যঞ্জনের সঙ্গে খাইলে ভাত হজম হইতে কিছু দেরী হয়। অতএব রোগের পর দুই এক দিন দুধ-ভাত খাওয়াইয়া তার পর ব্যঞ্জনের সঙ্গে ভাত খাইতে দেওয়া ভাল। পুরাতন বালাম ও দাদখানি চাউলের ভাত সব চেয়ে লঘুপাক। ভাত গরম জলে ধুইয়া খাইলে খুব শীঘ্র হজম হয়। পর্য্যুষিত (পান্তা) ও শুষ্ক শীতল (কড়কড়ে) ভাত কখন খাইবে না। ভাত, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সমস্ত সিদ্ধ করা পথ্য কিছু গরম গরম খাওয়া ভাল।

তরকারি।—সকল প্রকার ডালের মধ্যে মুগের ডাল (সারক বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত রোগে) এবং মুশুরির ডাল (ধারক

বলিয়া পেটের অসুখ থাকিলে) রোগীকে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। মুগ ও মুসুরির ডাল খুব লঘুপাক বটে; কিন্তু ভাজা মুগের ডাল কিছু গুরুপাক। তা ছাড়া ঘৃত ও মসালা দিলে হাজার লঘুপাক ডালও গুরুপাক হইয়া উঠে। অড়হর, (অম্ল বৃদ্ধিকারী), ছোলা বা বুট, কলাই (সারক ও শীতল) প্রভৃতি ডাল গুরুপাক বলিয়া জানিবে। অম্ল ও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে সকল প্রকার ডালই নিষেধ। অন্যান্য তরকারীর মধ্যে ডুমুর ও মানকচু উৎকৃষ্ট। অপক্ক (কাঁচা) কলা লঘুপাক বটে, কিন্তু খাইলে কোষ্টবদ্ধ হয়। গোল আলু গুরুপাক ও বলকারক। পটোল লঘুপাক ও পিত্তনাশক। বেগুন লঘুপাক ও রক্ত পরিস্কার করে বটে, কিন্তু পাকা বেগুন খাইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়। সাদা (ছাচি) কুমড়ায় অগ্নিবৃদ্ধি এবং কোষ্ঠ পরিস্কার ও সকল রকম দোষ নষ্ট হয় বলিয়া প্রস্রাবের পীড়া ও কাশী (বিশেষতঃ কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠা) রোগে সুপথ্য। ওল লঘুপাক, অগ্নি বৃদ্ধি করে, অরুচি নষ্ট করে এবং কোষ্ঠ পরিস্কার করে বলিয়া অর্শঃ রোগে বিশেষ উপকারী। সকল প্রকার শাকই কুপথ্য; তবে ব্রাহ্মি, হিঞ্চা প্রভৃতি তিক্ত শাক পিত্ত নাশ করে বলিয়া কোন কোন রোগে ব্যবহার হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কুপথ্য বলিয়াই ধরা উচিত।

সুস্বাদের জন্য তরকারীতে নানা প্রকার মসালা দেওয়া হয়। কিন্তু মসালা ও ঘৃতের দোষে নিতান্ত লঘুপাক জিনিসও গুরুপাক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া লঙ্কা, মরিচ, প্রভৃতি মসলা অত্যন্ত কটু এবং গরম; দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি গরম মসালারত কথাই নাই। অল্প হলুদ, ধনে, আর ২।৪টা গোল মরিচ দিয়া রন্ধন করিলে কোন তরকারীই গুরুপাক হয় না।

মাংস ও মৎস্য।—মাংস লঘুপাক বটে; কিন্তু রন্ধনের দোষে গুরুপাক হয়। তা ছাড়া ইহার খুব পুষ্টিকর এবং ধারক গুণও আছে। আমরক্ত, অতিসার, জ্বর-বিকার, রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগে, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মাংসের যুস্ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। হজম করিবার শক্তি না থাকিলে মাংসের যুস্ খাইলে পেট ফাঁপিতে পারে; অতএব তেমন জায়গায় নিতান্ত আবশ্যক হইলে শীঘ্র হজম হইবার জন্য মাংসের যুসের সঙ্গে কয়েক ফোটা লেবুর রস কিম্বা ব্রাণ্ডি মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। জানিয়া রাখা উচিত, যে মাংস খাইলে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। অতএব কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে মাংসের পরিবর্ত্তে দুধ দেওয়া ভাল। এক পোয়া মাংস উত্তম রূপে কুটিয়া ও তাহার চরবি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া /১॥০ দেড় সের জলে আধ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে; তার পর সেই মাংস ও জল হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া তার সঙ্গে আর /১ সের আন্দাজ জল মিশাইয়া দিয়া, আগুনের তাপে সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে। এই সময় সুস্বাদু করিবার জন্য একটা ন্যাকড়ার পুটুলিতে ৪।৫টা গোল মরিচ, গোটাকতক আস্ত ধনে ও কএকটা বড় এলাচির দানা একত্রে বাঁধিয়া তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া হাঁড়ির মুখটী ঢাকা দিয়া রাখিবে। ক্রমে সমস্ত জল মরিয়া আধ সের আন্দাজ থাকিতে হাঁড়িটী আগুন হইতে নামাইবে ও মাংসগুলি উত্তম রূপে চকুটিয়া, পরিষ্কার কাপড়ে ঝোলটুকু ছাকিয়া লইবে। ইহাকেই মাংসের ব্রথ কহে। এই যুস্ প্রতিবার আধ ছটাক হইতে এক ছটাক মাত্রায় একটু লবণ ও কএক ফোটা লেবুর রস কিম্বা ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়। ব্রথ প্রতিবার খাওয়াইবার সময়ে এক বাটি গরম জলের উপর ব্রথের পাত্রটি বসাইয়া দিয়া গরম করিয়া লওয়া

উচিত। তৈয়ার করিবার ৬।৭ ঘন্টা পরে ব্রথ খারাপ হইয়া যায়।

মৎস্যও বলকারক বটে; কিন্তু খাইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় বলিয়া নবজ্বর, কাশী, হাম, বসন্ত, নানা প্রকার ক্ষত প্রভৃতি রোগে মৎস্য ব্যবস্থা না করাই ভাল। অনেক সময়ে মাংসের ঝোলের পরিবর্ত্তে মাছের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। কই চেঙ, সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য বেশ পুষ্টিকর। মৌরলা প্রভৃতি যে সকল মৎস্যে তৈলের ভাগ খুব কম থাকে তাহাই লঘুপাক। যে উপায়ে মাংসের ব্রথ প্রস্তুত করা হয়, সেই উপায়ে মৎস্যের ব্রথও তৈয়ার হইয়া থাকে।

দুগ্ধ।—মৎস্য ও মাংসের মত দুগ্ধও বলকারক বটে; কিন্তু মাংসের মত ধারক নহে; বরং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, দুগ্ধ সারক হইয়া উপকার করে। জ্বর প্রভৃতি রোগে পেটের দোষ না থাকিলে, আর কোন কারণে শরীর খুব কাহিল হইয়া পড়িলে বস্ত দুধ পথ্য দেওয়া উচিত। দুধ সিদ্ধ করিবার সময় একবার মাত্র উথলিয়া উঠিলেই বস্কা দুধ হয়। তা ছাড়া দুধ আর জল সমান ভাগে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিলে উপরে যে সর পড়িবে, সেই সর টুকু ফেলিয়া দিয়া অল্প গরম করিয়া লইয়া খাইতে দিলে শীঘ্র পরিপাক হয়। আমাশা রোগে দুগ্ধ সুপথ্য নহে; তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে গঁদের মণ্ড মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। একটু জলে গঁদ ভিজাইয়া রাখিলে খানিক ক্ষণ পরে গঁদ টুকু বেশ গলিয়া গেলেই গঁদের মণ্ড প্রস্তুত হয়। সুস্বাদের জন্য চিনি, মিছরির গুড়া প্রভৃতিও দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

রুটী।—রুটী অতি গুরুপাক। অভ্যাস না থাকিলে ইহা

শীঘ্র পরিপাক হয় না। তবে যে সকল রোগীর হজম করিবার শক্তি কমিয়া না যায়, অথচ জ্বর প্রভৃতি থাকা জন্য ভাত দিতে পারা না যায়; তেমন জায়গায় পাঁউরুটী খাইতে দিলে চলিতে পারে। টাটকা অপেক্ষা এক দিনের বাসি পাঁউরুটী ভাল। সচরাচর প্রায়ই ভাল পাঁউরুটী পাওয়া যায় না; অতএব খারাপ কদর্য্য পাঁউরুটী খাইয়া অম্ল, বুক জ্বালা প্রভৃতিতে কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা, বাড়ীতে সুজির রুটী প্রস্তুত করিয়া খাওয়া ভাল। রুটী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে, সুজি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখা দরকার। সুজির রুটী সেকিবার সময় যেমন ফুলিয়া উঠিবে, অমনি তাহা চাটু হইতে এক বাটি জলের মধ্যে ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া পাত্রে রাখিয়া দিবে; তাহা হইলে রুটী খাইতে বেশ নরম বোধ হইবে।

মুড়ি, খই প্রভৃতি।—মুড়ি, খই প্রভৃতি অতিশয় লঘুপাক; তা ছাড়া খই খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অম্ল রোগে মুড়ি ও খই সুপথ্য। কাঁচা চিড়ে অপেক্ষা ভাজা চিড়ে লঘুপাক। কাঁচা চিড়ের মণ্ড আমাশয় রোগে সুপথ্য। মুড়ি, খই, চিড়ে ভাজা প্রভৃতি তৈল মাখাইয়া খাওয়া ভাল নহে।

সাগু।—সাগুর স্নিগ্ধকারী গুণ আছে বলিয়া জ্বর রোগে সাগুর মণ্ড ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সাগুর পুষ্টিকারিতা গুণ নাই, অতএব রোগী কাহিল হইয়া পড়িলে (বিশেষতঃ পেটের অসুখ না থাকিলে) সাগুর মণ্ডের সঙ্গে একটুক্ আধটুক্ দুধ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর রোগে জল-সাগু পান করিলে পিপাসা কম হয়, প্রস্রাব বেশী হয় ও শরীর বেশ স্নিগ্ধ থাকে। আধ পোয়া জলে এক তোলা আন্দাজ সাগু দানা

ভিজাইয়া দিয়া আধ ঘণ্টা পরে সেই জল আগুণে ফুটাইয়া লইলে সাগুর মণ্ড প্রস্তুত হয়; ইহাকে জল-সাগু কহে। এই জলসাগু পান করিবার সময় দরকার মত লবণ, লেবুর রস, প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া যায়। সমান ভাগ দুগ্ধ ও জলের সঙ্গে কিছু মিছরি ও সাগু দানা দিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইলে, দুধ-সাগু তৈয়ার হয়। জল-সাগু ও দুধ-সাগু তৈয়ার করিবার সময়ে, জল ও দুধের ভাগ যত বেশী দেওয়া যাইবে জল-সাগু ও দুধ-সাগু তত পাতলা হইবে।

বার্লি (যব)।—সাগুর মত বার্লিও স্নিগ্ধকর বটে, বেশীর ভাগ যবের কিছু পুষ্টি কারিতা শক্তি আছে। পেটের অসুখ থাকিলে সাগু অপেক্ষা বার্লি ভাল পথ্য। বার্লির মণ্ড দুই প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। (১) যবের দানাগুলি হামান-দিস্তায় কুটিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লওয়া। (২) বাজার হইতে বিলাতি বার্লির গুঁড়া কিনিয়া আনিয়া, ঐ গুড়া ১ তোলা লইয়া এক ছটাক আন্দাজ ঠাণ্ডা জলে উত্তম রূপে গুলিয়া লইয়া, সেই বার্লি মিশ্রিত জলে আধ পোয়া আন্দাজ জল কিম্বা দুধ গরম গরম মিশাইয়া দেওয়া, আর তার পর একবার আগুনের উপর রাখিয়া গরম করিয়া লওয়া। বার্লির মণ্ডেও মিষ্ট মিশাইয়া খাইতে হয়।

এরারুট।—বার্লির মত এরারুটের ও ধারক গুণ আছে বলিয়া ইহাও পেটের অসুখে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সাগু অথবা বার্লির মত এরারুট স্নিগ্ধকারক নহে। গুড়া বার্লির মণ্ড যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়; এরারুটের মণ্ডও সেই প্রকারে তৈয়ার করা যায়।

ফল।—ফলের মধ্যে বেদানা, দাড়িম সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্য। ইহার বিশেষ গুণ এই, যে ইহা বলকর, পিত্ত নাশক এবং রক্ত পরিষ্কারক। কাঁকুড় ও শশা কুপথ্য বলিয়াই জানা উচিত। জ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত গা বমি বমি করা ও মুখ বিস্বাদ থাকিলে এক আধ কুঁচি কচি শশা কেবল চিবাইতে দেওয়া যাইতে পারে। শশার বদলে তরুলি দিলেও চলিতে পারে; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইবার সময় শশা, তরুলি, প্রভৃতি দেওয়া একবারে নিষেধ। ইক্ষু (আক) খাইলে পেট অতিশয় ভার থাকে; সুপক্ক কমলালেবুও মন্দ পথ্য নহে। ইহাতে মুখের জড়তা, গা বমি বমি করা, ঢেঁকুর উঠা প্রভৃতির উপকার হইতে দেখা যায়। কিস্‌মিষের কিছু সারক গুণ আছে। কেশুর, পানিফল, তাল আটির শাঁস প্রভৃতি মন্দ পথ্য নহে। পিয়ারা শীতল ও গুরুপাক; অতএব মুখের বিস্বাদ কমাইবার জন্য ২।১ কুঁচি কেবল চিবাইয়া ফেলা ভিন্ন খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কোন প্রকার অম্লই সুপথ্য নহে। তবে মুখ-রোচক বলিয়া রোগ ভাল হইবার পর পাতি লেবু, কএতবেল, শুষ্ক আমচুর, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতি অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। পাকা আম (সারক), কাঁঠাল (গুরুপাক ও বলকারক), কলমির খেজুর (পিত্তনাশক, গুরুপাক ও বলকারী), পাকা পেঁপে (পাচক, সারক ও শীতল) প্রভৃতি ফল রোগ-বিশেষে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। পাকা বেল (সারক গুরুপাক ও ক্ষুধানাশকারী), কোষ্ঠবদ্ধ ও আমরক্ত রোগে উপকারী; কিন্তু কাঁচা বেল আগুনে পোড়াইয়া খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও ভেদ, আমরক্ত প্রভৃতি রোগে বেশ উপকার করে। পেস্তা ও বাদাম অতিশয় গুরুপাক ও বলকারক। নারিকেলের

শাঁস বলকারক ও গুরুপাক। অম্লপিত্ত রোগে ঝুনা নারিকেল খাইলে উপকার হয়। নেয়াপাতি ডাবের শাঁস তত গুরুপাক নহে এবং খাইলে পিত্ত নাশ ও বল বৃদ্ধি হয়; তাছাড়া ইহার কিছু শীতল গুণও আছে। মিষ্টের মধ্যে মিছরি সকল রোগেই খাইতে দিতে পারা যায়।

স্নান ও ব্যায়াম।—গাত্র পরিষ্কার রাখিবার জন্য স্নান করিতে হয়। পরিষ্কার না থাকিলে গায়ে ময়লা জমিয়া ঘর্ম্ম ও দেহের অন্যান্য দূষিত দ্রব্য বাহির হইতে পারে না; সুতরাং নানা রকম রোগ জন্মিতে পারে। ক্লান্ত শরীরে, আহার করিবার পরেই, কিম্বা পেট ভরা থাকিলে স্নান করা নিষেধ। অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, বায়ুরোগ এবং সুস্থ ও সবল লোকের পক্ষে শীতল জলে স্নান করা ভাল। সর্দ্দি, কাশি, বাত প্রভৃতি রোগে গরম জলে স্নান করা উচিত। পীড়া আরাম হইবার পর যত দিন পর্য্যন্ত শরীরে বেশ বল না পাওয়া যায়, ততদিন জল অল্প গরম করিয়া লইয়া ও তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া দিয়া সেই জলে স্নান করা ভাল। স্নান করিবার পূর্ব্বে তৈল মাখা মন্দ নহে। তিল (বল ও বর্ণ বৃদ্ধিকারী, বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক এবং ত্বক ও চক্ষু রোগে উপকারী), সরিষা (উষ্ণ, রক্তপিত্তকারী এবং স্থূলতা ও নানা রকম চর্ম্ম রোগ নাশক) এবং নারিকেল (বায়ু-পিত্ত নাশক, পোষক, শীতল এবং নানা রকম কাশ রোগে উপকারী) এই সকল তৈল অধিক ব্যবহার হয়। নানা রোগে নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে; সে সব পরে বলিব। নব-জর, হাঁপানি প্রভৃতি প্রবল রোগে বেড়িয়া বেড়ান কিম্বা কোন রূপ শ্রম করা ভাল নহে। অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধ, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরাতন পীড়ায় এবং অন্য সব রোগ ভাল হইবার পর সকালে

বিকালে ফাঁকা জায়গায় একটু আধটু বেড়িয়া বেড়াইলে ও সামান্য রকম শ্রম করিলে উপকার হয়।

নিদ্রা।—সুনিদ্রা সকল রোগেই উপকারী; অতএব বিশেষ কারণ ছাড়া, এমন কি ঔষধ খাওয়াইবার জন্যও রোগীর ঘুম ভাঙ্গাইবে না; তবে আফিম্ প্রভৃতি বিষ খাওয়া রোগীকে ঘুমাইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। মোটামুটি, যখন রোগের উপসর্গ ও যাতনা কমিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ঘুমাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কেবল তখন তাহাকে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত।

বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি।—রোগীর ঘর খুব পরিস্কার ও খটখটে থাকা উচিত। আর যাহাতে সে ঘরে বাহিরের পরিস্কার বাতাস বেশ ভাল রকম বহিতে পারে তাহারও উপায় করা দরকার। দুর্গন্ধ নাশ করিবার জন্য গুঁড়া চুণ, ফিনাইল, কার্ব্বলিক্ এসিড প্রভৃতি জলে গুলিয়া রোগীর ঘরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেওয়া ভাল। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা না হইলে, এই রকম রোগীর ঘরে গন্ধক পোড়ান সবচেয়ে ভাল। একটা পাত্রে খানিক আগুন রাখিয়া, সেই আগুনের উপর একখানি খুরি, হাতা কিম্বা বাটি বসাইয়া তাহাতে একটু গন্ধক রাখিয়া দিবে। আগুনের তাপে বাটি গরম হইয়া উঠিলে ঐ গন্ধক হইতে যে ধুম নির্গত হইবে তাহাতে ঘরের দুর্গন্ধ ও রোগের বিষ দুই নষ্ট হয়। জানিয়া রাখা উচিত, যে গন্ধকের ধুম নাকে লাগিলে রোগীর বড় কষ্ট হয়; অতএব একেবারে অনেকটা গন্ধক না পোড়াইয়া অল্প অল্প পোড়াইবে, কিম্বা গন্ধক পোড়াইবার সময় রোগীকে অন্য ঘরে রাখিবে। ফিনা-

হইল সচরাচর পাওয়া কঠিন। অতএব রোগীর মলমূত্রের জায়গায় গুঁড়াচুণ কিম্বা আলকাতরা ছড়াইলেও চলিতে পারে। আমাদের দেশে যে ধূনার ধোঁয়া প্রচলিত আছে, তাহাতে ও দুর্গন্ধ নষ্ট হয়; অতএব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা না হইলে রোগীর ঘরে ধূনার ধোঁয়া দেওয়াও ভাল। প্রতিদিন সকালে বিকালে এইরূপ ধোঁয়া দিতে হইবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে এইরূপ ধোঁয়া দিবার পূর্ব্বে রোগীকে অন্য ঘরে নাড়িবে। যখন গ্রামে অনেক লোকের ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ হইতে থাকে, তখন বাড়ির উঠানে এইরূপ গন্ধক, ধুনা আলকাতরা প্রভৃতি পোড়াইলে রোগের হাত থেকে বাঁচিতে পারা যায়। রোগীর ঘরে অনেক লোক থাকিলে, তাহাদের নিশ্বাসেও সেখানকার বায়ু দূষিত হয়; অতএব শুশ্রূষা করিবার জন্য ২।১ জন সাহসী বুদ্ধিমান লোক ছাড়া আর কাহাকেও সে ঘরে থাকিতে দিবে না। শব্দ, গোলমাল, আলোক প্রভৃতিতে রোগীর কষ্ট হইতে পারে; অতএব সে বিষয়েও সতর্ক থাকিবে। রোগীর গায়ের ও বিছানার কাপড় খুব পরিষ্কার রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বদলিয়া দিবে। বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগীর মল, মূত্র, ময়লা কাপড় ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ মাটিতে পুতিয়া ফেলিবে কিম্বা পাড়ার বাহিরে লইয়া গিয়া ধুনা ও গন্ধকের সঙ্গে আগুনে জ্বালাইয়া দিবে।

রোগ পরীক্ষা।

রোগীর যে সকল যন্ত্রণা থাকে, তাহা খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া ও শুনিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়। রোগীর শরীরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়,

তাহাদের মধ্যে তাপ, নাড়ী, জিহ্বা, ত্বক, মূত্র, বক্ষঃ, নিশ্বাস প্রভৃতির বিষয় কিছু কিছু জানিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। বক্ষঃ পরীক্ষা প্রভৃতি অতিশয় কঠিন; অতএব এখানে তাহা না লিখিয়া, কেবল তাপ, নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র, মল ও নিশ্বাস পরীক্ষার বিষয়ে কিছু লেখা যাইবে।

গায়ের তাপ পরীক্ষা।—গায়ের তাপ বেশী কি কম আছে, তাহা গায়ে হাত দিবামাত্র এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঠিক কত বেশী হইয়াছে, কি কত কমিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে তাপমান (থার্মমিটার) নামক যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়। ৩।৪ টাকা হইলেই একটী কাজ চলিবার মত তাপমান যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ তাপমান যন্ত্র প্রত্যেক গৃহস্থেরই একটী করিয়া কিনিয়া রাখা উচিত। তাপমান যন্ত্রের যেদিকে একটী গোল খাঁজ কাটা থাকে, সেই দিকটী রোগীর বগলে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে চাপিয়া রাখিতে হয়। ৮ মিনিট পরে যন্ত্রটী বগল হইতে উঠাইয়া তাহার ভিতরে ইনডেক্সটী কত দূর উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া লইতে হয়। তাপমান যন্ত্রের ঠিক মাঝখানে লম্বালম্বি চুলের মত একটী সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের ভিতরে যে একটী সূচের মত সরু লম্বা দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নাম ইনডেক্স। যন্ত্রটী ঝাঁকিয়া এই ইনডেক্স ইচ্ছামত উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়। তাপমান যন্ত্র দিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে এই ইনডেক্সটী ৯৫ ডিগ্রির চিহ্নে নামাইয়া রাখিতে হয়। এই যন্ত্রের গায়ে আর কতকগুলি ছোট ছোট মাপের দাগ আছে; সেই দাগ গুলির ৪০টীর পরে একটী করিয়া বড় দাগ থাকে। এই বড় দাগ গুলি এক এক ডিগ্রীর চিহ্ন, আর

তার চেয়ে ছোট ছোট দাগ গুলির এক এক দাগে দুই দুই দশমিকের চিহ্ন বুঝায়। ৯৮ ডিগ্রির চিহ্নের উপর যে ছোট ছোট দাগ আছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টীর পাশে একটী তীরের ফলার মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; সহজ মানুষের গায়ের তাপ এই ৯৮·৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে।

গায়ের তাপ ৯৯ ডিগ্রীর উপর কি ৯৮ ডিগ্রীর নিচে থাকিলে রোগ বলিয়া ধরা উচিত। গায়ের তাপ ৯৯ ডিগ্রী হইতে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত থাকিলে জ্বর খুব সামান্য মনে করা উচিত। সহজ জ্বরে গায়ের তাপ ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জ্বর বেশী হইলে গায়ের তাপ ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। গায়ের তাপ ১০৫ ডিগ্রী হইলে জ্বর খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত। ১০৭ কিম্বা ১০৮ ডিগ্রীর কাছাকাছি গায়ের তাপ হইলে, রোগীর বাঁচিবার আশা প্রায় থাকেনা। তরুণ অথবা প্রবল বাত রোগে গায়ের তাপ ১০৪ ডিগ্রী উঠা ভারি কুলক্ষণ। ফলতঃ গায়ের তাপ ১০৪ কিম্বা ১০৫ ডিগ্রীর কাছাকাছি থাকিলে রোগ কমিতেছে না বলিয়া ধরা উচিত। ক্ষয়কাশি রোগে রোগ জানা যাইবার পূর্ব্ব হইতেই গায়ের তাপ বেশী থাকে, তার পর রোগ বাড়িতে থাকার সঙ্গে, গায়ের তাপ ১০০ ডিগ্রী হইতে ১০৪ কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ক্রমশ: উঠিতে পারে। গায়ের তাপ ৯৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত কমিলে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয় বটে, কিন্তু তখনও বাঁচিবার আশা থাকিতে পারে। গায়ের তাপ ৯৩ ডিগ্রীর নিচে হইলে বাঁচিবার আশা প্রায় থাকেনা।

নাড়ী পরীক্ষা।—পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম হাতের কব্জির উপর সারি সারি তিনটি অঙ্গুলি বসাইয়া নাড়ী

পরীক্ষা করিতে হয়। নাড়ী পরীক্ষা করিবার সময় রোগীকে অন্যমনস্ক রাখা আবশ্যক; কারণ সেই সময় রোগী যদি পীড়ার বিষয় ভাবিতে থাকে, তাহা হইলে নাড়ীর অবস্থা ঠিক থাকে না। সহজ শরীরে অর্থাৎ গায়ের তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রী থাকিলে নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে অতি ছোট ছেলেদের ১২০ হইতে ১০০ বার, যুবা পুরুষদের ৭৫ হইতে ৭০ বার আর বৃদ্ধের ৬০ হইতে ৫০ বার করিয়া হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নাড়ী ইহা অপেক্ষা ৫।৭ বার করিয়া বেশী হয়। কিন্তু যৌবনের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষের নাড়ীর গতি সমান থাকে। লোকের বয়স যত বেশী হইতে থাকে, ততই তাহার নাড়ীর গতি কমিয়া আসে। শুইয়া থাকা অপেক্ষা বসিলে, আর বসিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইলে নাড়ীর গতি বেশী হয়।

জ্বর হইলে নাড়ী সহজ শরীর অপেক্ষা তাড়াতাড়ি নড়িতে থাকে; মোটামুটি গায়ের তাপ ১ ডিগ্রী বেশী হইলে নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে দশ বার করিয়া বেশী হইয়া থাকে। সুস্থ অবস্থায় যুবা পুরুষের নাড়ী অল্প মোটা বোধ হয়; কিন্তু বরাবর ঠিক সমান ভাবে নড়ে, আর অঙ্গুলি দিয়া সামান্য চাপিলেই আগের চেয়ে কম তেজে নড়িতে থাকে। যে যত কাহিল হইবে, তাহার নাড়ী তত ধীরে নড়িবে; আর অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে ততই নিস্তেজ বোধ হইবে। অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে নাড়ী বেশী ঠেলিয়া ঠেলিয়া নড়িতে থাকা প্রদাহ এবং শরীরে বেশী রক্ত থাকার লক্ষণ। এই রকম অবস্থায় নাড়ী কিছু মোটাও বোধ হইতে পারে। যাহাদের শ্লেষ্মার ধাতু, তাহা-দের নাড়ী স্বভাবতঃ কিছু চাপা অর্থাৎ আস্তে আস্তে নড়িয়া থাকে। বাতিক ধাতুতে নাড়ী কিছু শীঘ্র ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া

বহিতে থাকে; আর পিত্তের ধাতুতে নাড়ী কিছু লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কবিরাজেরা বলেন যে বায়ুর* প্রকোপ হইলে নাড়ী সাপ কিম্বা জোঁকের মত চলিয়া থাকে, পিত্তের প্রকোপে নাড়ী কাক কিম্বা ভেকের চলার মত হয়। আর শ্লেষ্মার প্রকোপে নাড়ীর গতি ময়ূর কিম্বা রাজহংসের মত হয়। তৈল মাখিলে, মৈথুনের পর, আহার করার পর, আর বমি হওয়ার পর নাড়ীর গতি ঠিক থাকেনা।

---

* বায়ু-পিত্ত-কফ আমাদের দেহ ধারণের প্রধান সাধন বলিয়া কবিরাজেরা ইহাদের 'ধাতু' বলেন। তাঁহাদের মতে ইহাদের একটি, দুইটি বা তিনটি কুপিত হইলে সমস্ত পীড়া জন্মিয়া থাকে। পিত্তের গুণ উষ্ণ ও কফের গুণ শীতল; কিন্তু বায়ুর গুণ বাতাসের মত অর্থাৎ পিত্তের অধীনে উষ্ণ এবং শ্লেষ্মার অধীনে শীতল হয়। পৃথিবী যেমন চন্দ্রের শীতল কিরণে আর্দ্র এবং সূর্য্যের উত্তাপে গরম হয় এবং বায়ু এই দুইটি গুণকে চালাইয়া (অর্থাৎ উষ্ণ গুণ বেশী হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া এবং শীতল গুণ বেশী হইলে তাহাকে গরম করিয়া দিয়া) পৃথিবীকে প্রতিপালন করে, বায়ু-পিত্ত-কফও সেইরূপে আমাদের প্রতিপালন করে। শোক, শ্রম, ভয়, রাতজাগা, মলমূত্রের বেগ হইলে বাহ্যে প্রস্রাব না করা, ঠাণ্ডালাগান প্রভৃতি কারণে এবং খাদ্যদ্রব্য হজম হইবার শেষকালে, আকাশে মেঘ থাকিলে, বিকাল বেলায়, শেষ-রাত্রিতে এবং বর্ষা ও শীতকালে বায়ুর কোপ বেশী হয়। ভাত মাংসের ঝোল প্রভৃতি বলকর পথ্য অল্প গরম থাকিতে এবং অম্ল-মধুর জিনিষ খাওয়া, তৈল মাখা, স্নান করা, হাত সহিবার মত গরম জলের সেক দেওয়া প্রভৃতি উপায়ে কুপিত বায়ুর

নাড়ী কখন তাড়াতাড়ি কখন আস্তে আস্তে চলিতে থাকিলে রোগ খুব কঠিন হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত; নাড়ীর ঐরূপ অবস্থায় স্নায়ু (বায়ু) দোষ ও হৃদপিণ্ডের রোগ বুঝায়। জ্বর বিকারে অনেক সময় নাড়ীর এই রকম অবস্থা হইয়া থাকে। নাড়ী নড়িতে নড়িতে এক একবার খানিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকা

শান্তি হয়। বায়ুর কোপে পেট ফাঁপা, গা ভাঙ্গা, নানা রকম কনকনে বেদনা, হিক্কা, হাঁপানি, শিহরিয়া উঠা, কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি উপদ্রব হয়। ঝাল, অম্ল, ভাজা ও খুব গরম দ্রব্য খাওয়া, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র লাগা, মদ খাওয়া প্রভৃতি কারণে এবং খাদ্যদ্রব্য হজম হইবার সময়, বেলা ও রাত্রি দুই প্রহরের সময় আর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্তের কোপ বেশী হয়। তিক্ত ও কষায় জিনিস খাইলে, শীতল ও ছায়াযুক্ত স্থানে কিম্বা জ্যোৎস্নার আলোকে থাকিলে, মাটিতে শুইলে এবং ফোয়ারার জলে স্নান করিলে পিত্তের কোপ কমিয়া যায়। পিত্ত কুপিত হইলে ফোড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, গা জ্বালা, গা গরম, ঘাম, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের স্বাদ টক কিম্বা তিক্ত থাকা, টক ঢেকুর উঠা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ হয়। ইক্ষু প্রভৃতি মিষ্ট, দধি প্রভৃতি ঠাণ্ডা এবং ঘৃত প্রভৃতি গুরুপাক জিনিস খাওয়া, বেশী খাওয়া, দিনে ঘুমান প্রভৃতি কারণে এবং আহার করিবার ঠিক পরে, সকালে, সন্ধ্যায় এবং বসন্ত ও হেমন্ত কালে শ্লেষ্মার কোপ বেশী হয়। ঝাল, তিক্ত ও কষায় জিনিস খাওয়া, শ্রম, রাত-জাগা, খুব গরম জিনিস খাওয়া, উপবাস ইত্যাদিতে কফের শান্তি হয়। তন্দ্রা, অতিশয় ঘুম, গা ভারি, তেল মাখিয়া থাকার মত গা চকচকে দেখান, সর্দ্দি, কাশি, মুখ মিষ্ট থাকা ইত্যাদি কুপিত কফের লক্ষণ।

অতিশয় কুলক্ষণ; অনেক সময় মৃত্যুর পূর্ব্বে নাড়ীর অবস্থা এই রকম হইয়া থাকে। কব্জির উপর নাড়ী না পাওয়া কিম্বা এক একবার অল্প পাওয়া অতি কুলক্ষণ। রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িলে, নাড়ী খুব জোরে নড়িতে থাকাও কুলক্ষণ। স্বভাবতঃ নাড়ী খুব আস্তে আস্তে বহিতে থাকা মস্তিষ্কে রক্তউঠা অথবা কাহিলের লক্ষণ। বই পড়িয়া নাড়ী জ্ঞান হওয়া কঠিন। ভাল চিকিৎসকের নিকট শিক্ষা করিতে হয়।

জিহ্বা।—জিহ্বার লক্ষণ দেখিয়া শরীরের অনেক রকম অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। অনেক রকম জ্বরে জিহ্বা শুষ্ক থাকে এবং জ্বরের তেজ যত কমিতে থাকে, ততই জিহ্বাতে রস হয়। জিহ্বার উপর সাদা ময়লা জমিয়া থাকা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ কিম্বা উগ্রতার লক্ষণ; নানা রকম নবজ্বরে জিহ্বার এই রকম অবস্থা হয়। এই রকম সাদা ময়লা জিহ্বার উপর আগাগোড়া সমান ভাবে জমিয়া থাকিলে তত ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু জিহ্বাতে খানিক খানিক জায়গার উপর এই রকম সাদা ময়লা জমিয়া থাকা সুলক্ষণ নহে। জিহ্বা যদি ক্রমে ক্রমে অগ্রভাগ ও ধার হইতে পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়, তবে রোগের সুবিধা হইতেছে বুঝা উচিত। যকৃতের অর্থাৎ পিত্তের দোষ থাকিলে, জিহ্বার উপর হলুদে বর্ণের ময়লা জমিয়া থাকে আর মুখ তিক্ত হয়। জিহ্বার উপর কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ঘুঁটের ছাইয়ের মত পাঁশুটে রঙ্গের ময়লা পড়া খুব কুলক্ষণ। জিহ্বা কাঁপা অতিশয় কাহিলের লক্ষণ; সুতরাং নবজ্বর প্রভৃতি প্রবল রোগে কুলক্ষণ বলিয়া ধরা উচিত। জিহ্বা ঘোর লাল ও পরিষ্কার থাকা পাকযন্ত্রের ও অন্ত্রের কিম্বা শ্বাস-যন্ত্রের প্রদাহ হইলে দেখা যায়।

ঘর্ম্ম।—ত্বক শুষ্ক ও গরম থাকা জ্বরের লক্ষণ এবং ঘর্ম্ম হইয়া যতক্ষণ রোগের অন্যান্য যাতনা কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে ত্বকের শুষ্কতা ও তাপ কমিয়া না যাইবে, ততক্ষণ সুলক্ষণ বলিয়া ধরা উচিত নয়। সর্দ্দি-জ্বর, প্রদাহ-জ্বর, সবিরাম জ্বর, আর বাত রোগে ঘাম হইলে অনেক যাতনা কমিয়া যায়। রাত্রিকালে ঘাম হওয়া এবং তাহার সঙ্গে রোগী দিন দিন কাহিল হইয়া পড়িতে থাকা, হেক্‌টিক্ (বিষম) জ্বর ও ক্ষয়কাশি প্রভৃতির লক্ষণ। শরীরে কেবল একটী মাত্র স্থানে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে সেই জায়গার ভিতরে যে যন্ত্র আছে তাহারই পীড়া জানিবে। ঘাম বেশী হইলে রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িতে থাকে; অতএব তাহা ভয়ানক কুলক্ষণ।

মুত্র।—সহজ লোকে সমস্ত দিবা রাত্রিতে ৫।৬ বার প্রস্রাব করিয়া থাকে এবং এই ৫।৬ বারের প্রস্রাব একত্র করিলে মোট ১ সের কিম্বা ১॥০ সের হইতে পারে। শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে লোকের প্রস্রাব কমিয়া যায়। সহজ লোকের প্রায়ই কিছু হল্‌দে রঙ্গের হইয়া থাকে। তাছাড়া কখন কখন জলের মতও হইয়া থাকে। পাণ্ডু (ন্যেবা) প্রভৃতি যে সকল রোগে যকৃত (পিত্তের) দোষ থাকে, তাহাতে মুত্র ঘোর হল্‌দে বর্ণ হয়। হলদে রঙ্গের মূত্রে পিত্ত মিশ্রিত থাকে; প্রস্রাব লাল হইলে প্রায়ই তাহাতে অম্ল মিশ্রিত থাকা সম্ভব। জ্বর রোগে প্রস্রাব ঘোরাল অর্থাৎ রাঙ্গা হইয়া থাকে। মুত্রের রং ধোঁয়ার মত হইলে রক্ত মিশ্রিত থাকা সম্ভব। মুত্র ঘোলা ঘোলা দেখাইলে তাহাতে শ্লেষ্মা কিম্বা পূঁজ মিশ্রিত থাকিতে পারে। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঠিক রক্তের মত হওয়া কুলক্ষণ। পরিষ্কার শিশিতে প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে এই সকল রং বেশ

বুঝিতে পারা যাইবে। ছোট ছোট ছেলেদের দুধের মত সাদা প্রস্রাব হওয়া কৃমি রোগের লক্ষণ।

মল।—সহজ মলের বর্ণ হলদে হয়। ফিকা ও কাদার মত বর্ণের মলে পিত্তের ভাগ কম থাকে। এইরূপ খুব ঘোর হলদে বর্ণের মলে বেশী পিত্ত মিশ্রিত থাকে। মলের বর্ণ শাক ছেঁচার মত সবজে হওয়া (বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে) অম্ল দোষের লক্ষণ। কোঁথপাড়ার সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত আম বাহ্যে হওয়া অন্ত্রে প্রদাহের লক্ষণ। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কার্য্য ভাল না হইলে মল শুষ্ক ও কঠিন হইয়া থাকে।

বেদনা।—শরীরের কোনস্থানে খুঁচিতে থাকার মত তীক্ষ্ণ বেদনা যদি হঠাৎ আরম্ভ এবং হঠাৎ উপশম হয়, তবে তাহা স্নায়ুশূলের লক্ষণ বুঝিবে। দপ্ দপে, কন্‌কনে কিম্বা কামড়ানর মত বেদনা ছুঁইলে, টিপিলে এবং নড়িলে বেশী হওয়া প্রদাহের লক্ষণ। দেহের কোন স্থানে রক্ত জমিলে তথায় চিড়্‌খিচে কিম্বা কাঁটা বিঁধিবার মত বেদনা বোধ হয়। কোন সুস্থ অঙ্গে বেদনা হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য কোন যন্ত্রের পীড়া বুঝায়; যেমন ডান হাতের কিম্বা ডান কাঁধের বেদনা যকৃতের পীড়ার দরুন হয়। ভয়ানক প্রদাহের বেদনা হঠাৎ একেবারে ভাল হইয়া যাওয়া ভারি কুলক্ষণ।

নিশ্বাস, কাশি প্রভৃতি।—শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস পড়িবার সময়ে যদি রোগীর পেট বেশী নড়িতে থাকে, তবে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ বুঝিবে। এইরূপ কেবল বুক বেশী নড়িতে থাকা পেটের ভিতরের যন্ত্রে প্রদাহের লক্ষণ। কাশির সঙ্গে আঠা আঠা শ্লেষ্মা উঠা পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও ইটের মত লাল্‌চে রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠা ফুস্‌ফুস প্রদাহের লক্ষণ।

পীড়ার কারণ ও নিবারণের উপায়।

অত্যাচারই পীড়ার প্রধান কারণ। অত্যাচার দুই রকম: শারীরিক ও মানসিক। ঠাণ্ডা লাগা, গরম লাগা, বেশী খাওয়া প্রভৃতি শারীরিক অত্যাচার আর ভয়, শোক, রাগ প্রভৃতি মানসিক অত্যাচার। হঠাৎ কোন কারণে একটি অত্যাচার হইয়া পড়িলে বিশেষ, সতর্ক হইয়া চেষ্টা করিলে পীড়া না হইতে পারে। কিরূপ চেষ্টা করিলে কিরূপ অত্যাচারের পর পীড়া হইতে পারেনা, তাহা নিচে লেখা যাইবে। তাছাড়া ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের মড়ক উপস্থিত হইলে, এক প্রকার বিষ মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল রোগ জন্মাইয়া দেয়। সেই সব ভয়ানক রোগের হাত থেকে বাঁচিবার উপায় এর পর বলিব।

ঠাণ্ডা।—হিম লাগিবার পর এক মাত্রা 'ডক্কামেরা' খাইলে প্রায় কোন রকম পীড়া হইতে পারেনা। হিম লাগা জন্য যে সব অসুখ হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে 'একোনাইট.' 'মার্কিউ-রিয়স,' 'রষ্টকস্,' 'হিপার সল্‌ফর' প্রভৃতিও ভাল। জলে ভিজার দরূন যে অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে 'ডক্কামেরা' ও 'রষ্টক্স' ভাল। বেশীক্ষণ জলে পড়িয়া থাকা জন্য অসুখ হইলে 'এণ্টি-মনিয়ম্ ক্রুডম্' ভাল। বরফ প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া জন্য অসুখের পক্ষে 'আর্সেনিক' ভাল; তাছাড়া 'পল্‌সেটিলা' মন্দ নহে। ঠাণ্ডা লাগিয়া গায়ের ঘাম বন্ধ হইবার জন্য পীড়ার পক্ষে 'একোনাইট কিম্বা কেমোমিলা' ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা লাগিবা

সর্দ্দি, জ্বর প্রভৃতি যে সকল অসুখ হয়, শরীরের ঘাম বন্ধ হইয়া যাওয়া তাহার কারণ; অতএব সে রকম স্থলে ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম জলে গা পরিষ্কার করিবার পর গরম কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিয়া যাহাতে বেশ ঘাম হয়, তাহার উপায় করাও উচিত।

ঠাণ্ডা লাগার অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকিলে, হিম লাগা বা জলে ভিজার পর খানিক গরম গরম "চা" পান করিয়া, খুব গরম কাপড় গায়ে দিয়া যাহাতে বিলক্ষণ ঘাম হইয়া যায়, তাহার উপায় করা দরকার। আধ পোয়া আন্দাজ ফুটন্ত গরম জল আগুন হইতে নামাইয়া তাহাতে ½ তোলা আন্দাজ "চা" পাতা ফেলিয়া দিয়া পাত্রটি ঢাকিয়া রাখিবে; ৫।৭ মিনিট পরে যখন ঐ জলটি খুব লাল হইবে, তখন উহা ছাঁকিয়া পাতা গুলি ফেলিয়া, কিছু দুধ আর চিনি মিশাইয়া গরম গরম পান করিতে হয়। অবস্থা বিবেচনায় "চা"র সঙ্গে দুধ ও চিনির বদলে কেবল একটু লবণ মিশাইয়া পান করিতে দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন "চা" খাওয়া অভ্যাস থাকিলে, হিম লাগিবার পর "চা" পান করিলে তত উপকার হয় না। "চা" না পাওয়া গেলে, রাত্রিতে শুইবার সময় খানিক দুধ কিম্বা জল গরম গরম পান করিয়া আর তাহারও সুবিধা না হইলে খানিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়া গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া শয়ন করিলেও ঘাম হইতে পারে।

গরম লাগা।—রৌদ্র লাগার জন্য যে নানা রকম অসুখ হইতে পারে, তাহাতে (মাথা ধরা, সর্দ্দি গরমী প্রভৃতির পক্ষে)

"বেল্যাডোনা" আর (পেটের অসুখ, ঢেকুর উঠা প্রভৃতির পক্ষে) "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" ভাল। আগুনের তাপ কিম্বা রৌদ্র লাগিয়া ভেদ, পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা প্রভৃতির পক্ষে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্লিস্" বিশেষ উপকারী।

গরম লাগার অন্যান্য উপায়।—যাহাদের রৌদ্রে কিম্বা আগুনের উত্তাপে বেশী ক্ষণ থাকিতে হয়, তাহারা যেন কখন আগুন কিম্বা রৌদ্র হইতে আসিয়া তখনি ঠাণ্ডা বাতাস কিম্বা জল গায় লাগাইয়া শরীর শীতল না করে। এই সব লোকের ত্রিফলার জল, মিছরির সরবৎ প্রভৃতি পান করা উচিত, হরিতকী, বহেড়া ও আমলা (শুষ্ক আমলকী) এই তিন জিনিসের প্রত্যেকটি ২ তোলা করিয়া লইয়া একত্রে কুটিয়া ২ তোলা আন্দাজ মিছরির সঙ্গে আধ পোয়া জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর সেই জল টুকু ছাঁকিয়া লইয়া পান করিতে হয়। ত্রিফলার জল খাইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট, দৃষ্টি বৃদ্ধি, রুচি বৃদ্ধি এবং কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর ভাল হয়। কেহ কেহ বলেন, ত্রিফলা সেবনে ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ নষ্ট এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

পরিশ্রম।—বেশী চলিয়া বেড়ান কিম্বা পরিশ্রম করার দরুণ যে সব অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে (কুঁচকি টাটাইলে কিম্বা গা কামড়াইলে) "রস্‌টক্স্" আর (গা টাটাইলে) "আর্নিকা" ভাল। কোন ভারী জিনিস উঠাওন প্রভৃতি যে সব কাজে বেশী জোর দিতে হয়, সে জন্য অসুখের পক্ষে "রস্‌টক্স" মন্দ নহে। গাড়ি, পাল্কি, নৌকা প্রভৃতি চড়িবার দরুণ যে সব অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে "ককিউলস্" ভাল।

আঘাত।—ছেঁচিয়া যাওয়া, পড়িয়া যাওয়া কিম্বা শরীরের কোন স্থানে চোট ল্যাগার দরুণ যে নানা রকম অসুখ হইতে পারে তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে "আর্নিকা" ভাল। মুচড়িয়া কিম্বা মচ্‌কিয়া যাওয়ার দরুণ অসুখে "রস্‌টক্স" মন্দ নহে। এই সকল ঔষধের ৩ কিম্বা ৬ ডাইলিউশন্ সেবন করিতে আর লোশন (ঔষধের মূল আরোক ১ ভাগ আর জল ১০ ভাগ মিশাইয়া তৈয়ারি করিয়া) লইয়া নেকড়া দিয়া লাগাইতে হয়। হাতে কিম্বা পায়ে কড়া হইলেও "আর্নিকা" লোশন লাগাইলে উপকার হয়। ['দৈব ঘটনা' দেখ]

ধাতুক্ষয়।—অতিরিক্ত মৈথুন, স্ত্রী সহবাস, রক্তস্রাব, ভেদ, বমি প্রভৃতি কারণে শরীর ক্ষীণ হইলে যে নানা রকম অসুখ হইতে পারে, তাহা নিবারণ করিতে "চায়না" বিশেষ আবশ্যক। তা'ছাড়া "ফস্ফরিক-এসিড্", "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" প্রভৃতিও মন্দ নহে। পুষ্টিকর ও লঘুপাক জিনিস পথ্য দিবে।

রাত্রি জাগরণ।—রাত জাগা জন্য যে সব অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল।

আহারের দোষ।—ক্ষুধার সময়ে কিছু না খাইলে পিত্ত পড়িয়া যে সব অসুখ হয়, তাহাতে "নক্সভমিকা" ভাল। এইরূপ বেশী খাওয়ার দোষে অসুখ হইলে (খুব বেশী গা বমি বমি করা ও বমি হওয়া থাকিলে) "ইপিকাক্", (পেটের অসুখ হইলে) "পল্‌সেটিলা" আর (পেট ভার থাকা, পেট ভুট্‌ভাট্ করা, ফাঁকা ঢেকুর উঠা প্রভৃতি বায়ুর লক্ষণে) "এণ্টিমোনিয়ম্‌-ক্রুডম্"

দেওয়া উচিত। ঝাল ও গরম মসালা যুক্ত জিনিস খাইয়া অসুখ হইলে "নক্সভমিকা" এবং লুচি, পোলাও, ইলিস মাছ প্রভৃতি ঘৃতপক্ক ও তৈলাক্ত জিনিস খাইয়া অসুখ হইলে "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়। ফল খাইয়া অসুখ হইলে "চায়না" দিবে; তা'ছাড়া "পল্‌সেটিলা" মন্দ নহে। অম্ল খাইয়া অসুখ হইলে "এন্টিমোনিয়ম্‌-ক্রুডম্‌" ভাল। অম্ল খাইয়া বুক জ্বালা হইলে "নক্সভমিকা", আর মুখ টক হইয়া থাকিলে "নেট্রম্‌" দিবে। পিয়ারা, শাক প্রভৃতি খাইয়া অসুখ হইলে "ভেরাট্রম্‌" দিতে হয়। দুগ্ধ খাইবার পর যে অসুখ হইবে, তাহা "কেল্কেরিয়া" "চায়না", "সিপিয়া" প্রভৃতি খাইয়া না সারিলে "লাইকোপোডিয়ম্‌" দিবে। মাংস খাইবার দরুণ অসুখ হইলে "চায়না" দিতে হয়। মৎস্য খাইয়া অসুখ হইলে "কার্ব্বো ভেজিটেবলিস্‌" দিবে। ['অজীর্ণ,' 'পেটের অসুখ' প্রভৃতি দেখ]।

মাদক সেবন।—মদ, আফিং প্রভৃতি নেশা করার পর যে নানা রকম অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল। ['বিষ খাওয়া' দেখ]

মানসিক শ্রম।—বেশী চিন্তা করা, লেখা পড়া করা প্রভৃতি নানা রকম মানসিক শ্রমের দরুণ যে রোগ হয়, তাহার পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল। তা'ছাড়া "সলফ্‌র" "কেল্কেরিয়া" প্রভৃতিও দরকার হইতে পারে।

ভয়।—কোন কারণে ভয় পাইবার পরেই একমাত্র "ওপিয়ম্‌" সেবন করা ভাল। তাহা হইলে তার পর আর কোন পীড়া হইতে পারে না। কিন্তু ভয় পাইবার পর কিছু দিন

কাটিয়া গেলেও যদি মনের আশঙ্কা না যায় তবে "একোনাইট" ৩০ ক্রম দেওয়া উচিত। যাহাতে কাম প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, এবং মন বেশ প্রফুল্ল থাকে তাহার উপায় করা দরকার। ভয় পাওয়ার দরুণ বুক ধড়ফড় করিলে "একোনাইট্," আক্ষেপ বা খেঁচুনি ও মাথার যাতনা হইলে "বেলাডোনা," পেটের অসুখে "জেলিসমিয়ম্" ইত্যাদি দেওয়া যায়।

আহ্লাদ।—কোন কারণে হঠাৎ বেশী আনন্দ হইলে একমাত্র "কফি" খাওয়া উচিত। বেশী আহ্লাদের পর (মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে) "চায়না" এবং (শীত বোধ আর পেটের অসুখ হইলে) "জেল্সিমিয়ম্" দেওয়া উচিত।

শোক।—যে কারণেই হউক, মনে অতিশয় শোক কিম্বা দুঃখ হইলে "ইগ্নেসিয়া" ৩০ ক্রম সেবন করা উচিত। তা'ছাড়া কখন কখন "ফস্ফরিক এসিড্" ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; শোকের জন্য কোন রকম রোগ হইলেও এই দুইটী ঔষধ উপকারী। ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে (অম্ল, সুস্বাদু, এবং লোনতা জিনিস খাওয়াইয়া, স্নান করাইয়া, তিল নারিকেল প্রভৃতি ঠাণ্ডা গুণ যুক্ত তৈল মাখাইয়া) যাহাতে বায়ুর কোপ কমিয়া যায় তাহার উপায় করিবে। তা'ছাড়া রোগী কোন কারণে হতাশ হইলে তাহার মনে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মাইবার উপায় করিবে; এইরূপ শোক হইলে প্রণয় জন্মাইয়া দেওয়া, দুঃখ হইলে সান্ত্বনা করা প্রভৃতিও আবশ্যক।

রাগ।—কোন কারণে অতিশয় ক্রোধ হইয়া উঠিলে "ক্যামোমিলা" সেবন করা উচিত। ক্রোধের জন্য যে সব

রোগ হয়, তাহাতেও "ক্যামোমিলা" দেওয় যাইতে পারে। রাগের পর মাথা ধরা "কেমোমিলা" খাইয়া না কমিলে "কলোসিন্থ" দিবে। তিক্ত ও কষায় আস্বাদযুক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া; শীতল ছায়া যুক্ত স্থানে আর জ্যোৎস্নার আলোকে রোগীকে রাখিয়া দেওয়া এবং তাহার মস্তকে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া কিম্বা ফোয়ারা ও কলের জলে স্নান করান উচিত।

চিকিৎসা পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়।

(শ্বাস-যন্ত্র ও স্বর-যন্ত্রের পীড়া।)

আমরা নাক দিয়া যে নিশ্বাস টানিয়া লই, সেই বাতাস বায়ুনলী (ট্রেকিয়া) দিয়া বুকের ভিতর ফুস্ফুসের মধ্যে আসিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। বাহিরের বাতাসে ৩ ভাগ যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন্) এবং ১ ভাগ অম্লজান্ (অক্সিজেন) বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এই বিশুদ্ধ বাতাস নিশ্বাস পথে আসিয়া রক্তের অঙ্গারক (কার্ব্বন্) বাষ্প লইয়া তাহার বদলে অম্লজান বাষ্প রক্তে মিশাইয়া দেয়। তার পর সেই বাতাস দ্যাম্লঅঙ্গারক (কার্ব্বনিক এসিড্) নামে এক রকম বিষাক্ত বাতাস হইয়া প্রশ্বাস দ্বারা নাসিকা দিয়া নির্গত হইয়া যায়। ছাগলের ফুল্‌কো অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। ইহার মাঝখানে যে একটি মোটা নল আছে, সেই নলের মুখের ভিতর "ফুঁ" দিলে ফুল্‌কোর ভিতর বাতাস ঢুকিয়া উহাকে ফুলাইয়া দেয়। এই মোটা নলটির নাম ট্রেকিয়া বা বায়ুনলী। এই বায়ুনলী ঊর্দ্ধ হইতে নিচে আসিয়া বুকের ঠিক মাঝখানের ভিতরে (বাম ও দক্ষিণ) দুই ভাগ হইয়াছে। এই দুই ভাগের মধ্যে বাম ভাগ বাম ফুস্ফুসের ও দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; তার পর

সরু মোটা নানা ভাগ হইয়া বাতাস ঢুকিবার জন্য ফুস্ফুসের ভিতর স্পঞ্জের মত ফোঁপরা করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল ছোট ছোট নলীকে শ্বাস-নলী (ব্রংকাই) বলে। এই সকল নলী ভিজাইয়া রাখিবার জন্য এক প্রকার পাতলা পর্দ্দা দ্বারা তাহাদের ভিতর পিঠ মোড়া আছে; ঐ পর্দ্দায় রক্ত জমিয়া প্রদাহ হইলে উহাদের গায় শ্লেষ্মা জমে ও কাশীর সঙ্গে সেই শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। জিহ্বার পশ্চাতে গলার ভিতর একটি হাড়ের মত শক্ত পদার্থে নির্ম্মিত নল আছে, এই নলের ভিতর দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে আর গলার স্বর বাহির হয় বলিয়া ইহাকে স্বরযন্ত্র (লেরিংস্) বলে।

সর্দ্দি (ক্যাটার্)।—হিম লাগা, জলে ভিজা, ভিজা গায় ও ভিজা কাপড়ে থাকা, শরীর খুব গরম হইয়া উঠিলে হঠাৎ একেবারে (খানিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়া, গায়ে ঢালিয়া কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইয়া) শরীর শীতল করা প্রভৃতি কারণে সর্দ্দি হইয়া থাকে। তা'ছাড়া ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়েও সর্দ্দি হইতে পারে। সর্দ্দির প্রধান লক্ষণ নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরিতে থাকা। সর্দ্দি বেশী হইলে কখন কখন শীত বোধ, গা গরম, গা জ্বালা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়।

সর্দ্দির চিকিৎসা।—সর্দ্দি হইলে "একোনাইট্" ৬ ক্রম "নক্সভমিকা" ৬ ক্রম ৬ ঘণ্টা অন্তর পালা করিয়া সেবন করিলে অনেক সময়েই উপকার হইতে দেখা যায়, প্রথমতঃ এই দুইটী ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, নাক আটকান প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই শীঘ্র কমিয়া গিয়া সর্দ্দি আরাম হইয়া যায়। তা'ছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া যে সর্দ্দি হয়, তাহার

পক্ষেও "একোনাইট্" বেশ উপকারী। "একোনাইট্" খাইলে সর্দ্দির সঙ্গে একটু আধটু জ্বরও আরাম হইতে পারে।—জলে ভিজিবার জন্য সর্দ্দি হইলে "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া "রস্টক্স্" দেওয়া যায়।—ঠাণ্ডা বাতাসে ঘাম বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর সর্দ্দি হইলে "ক্যামোমিলা" এবং "একোনাইট্" পালা করিয়া সেবন করা উচিত। শিশুদের পক্ষেই "ক্যামোমিলা" বেশী খাটে।—সর্দ্দির সঙ্গে রাত্রিকালে শুষ্ক কাশী হওয়া আর স্বর ভঙ্গ থাকা "ক্যামোমিলা" ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত লক্ষণ।—সর্দ্দির সঙ্গে খুব হাঁচি হওয়া, গলার ভিতর ক্ষত হইয়া যাওয়ার মত বেদনা, গা কামড়ান, মাথা ধরা, আর ঘাম হইয়া যাতনা কম না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়।—যে সময়ে গ্রামের মধ্যে অনেক লোকের সর্দ্দি হইতে থাকে সেই সময়ে "মার্কিউরিয়স্" চমৎকার কাজ করে। তা'ছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দরুণ সর্দ্দি হইলেও "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়।—গলা বেদনা, গা বেদনা, প্রভৃতির সঙ্গে যদি মাথার ভার ও যাতনা খুব বেশী হয়, তবে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়।—"মার্কিউরিয়স্" সেবন করিলেও হাঁচি হইতে থাকা যদি না কমে তবে "হিপারসল্ফার" ৩০ ক্রম (প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে এক একবার) খাইতে দেওয়া যায়।—যদি সর্দ্দি দিনের বেলায় বেশ সরল থাকে, অথচ রাত্রিকালে নাক আটকাইতে আরম্ভ হয় তবে, "নক্সভমিকা" ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া উচিত।—হিম লাগিয়া সর্দ্দি হওয়ার সঙ্গে নাক আটকান আর পেটের অসুখ থাকিলে "ডল্কামারা" মন্দ নহে।—নাক দিয়া হল্দে

রঙ্গের সর্দ্দি নির্গত হওয়ার সঙ্গে যদি অরুচি আর কোন জিনিসের গন্ধ না পাওয়া থাকে তবে " পল্‌সটিলা " দিতে হয়।—সর্দ্দির সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকার পক্ষেও " পল্‌সটিলা " মন্দ নহে।—সর্দ্দির সঙ্গে চক্ষু আর নাকের ভিতর জ্বালা করা ও গরম জলের মত পাতলা সর্দ্দি ঝরা থাকিলে " আর্সেনিক্ "৬ ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২।৩ মাত্রা করিয়া দেওয়া উচিত। (সর্দ্দির সঙ্গে জ্বর থাকিলে সামান্য অবিরাম জ্বরের মত চিকিৎসা করিবে)।

এই সমস্ত ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করিতে দিবে।

সর্দ্দির আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সর্দ্দি হইলে গরম কাপড় দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা ভাল; তাহা হইলে ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি কমিয়া যায়। মাথার ভারও যাতনা বেশী থাকিলে গরম জলে ২০।২৫ মিনিট কাল পা ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হয়। গলা-বেদনা থাকিলে একটা গাড়ু কিম্বা কেটলির ভিতর গরম জল পুরিয়া তাহার নলটী মুখের ভিতর দিয়া সেই গরম জলের তাপ লইলে গলা বেদনার উপকার হয়। এই গাড়ু কিম্বা কেটলির যে মুখে জল ঢালিয়া দিতে হয় তাহা বেশ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। অনেকে সর্দ্দি বসিয়া যাইবার ভয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া থাকেন। এটি কিন্তু ভারী ভুল; সর্দ্দিতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে কাশী হইবার সম্ভাবনা। অতএব সে সময় সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর গরম জলে গা ধুইয়া ফেলিয়া তার পর গা মুছিয়া গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘাম হইয়া সর্দ্দির উপকার হইতে পারে।

সর্দ্দি হইলে কোন রূপ ঠাণ্ডা লাগা ভাল নহে। জ্বর থাকিলে দুধ, সাগু, প্রভৃতি লঘুপাক পথ্য এবং জ্বর না থাকিলে রুটি, চিঁড়েভাজা প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য খাইতে দেওয়া যায়। কবিরাজেরা এ রোগে জল ও জলের মত পাতলা জিনিস খাইতে নিষেধ করেন। সর্দ্দি বসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে ভাত খাইতে দেওয়া উচিত। যে দিন সর্দ্দি হইবার প্রথম সূচনা বোধ হয়, সে দিন রাত্রিতে শুইবার আগে এক গেলাস শীতল জল পান করিয়া গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শুইলে খুব ঘাম হইয়া সর্দ্দি হওয়ার ভয় দূর হয়।

সর্দ্দির অন্যান্য উপায়।—হিমলাগা কিম্বা অন্ত কারণে যে দিন সর্দ্দির সূচনা হইবে, সে দিন "স্পিরিট্ ক্যাম্ফর" ১ ফোঁটা করিয়া (চিনির সঙ্গে) ২ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ মাত্রা খাইলে বেশ উপকার হইতে পারে। যে দিন বেশী হিম লাগে কিম্বা বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়, সে দিন রাত্রিতে শুইবার সময়ে গরম গরম "চা" খাইয়া গা ঢাকিয়া রাখিলে খুব ঘাম হইয়া গিয়া সর্দ্দির সম্ভাবনা নষ্ট হয়। "চা" তৈয়ার করিবার নিয়ম ২৫ পৃষ্ঠায় ঠাণ্ডা লাগার অন্যান্য উপায়ে বলা গিয়াছে। সর্দ্দি স্পষ্ট প্রকাশ হইলে "চা" পান না করাই ভাল। কোন ঔষধের সুবিধা না থাকিলে কর্পূরের ঘ্রান লওয়াও ভাল; কারণ ক্রমাগত কর্পূর শুঁকিলে সর্দ্দি সরল থাকে ও শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। তা'ছাড়া কট্‌ছালের গুঁড়ার নস্য লইলেও সর্দ্দির নাক আটকান, মাথা কামড়ান, প্রভৃতি আরাম হইতে পারে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা থাকিলে "চা" কর্পূর প্রভৃতির সংস্রবে না থাকাই ভাল। যাহাদের সর্দ্দি হইলে শীঘ্র

বসিয়া যায়, তাহারা যেন "চা" না খাইয়া সর্ব্বদা কর্পূর শুঁকিতে থাকে। সর্দ্দি অত্যন্ত পাতলা থাকিলে রাত্রিকালে হাত পা'র চেটোতে সরিষার তৈল মালিস করা ভাল। নাক দিয়া পাতলা জলের মত সর্দ্দি ও তার সঙ্গে চক্ষু দিয়া খুব জল ঝরিলে অর্থাৎ সর্দ্দি ঝামরাইলে, গরম মুড়ি জলে ভিজাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সর্দ্দির ধাতু।—যাহাদের সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, তাহাদের ৩ দিন অন্তর ৩ দিন, এক এক বার করিয়া "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" ৩০ ক্রমাগত এক মাস সেবন করা উচিত। রোগা অপেক্ষা খুব মোটা মানুষের পক্ষে "কেল্কেরিয়া" বেশী উপকারী। যাহা হউক "কেল্কেরিয়া" খাইয়া উপকার না হইলে "সিলিসিয়া" (ঐ নিয়মে) সেবন করা আবশ্যক। যদি নানা রকম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়াও সর্দ্দি না আরাম হয়, বিশেষতঃ যদি সর্দ্দির সঙ্গে রোগীকে রাত্রিকালে মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়, আর খানিকক্ষণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মুখ শুকাইয়া যায়, অথচ বেশী পিপাসা না থাকে, আর তার সঙ্গে কপালের ভিতর জ্বালা করিতে থাকে তবে "লাইকো-পোডিয়ম্" ৩০ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া উচিত। সর্দ্দি পুরাতন হইয়া গেলে, বিশেষতঃ যদি একবার সর্দ্দি কমিতে না কমিতে আবার নূতন সর্দ্দি হয় তবে "সল্ফার" ৩০ (প্রাতে) এবং "সিলিসিয়া" ৩০ (সন্ধ্যাকালে) ৩ দিন অন্তর ২ দিন করিয়া দেওয়া উচিত। এই সকল লোকে সর্দ্দির ভয়ে বার মাস গরম জলে স্নান করিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন; এরূপ অভ্যাস করা ভারি দোষ; কারণ ক্রমাগত গরম জল

গা ও মাথায় ঢাকিতে ও গরমে থাকিতে অভ্যাস করিলে ত্বক এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে একটু মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই গায়ের লোমকূপ গুলি বন্ধ হইয়া ঘাম বন্ধ করিয়া ফেলে, সুতরাং সর্দ্দিও ছাড়ে না। অতএব তাঁহারা যেন একটু একটু করিয়া ঠাণ্ডা জল ও বাতাস গায় লাগাইতে অভ্যাস করেন; তাহা হইলে তেমন সহজে সর্দ্দি হইবার ভয় থাকিবে না। গ্রীষ্ম-কাল হইতেই বুকে, পিঠে ও সর্ব্বাঙ্গে আভাঙ্গ করিয়া খাঁটী সরিষার তৈল মাখিয়া পুষ্করিণী কিম্বা নদীতে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে অভ্যাস করা উচিত। কিন্তু সর্দ্দির অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগান (বিশেষতঃ শীতকালে) একেবারে নিষেধ। তা'ছাড়া এই সকল লোকের একটু একটু ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক। আর রাত জাগা, নেশা করা, "চা" খাওয়া প্রভৃতি কুঅভ্যাস ছাড়িতে হইবে। সর্দ্দি বসিয়া গিয়া স্বরভঙ্গ, কাশী প্রভৃতি হইতে পারে।

স্বরভঙ্গ বা আওয়াজ ধরা (হোর্সনেস্)।—
চিকিৎসা।—সর্দ্দির স্বরভঙ্গের পক্ষে, বিশেষতঃ যদি স্বর-ভঙ্গের সঙ্গে গলার ভিতর আঠা আঠা শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, আর খুব খেঁকুরাইতে খেঁকুরাইতে ঐ শ্লেষ্মা উঠিয়া যায় এবং রাত্রি-কালে (ঘুমাইয়া পড়িলেও) অধিক বার কাশীতে হয়, তবে (বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের পক্ষে) "ক্যামোমিলা" দেওয়া উচিত।—সর্দ্দির স্বরভঙ্গ "ক্যামোমিলায়" না কমিলে "মার্কিউ-রিয়স্" ৩০ দিতে হয়।—স্বরভঙ্গের সঙ্গে গলার বেদনা, পাতলা সর্দ্দি থাকা, বেশী ঘাম হইয়াও যাতনা না কমা, ইত্যাদি "মার্কিউরিয়স্" দিবার উপযুক্ত লক্ষণ।—কিন্তু গলার স্বর

একেবারে বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সর্দ্দি ও কোন জিনিসেরই স্বাদ না পাওয়া থাকিলে, "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত।—গলার ভিতর বেদনা থাকার সঙ্গে, স্বর ফিস্‌ফিসে হইলে, "বেলাডোনা" দিতে পার।—স্বরভঙ্গের সঙ্গে হাঁপানি থাকিলে আর ভোরের সময়ে কাশী বেশী হইলে "নক্‌সভমিকা" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে হাঁপানি হইলে অথচ দিনের বেলায় বেশ পাতলা সর্দ্দি উঠিলে "লাইকোপোডিয়ম্" দেওয়া উচিত।—স্বরভঙ্গের সঙ্গে কাশী আর গলার ভিতর শুকাইয়া থাকা বোধ হইলে, বিশেষতঃ জোরে কথা কহিবার সময় গলার ভিতর বেদনা বোধ হইলে "ফস্‌ফরস্" দেওয়া যায়।—হামের পর স্বরভঙ্গ হইলে, "ডল্‌কামেরা" এবং (তাহাতে উপকার না হইলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" ব্যবস্থা করিবে।—এইরূপ ঘুংড়ি কাশীর পর যে স্বরভঙ্গ হয়, তাহাতে "হিপার সল্‌ফর" ৩০ (ও তাহাতে উপকার না হইলে) "ফস্‌ফরস্" দেওয়া যায়। যদি স্বরভঙ্গ অনেক দিন থাকে আর সন্ধ্যাকালে বেশী জোরে কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়, তবে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" (প্রত্যহ ২ মাত্রা করিয়া) দেওয়া উচিত।—বেশী চিৎকার করার জন্য স্বরভঙ্গ হইলে "রস্‌টক্স" ভাল।

এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করা উচিত।

স্বরভঙ্গের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—স্বরভঙ্গ হইলে গুড়, অম্ল, কষায় জিনিস প্রভৃতি খাওয়া, দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগান ইত্যাদি নিষেধ। গরম দুধের সঙ্গে মিছরির গুঁড়া দিয়া খাওয়া ও সর্ব্বদা মিছরি গালে রাখা ভাল। তদ্ভিন্ন বুকের ও গলার উপর সেক দেওয়া, গরম কাপড়ে বুক ও গলা জড়াইয়া

রাখা প্রভৃতিও আবশ্যক। যাহাদের সর্ব্বদা স্বরভঙ্গ হয় তাহাদের দাড়ি রাখা উচিত।

স্বরভঙ্গের অন্যান্য উপায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে গাওয়া ঘৃতে আদার রস মিশাইয়া গরম গরম পান করা ভাল। শুঁঠ্, পিপুল, মরিচ ও মিছরি গুঁড়া করিয়া সমান ভাগে মিশাইয়া লইয়া, আর সুবিধা হইলে তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা 'পিপারমিণ্ট্' অয়েল্ মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু গালে রাখিলে শুষ্ক কাশী এবং স্বরভঙ্গের উপকার হইতে পারে। এক বাটি গরম জলে ২।৩ টা লঙ্কা মরিচ ৫।৭ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবার পর সেই জল টুকু গরম গরম পান করিতে দিলেও উপকার হয়। স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে (বিশেষতঃ গায়ক, শিক্ষক প্রভৃতির পক্ষে) ব্রাহ্মীশাক ঘৃতে ভাজিয়া খাওয়া ভাল। ব্রাহ্মীশাক স্বরভঙ্গের চমৎকার ঔষধ। সজিনা-গাছের শীকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কুলি করিলে খুব শ্লেষ্মা উঠিয়া কাশী, স্বরভঙ্গ, গলা বেদনা প্রভৃতির উপকার হয়।

গলার ভিতর বেদনা (সোর থ্রোট)।—মুখের ভিতর তালু অর্থাৎ টাক্‌রার পশ্চাতে একটি আলজিব্ আছে; তাহার দুই পার্শ্বে যে দুইটি ছোট ছোট মাংসের গুঠুলি দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজিতে তাহাদের 'টন্‌সিল্' বলে। টন্‌সিলে রক্ত জমিলে কিম্বা ফুলিয়া উঠিলে, কোন জিনিস গিলিবার সময়ে কিম্বা শুধু ঢোক গিলিতে, গলার ভিতর বেদনা বোধ হইয়া থাকে। যে দিকের টন্‌সিলে এই রকম রোগ হয়, ঢোক গিলিবার সময়ে গলার সেই দিকেই বেদনা বোধ হয়। দুই দিকের

টন্‌সিলে রোগ হইলে গলার দুই পাশেই বেদনা বোধ হয়। এই পীড়া বেশী হইলে গলার পার্শ্বের বিচি গুলি পর্য্যন্ত ফুলিয়া ও টাটাইয়া উঠে;—এমন কি কর্ণমূল পর্য্যন্ত ফুলিতে পারে। কখন কখন টন্‌সিল্ না টাটাইয়া গলার ভিতর অন্য কোন স্থানও ফুলিয়া উঠিয়া এই রকম পীড়া হইতে পারে। হিম লাগা, জলে ভেজা প্রভৃতি যে সকল কারণে সর্দ্দি হইয়া থাকে, সেই সব কারণেও এই রোগ হইতে পারে।

উপদংশ (গরমী), পারা খাওয়া প্রভৃতি থাকিলে, স্ক্রফিউলা (গণ্ডমালা) ধাতু হইলে, শরীর খুব দুর্ব্বল কিম্বা খুব বলবান হইলে, লোকের এই রোগ ভোগ করিবার বেশী সম্ভাবনা।

গলা বেদনার চিকিৎসা।—প্রায় সকল রকম ঢোক গিলিতে কষ্টের পক্ষে, (বিশেষতঃ ডান দিকের টন্‌সিল্ ফুলিয়া উঠিলে) বেলাডোনা" ব্যবস্থা করা যায়। গিলিবার সময়ে, বিশেষতঃ জল ও অন্যান্য তরল দ্রব্য গিলিতে গেলে গলার ভিতর বেদনা বোধ, গলার ডান দিকের উপর বিচি আওরান, মাথাধরা প্রভৃতি "বেলা-ডোনা" ব্যবস্থা করিবার অতিরিক্ত লক্ষণ।—"বেলাডোনা" খাইয়া দুই দিনের মধ্যে উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া উচিত।—বাম দিকের টন্‌সিল্ ফুলিয়া উঠিলে ঐরূপ "ল্যাকিসিস্" ৩০ ব্যবস্থা।—টন্‌সিলের এই পীড়া পুরাতন হইয়া পড়িলে, বিশে-ষতঃ যদি প্রথমে ডান দিকের টন্‌সিল্ ও তার পর বাম দিকের টন্‌সিল্ পীড়িত হয়, তবে "লাইকোপোডিয়ম্" ১২ প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবন করিতে দিবে।—যেমন তরল দ্রব্য পান করিবার সময় বেদনা বোধ হইলে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়, সেইরূপ শুক্ত জিনিস খাইবার সময় বেদনা বোধ হইলে "ব্যাপ্টিসিয়া"

দেওয়া উচিত।—কোন জিনিস গিলিবার সময়ে, গলার বেদনা যদি কাণের ভিতর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে আর তার সঙ্গে গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া আছে বোধ হয়, তবে "জেল্‌সিমিয়ম্ ব্যবস্থা করিতে হয়।—এইরূপ গলার বেদনা কাণের ভিতর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ার পক্ষে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" মন্দ নহে।—গলা বেদনার সঙ্গে গলার ভিতর অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকিলে "ক্যান্থারিস্" ব্যবস্থা।—গলার ভিতর যদি মাছের কাঁটা বিঁধিয়া থাকার মত বোধ হয়, তবে "হিপার" দেওয়া যায়।

এই সমস্ত ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করা আবশ্যক।

গলা বেদনার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—একটি গাড়ু কিম্বা কেটলিতে খুব গরম জল পুরিয়া, তাহার মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়া নলটি মুখের ভিতর এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিবে, যেন সেই গরম জলের তাপ গলার ভিতর লাগিতে পারে। এই রকম গরম জলের তাপ লইলে গলার বেদনা শীঘ্র কমিয়া যায়। মোজা পায় দিয়া, গরম কাপড়ের জামা গায় দিয়া ও গলার উপর গলাবন্ধ কিম্বা কম্ফার্টার জড়াইয়া রাখিবে। দুধ-সাগু, সুজির পায়স, দুধ, প্রভৃতি তরল জিনিস অল্প গরম থাকিতে খাইতে দিবে।

গলা বেদনার অন্যান্য উপায়।—সর্ব্বদা এক টুকরা পাপড়ি খয়ের মুখে রাখিয়া ঢোক গিলিলে উপকার হয়।

কাশী (কফ্) ।—চিকিৎসা।—যদি দমকা কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠে, আর রাত্রিকালে এত বেশী কাশীতে হয়, যে উহার জন্য রোগী ঘুমাইতে পারে না আর সেই সঙ্গে মাথা-

ভারি ও মাথা বেদনা থাকে তবে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়। কাশীতে কাশীতে ছেলেরা কাঁদিয়া উঠিলে "ক্যামোমিলা" ও তাহাতে না কমিলে (বিশেষতঃ এরূপ কাশীর সঙ্গে মুখ লাল থাকিলে) "বেলাডোনা" দেওয়া যায়।—কাশীর সঙ্গে মাথায়, পেটে ও বুকের ভিতর খিচ্‌খিচে বেদনা থাকিলে "ব্রায়োনিয়া." তাহাতে না কমিলে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়; এরূপ কাশী "ব্রায়োনিয়ায়" না কমিলে "নক্সভমিকা" দিয়া দেখিবে। কিন্তু শুষ্ক কাশীর সঙ্গে মাথায় ও বুকের ভিতর খিচ্‌খিচে বেদনা থাকিলে, আর সেই সঙ্গে বেশী কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বিশেষতঃ যদি বাহ্যের চেষ্টা পর্য্যন্ত ও না হয়, তবে প্রথমেই "ব্রায়োনিয়া" দেওয়া উচিত। যদি গলার ভিতর সুড়্‌সুড়ি বোধ হইয়া কাশী আইসে আর তার সঙ্গে সর্ব্বদা খুব বেশী রকম গা বমি বমি করে এবং শ্লেষ্মা বমি হয়, তবে "ইপিকাক্" দেওয়া উচিত।—তা'ছাড়া যদি কাশীতে কাশীতে দম আটকাইয়া যাওয়ার মত কষ্ট হয়, আর সেই সময়ে মুখের চেহারা বেগুণের বর্ণের মত হয়, কিম্বা বুকের ভিতর সর্দ্দিতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, অথচ কাশীর সঙ্গে কিছুই না উঠে তবে "ইপিক্যাক" দেওয়া যায়।—এই রকম বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া অথচ কাশীর সঙ্গে কিছুই না উঠা "ইপিক্যাকে" না কমিলে "টার্টার-এমিটিক্" দেওয়া উচিত।—জলে ভিজিবার দরুণ যে সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি হয় তাহার পক্ষে "রস্‌টক্স" ভাল।—যদি হাসিলে, কথা কহিলে, জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইতে গেলে, কাশী আইসে আর সেই কাশীর সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার সাদা রঙ্গের আঠা আঠা শ্লেষ্মা উঠে, তবে "চায়না" দেওয়া উচিত।—কিন্তু যদি গলার ভিতর

সুড়্‌সুড়ি বোধ হইয়া শুষ্ক কাশী আসে, আর এই রকম কাশী হাসিলে, কথা কহিলে, চিৎকার করিলে বেশী হয় তবে, "ফস্ফরস্" দেওয়া উচিত।—যদি সন্ধ্যাকালে গলার ভিতর সুড়্‌সুড়ি বোধ হইয়া শুষ্ক কাশী আসে, আর তার সঙ্গে বুকের ভিতর সাঁটিয়া ধরার মত বোধ হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" (এবং তাহাতে উপকার না হইলে) "ফস্ফরস্" ৩০ দেওয়া উচিত।—যদি রাত্রিকালে বিশেষতঃ শয়ন করিলে দমকা কাশী হয়, কিন্তু উঠিয়া বসিলে আর কাশী হয় না এবং সেই রকম কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠে, তবে "হায়োসেমস্" দেওয়া উচিত।—এই রকম কাশী "হায়োসেমসে" না কমিলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যাইতে পারে।—যদি দিনের বেলায় কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা উঠে, আর রাত্রিকালে কাশীর সঙ্গে কিছু না উঠে, তবে "পল্‌সেটিলা" ভাল; এই রকম কাশীর সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "নক্সভমিকা"; আর ছেলেদের পক্ষে (বিশেষতঃ সবুজ রঙ্গের পাতলা বাহ্যে হইতে থাকিলে) "ক্যামোমিলা" দেওয়া উচিত। —যদি প্রাতঃকালে কাশী হয়, আর তার সঙ্গে খানিক খানিক হল্‌দে রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠে, তবে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" দেওয়া যায়।—এইরূপ হল্‌দে রঙ্গের শ্লেষ্মার আস্বাদ লোনতা কিম্বা তিক্ত হইলে "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।—কাশীর সঙ্গে যদি শ্লেষ্মা না উঠে, আর বুকে পিঠে ভার বোধ হয় এবং শেষ রাত্রিতে কাশী বেশী হয় তবে "নক্সভমিকা" দেওয়া উচিত।—তাঁছাড়া শেষ রাত্রিতে (বিশেষতঃ রাত্রি ৩ টার সময়) কাশী বেশী হইলে "ক্যালি-কার্ব্ব" ব্যবস্থা।—যদি সকাল বেলা কাশীর সঙ্গে সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা উঠে, পার্শ্বে অতিশয় বেদনা বোধ হয়,

কিম্বা কাশী বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বেশী থাকে, এবং কাশীর সঙ্গে যে শ্লেষ্মা উঠে, তাহা ধুমের মত রঙ্গের দেখায় আর লোনতা বোধ হয়, তবে "লাইকোপোডিয়ম্" দেওয়া উচিত।—ছেলেদের যে দমকা কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা কিছু উঠে না আর তার সঙ্গে নাক খোঁটা, ওয়াক তোলা প্রভৃতি ক্রিমির লক্ষণ থাকে, তাহার পক্ষে "সিনা" ৩০ ভাল।

উপরে যে সকল ঔষধ লেখা গেল তা'ছাড়া বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কাশী বেশী হইলে "নেট্রম্-মিউরিয়াটিকম্" দেওয়া যায়। কাশীর সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকিলেও "নেট্রম্-মিউরিয়াটিকম্" দেওয়া উচিত। বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত কাশী বেশী হইলে "আর্সেনিক" ব্যবস্থা করা ভাল। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাশী বেশী হইলে "লাইকো-পোডিয়ম" দেওয়া যায়। প্রতি বার কাশীর সঙ্গে হাঁচি হইলে "বেলাডোনা" ব্যবহার্য্য। পূর্ণিমার সময়ে কাশী বেশী হইলে "সিলিসিয়া" ৩০ দেওয়া যায়। স্ত্রী-ধর্ম্মের ঠিক পূর্ব্বে কাশী হইলে "সলফার" ৩০ আর স্ত্রী-ধর্ম্মের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া স্ত্রী-ধর্ম্মের সমস্ত সময় কাশী থাকিলে "গ্র্যাফাইটিস্" ৩০ দেওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার দরুণ কাশী হইলে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম" ব্যবস্থা।

এই সমস্ত ঔষধ আধ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করিতে হইবে।

কাশীর আনুসঙ্গিক চিকিৎসা—ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাইতে দিবে না, লঘু পাক ও পুষ্টিকর পথ্য খাইবে। দুধ প্রভৃতি সমস্ত খাদ্যই গরম গরম খাওয়া উচিত। কাশী পুরাতন

হইলে দুধ, ভাত, মাংস, ঘৃত, রুটী প্রভৃতি যেমন সহ্য হইবে, সেই রকম পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা প্রতি বৎসর সমস্ত শীতকাল কাশীতে কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহাদের শীতের আরম্ভ হইতে যাহাতে কাশী হইতে না পারে তাহার জন্ত বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।—তা'ছাড়া দাড়ি রাখিলেও সামান্ত মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলে শ্বাস-যন্ত্র পীড়িত হইতে পারে না। স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরেই বাস করিতে হয় বলিয়া তাহাদের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পুরুষ জাতিকে অধিকাংশ সময়ই বাহিরে থাকিতে হয় বলিয়া, হিম হইতে বাঁচাইবার জন্তই বোধ হয় ঈশ্বর তাহাদিগকে দাড়ি দিয়াছেন। আমাদের দেশের শ্রমজীবী লোকেরা সচরাচর যেরূপ নিয়মে চলিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদের সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি রোগ হইবার খুব সম্ভাবনা। তাঁহারা দেরী হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া নিজ নিজ কাজের জায়গায় উপস্থিত হয়েন; তার পর একটু বিশ্রাম না করিয়াই আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন এবং সমস্ত দিন মনিবের মন যোগাইবার জন্ত প্রাণপণে খাটিয়া, যথাকালে নিতান্ত অবসন্ন শরীরে হাঁটিয়া বাটী আসিয়াই আপনার গাত্র-বস্ত্র সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া হাত পা ধুইয়া আহার করিতে বসেন। এই সকল অনিয়ম করিয়াও যে তাঁহারা সুস্থ থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহাদের আহার করিবার পর অতি কম আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া, তার পর কর্ম্ম স্থানে যাওয়া উচিত ; কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং যে ৫।৭ ঘণ্টা সেখানে থাকিতে হইবে সেই সময়ের মধ্যেও

অন্ততঃ দুই দণ্ডকাল বিশ্রাম করা ও ক্ষুধার ওজন বুঝিয়া কিছু আহার করা নিতান্ত দরকার। তার পর বাড়ি অসিয়াও কিছু ক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া হাত পা ধোয়া উচিত নহে। [" সর্দ্দি," " সর্দ্দির ধাতু ", " হাঁপানি" প্রভৃতি দেখ]।

কাশীর অন্যান্য উপায়।—যদি কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠে তবে সর্ব্বদা মিছরি গালে রাখিলে উপকার হয়। কাশীর সঙ্গে বেশী শ্লেষ্মা উঠিলে, গঁদের টুকরা মুখে রাখিয়া চুষিতে থাকিলে উপকার হয়। কাশীর সঙ্গে গলার ভিতর অতিশয় সুড়্ সুড়্ করিতে থাকিলে "আকর করা বচ" মুখে রাখা ভাল। কাশীর সঙ্গে যদি শ্লেষ্মা না উঠে, অথচ বুকের ভিতর খুব ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় কিম্বা শুষ্ক কাশীর সঙ্গে বুকে বেদনা থাকে, তবে বুকের উপর গরম জলের সেক ও (জর না থাকিলে) উষ্ণ সরিষার তৈল, আমড়া পোড়ার শাঁস কিম্বা আমরুলের রস কিম্বা আদার রসের সঙ্গে পুরাতন ঘৃত প্রভৃতি মালিস করিলে উপকার হয়। গলার উপর মনসা (সিজের) আঠার সঙ্গে লবণ মিশাইয়া বসাইয়া রাখিলে কাশী কম হয়। মিছরি খাইয়াও কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠিতে থাকিলে "ত্রিফলা" (অর্থাৎ হরিতকী, বহেড়া ও আমলা) এবং " ত্রিকটু "(অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ) সমান ভাগে একত্র করিয়া লইয়া বেশ চূর্ণ করিয়া মধুর সঙ্গে মিশাইয়া কাদার মত করিয়া সর্ব্বদা গালে রাখিলে বেশ উপকার হয়। তা'ছাড়া তালিস পত্র, শুঁঠ,, পিপুল, বচ, কুড়, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং বড় এলাইচ এই আট রকম দ্রব্য সমান ভাগে রৌদ্রে শুকাইয়া হাগান দিস্তায় কুটিয়া গুঁড়া করিয়া লইয়া মধুর সঙ্গে কাদার মত করিয়া গালে রাখিলেও উপকার হইবে। বাকস পাতা কলিকায় সাজিয়া

তাহার ধুম পান করিলেও কাশী কমিতে পারে। বাকস গাছের ছালের রস (১তোলা পরিমাণে) ২।৩ বার করিয়া খাইলেও বিশেষ উপকার হয়। [" স্বরভঙ্গ " দেখ]

কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠা, জ্বর, রাত্রিকালে ঘাম হওয়া প্রভৃতি থাকিলে বিশেষ সাবধানে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শ্বাসকাশ বা হাঁপানি (এজ্‌মা) ।—ঠাণ্ডা লাগা, অজীর্ণ, কৃমি, জরায়ুর দোষ, বিষাক্ত জিনিস ঘ্রান প্রভৃতি কারণে হাঁপানি হইতে পারে; তা'ছাড়া হাম, উৎকাশী প্রভৃতি রোগের পরও হাঁপানি হইতে পারে। বুকের গঠন খারাপ থাকিলেও হাঁপানি হয়। কিন্তু অজীর্ণ ও ঠাণ্ডা লাগা জন্যই হাঁপানি হইতে বেশী দেখা যায়। হাঁপানি রোগে নিশ্বাস টানিয়া লইবার সময় অপেক্ষা নিশ্বাস ফেলিবার সময়েই বেশী কষ্ট বোধ হয় এবং রোগী খানিক ক্ষণ হাঁপানিতে কষ্ট পাইয়া আবার কিছু ক্ষণ ভাল থাকে। এ রোগটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; কিন্তু অন্য কোন উপসর্গ যুটিলে প্রাণ নষ্ট করিতেও পারে। ঠাণ্ডা লাগিবার পর বুকের ভিতর সর্দ্দি বসিয়া গিয়া যে হাঁপানি হয়, তাহা প্রায় রাত্রিতেই বেশী হয়, আর তার সঙ্গে পিপাসা, গা জ্বালা, নাড়ী মোটা ও দ্রুত থাকা প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণও থাকিতে পারে। অজীর্ণ জন্য হাঁপানি প্রায় সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া শেষ রাত্রিতে বেশী হয়, আর তার সঙ্গে জ্বর থাকে না, বরং নাড়ী খুব সূক্ষ্ম বোধ হয়। যাহাদের অজীর্ণ ও অম্ল রোগ আছে, তাহাদের সামান্য মাত্র সর্দ্দি হইলেই, তাহা বসিয়া গিয়া হাঁপানি হইতে

পারে। দুই হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদেরও এক রকম হাঁপানি হইতে পারে; তাহাকে "এজমা অব্ মিলার্" কহে। যাহা হউক অনেক রকম হাঁপানি হইতে পারে; কিন্তু সে সকলের চিকিৎসা প্রায় একই রকম।

হাঁপানির চিকিৎসা।—হাঁপানির সঙ্গে জ্বর, পিপাসা, ছট্-ফট্ করা, ঘাম না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে বিশেষতঃ ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁপানি আরম্ভ হইলে "একোনাইট্" দেওয়া যায়। খুব বলবান লোকের হাঁপানি হইলে "একোনাইট্" ব্যবস্থা করা উচিত।—হাঁপানির সঙ্গে সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, মাঝে মাঝে বমি হওয়া, আর বুকের ভিতর শ্লেষ্মা জমিয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া থাকিলে "ইপিকাক" ব্যবস্থা করা ভাল।—যদি প্রথমে যে সর্দ্দি হয়, তাহার সঙ্গে নাক জ্বালা করা থাকে এবং দুই প্রহর রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হাঁপানি এত বেশী হয় যে রোগী কিছু সুস্থ থাকিবার জন্য সম্মুখ দিকে মাথা নোয়াইয়া বসিয়া থাকে ও ছট্ফট্ করে, তবে "আর্সেনিক" ৩০ ব্যবস্থা। —যদি গ্রীষ্মকালের বিকালে ও সন্ধ্যাকালে হাঁপানি বেশী হয়, তবে "বেলাডোনা" ৩০ ব্যবস্থা করিবে।—যদি সন্ধ্যাকালে হাঁপানি বেশী হয় আর সর্ব্বদা শীত বোধ হয়, তবে "পল্সেটিলা" দিবে। তৈল ও ঘৃতপক্ক জিনিস খাওয়া জন্য অজীর্ণের সঙ্গে হাঁপানি হইলে, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম্মের গোলমাল থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী। —নেশাখোরের হাঁপানির পক্ষে, বিশেষতঃ ভোরের সময় যাতনা বেশী হইলে "নক্সভমিকা" ব্যবস্থা। ১৫ দিন অন্তর অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে হাঁপানি হইলেও "নক্সভমিকা"

দিতে পারা যায়। এইরূপ এক দিন অন্তর হাঁপানিতে "চায়না" দিলেও ক্ষতি নাই।

যে সময় হাঁপানির কষ্ট খুব বেশী হয়, তখন এই সব ঔষধ আধ কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর ২।৩ মাত্রা সেবন করাইবে; কিন্তু যাতনা কমিবার সঙ্গে ঔষধ দেরিতে দেরিতে দিয়া ক্রমে দিনের মধ্যে ২।৩ বার খাইতে দিবে।

হাঁপানির আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—যাহাতে সর্দ্দি খুব সরল থাকে, তাহার উপায় করিবে; এজন্য বুকের উপর গরম জলের সেক দেওয়া, পুরাতন ঘৃত মালিস করা প্রভৃতি মন্দ নহে। রোগীর ঘরে বেশ বাতাস খেলিবার উপায় করিয়া দিবে। অজীর্ণ দোষ থাকিলে পথ্যের ভাল রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। যে সময় হাঁপানির যাতনা খুব বেশী হয়, তখন গরম জলে হাত পা ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হইতে পারে। ["সর্দ্দি" "কাশী" প্রভৃতি দেখ]।

হাঁপানির অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি হইতে টিংচার একোনাইট ১ ফোঁটা, ভাইনম্ ইপিকাক্ ৫ ফোঁটা, ক্লোরিক ইথার ৫ ফোঁটা, মধু ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা), জল ৪ ড্রাম একত্র মিশাইয়া লইয়া, এইরূপ এক এক মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে উপকার হইতে দেখা যায়। অনেকে গাঁজা, আফিং, হাইড্রেট্ অব ক্লোরাল্ (৮।১০ গ্রেণ) ব্রোমাইড্ অব পটাস (৮।১০ গ্রেণ) প্রভৃতি খাইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন; এই সকল জিনিস খাইলে হাঁপানির যাতনা আপাতঃ কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে ভাল হয় না। এ রোগে দেশীয় মুষ্টিযোগ কত উপকারী, তা' জানি না; তবে কেহ কেহ বলেন

ইন্দ্রযব (কুরচির বীজ) গুঁড়া করিয়া মধুর সঙ্গে মিশাইয়া একশ বার গালে রাখিলে উপকার হয়। বাকসের ফুল মধুর সঙ্গে মাড়িয়া খাইলেও উপকার হইতে পারে। ছেলেদের হাঁপানির পক্ষে ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিপুলের গুঁড়া মধুর সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিলে উপকার হইতে পারে। এক খানি খুরিতে ময়ূর-পুচ্ছ দিয়া, তাহার উপর আর এক খানি খুরি চাপা দিয়া আগু-নের উপর বসাইয়া ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিতে হয়। যদি হাঁপানির কষ্ট অত্যন্ত বেশী হয় অথচ হঠাৎ কোন ঔষধের সুবিধা না হয়, তবে ৫।৬ রতি আন্দাজ ধুতরা পাতার গুঁড়া এক ছিলিম তামাকের সঙ্গে মিশাইয়া কলিকায় সাজিয়া তাহার ধোঁয়া টানিলে, হাঁপানির কষ্ট কিছুক্ষণের জন্য কমিতে পারে।

উৎকাশী বা কুকুরে কাশী (হুপিং কফ্)।— কাশীর সঙ্গে গলার ভিতর "হুপ্ হুপ্" শব্দ হয়। আট বৎ-সরের বেশী বয়সে এ রোগ প্রায় হয় না। এইরূপ কাশীর যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন গ্রামের অনেকেই ইহাতে কষ্ট পাইয়া থাকে। এই কাশীর তিনটি অবস্থা আছে; প্রথম অবস্থায় রোগ এত কম থাকে, যে সামান্য সর্দ্দির কাশী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। তার পর ক্রমে ক্রমে কাশীর তেজ এত বাড়িতে থাকে, যে কাশী আরম্ভ হইলে কাশীতে কাশীতে রোগীর মুখ চোক লাল হইয়া উঠে, দম আটকাইবার মত হয়, কাশীবার সময়ে রোগীর গলার ভিতর "হুপ্ হুপ্" শব্দ হইতে থাকে, কাশী থাকিয়া থাকিয়া হয় ও একবার আরম্ভ হইলে খানিক ঘাম না হওয়া পর্য্যন্ত কাশী হইতে থাকে, কাশীর

ধমকে গাল, গলার বিচি ফুলিয়া উঠিতে ও জ্বর পর্য্যন্ত হইতে পারে, আর কখন বা নাক, মুখ কিম্বা কান দিয়া রক্ত বাহির হইতেও দেখা যায়। এই রোগ সাংঘাতিক নহে; কিন্তু হাম, জ্বর প্রভৃতির সংশ্রব থাকিলে প্রায়ই কঠিন হইয়া উঠে। এই কাশী আরাম হইতে প্রায় ৪ মাস সময় লাগে। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে শীঘ্রই আরাম হইতে পারে।

উৎকাশীর চিকিৎসা।—হুপিং কাশীর প্রথম অবস্থায় "বেলাডোনা" বেশ উপকারী। রাত্রিকালে কাশী বেশী হইলে, আর কাশীবার সময়ে মুখ চোক রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে "বেলাডোনা" ব্যবস্থা করা যায়।—কিন্তু কাশীবার সময় হাত পা শক্ত ও মুখের চেহারা নীলবর্ণ দেখাইলে, আর তার সঙ্গে কাশীবার সময়ে রোগীর বুকের ভিতর সর্দ্দি ঘড়্ ঘড়্ করিতে থাকা অথচ কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা না উঠা, গা বমি বমি করা, বমি হওয়া প্রভৃতি থাকিলে "ইপিকাক্" দিবে।—যদি বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ করা, অথচ কাশীলে সর্দ্দি না উঠার সঙ্গে কপালে ঘাম হওয়া, ঝিমুনি প্রভৃতি থাকে, তবে "টার্টার এমেটিক" দিবে। —কাশীর পর রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও তাহার কপালের উপর ঘাম হইতে থাকিলে কিম্বা কাশীর চোটে রোগী প্রস্রাব অথবা বাহ্যে করিয়া ফেলিলে "ভেরাট্রম্" দিবে।—সর্ব্বদা চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকিলে "নেট্রম্ মিউরিয়াটিকম্" দেওয়া দরকার। —যদি কাশীবার সময়ে শিশু শক্ত হইয়া উঠে আর তার মুখ নীলবর্ণ দেখায় এবং দৌড়িলে, হাসিলে কিম্বা কাঁদিলে কাশী আরম্ভ হয়, তবে "সিনা" দিবে। যদি কোন ঔষধের উপকার

না হইয়া রোগ দিন দিন বাড়িতে থাকে, তবে "কিউপ্রম্" প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করান উচিত।

এই সকল ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

উৎকাশীর আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য খাওয়াইবে ও সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে।

উৎকাশীর অন্যান্য উপায়।—মুষ্টিযোগে কতদূর উপকার হয় তা' জানি না; তবে এলোপ্যাথিক মতে টিংচার বেলাডোনা ১ ফোঁটা, ক্লোরিক-ইথার ৮ ফোঁটা, চিনির জল এক কাঁচ্চা একত্র মিশাইয়া, এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ ২।৩ বার দিলে, কখন কখন উপকার হয়। বহেড়ার শাঁস, কচ্ছপের খোলা ভস্ম এবং মধু একত্র সুধু কিম্বা একটু মকরধ্বজের সঙ্গে মাড়িয়া মাঝে মাঝে চাটিতে দিলেও উপকার হয়।

ঘুংড়ি কাশী (ক্রুপ্)।—আগে বলিয়াছি, নিশ্বাসের ও কথা কহিবার জন্য মুখের ভিতর জিহ্বার তলে একটি মোটা রকম নল আছে, এই নলকে ইংরাজীতে "লেরিংস্" বলে। যথার্থ ঘুংড়ি (ক্রুপ্) রোগে লেরিংসের উপর শ্লেষ্মা জমিয়া এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছেলে-দের এই রোগ হইতে দেখা যায়। এদেশে ছোট ছোট ছেলে-দের সর্দ্দি কাশীর সঙ্গে গলা ঘড়্ ঘড়্ করা আর জ্বর থাকিলেই লোকে ঘুংড়ি কাশী হইয়াছে মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক তা' হয় না; অনেক সময় ক্রুপ্ ছাড়া ব্রঙ্কাইটিস্ (কাশী), হাঁপানি প্রভৃতি রোগও ছোট ছোট ছেলেদের হইতে দেখা যায়। আগল

ঘুংড়ি রোগ দুই রকম ভাবে আরম্ভ হয়। (১) এক রকম ঘুংড়িতে প্রথমে জ্বরভাবের সঙ্গে রোগীর গলা বেদনা হয়, তালু (টাকরা) ফুলিয়া উঠে আর সেই সঙ্গে খিট্ খিটে ও কাঁদুনে স্বভাব হয়। (২) আর এক রকম ঘুংড়িতে প্রথমে কোন অসুখ থাকে না, রাত্রিতে বেশ ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ (প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের পর) ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া "ঘং" "ঘং" করিয়া ভাঙ্গা বাসনের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে কাশী হইতে থাকে ও সেই কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না ; আর রোগী ছট্ ফট্ করে ও গলার উপর হাত রাখিতে থাকে। খানিক পরে সে আবার ঘুমাইয়া পড়ে ও আবার সেই রকম কাশীর ধমকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; আর যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকে। তার পর সকাল বেলা বেশ ভাল থাকে ; কিন্তু সন্ধ্যার সময় আগের মত অসুখ বেশী হয় ও নূতন উপসর্গের মধ্যে নিশ্বাসে কষ্ট এত বেশী হইতে আরম্ভ হয়, যে তার মুখের চেহারা লাল হইয়া উঠে, আর যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে। এই সময় নিশ্বাস ফেলিবার ও লইবার সময় তাহার বুকের ভিতর করাতে কাঠ চিরিতে থাকার মত "সোঁ" "সোঁ" শব্দ হইতে থাকে। ক্রমে রোগ যত বাড়িতে থাকে, ততই নিশ্বাসের কষ্টের জন্য রোগীর বুকের পাঁজরা ও পেটের মাংস খুব বেশী নড়িতে থাকে ; মুখের চেহারা নীলবর্ণ হয় এবং তাহার উপর অল্প অল্প ঘাম জমিতে থাকে, রোগী নিশ্বাসের কষ্ট কমাইবার জন্য মাথাটি পশ্চাৎ দিকে বাঁকাইয়া রাখে। এইরূপ নিশ্বাসের কষ্ট বাড়িতে থাকার সঙ্গে রোগী যত কাহিল হইয়া পড়িতে থাকে, ততই ছট্ ফট্ করার বদলে তাহার

হাত পা অবশ হইয়া পড়ে, তার পর দম আটকাইয়া মরিয়া যায়। উপরে যে দুই প্রকার আসল ঘুংড়ির কথা বলা গেল, তাহাদের প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ির সময় দুইই সমান হইয়া উঠে। আর এক প্রকার ঘুংড়ি আছে; তাহাকে নকল ঘুংড়ি বলে। নকল ঘুংড়ির সঙ্গে হাঁচি হওয়া, নাক দিয়া শ্লেষ্মা সরিতে থাকা প্রভৃতি সর্দ্দির লক্ষণ দেখা যায়। ঘুংড়ি রোগও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। কথন কথন হাম, বসন্ত, হুপিং কাশী প্রভৃতি রোগের সঙ্গেও ঘুংড়ি দেখা যায়। নকল অপেক্ষা আসল ঘুংড়ি বেশী সাংঘাতিক। কিন্তু প্রথম থেকে ভাল রকম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে খুব কম রোগী মরে।

ঘুংড়ির চিকিৎসা।—ঘুড়ির প্রথম অবস্থায়, যথন অল্প শীতের পর গা গরম হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে মুখ শুকাইতে থাকে, ছট্ ফট্ করিতে হয়, মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে ও ক্রমাগত খং খং করিয়া শুষ্ক কাশী হইতে থাকে, তথন "একোনাইট্" সেবন করিতে দিবে।—কিন্তু সেই সঙ্গে বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও শুষ্ক কাশী খুব বেশী হইতে থাকিলে "স্পঞ্জিয়া" ও "একোনাইট্" পালা ক্রমে দিবে।—এই দুইটি ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে যথন শ্লেষ্মা বেশ সহজ হইয়া কাশীর সঙ্গে উঠিতে থাকিবে, তথন "হিপার সল্ফর" ও "স্পঞ্জিয়া" পালা ক্রমে দিতে পারা যায়।—কিন্তু যদি বুকের ভিতর, বন্দুকের চুঙ্গিতে ফুঁ দিবার মত "সোঁ" "সোঁ" শব্দ হয়, তবে "হিপারের" বদলে "কালি-বাইক্রোমিকম্" দিতে হয়।—রোগ অতিশয় বাড়িয়া উঠিলে, যথন ছেলের গা ঠাণ্ডা ও মুখ

নীলবর্ণ হইয়া যায়, মুখের উপর ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকে আর বুকের ভিতর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হয় অথচ শ্লেষ্মা কিছুই না উঠে, তবে "টার্টার-এমিট্রিক্" দরকার।—ঘুংড়ির পর যে স্বর-ভঙ্গ হয়, তাহা নিবারণ করিতে কিম্বা যাহাদের প্রায়ই মাঝে মাঝে ঘুংড়ি হয়, তাহাদের পক্ষে "ফস্‌ফরস" ৩০ প্রত্যহ ১ মাত্রা করিয়া ক্রমাগত ৫।৬ দিন খাইতে দেওয়া ভাল। এ সব ছাড়া আরো যে সব ঔষধ আছে, তাহা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা জানেন। এই সকল ঔষধ দরকার মত ১৫ মিনিট, আধ ঘণ্টা কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ঘুংড়ির আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর সমস্ত গা সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে। যাহাতে তাহার ঘর গরম থাকে, অথচ তাহাতে বেশ বাতাস খেলিতে পারে, তাহার উপায় করিবে। রোগীর গলা ও বুকের উপর গরম জলের সেক দিয়া তার পর ফ্লানেল কাপড় জড়াইয়া রাখিবে। তা' ছাড়া রোগীর পা ক্রমাগত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলেও উপকার হইতে পারে; কিন্তু গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিবার সময়ে যাহাতে জল খুব বেশী গরম না থাকে, অথচ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া না যায় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। বলকা দুধ, বার্লি, সাগু প্রভৃতি গরম গরম পথ্য দিবে।

ঘুংড়ির অন্যান্য উপায়।—রান্না ঘরের "ঝুল্" আর "পাঁজ-তেল" একত্র মিশাইয়া শিশুর গলা, বুক, ব্রহ্মতালু ও হাত ও পায়ের চাটুর উপর মালিস করিলে বেশ সর্দ্দি উঠিয়া বুকের ভিতর সড়্‌সড়্‌ করা কমিতে পারে। একটি শিমুল তুলার পলিতা পাকাইয়া সরিষার তেলে বেশ ভিজাইয়া লইবে; তার

পর পলিতাটি চিম্‌টা কিম্বা কাটিতে জড়াইয়া তাহার এক দিক আগুনে জ্বালিয়া দিলে, সেই জ্বলন্ত মুখ হইতে যে তেল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরিতে থাকিবে, তাহাকেই "পাঁজতেল" বলে; এই তৈল একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিবে, আর হাত সহিবার মত অল্প গরম গরম লইয়া মাথাইবে। কানড় (সুখদর্শন) নামে এক রকম অনারস গাছের মত গাছ আছে; সেই গাছের পাতার রস এক এক ঝিনুক কিম্বা মুক্তাবর্ষি (মুক্তাঝারি) পাতার রস এক এক ঝিনুক খাওয়াইলে বমির সঙ্গে সর্দ্দি উঠিয়া উপকার হইতে পারে। রাঙ্গা পিপিড়ার ডিমের রস খাওয়াইলে শ্লেষ্মা উঠিয়া কাশী কমিতে পারে। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে রেড়ির তেল বুকের উপর মালিশ করিয়া গরম জলের সেক দিতে পারা যায়। এ সব মুষ্টিযোগে আসল ঘুংড়ির কত উপকার হয় বলিতে পারি না।

ক্ষয় কাশ বা যক্ষ্মা (থাইসিস্)।—এই রোগে ফুস্ফুসের ভিতর এক প্রকার দানার মত গুঠ্‌লি জন্মিয়া থাকে। ক্যান্সর (কর্ক্কট বা এক প্রকার ঘুরঘুরিয়া ঘা), উপদংশ (গরমী) প্রভৃতি রোগ হইতে এই রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু স্ক্রফিউলা নামে এক প্রকার ধাতু ইহার প্রধান কারণ। স্ক্রফিউলার কথা পরে বলিব। পিতা মাতার ক্ষয় কাশ থাকিলেও সন্তানের হইতে পারে। তা' ছাড়া বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ হইলে তাহা না করা; নিজের গায়ে যেরূপ জোর আছে, তার চেয়ে বেশী জোরের কায করা; সেঁতসেঁতে, চারিদিক বন্ধ করা এবং দুষিত বায়ুযুক্ত স্থানে থাকা, ভাল রকম পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে

না পাওয়া, পারার ধাতু, আফিং, মদ প্রভৃতি নেশা করা ইত্যাদি কারণেও এই ভয়ানক রোগ হইতে পারে। বেশী স্ত্রী-সংসর্গ করিলে কিম্বা মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে রীতিমত শারীরিক শ্রম না করিলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ার সঙ্গে এ রোগ আসিয়া যুটিতে পারে। ক্ষয় কাশ রোগটি বড় সাংঘাতিক; অতএব সূত্রপাত হইতে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা না করাইলে বাঁচিবার আশা খুব কম। এ রোগের গোড়া থেকে শরীর দিন দিন, অল্পে অল্পে, কাহিল হইতে আরম্ভ হয় এবং একটু জোরে চলিলেই হাঁপাইতে হয়; সর্ব্বদা একটু আধটু শুষ্ক কাশী থাকে; তা' ছাড়া গা একটু আধটু গরম থাকা, হাত পা জ্বালা, নাড়ীর গতি কিছু দ্রুত থাকা, সময়ে সময়ে বুকের ভিতর এক প্রকার খিচ্ খিচে বেদনা বোধ হওয়া, অজীর্ণ (অপাক) অক্ষুধা, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ, স্ত্রী-সংসর্গ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা, চক্ষুর তারার চারি ধারে এক প্রকার সবুজ মত দাগ, ভাল তৃপ্তিজনক নিদ্রা না হওয়া, নিদ্রার সময়ে (বিশেষঃ রাত্রিকালে) ঘাম হওয়া, ওষ্ঠ, কর্ণ প্রভৃতি শুকাইয়া যাওয়া, গাল দুটি একটু লাল্‌চে রঙ্গের দেখান, চক্ষুর তারা দুটি এক রকম ফেকাসে হওয়া, স্বভাব খিট্ খিটে হওয়া অর্থাৎ সামান্য কারণে চটিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ হয়। ক্ষয় কাশের প্রথমে যে একটু আধটু শুষ্ক কাশী হইয়া থাকে, তাহাতে গলার ভিতর সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশী আসে আর প্রাতঃকালে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, কিম্বা শয়ন করিলে বেশী কাশীতে হয়।

ক্রমে রোগ যত বেশী হইতে থাকে, জ্বর ততই বেশী হইতে আরম্ভ হয়; রোগী দিন দিন কাহিল হইয়া পড়ে; রাত্রিকালে

(বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে) খুব ঘাম হয়; কাশীও খুব শীঘ্র শীঘ্র এবং বেশী হয়, আর তার সঙ্গে সিদ্ধ সাগু দানার মত শক্ত ও ডেলা ডেলা শ্লেষ্মা, রক্ত ও পুঁজ উঠিয়া থাকে। তার পর শেষ অবস্থায় পেটের অসুখ, মুখে ও গলার ভিতর ঘা, হাত পা ফুলিতে আরম্ভ হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোগী মরিয়া যায়। এই রোগের সঙ্গে যে জ্বর দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্বদা গা একটু গরম ও নাড়ী কিছু দ্রুত থাকে অর্থাৎ জ্বর কখনও একেবারে ছাড়িয়া যায় না; তবে প্রত্যহ ফুটিবার সময়ে একটু আধটু শীত বোধ হয় ও জ্বরের সঙ্গে রোগীর গাল দুটি লাল হইয়া উঠে। নাড়ী সর্ব্বদাই দ্রুত—এমন কি মিনিটে ৯০ হইতে ১৪০ বার নড়িয়া থাকে। অনেক সময় রোগীর গলার স্বর ভাঙ্গিয়া যায়। শীঘ্র শীঘ্র কাহিল হইয়া পড়া, রাত্রিকালে ঘাম হওয়া, সর্ব্বদা কাশী আর তার সঙ্গে একটু জ্বর থাকা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

ক্ষয় কাশের চিকিৎসা।—এ রোগটি ভয়ানক সাংঘাতিক। স্পষ্ট প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ভাল চিকিৎসা না করাইলে প্রায় রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল রোগীর মনে খুব সাহস থাকে; এমন কি চিকিৎসক পর্য্যন্ত ভরসা ছাড়িলেও তাহারা বাঁচিবার আশা ছাড়ে না। আপনা আপনি চিকিৎসা না করিয়া, গোড়া থেকে বহুদর্শী ও সুশিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ দিয়া চিকিৎসা করান ভাল। ক্ষয় কাশ আরাম হইবার সময়ে এই সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হয়; যথা—কশীর তেজ কমিয়া আসা, খুব দেরিতে দেরিতে হওয়া ও সহজে সদ্দি উঠিতে থাকা; গাল, গলা, গালের ৽বিচিগুলি ফুলিয়া উঠা;

জ্বর ও রাত্রিকালে ঘাম হওয়া কমিতে থাকা; অজীর্ণ, অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি আরাম হওয়া; রক্ত উঠিলে, রক্তের ভাগ কমিয়া যাওয়া; বুকে মাথায় ঘাম হওয়ার বদলে হাত পা ঘামিতে আরম্ভ হওয়া, খুব সর্দ্দি হওয়া ইত্যাদি। ভাল চিকিৎসকের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত নিচের লিখিত ঔষধের মধ্যে একটি সেবন করিতে দিবে। ভাল চিকিৎসক যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

পল্‌সেটিলা (১২ বা ৩০)—এই রোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর স্পষ্ট ফুটিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিম্বা একটু আধটু গা গরম হওয়ার সঙ্গে পিপাসা একেবারে না থাকিলে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কাশীর সঙ্গে তিক্ত, লোনতা, মিষ্ট, কিম্বা বিশ্রী শ্লেষ্মা কিম্বা কাল রঙ্গের চাপ চাপ রক্ত উঠিতে থাকা; কাশী দিনের বেলায় কম, কিন্তু রাত্রিকালে (বিশেষতঃ শুইলে) বেশী হওয়া, অজীর্ণ, (বিশেষতঃ ঘৃত-পক্ক ও তৈলাক্ত জিনিস হজম না হওয়া) কাঠ্‌নেকার উঠা, মধ্যে মধ্যে বমি হওয়া, গা শীত শীত করা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ। শান্ত ও কাঁদুনে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম ভাল রকম না হওয়ার দরুণ অসুখ হইলে "পল্‌সেটিলা" বিশেষ উপকারী।

"চায়না" (১২ বা ৩০)—অনেক দিন ধরিয়া সন্তানকে স্তন পান করান, বেশী রক্তস্রাব, মৈথুন প্রভৃতি কারণে শরীর খুব কাহিল হইয়া পড়া জন্য ক্ষয় কাশের সূত্রপাত হইলে আবশ্যক। কাশীর সঙ্গে সাদা রঙ্গের কিম্বা রক্তের ছিট্‌যুক্ত শ্লেষ্মা উঠা, মাঝে মাঝে (প্রায়ই ১ দিন অন্তর) মুখ দিয়া রক্ত উঠা, রোগী যে সব জিনিস খায় ভেদের সঙ্গে তাহা আস্ত আস্ত বাহির হওয়া

ইত্যাদিতে ইহা ব্যবস্থা। "চায়না" দিবার উপযুক্ত রোগীর শেষ-রাত্রিতে কিম্বা একটু ঘুমাইয়া পড়িলেই এত বেশী ঘাম হয় যে, সে জন্য রোগী অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে। আবার ক্রমাগত শুইয়া থাকা জন্য এইরূপ রোগীর পাছার উপর এক রকম পচা ঘা হইলে ও "চায়না" দিতে কেহ কেহ বলেন।

কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব (৩০)—রোগী যেমন আহার করে, তাহার গায়ে তেমন শক্তি থাকে না; বরং দিন দিন কাহিল হয়। আর সেই সঙ্গে অম্ল ঢেকুর উঠা, পেটের দোষ, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি প্রভৃতি অসুখ হওয়া, সামান্য পরিশ্রম করিলেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়া এবং হাঁপাইয়া উঠা, কাশী, শরীর ক্রমশঃ কাহিল হইয়া পড়িতে থাকা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের ঠিক সময়ের ২।৪ দিন আগে স্ত্রীধর্ম্ম হয় আর বেশী দিন থাকে ও খুব রক্ত ভাঙ্গে, তাহাদের পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ভোরের সময় কাশী বেশী হওয়া; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে সর্দ্দি হওয়া; সামান্য কারণেই ঘামিয়া উঠা, সামান্য একটু পরিশ্রম করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়া ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

ফস্ফরাস্ (৩০)।—এই ঔষধ ক্ষয় কাশীর সকল অবস্থাতেই দেওয়া যাইতে পারে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্রমাগত শুষ্ক কাশী এবং হাসিলে, নড়িলে, কিম্বা বকিলে কাশীর বৃদ্ধি; কখন বা কাশীর সঙ্গে সাদা ও সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা উঠা, মাসে মাসে রক্ত উঠা, ঘাম হওয়া, দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়া, বুকের ভিতর আঁটিয়া থাকার মত বোধ হওয়া ও স্বরভঙ্গ ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

ফেরম্ (৬)—গায়ে রক্ত না থাকা, হাত পা ফুলিতে আরম্ভ হওয়া, সামান্য পরিশ্রম করিলে মুখের চেহারা লাল বর্ণ হইয়া উঠা ইত্যাদি "ফেরম্" ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত লক্ষণ।

কার্ব্বো-ভেজিটেব্লিস্ (৩০)—যদি অনেক বার কাশিলে, তবে একটু সবুজ, হলদে কিম্বা পুঁজের মত শ্লেষ্মা উঠে; সন্ধ্যা বেলা স্বরভঙ্গ বেশী হয়, কখন কখন রাত্রিকালে নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তবে ইহা দিতে হয়।

আর্সেনিক (৩০)—সন্ধ্যার পর শুইলে ও প্রাতে বিছানা হইতে উঠিবার পর কাশী বেশী হওয়া, শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়া, পেটের অসুখ, হাত পা ফুলা, মুখের ঘা ইত্যাদি থাকিলে দিবে।

ল্যাকিসিস্ (৩০)—ঘুম ভাঙ্গিবার পর কাশী বেশী হওয়া, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকা, শেষাবস্থায় মুখের ঘা ইত্যাদি দেখিলে দিবে।

মার্কিউরিয়স্ (৬)—ডান পার্শ্বে শুইলে ভয়ানক কাশী হওয়া।

সিলিসিয়া (৩০)—কাশীর সঙ্গে খুব দুর্গন্ধ, শ্লেষ্মা বেশী বেশী উঠা, রাত্রিতে খুব ঘাম হওয়া। যাহারা পাথর কাটে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী।

সল্ফার (১২)—সর্ব্বদা হাত, পা ও মাথার ব্রহ্মতালু জ্বালা করা, শেষ রাত্রিতে ভেদ হওয়া ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

কালি-কার্ব্ব (১৩)—অনেক সন্তান প্রসব করা কিম্বা সন্তানকে মাই দেওয়া জন্য ক্ষয় কাশীর সূত্রপাত হইলে এই ঔষধ দিতে হয়। সকাল বেলা দুটি চোখের পাতার উপর ফুলিয়া থাকা, রাত্রি ৩ টার সময় কাশী বেশী হওয়া, কাশীর সঙ্গে এক ডেলা

শক্ত শ্লেষ্মা মুখের ভিতর হইতে জোরে বাহির হওয়া, আহারের পর গা বমি বমি করা, বেলা দুই প্রহরের সময় শীত বোধ, রাত্রিতে গা গরম ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

ফস্ফরিক্ এসিড্ (৬)—এই ঔষধ দিবার উপযুক্ত রোগীর রাত্রিকালে এত বেশী ঘাম হয় যে, সে জন্য সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; আর তার সঙ্গে ভেদ হওয়া, অতিশয় কাহিল হওয়া, সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, বেশীক্ষণ কথা কহিতে গেলে হাঁপাইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকে।

লাইকোপোডিয়ম্ (৩০)।—নিমোনিয়া হইতে ক্ষয় কাশীর সূচনা হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। তা' ছাড়া ক্ষয় কাশীর সঙ্গে অনেক দিনের অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটের ভিতর গড়্ গড়্ শব্দ প্রভৃতি কুপিত বায়ুর লক্ষণ থাকিলেও ইহা আবশ্যক হইতে পারে। দিবা রাত্রি কাশীর সঙ্গে লোনতা পুঁজ বেশী বেশী উঠা, জ্বরের সঙ্গে গাল দুটি লাল দেখান প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

হিপার-সল্ফর (১২)—স্ক্রফিউলা (গণ্ডমালা) ধাতুর লোকের এবং নিমোনিয়া থেকে যে ক্ষয় কাশীর সূচনা হয়, তাহাতেই বিশেষ দরকার। স্বরভঙ্গ, কাশীতে কাশীতে হাঁপাইয়া উঠা ও যত রাত্রি শেষ হইতে থাকে ততই বেশী কাশী হওয়া, গায়ের কোন জায়গার কাপড় খুলিলেই কাশী হওয়া, হাতের তালু গরম বোধ হওয়া ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

একোনাইট (৬)—ক্ষয় কাশীর অবস্থায় মাঝে মাঝে যখন জ্বর, ছট্ ফট্ করা, পিপাসা প্রভৃতি বেশী হয় তখন ইহা দুই এক মাত্রা সেবন করান যাইতে পারে।

["কাশী" "স্বরভঙ্গ" প্রভৃতি দেখ] এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করা উচিত।

ক্ষয় কাশের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—এই রোগে পুষ্টিকর অথচ লঘু পথ্য বিশেষ সাবধানে ব্যবস্থা করা উচিত। ভাত, মুগ এবং বুটের ডাইল, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত, দেশী কুমড়া, ডুমুর, আলু, পটোল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। অনেক জন্তুরও ক্ষয় কাশ হইতে পারে; অতএব যে সে জন্তুর মাংস খাওয়া ভাল নয়। আজ কাল ডাক্তারেরা ঠিক করিয়াছেন যে, ছাগলের এই রোগ খুব কম হয় অতএব এ রোগে ছাগলের মাংস খাওয়া ভাল। ফলের মধ্যে বেদানা, কিস্‌মিস্, খেজুর, নারিকেলের শাঁস, বেল, আক, পেঁপে, প্রভৃতি দেওয়া যায়। মিষ্টান্নের মধ্যে ভাল ঘৃতে তৈয়ার করা লুচি, গজা, হালুয়া, এবং কুমড়ার মিঠাই কিম্বা মোরব্বা ভাল। ঘৃতের মধ্যে গব্য (গাওয়া) ঘৃত বেশী উপকারী। মোটা মুটি এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহাতে রোগীর বলাধান হয়, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু রোগীর ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তির ওজন বুঝিয়া পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত; তাহা না হইলে অজীর্ণ, পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগে রোগীকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে। "কড্‌লিবার অয়েল" এই রোগে, ঔষধ ও পথ্য দুই কাজ করে। অতএব অন্যান্য পথ্যের সঙ্গে ইহাও ব্যবস্থা করা উচিত। 'ডি জংসের "কড্‌লিবার অয়েল" উপকারী বটে, কিন্তু মোলারের অপেক্ষা দুর্গন্ধ; "কেপ্‌লার" নামক মণ্ট মিশ্রিত কড্‌লিবার অয়েল (Keplar Codliver oil with Malt extract) সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দুর্গন্ধ, লঘুপাক ও উপকারী; অতএব আমাদের মতে তাহাই ভাল।

কড্‌লিবার অয়েল প্রথমে অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা উচিত। যাঁহারা নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে পরিষ্কার ও টাট্‌কা নারিকেল তৈল সেবন করা ব্যবস্থা। গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া কিম্বা ফিল্টার দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইয়া (৩ পৃষ্ঠা দেখ) পান করা উচিত। রোগী অত্যন্ত কাহিল থাকিলে গরম জলে নতুবা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া সেই জলে স্নান করা উচিত। যাহাদের অত্যন্ত শীতের ভয়, তাহাদের স্নান করিবার জলে কিছু লবণ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্নানের পূর্ব্বে আভাঙ্গ করিয়া তৈল মাখা উচিত; বিশেষতঃ যাহাদের তৈল খাইলে সহ্য হয় না, তাহাদের এই নিয়ম প্রতিপালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। পরিষ্কার ও ফাঁকা (অর্থাৎ দিনের বেলা বেশ বাতাস খেলিতে পারে, এমন) ঘরে বাস করা উচিত। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে না পারিবার জন্য ফ্ল্যানেল প্রভৃতি গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া রাখা উচিত। তা'ছাড়া রোগীর ঘর যাহাতে খুব ঠাণ্ডা না থাকে তাহারও উপায় করা আবশ্যক। পরিষ্কার বায়ু সেবন এ রোগে পথ্যের মত দরকার। প্রত্যহ নিয়ম করিয়া ফাঁকা জায়গায় গিয়া পরিষ্কার বাতাসে নিশ্বাস টানিয়া লইতে থাকাও উচিত। এই রোগে বেশী পরিশ্রম করা, বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ হইলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যে প্রস্রাব না করা, রাত জাগা, মৈথুন, অনেক লোকের সঙ্গে এক বিছানায় নিদ্রা যাওয়া, টক্ ও ঝাল জিনিস এবং মাষকলাই, দধি প্রভৃতি খাওয়া একেবারে নিষেধ।

রক্ত উঠা (হিমপ্টিসিস্)।—অত্যন্ত শ্রম করা, ভারী জিনিস উঠাওন, অর্শঃ ও নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি রক্তস্রাব

হঠাৎ বন্ধ হওয়া, চুণ প্রভৃতি উগ্র পদার্থ নিশ্বাসের পথে প্রবেশ করা, বাঁশী বাজান, চিৎকার করা, ফুস্ফুসের নানা রকম পীড়া প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে। ইহাতে প্রথমে বুকের ভিতর গরম আর ভারী বোধ হইয়া গলার ভিতর সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশী আসে আর সেই কাশীর সঙ্গে বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ করিয়া রক্ত উঠে। ছোটি ছোটি শ্বাস নলীর ভিতরে যে শিরা আছে, সেই সব শিরা হইতে রক্ত নির্গত হইলে রক্ত বেশী উঠে না; এই রকম রক্ত উঠাকেই এক রকম রক্ত-পিত্ত বলে ও ইহা শীঘ্র ভাল হইতে পারে। আর এক রকম রক্ত উঠা আছে তাহাকে "ক্ষত" বলে; তাহাতে কাশীর সঙ্গে খুব বেশী রক্ত একেবারে মুখ ও নাক দিয়া নির্গত হয়। সেরূপ রক্ত উঠা প্রায় আরাম হয় না। যাহাদের এ রোগ হয়, তাহারা যেন কি শারীরিক, কি মানসিক—কোন রকম শ্রমই না করে, চুপ করিয়া বসিয়া কিম্বা শুইয়া থাকে, আর কোন কাজেই তাড়াতাড়ি না করে।

রক্ত উঠার চিকিৎসা।—অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ যদি গরম ও টাট্কা রক্ত নির্গত হয়, আর তার সঙ্গে ছট্ ফট্ করা, ভয় ও বুক ধড়্ ফড়্ করা থাকে, তবে "একোনাইট্" বেশ কাজ করিতে পারে।—যদি আঘাত লাগা জন্য রোগ হয়, আর কাল্চে রঙ্গের চাপ্ চাপ্ রক্ত উঠে, তবে "আর্নিকা" দিবে।—যদি মাথা ধরা ও মাথা ভার থাকে, মাথা নোয়াইতে কিম্বা তুলিতে মাথা ঘোরে, বুকের ভিতর খিচ্খিচে বেদনা হয় এবং নড়িলে সেই বেদনা বেশী হয় আর সর্ব্বদা গলার ভিতর সুড়্ সুড়্ করিয়া কাশী হইতে থাকে, তবে "বেলাডোনা" দিতে হয়। যদি আস্তে আস্তে বেড়াইয়া বেড়াইলে বুকের বেদনা ও রক্ত

উঠা কম থাকে, কিন্তু একটু দ্রুত চলিলে কিম্বা কথা কহিলে কাশী বেশী হয়, তবে "ফেরম্" দেওয়া উচিত।—যদি একটু মাত্র নড়িলেই রক্ত উঠিতে আরম্ভ হয়, আর সেই রক্ত জবা-ফুলের মত লাল ও তাহাতে থুথুর মত ফেণা মিশ্রিত থাকে, তবে "ইপিকাক্" দিবে।—রোগের পর, কাফি খাওয়ার পর কিম্বা অর্শঃ প্রভৃতির রক্তস্রাব বন্ধ হইবার পর রক্ত উঠিলে "নক্সভমিকা" দিবে। স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকা জন্য রক্ত উঠিলে "ফক্ষরস্" আর "পল্‌সেটিলা" পালা ক্রমে খাওয়াইবে। রক্ত উঠার সঙ্গে শীত বোধ, পেটের অসুখ প্রভৃতি "পল্‌সেটিলা" দিবার উপযুক্ত লক্ষণ।—ভারী জিনিস উঠাওন প্রভৃতি বেশী জোর দিয়া কাজ করার পর রক্ত উঠিলে "রস্‌টক্স্" দিবে, ধাতু ক্ষয়ের পর রক্ত উঠিলে কিম্বা যদি বেশী রক্ত উঠা জন্য রোগী এত দুর্ব্বল হয়, যে তাহার কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে, তবে "চায়না" আবশ্যক। অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে "চায়না" পালা ক্রমে দিবে। মদ খাওয়া জন্য রক্ত উঠায় "একোনাইট্" ব্যবস্থা।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ত উঠা না কমিয়া আসে, ততক্ষণ ২৫।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধ দিবে, তার পর ক্রমশঃ যেমন সুবিধা হইয়া আসিবে, তেমনি ঔষধ ২, ৩ কিম্বা ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

রক্ত উঠার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রক্ত উঠিবার সময় রোগীকে অল্প হেলান দেওয়া ভাবে চুপ করিয়া থাকিতে বলিবে, এমন কি কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে দিবে না। রক্ত উঠা খুব বাড়াবাড়ি হইলে রোগীর বাম হাতের উপর (বগলের কাছে) এবং ডান উরুতের উপর এক এক খানা নেকড়া দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া

রাখিবে; তাহাতেও না কমিলে ডান হাতের উপর ও বাম উরুতে ঐরূপ আরো এক একটি বাঁধন দিবে। বার্লি, ভাতের মণ্ড, দুধ প্রভৃতি খুব ঠাণ্ডা করিয়া পথ্য দিবে। কোন জিনিসই গরম গরম খাইতে দিবে না। এ রোগে কুমড়ার মোরব্বা, চিনি, ছাগল দুধ, কচি ইচড়, পটোল, বেল, নারিকেল, শীতল জল প্রভৃতি সুপথ্য।

রক্ত উঠার অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে এসিড্ গ্যালিক্ ৫ গ্রেণ, ডাইলিউটেড্ সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ১০ ফোঁটা, টার্পিন্ তৈল ১ ফোঁটা, টিংচার্ আর্গট ৫ ফোঁটা এবং শীতল জল এক কাঁচ্চা একত্র মিশাইয়া, এইরূপ এক এক মাত্রা ৩, ৪ কিম্বা ৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। মধু আর জল সমান ভাগে মিশাইয়া পান করিলেও উপকার হয়। আয়াপানের পাতার রস, বাকস ছালের রস, দুর্ব্বা ঘাসের রস আর চিনি একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ ২ বার সেবন করাইবে।

বায়ুনলী-প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস্)।—বায়ুনলী প্রদাহ কাহাকে বলে তাহা আগে (৩২ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি। ইহা দুই রকম হইতে থাকে; যথা প্রবল বা নূতন ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্। প্রবল ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে জ্বর থাকে; বুকের ভিতর ভারী ও সুড় সুড়ি বোধ, নিশ্বাসের কষ্ট, প্রথমে শুষ্ক কাশী ও তার পর কাশীর সঙ্গে থুথুর মত কিম্বা আঠা আঠা শ্লেষ্মা ক্রমশঃ খুব বেশী বেশী উঠিতে থাকে এবং কখন কখন এইরূপ শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তের দাগও থাকে। এই রোগে রোগীর বুকের উপর কাণ রাখিলে ঘড় ঘড়, সোঁ সোঁ, কিম্বা চোঁ চোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমে রোগটি যত বাড়িতে থাকে, ততই

নিশ্বাসের কষ্ট বেশী হওয়ার সঙ্গে রোগী মরিয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের এই রোগ হইলে প্রথমে সর্দ্দি ও জ্বর প্রকাশ হয়, তার পর কাশী, প্রতিবার কাশীর পর কান্না প্রভৃতি ব্রঙ্কাইটিসের অন্যান্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধের এই রোগ হইলে বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে এবং ক্রমে তন্দ্রা, ভুল বকা, ঘাম, বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কাশীয়া শ্লেষ্মা তুলিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ হয়; আর তার পর রোগী মরিয়া যায়। ব্রঙ্কাই-টিসের প্রবল ভাব কমিয়া গেলে পুরাতন ভাব উপস্থিত হয়; তা'ছাড়া ক্রমাগত ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়া একেবারে পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ হইতে পারে। শীতকালে যে অনেকের কাশী হইয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্। বেশী ঠাণ্ডা লাগা, নাক দিয়া ধুলা ও অন্যান্য উগ্র জিনিস বায়ুনলীতে প্রবিষ্ট হওয়া, শীতের সময় বেশ গরম কাপড় না পরা, চিৎকার করার পর ঠাণ্ডা জল খাইয়া কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইয়া শ্বাস নলী ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি কারণে এই রোগ হয়। ভাল ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করাইবে।

ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা।—শুষ্ক ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ব্রঙ্কাইটিস্ হইলে, বিশেষতঃ যদি প্রতিবার নিশ্বাস ফেলিতে ও লইতে গলা খুস্ খুস্ করিয়া শুষ্ক কাশী হয় আর তার সঙ্গে জ্বর, পিপাসা, ঘাম একেবারে না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে "একোনাইট্" দিবে।—হিম লাগার জন্য রোগ হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে রাত্রিকালে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হইলে "ডল্কামারা" দিতে হয়।—যদি রত্রিকালে বিছানায় শুইবা মাত্র কাশী বেশী হয়, তবে "হায়োসেমস্" দেওয়া উচিত।—যদি শুষ্ক কাশীর সঙ্গে

পাতলা সর্দ্দি নাক দিয়া নির্গত হয় কিম্বা উদরাময়, মুখে ঘা প্রভৃতি থাকে, তবে "মার্কিউরিয়স্" দিবে।—"ব্রায়োনিয়া," আর "ইপিকাক" পালা করিয়া দিলে, অনেক স্থলেই উপকার হইতে পারে। ["কাশী" দেখ]

প্রবল ব্রঙ্কাইটিসে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে প্রতিদিন ২ বার করিয়া ঔষধ সেবন করাইবে।

ব্রঙ্কাইটিসের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রবল ব্রঙ্কাইটিসের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা "নিমোনিয়াতে" দেখ। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা "ক্ষয় কাশে" দেখ।

ব্রঙ্কাইটিসের অন্যান্য উপায়।—বুকের উপর তার্পিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে কিম্বা গরম তিসির পুল্টিস একশবার লাগাইবে। কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া ৩।৪ গ্রেণ, ভাইনম্ ইপিকাক ৫ ফোঁটা, সিরপ্ সিলি ৮ ফোঁটা, টিংচার সেনেগা ৮ ফোঁটা, ক্লোরিক ইথর ১০ ফোঁটা, জল এক কাঁচ্চা একত্র মিশাইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা "কাশীর অন্যান্য উপায়ে" দেখ।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (নিমোনিয়া)।—বেশী ঠাণ্ডা লাগা, শরীর খুব গরম হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাইয়া ঘাম বন্ধ করা প্রভৃতি যে সব কারণে সর্দ্দি হইতে পারে, সেই সব কারণে ফুস্ফুসে রক্ত জমিয়া প্রদাহ জন্মিতে পারে; তা' ছাড়া নিশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত বাতাস কিম্বা অন্য কোন রকম উগ্র জিনিস ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ করিলে কিম্বা বুকের উপর কোন রকম আঘাত লাগিলেও নিমোনিয়া হইতে পারে। এই রোগ-

সকলেরই হইতে পারে। ইহাতে প্রথমে শীত বোধ হইয়া গা খুব গরম হয়, নাড়ি খুব মোটা ও দ্রুত হয়, বুকের ভিতর খুব বেদনা হয় ও খোঁচা বিঁধিয়া থাকার মত খিচ্ খিচ্ করে, আর নিশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই রোগের সঙ্গে বিলক্ষণ কাশী থাকে, কাশীতে রোগীর ভারী কষ্ট হয় আর প্রথম প্রথম কাশীর সঙ্গে শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না, কিন্তু শীঘ্রই সাদা সাদা আঠার মত শ্লেষ্মা উঠিতে আরম্ভ হয়। প্রায়ই ৩।৪ দিন পরে ইটের মত লাল্‌চে রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে; তা' ছাড়া কখন কখন রক্ত ও রক্তের ছিট্‌যুক্ত শ্লেষ্মা উঠিতেও দেখা গিয়াছে। তা' ছাড়া কষ্টের সহিত শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস লইতে ও ফেলিতে থাকা, চিৎ হইয়া কিম্বা যে দিকের ফুস্ফুসে রোগ হইয়াছে সেই পার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া থাকা এবং পিপাসা, মুখ লাল হইয়া উঠা, ছট্‌ফট্ করা প্রভৃতি জ্বরের আনুসঙ্গিক লক্ষণও থাকিতে পারে। অনেক সময় এ রোগের সঙ্গে ভুল বকা, জিহ্বা পাঁশুটে বর্ণ ও শুষ্ক থাকা, প্রভৃতি বিকারের লক্ষণও থাকিতে পারে। এ রোগ ১৪ দিনের আগে প্রায়ই কমে না; কিন্তু ভাল রকম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে ৭ দিনেও কমিতে দেখা গিয়াছে। আবার চিকিৎসার দোষে ৩।৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগ থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই রোগ আরাম হইবার কালে হঠাৎ খুব ঘাম হইয়া গায়ের তাপ কমিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে মুখের চেহারা শুকাইয়া যায় কাশীর সঙ্গে ফেনা যুক্ত ও অল্প হল্‌দে রঙ্গের শ্লেষ্মা খুব সহজে ও বেশী পরিমাণে উঠিতে থাকে, প্রস্রাব বেশী হয় এবং আগেকার মত লাল রঙ্গের থাকে না; আর নিশ্বাসের কষ্ট, বুকের বেদনা কমিতে

থাকে। এ রোগটি ভারী সাংঘাতিক অতএব গোড়া থেকে ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইতে কখনও অবহেলা করিবে না।

নিমোনিয়ার চিকিৎসা।—প্রথমে যখন গা খুব গরম হইয়া উঠে, নিশ্বাস খুব শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে থাকে, ভয়ানক পিপাসা হয়, নাড়ি খুব মোটা থাকে আর বুকের ভিতর খোঁচা বিঁধিবার মত বেদনার দরুণ নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে খুব কষ্ট হয়, তখন "একোনাইট" দেওয়া যায়।—যদি মাথার যাতনা, মুখ চোক লাল হইয়া উঠা, রগের শির গুলি 'দপ্ দপ্' করা প্রভৃতি মস্তিষ্কে রক্ত জমার লক্ষণ এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা, ভুল বকা, মারিতে ও কামড়াইতে যাওয়া, বিছানা হইতে উঠিতে যাওয়া প্রভৃতি প্রলাপের ভাব থাকে তবে "বেলাডোনা" দিবে। —যদি নড়িতে, কাশীতে এবং নিশ্বাস ফেলিতে বুকের বেদনা বেশী হয় বলিয়া রোগী ক্রমাগত চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে আর তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ হয় কিম্বা খুব শুষ্ক এবং শক্ত মল অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, তবে "ব্রায়োনিয়া" দিবে।— রোগ খুব বেশী হইলে অর্থাৎ কাশীর সঙ্গে ইটের মত লাল্‌চে রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে "ফস্ফরস্" দিতে হয়।—"ফস্ফরস্" এ রোগের চমৎকার ঔষধ; কেবল "ব্রায়োনিয়া" আর "ফস্ফরস্" পালা করিয়া সেবন করিতে দিলে অনেক সময়ে উপকার হইতে দেখা যায়। শিশুদের নিমোনিয়া হইলে "ইপিকাক", (হাঁ করিয়া ঘুমানর সঙ্গে নাক ডাকিতে থাকিলে) "ওপিয়ম্" এবং (হুপিং কফ্ অর্থাৎ কুকুরে কাশীর সঙ্গে নিমোনিয়া হইলে) "টার্টার-এমেটিক্" দিতে হয়। এ ছাড়া যে সব ঔষধ আছে,

সে সব ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা জানেন। ["কাশী", "ব্রঙ্কাইটিস্" প্রভৃতি দেখ]

এই সব ঔষধ অবস্থা ও দরকার বুঝিয়া ২, ৩ কিম্বা ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

নিমোনিয়ার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রথমে সাগু, বার্লি, পাতলা দুধ প্রভৃতি লঘু পাক জিনিস পথ্য দিবে। তার পর জ্বর ভাল হইয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র সবল করিবার জন্ম মাংসের যুষ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া উচিত। রোগীর গায়ে জামা দিয়া রাখিবে আর তাহাকে কোন মতে নড়িতে দিবে না। রোগীর ঘর যাহাতে সকল সময়ে সমান গরম থাকে, অথচ সেখানে বেশ পরিষ্কার বাতাস খেলিতে পারে তাহার উপায় করিবে। বেশী লোকের নিশ্বাসেও সেখানকার বাতাস খারাপ হইতে পারে; অতএব কেবল শুশ্রূষা করিবার জন্ম ২।১ জন ছাড়া আর কাহাকেও সে ঘরে থাকিতে দিবে না।

নিমোনিয়ার অন্যান্য উপায়।—"ব্রঙ্কাইটিস্" দেখ।

পার্শ্ব শূল (প্লুরোডাইনিয়া)।—ইহা এক প্রকার বাত রোগ; ইহাতে বুকের সম্মুখে, পশ্চাতে কিম্বা পার্শ্বে এক প্রকার খিচু খিচে বেদনা হয় আর সেই বেদনার দরুণ সে জায়গা টিপিতে, জোরে নিশ্বাস লইতে এবং কখন বা হাত নাড়িতে কষ্ট হয়। ইহার সঙ্গে জ্বর ও কাশী থাকে না।

পার্শ্ব শূলের চিকিৎসা।—যদি বুকের বাম পাশের খিচ্ খিচে বেদনা নিশ্বাস টানিয়া লইবার সময়ে বেশী বোধ হয়, তবে "আর্নিকা" দিবে।—যদি নড়িতে চড়িতে, নিশ্বাস ফেলিতে ও টানিতে বেদনা ও সেই সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে "ব্রায়োনিয়া"

দেওয়া উচিত।—যে সব লোক বেশী চিন্তা করে কিম্বা রাত জাগে, তাহাদের আর নেশাখোরের এই রোগ হইলে, বিশেষতঃ যদি নড়িতে, হাই তুলিতে, আলস্য ভাঙ্গিতে কিম্বা জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইতে বেদনা বেশী হয় তবে "নক্সভমিকা" দিবে।—যদি বেদনা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় আর শুইতে গেলে (বিশেষতঃ রাত্রিকালে) ও বাম পার্শ্বে শুইলে বেদনা বেশী হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—যদি খিচ্ খিচে বেদনা বুক হইতে পিঠের দিকে ছড়াইয়া যাওয়া বোধ হয় আর শুইতে কিম্বা হাত তুলিতে বেশী হয়, বিশেষতঃ যদি কোন রকম ঘা কিম্বা চুল্কোনা ভাল হওয়ার পর এই রোগ হয়, তবে "সল্‌ফর" প্রত্যহ ২ বার করিয়া দিবে।

এই সব ঔষধ বেদনার পরিমাণ বুঝিয়া ২, ৩ কিম্বা ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পার্শ্বশূলের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া কিম্বা তাহাতে সজিনার শীকড়ের ছালের রস মিশাইয়া মালিস করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(নানা রকম জ্বর।)

সহজ শরীরে লোকের গা যে রকম গরম থাকে, তার চেয়ে বেশী গরম হইলে জ্বর বলা যায়। জ্বর হইলে নাড়ী শীঘ্র শীঘ্র নড়িতে থাকে; আর পিপাসা, গা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। জ্বর দুই রকম; সবিরাম ও অবিরাম। সবিরাম জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয় আর অবিরাম জ্বর ক্রমাগত থাকে। অবিরাম জ্বরে তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তের, চৌদ্দ, সতর আর একুশ দিনের দিন জ্বর ছাড়িবার সম্ভাবনা এবং খুব বিপদ ঘটিবার ভয় থাকে, অতএব ঐ সকল দিনে বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। জ্বরের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, মাথা ধরা, বমন, কাশী প্রভৃতি নানা রকম উপসর্গ থাকিতে পারে। জ্বরের সঙ্গে তন্দ্রা, ভুল বকা, বিছানা খোঁটা, নাড়ী কখন শীঘ্র শীঘ্র আর কখন আস্তে আস্তে নড়িতে থাকা, পেট কাঁপা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, জ্বর কঠিন হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত; তা' ছাড়া ভেদ, রক্তভেদ, একেবারে খুব অনেক করিয়া প্রস্রাব হওয়া কিম্বা খুব বেশী ঘাম হওয়ার সঙ্গে রোগী খুব নিস্তেজ হইয়া পড়া প্রভৃতিও কুলক্ষণ বলিয়া ধরা উচিত। জ্বর একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে; ইহার সঙ্গে প্রায়ই প্লীহা, যকৃত, মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস, পাকস্থালী প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রের দোষ সংসৃষ্ট থাকে। অতএব খুব সাবধানে চিকিৎসা করিয়া সেই গুলি আরাম করিতে পারিলে জ্বরও ভাল হইতে পারে। [১৫ পৃষ্ঠায় "রোগ পরীক্ষা" দেখ]

সামান্য অবিরাম জ্বর।—হিম লাগা, জলে ভিজা প্রভৃতি যে সকল কারণে সর্দ্দি হইয়া থাকে, সেই সকল কারণে এই জ্বরও হইতে পারে। ইহা সাত দিনের বেশী থাকে না। ইহার প্রধান ঔষধ "একোনাইট্"; বিশেষতঃ যদি ঠাণ্ডা বাতাস কিম্বা হিম লাগিয়া জ্বর হয়, তবে "একোনাইট্" খাইলে শীঘ্র শীঘ্র ঘাম হইতে আরম্ভ হইয়া ছট্ ফট্ করা, পিপাসা, নাড়ীর পুষ্টি ও বেগ কমিয়া গিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। প্রায় ৫।৬ মাত্রা ঔষধ খাইলেই জ্বর ত্যাগ হয়। যেখানে জ্বরের সঙ্গে ঘাম হওয়া আদৌ থাকে না, এক্‌শবার খুব বেশী বেশী জল খাওয়া থাকে, তার সঙ্গে রোগীর নাড়ী খুব মোটা বোধ হয়, সেই খানেই "একোনাইট্" বেশ উপকার করিতে পারে।— যেখানে মাথার যাতনা খুব বেশী থাকে, চক্ষু লাল হয়, আঠা আঠা ঘাম হইতে থাকে, আর ভুল বকা, চমকিয়া উঠা প্রভৃতি থাকে সেই খানেই "বেলাডোনা" দেওয়া উচিত। কখন কখন "একোনাইট্" আর "বেলাডোনা" পালা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ, কাশী ও বুকের ভিতর খিচ্ খিচে বেদনা থাকিলে "একোনাইটের" সঙ্গে "ব্রায়োনিয়া" পালা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রি জাগরণের পর জ্বর হইলে "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়। হাত পা খুব কামড়াইতে থাকিলে যদি অন্য কোন ঔষধে উপকার না হয়, তবে "সিমিসিফিউগা" দেওয়া যায়। সেইরূপ তন্দ্রার মত অবস্থা হইলে "জেল্‌সিমিয়ম্" ভাল। ["জ্বর বিকার" ও "স্বল্প বিরাম জ্বর" দেখ।]

এই সকল ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করা উচিত।

সামান্য জ্বরের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—মাথা ভার ও চক্ষু লাল থাকিলে গরম জলে পা ডুবাইলে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি রাখিয়া দিলে উপকার হয়। জল সাগু, দুধ সাগু, প্রভৃতি পথ্য দিবে।

সামান্য জ্বরের অন্যান্য উপায়।—যদি কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকে, বিশেষতঃ যদি জ্বরের সঙ্গে গা বেদনা, ঘাম না হওয়া প্রভৃতি থাকে, তবে গরম গরম "চা" পান করিয়া সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া ঢাকিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিলে খুব ঘাম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়। বাস্তবিক "চা" উৎকৃষ্ট "ফিভার মিক্‌শ্চার"। যতক্ষণ জ্বর ত্যাগ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত "চা" প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। "চা" প্রস্তুত করিবার ও খাইবার নিয়ম ২৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তা' ছাড়া টিংচার একোনাইট্ ২ ফোঁটা, ক্লোরিক্-ইথর ৫ ফোঁটা, সল্‌ফিউরিক্-ইথর ৫ ফোঁটা, কর্পূরের জল আধ ছটাক একত্র মিশাইয়া লইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলেও উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধের প্রতি মাত্রার সঙ্গে "সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া" ১০।১৫ গ্রেণ্ করিয়া আর মাথা ধরা ও গা বেদনা থাকিলে "ব্রোমাইড অব্ পটাস" ২।৩ গ্রেণ করিয়া মিশাইয়া সেবন করা উচিত। ["স্বল্প বিরাম জ্বর" দেখ]

জ্বর বিকার।—সামান্য জ্বরের মত জ্বর বিকারেও জ্বর প্রায় একই ভাবে থাকে; তবে সময়ে সময়ে এত সামান্য পরিমাণে কমিতে পারে, যে তাপমান যন্ত্র ভিন্ন বুঝিতে পারা যায় না। মোটা মুটি জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, তিন দিনের পর

জ্বর না কমিলে প্রায়ই বিকারে পরিণত হইতে পারে। জ্বর বিকার প্রকাশ হইবার ৭।৮ দিন আগে থেকে মাথা ভারী, গা বেদনা, মাথা ঘোরা, কোষ্ঠবদ্ধ, গা গরম প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ একটু একটু করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে। এই জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা, তন্দ্রা, চমকিয়া উঠা, চক্ষু লাল প্রভৃতি লক্ষণ খুব বেশী থাকিলে রক্ত জমা জন্য বিকার হইয়াছে বুঝিবে; এইরূপ কাশী, বুকে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে বুকের ভিতর যে ফুস্ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্র আছে তাহাদের মধ্যে কোনটীর রোগ হইয়াছে মনে করা উচিত। আবার ভেদ, পেটের ভিতর গড়্ গড়্ শব্দ প্রভৃতি হইলে পেটের ভিতরের কোন যন্ত্র পীড়িত হইয়াছে জানিবে। ভুল বকা জ্বর বিকারের প্রধান লক্ষণ; তা' ছাড়া গা বেদনা, তৃষ্ণা, প্রভৃতিও কম বেশী কিছু কিছু থাকিতে পারে। বিকার জ্বরে নাড়ী সরু হয়, অথচ শীঘ্র শীঘ্র নড়িতে থাকে, এবং মাঝে মাঝে স্থির হইয়া আসিবার মত বোধ হয়, আর নড়িলে চড়িলে নাড়ীও দ্রুত হয়। ভুল বকা, বিছানা হইতে উঠিয়া উঠিয়া যাওয়া, বিছানার কাপড় হাতড়ান প্রভৃতিও বিকার জ্বরের প্রধান লক্ষণ। এই রোগটী অতিশয় ভয়ানক; অতএব খুব উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করান আবশ্যক। এ রোগে এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বেশী উপকারী; যতক্ষণ সুবিধা মত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার না পাওয়া যায় ততক্ষণ নীচের লিখিত ঔষধ সকল বিবেচনা মত সেবন করান উচিত। এ রোগের ভোগ ৩ সপ্তাহ হইতে ৪১ দিন পর্য্যন্ত।

জ্বর বিকারের চিকিৎসা।—যদি জ্বরের তেজ খুব বেশী না থাকে

তাহা হইলে "ব্রায়োনিয়া" আর "রস্‌টক্স," পালা করিয়া সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। "ব্রায়োনিয়া" সেবন করিলে কোষ্ঠ-বদ্ধ, গা বেদনা, দিনের বেলায় রোগী যে সকল কাজ করে রাত্রি-কালে সেই সকল বিষয়ে ভুল বকিতে থাকা, কিম্বা দিবা রাত্রি সমান ভাবে ভুল বকা, ও দুই একবার বিছানা হইতে উঠিয়া যাই-বার চেষ্টা করা, জিহ্বা শুষ্ক ও হল্‌দে হল্‌দে ময়লায় আবৃত থাকা, শুষ্ক কাশীর সঙ্গে বুকের ভিতর বেদনা বোধ হওয়া, অনেকক্ষণ দেরি করিয়া খুব খানিক খানিক জল পান করা প্রভৃতি লক্ষণ আরাম হয়; বিশেষতঃ এই সকল উপসর্গের সঙ্গে ঠোঁট দুখানি ফাটা ফাটা দেখাইলে "ব্রায়োনিয়া" আরও বেশী খাটে।— "রস্‌টক্স্‌" সেবনে আপনা আপনি বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে থাকা পেটের অসুখ (ভেদ), গায়ের বেদনা প্রভৃতি আরাম হইতে পারে। যদি মতলবের (বুদ্ধির) স্থির না থাকে, রাত্রিকালে ভুল বকা বেশী হয়, দাঁতের উপরে মিশির মত কাল দাগ ধরে, রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার জবাব দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ি-বার মত হয়, ভেদ হয়, আর ভেদ, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ও নিশ্বাসে খুব দুর্গন্ধ থাকে, তবে "ব্যাপ্‌টিসিয়া" ১ দেওয়া উচিত। ফলতঃ সামান্য জ্বরে "একোনাইটের" মত, জ্বর বিকারে "ব্যাপ্টিসিয়া" খুব উপকারী; "ব্যাপ্টিসিয়া" খাইলে শীঘ্র শীঘ্র ঘাম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়।—যদি ভুল বকা খুব বেশী হয়, আর তার সঙ্গে রোগীর চক্ষু জবা ফুলের মত লাল থাকে এবং সে সকলকে মারিতে ও কামড়াইতে যায়, অথচ সকল সময়ে কথা কহিতে চাহে না, বিছানা হইতে উঠিয়া উঠিয়া যায়, আর ঘুমাইতে ঘুমা-ইতে চমকিয়া উঠে, তবে "বেলাডোনা" দেওয়া উচিত।—

"বেলাডোনা" খাইয়া চোক লাল ও ভুল বকা কমিয়া গিয়া কেবল সামান্য মাত্র ভুল বকা থাকিয়া গেলে কিম্বা ভুল বকার সঙ্গে হাত কাঁপা থাকিলে "হায়োসেমস্" দেওয়া উচিত। যদি "বেলাডোনা" খাইয়া ভুল বকা না কমিয়া যায়, কিম্বা বিকারের সঙ্গে যদি রোগী এক্‌শবার মাথা ঠেলিয়া ঠেলিয়া বালিশের উপর উঠিতে থাকে, তবে "ষ্ট্র্যামোনিয়ম" দেওয়া যায়।—যদি অচেতন অবস্থায় রোগী এমন ভুল কথা বলে, যে তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যেন সে কোন অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত লোকের কাছে আছে বলিয়া মনে করিতেছে, সেইখানে "ওপিয়ম্" ৩০ দিলে বিশেষ উপকার হয়।—যেখানে রোগী আপনার মস্তক ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মনে করে, এবং সেই সকল একত্র করিবার জন্য হাতড়াইতে থাকে, সেইখানে "ব্যাপ্টিসিয়া" দেওয়া উচিত।—কিন্তু যদি রোগীর মনের স্থিরতা থাকে না বলিয়া সে কোন বিষয় বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা থাকে, তবে "আর্ণিকা" দেওয়া উচিত।—কিন্তু রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহার ঠিক জবাব দিতে দিতে ঘুমাইবার মত হইয়া পড়িতে থাকিলে "ব্যাপ্টিসিয়া" অপেক্ষা "হায়োসেমস্" উপকারী।—যদি কি নিদ্রিত কি জাগরিত সকল অবস্থাতেই ভয়ানক ভুল বকা থাকে, আর তার সঙ্গে হাত কাঁপা, অসাড়ে ভেদ ও প্রস্রাব প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলেও "হায়োসেমস্" দেওয়া উচিত।—রোগীর বুঝিবার শক্তি কমিয়া গেলে অর্থাৎ সে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ঠিক কথা জুটাইয়া উঠিতে না পারিলে এবং তার সঙ্গে শরীর অত্যন্ত কাহিল

হইয়া পড়িলে এবং হাত পা অপেক্ষা মুখ ও মস্তক বেশী গরম থাকিলে "ককিউলস্" দেওয়া উচিত।—যদি রোগী মনে করে, যে সে মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, আর তার সঙ্গে তাহার গলায় এত বেদনা থাকে, যে গলার উপরে কেহ হাত দিলেও সে অতিশয় কাতর হয়, তবে "ল্যাকিসিস্" দেওয়া উচিত।—যদি রোগী এত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, যে তাহার আত্মীয়গণকে চিনিতে না পারে, ভুল বকার সময়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে ও বালিশ হইতে মাথা নামাইয়া ফেলে, আর তার সঙ্গে হাত কাঁপা, কোন কিছু হাতড়াইতে থাকার মত ভাব ইত্যাদি থাকে তবে "জিঙ্কম্" দেওয়া যাইতে পারে।—যদি রোগী ক্রমাগত ভুল বকিতে থাকে, আর সে একাকী থাকিলেও কেহ যেন তাহার কাছে আছে মনে করিয়া বিড়্বিড়্ করিয়া আপনা আপনি ভুল বকে তবে "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্" দেওয়া উচিত।—যদি রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে এবং এক একবার খুব চেঁচাইয়া উঠে আর একএকবার বালিশের নিচে নামিয়া পড়ে, তবে "এপিস্" দিবে।

"ব্যাপ্টিসিয়া" "হায়োসেমস্" প্রভৃতি সেবনে পেটের অসুখ না কমিয়া যদি অসাড়ে ভেদ হইতে আরম্ভ হয়, আর তার সঙ্গে ছট্ফট্ করা, একএকবার জিব চাটিতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে রোগী অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে, তবে "আর্সেনিক" দেওয়া যাইতে পারে।—কিন্তু পেটের অসুখের সঙ্গে বালিশের উপর মাথা তুলিয়া দিলেও যদি রোগী মাথা নামাইয়া লইতে থাকে, আর তার সঙ্গে বিড়্বিড়্ করিয়া ভুল বকা, জিব বাহির

করিতে না পারা, অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে "মিউরিয়াটিক্ এসিড্" দেওয়া যাইতে পারে।—রক্তভেদ হইতে থাকার সঙ্গে পেটে বেদনা থাকিলে "নাইট্রিক-এসিড্" আর তাহাতে উপকার না হইলে কিম্বা কালচে রঙ্গের রক্ত খুব বেশী ভেদ হইতে থাকিলে "হ্যামেমেলিস্" দেওয়া যায়।

বিকারের সঙ্গে শুষ্ক কাশী ও বুক বেদনা থাকিলে "ব্রায়োনিয়া" দেওয়া যায়। আবশ্যক মত "ব্রায়োনিয়ার" সঙ্গে (লাল ইটের গুঁড়ার মত রঙ্গের শ্লেষ্মা উঠিলে) "ফস্ফরস্" কিম্বা (বুকের ভিতর শ্লেষ্মা জমিয়া খুব ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকিলে), "টার্টার-এমিটিক্" দেওয়া যাইতে পারে। ["নিমোনিয়া" "ব্রঙ্কাইটিস্" প্রভৃতি দেখ]

এই সকল ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর (একটী কিম্বা দুইটী পালা করিয়া) সেবন করিতে দেওয়া যায়।

জ্বর বিকারের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—বিকার রোগীকে সর্ব্বদা স্থির ভাবে রাখা উচিত। রোগীর ঘর যাহাতে বেশ অন্ধকার থাকে, অথচ তাহাতে কোন রকম দুর্গন্ধ না থাকে ও তাহার মধ্যে বেশ বাতাস খেলিতে পারে, তাহার উপায় করিবে। রোগীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং মাঝে মাঝে তাহার গায়ের ও বিছানার কাপড় বদলাইয়া দিবে। কোন মতে—এমন কি বাহ্যে প্রস্রাব করিবার জন্যও বিছানা হইতে উঠিতে দেওয়া উচিত নহে। আর তাহার কাছে বেশী লোক থাকাও ভাল নহে। কেবল এক জন কি দুই জন মাত্র খুব বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া রোগীর অবস্থা, লক্ষণ খুব সতর্কতার সহিত দেখিবেন। পথ্য—জল সাগু, দুধ সাগু, বার্লি, দুধ, ব্রথ,

বেদানা ইত্যাদি; কিন্তু যে কোন জিনিস খাওয়াইবার সময় অতি সাবধানে রোগীর মুখে দিবে; নচেৎ রোগী হাত কামড়াইয়া লইতে পারে।

জ্বর বিকারের অন্যান্য উপায়।—এ রোগে অন্যান্য চিকিৎসা তত সুবিধা-জনক নহে। তবে পেট ফাঁপা, প্রস্রাবের কষ্ট প্রভৃতি কমাইবার জন্য যে সকল মুষ্টি যোগের দরকার হইতে পারে তাহা স্বল্প বিরাম জ্বরের অন্যান্য উপায়ে লেখা যাইবে।

নাশা-জ্বর।—এই জ্বরে নাকের ভিতর পিঁয়াজের কোষার মত এক রকম ফুলা হয়। ইহা হইলে মাথা ভারী, মাথা কামড়ান, জ্বর, ঘাড়ে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ হয়। ইহার প্রধান ঔষধ "বেলাডোনা" (তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া যায়)।—যাহাদের নাশার ধাতু অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে নাশা জ্বর হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে "টিউক্রিয়ম্-মেরম্‌ভেরম্" ২।৩ দিন অন্তর এক মাত্রা করিয়া সেবন করা ভাল। নাশার ধাতুতে নস্য লইতে অভ্যাস করা ভাল। নাশা জ্বরে সামান্য অবিরাম জ্বরের মত পথ্য দেওয়া যায়।

হাম বা লুস্তি (মিজলস্)।—হাম শিশুদিগেরই বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু যুবা ও বৃদ্ধের হইলে বড় ভয়ানক হয়। বিষাক্ত বাতাস লাগিয়া ঋতু বদলাইবার সময়ে হাম রোগ হইতে পারে, বিশেষতঃ বসন্তকালেই হাম বেশী হইয়া থাকে। প্রথমে খুব সর্দ্দি হইয়া জ্বর হয়; তার পর জ্বর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর গায়ে হাম বাহির হইতে থাকে। হামের সঙ্গে গলা-বেদনা, কাশী, স্বরভঙ্গ, প্রভৃতিও থাকিতে পারে। হামের দানাগুলি মশার কামড়ের দাগের মত ছোট ছোট ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে

ও অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে, খানিক ক্ষণের জন্য মিলাইয়া যায়। হাম প্রথমে মুখের উপর, তার পর হাতে, তার পর বুকের উপর, তার পর পেটে ও পায়ে বাহির হইতে দেখা যায়।

হামের চিকিৎসা।—প্রথম অবস্থায় যখন খুব জ্বর থাকে তখন "একোনাইট্" দেওয়া যায়;—কিন্তু (সর্দ্দির লক্ষণ খুব বেশী থাকিলে) "পল্‌সেটিলা," (অতিশয় গলা ঘড়্ ঘড়্ করিলে) "ইপিকাক"। আর (আলোকের দিকে তাকাইতে না পারা, চক্ষু লাল, ভুল বকা প্রভৃতি থাকিলে) "বেলাডোনা" "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া সেবন করান উচিত। এই সকল ঔষধ খাইলে হাম শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়।—যদি এই সকল ঔষধে হাম ভাল রকম বাহির না হয়, আর তার সঙ্গে শুষ্ক কাশী, নিশ্বাস ফেলিতে বুকে চাপিয়া ধরার মত বোধ হয় তবে "ব্রায়োনিয়া" দেওয়া যায়।—এইরূপ গা বমি বমি করা থাকিলে "ব্রায়োনিয়ার" সঙ্গে পালা করিয়া "ইপিকাক" সেবন করান যায়।—পেটের অসুখ থাকিলে বিশেষতঃ রাত্রি-কালে বেশী বাহ্যে হওয়া থাকিলে "পল্‌সেটিলা" ভাল।—অসাড়ে ভেদ হইতে থাকার পক্ষে "ফস্ফরস্" ভাল।—তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ একশবার একটু একটু জল খাওয়া থাকিলে "আর্সেনিক" ব্যবস্থা করা যায়।—কখন কখন হিম লাগার জন্য হাম বাহির হইবার পরে শীঘ্র শীঘ্র মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ হয়, তেমন স্থানে "ব্রায়োনিয়া" ও "একোনাইট্" পালা করিয়া ২।১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত।—তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি হাত পায়ে খিল্ ধরিতে আরম্ভ হয়, তবে "কিউ-প্রম এসিটিকম্" ৬ দেওয়া উচিত। হাম লাট খাইয়া গিয়া

রোগী অতিশয় কাহিল হইয়া পড়িলে "ইস্পিরিট অব্ ক্যাম্ফর" এক ফোঁটা চিনির সঙ্গে ২।১ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া যায়।

এই সকল ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত।

হামের পর যে পেটের অসুখ, সর্দ্দি, কাশী, কান দিয়া পুঁজ পড়া প্রভৃতি থাকে, তাহাতে "পল্সেটিলা" আবশ্যক। হামের পর ফোড়া হইলে (প্রথমে) "বেলাডোনা" কিম্বা ("বেলাডোনা" সেবনে ফোড়া না সারিলে শীঘ্র পাকাইবার জন্য) "হিপার সল্ফর" দেওয়া উচিত। হামের পর যে পেটের অসুখ হয়, তাহাতে মোটামুটি "পল্সেটিলা" ও "চায়না" উপকারী। হামের পর যে কাশী ও স্বরভঙ্গ হয়, তাহা "পল্-সেটিলা" খাইয়া না কমিলে "ফস্ফরস্" (সন্ধ্যাকালে) ও "স্পঞ্জিয়া" (প্রাতে) এক এক বার দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও না উপকার হইলে "হিপার সল্ফর" ৩০ দেওয়া উচিত। হামের পর যে চর্ম্ম-রোগ হয়, তার পক্ষে "সল্ফর" ৩০ ভাল। হামের পর যে সব অসুখ হয়, তাহাদের পক্ষে মোটামুটি "পল্-সেটিলা" ভাল; তা' ছাড়া "মার্কিউরিয়স্" "হিপার সল্ফর" প্রভৃতি আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করা উচিত।

হামের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—হামের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যখন জ্বর খুব বেশী থাকে, তখন গরম জলে গা ধুইয়া দিলে উপকার হয়। এ রোগে কখন জোলাপ দেওয়া উচিত নহে। রোগীর গায় যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে না পারে, তাহার উপায় করা বিশেষ আবশ্যক; কারণ গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগা

বার দরুণ প্রায় অনেক সময়েই হাম লাট খাইয়া যায়। পথ্যাদি বসন্ত ও বিকার জ্বরের মত। হাম ও বসন্ত রোগে বেল অতি সুপথ্য; কারণ প্রথম হইতে বেল খাইতে দিলে প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সুতরাং ভবিষ্যতে পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হাম রোগ ছোঁয়াচে, অতএব রোগীকে সাবধানে ছুঁইবে।

বসন্ত (স্মল্ পক্স)।—প্রথমে অল্প অল্প শীত বোধ হইতে থাকে, গা গরম হয়, মাথা ধরে, গা ভারী হয় ও কামড়ায়, জিহ্বার উপর সাদা রঙ্গের ময়লা জমিয়া থাকে, চক্ষু লাল হয়, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও কোমরে) বেদনা থাকে। কোমরের বেদনা যদি বেশী হয় আর তার সঙ্গে বমি হওয়া থাকে, তবে রোগ কঠিন হইবে বলিয়া বুঝা উচিত। অতএব তেমন সময়ে বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দিয়া খুব সাবধানে চিকিৎসা করাইবে। যাহা হউক উপরে যে লক্ষণ গুলি লেখা গেল, সে গুলি ৪।৫ দিন থাকে; তার পর প্রথমে মুখে ও গলার উপর আরম্ভ হইয়া ক্রমে হাতে, গায়ে এবং সকলের শেষে পায়ে বসন্তের গুটি গুলি বাহির হইয়া থাকে। তিন চারি দিন ধরিয়া গুটি বড় হইতে ও উহাদের ভিতর রস জমিতে থাকে; তার পর ঐ সকল রস এক রকম হল্‌দে বর্ণের পুঁজে পরিণত হইলে, গুটি গুলি পাকিয়া উঠে। বসন্ত-গুটি গুলির ঠিক মাঝখানে একটা আল্‌পিনের আগার মত স্থান কিছু নিচু মত হয়। গুটি গুলি প্রথমে বাহির হইবার সময়ে জ্বর কমিয়া যায়, কিন্তু পাকিবার সময়ে আবার জ্বর হইয়া থাকে।

বসন্তের চিকিৎসা।—প্রথমে জ্বরের অবস্থায়, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে ছট্ ফট্ করা, তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট্" বসন্ত

বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।—যদি বসন্ত গুলি বাহির হইবার পূর্ব্বে ভুল বকা, মাথা ভারী, মুখ চোক রক্ত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, আলোকের দিকে তাকাইতে না পারে তবে "বেলাডোনা" ঐরূপ দিবে।—যদি বসন্তের গুটি গুলি বাহির হইতে বিলম্ব হয়, তার সঙ্গে মাথা ধরা, পিঠে বেদনা, কাশী ও কাশীবার সময়ে বুকে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে "ব্রায়োনিয়া" ও "রস্‌টক্স" পালা করিয়া দেওয়া যায়।—যদি বসন্ত গুলি ভাল রকম বাহির না হইয়া গা ঠাণ্ডা হয়, ঘাম হইতে থাকে এবং ঝিমাণি, হাই উঠা, গা বমি বমি করা প্রভৃতি থাকে, তবে "টার্টার-এমিটিক" ১ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত।—বসন্তের দানা গুলি বাহির হইয়া পুনর্ব্বার মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, যদি "ব্রায়োনিয়া" আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর খাইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যে উপকার না দেখা যায়, তবে "ক্যাম্ফার" আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর দিতে থাকিবে। তাহাতেও ছয় ঘণ্টার মধ্যে উপকার না হইলে "সল্‌ফর" দেওয়া যায়।—বসন্তের সঙ্গে রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যাইতে পারে।

যদি বসন্তের গুটি গুলি এত ঘন ঘন বাহির হয়, যে চাপড়ের মত দেখায়, তাহা হইলে "সল্‌ফর" ২ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত।—"সল্‌ফর" খাইয়া উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর তার সঙ্গে ভেদ, গা জ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি থাকে, তবে "আর্সেনিক" এইরূপ দিবে।—"আর্সেনিক" খাইয়া পেটের দোষ না কমিলে "চায়না" দেওয়া যায়।—বসন্তের গুটি উত্তম রূপ বাহির হই-

বার পর "মারকিউরিয়স্" তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।—গুটি গুলির ভিতর পুঁজ হইলে যখন চুল্কাইতে থাকে, সেই সময়ে "সল্ফর" প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবন করিতে দিলে, গুটি গুলি ঝাড়িয়া বাহির হইতে পারে।—বসন্তের সঙ্গে যে গলা বেদনা থাকে, তাহা "বেলাডোনা" "মার্কিউরিয়স্" প্রভৃতি ঔষধে না কমিলে "ব্যাপ্টিসিয়া" দেওয়া যায়। বসন্তের পর যে ফোড়া হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে "হিপার-সল্ফার" ভাল।—এইরূপ বসন্তের পর চক্ষু প্রদাহ হইলে "মার্কিউরিয়স্" আর হাত, পা এবং মুখ ফুলিলে "এপিস্" দেওয়া যায়। "সিমিসিফিউগা" বসন্ত রোগে চমৎকার প্রতিশোধক; এমন কি বসন্তের জ্বরে খুব প্রথমাবস্থায় "সিমিসিফিউগা" দিলে গুটি বাহির না হইয়াই জ্বর ত্যাগ হইতে দেখা গিয়াছে।—যে সময় গ্রামে খুব বসন্ত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে "সিমিসিফিউগা" প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এক এক বার সেবন করিলে বসন্ত না হইবার সম্ভাবনা।

বসন্তের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে শুষ্ক, শীতল, অন্ধকার অথচ উত্তম রূপে বাতাস খেলিতে পারে এমন ঘরে রাখিবে, কিন্তু বেশী ঠাণ্ডা লাগিলে বসন্তের গুটি গুলি বাহির হইবার ব্যাঘাত হইতে পারে; অতএব শীতকালে কিম্বা ঠাণ্ডা দিনে কয়লা কিম্বা গুলের আগুনে রোগীর ঘর অল্প গরম রাখা আবশ্যক। কাপড় দিয়া রোগীর গা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে, আর মাঝে মাঝে তাহার গায়ের ও বিছানার কাপড় বদলাইয়া দিবে। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ খুব বেশী জ্বর হইলে আর গা একেবারে শুষ্ক থাকিলে, গরম জলে কয়েক বিন্দু

কার্ব্বলিকএসিড্ উত্তম রূপে মিশাইয়া দিয়া, সেই গরম জলে গামছা ভিজাইয়া লইয়া গা মুছাইয়া দিয়া, তার পর গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া দিলে ঘাম হইয়া জ্বর কমিতে ও বসন্তের গুটী গুলি শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইতে পারে। গুটি গুলি বেশ বাহির হইয়া উঠিলে, দুর্ব্বা ঘাসে একটী তুলির মত করিয়া, সেই তুলিতে মাখম লইয়া গুটি গুলির উপর প্রত্যহ ২।৩ বার মাখাইলে গুটি গুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া সুড় সুড়্ করা, জ্বালা প্রভৃতি কম হয়। পাকিয়া উঠিলে বসন্তের গুটি গুলি চুল্কাইতে বড় ইচ্ছা হয়; কিন্তু সে সময়ে চুল্কাইলে ঘা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। বসন্তের গুটি গুলি খুব পাকিয়া উঠিলে যদি আপনি ফাটিয়া না যায়, তবে খুব ধারাল ছুঁচ কিম্বা বোঁচ গাছের কাঁটা দিয়া এক একটী করিয়া গালিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আপনিও পুঁজ বাহির হইতে পারে, অতএব এরূপ গালিয়া দেওয়া আবশ্যক হয় না। কেহ কেহ বলেন, যে "এপ্‌সম্ সল্ট" (অর্থাৎ ডাক্তার খানায় বিক্রীত "সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া" নামক ঔষধ) উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া লইয়া গুটির উপর লাগাইলে, বসন্ত ভাল হইবার পর, আর গায়ে বসন্তের দাগ থাকিয়া যায় না। এই উপায়টী ভাল বটে, কিন্তু বসন্তের ঘা'র উপর কিম্বা চোকে লাগিলে যন্ত্রণা হইতে পারে। কখন কখন বসন্ত রোগীর হাত, পা ফুলিয়া উঠিলে, এক পোয়া গরম জলে এক ছটাক "সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া" গুলিয়া দিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলে নেকড়া (বস্ত্র খণ্ড) ভিজাইয়া লইয়া রোগীর ফুলা জায়গায় জড়াইয়া রাখিলে ২।৩ দিনের মধ্যে ফুলা কমিতে দেখা

গিয়াছে। বসন্ত অতিশয় ছোঁয়াচে রোগ, এটী বিশেষ স্মরণ থাকা উচিত। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় বসন্ত রোগীকে সর্ব্বদা শুচি থাকিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন। শিশু, দুর্ব্বল ও ভীত লোকদিগকে রোগীর কাছে যাইতে দিবে না। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা না হইলে দুর্গন্ধ নাশের জন্য রোগীর ঘরে ধুনা, আল্‌কাতরা, গন্ধক প্রভৃতি পোড়াইতে পারা যায়। বসন্ত রোগীর কাপড়, মল, মূত্র, এমন কি ঘরের জঞ্জাল অবধি পোড়াইয়া ফেলা উচিত। দেড় সের জলে ১ ড্রাম "কার্ব্বলিক এসিড" ও আধ ছটাক "ক্লোরেড্ অব পটাস" গুলিয়া লইয়া সেই জল প্রত্যহ ৩ বার্ করিয়া রোগীর ঘরে ছিটা দিবে। প্রথম জ্বরের অবস্থায় সাগু, দুধ-সাগু, এরারুট, বার্লি প্রভৃতি দেওয়া যায়; আর জ্বর ছাড়িয়া গুটি গুলি পাকিতে আরম্ভ হইলে অন্ন, রুটি, দুধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায়। ফলের মধ্যে বেল যথেষ্ট খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। হাম ও বসন্ত রোগে মৎস্য ও মাংস কখন দিবে না।

বসন্তের অন্যান্য উপায়।—বসন্ত রোগে এলোপ্যাথিক ও হেকিমি চিকিৎসায় বড় বিশেষ সুবিধা হইতে দেখা যায় না; অতএব হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকিলে প্রথমে ১৫ রতি রুদ্রাক্ষ গুঁড়া আর ১০ রতি গোল মরিচ গুঁড়া একত্রে বাসি জলে গুলিয়া খাইলে প্রায় সকল রকম বসন্ত আরাম হইতে পারে। তা' ছাড়া বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মী শাকের রস কিম্বা হিঞ্চে শাকের রস দুই তোলা মাত্রায় প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবন করাইলে বসন্ত গুলি ঝাড়িয়া বাহির হইতে পারে। যদি বসন্ত গুলি ভাল রকম বাহির না হয়, তবে নালিতা পাতা

খানিক জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, গরম থাকিতে থাকিতে ফ্ল্যানেল্ কাপড় দিয়া সেই জলের সেক রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দিবে; তা' ছাড়া রোগীর ঘরের দ্বার জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া, সেই ঘরের ভিতর কয়লার কিম্বা গুলের আগুনে কতকগুলি কাপাস বীজ আর নালিতা পাতা এমন ভাবে পোড়াইবে যে, যেন উহার সমস্ত ধূম রোগীর গায়ে লাগিতে পারে; তাহা হইলেও বসন্ত গুলি বাহির হয়। কিন্তু তাহাতেও না উঠিলে তল্‌দা বাঁশের পাতা, ক্ষুদে মেথি আর কুলথ কলায় এই তিন রকম জিনিস একত্রে জলে সিদ্ধ করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে সেই জলের সেক দিবে। তাহাতেও যদি বসন্ত গুলি বাহির না হয়, তবে মালতি গাছের শিকড় বাটিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিবে।

বসন্ত গুলি বেশ বাহির হইলে জ্বর কমিয়া যায়; সেই সময় কাঁচা হরিদ্রার রস ও মাখন কিম্বা তেলাকুচা পাতার রস ও মাখন একত্র মিশাইয়া লইয়া দুর্ব্বা ঘাসের তুলিতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলে বসন্ত গুলি শীঘ্র পাকিয়া উঠিতে পারে; এইরূপ লেপ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া দিতে হইবে। তার পর বসন্ত গুলি পাকিয়া উঠিলে, বৌঁচ গাছের কাঁটা দিয়া গালিয়া দিতে হয় আর ঘা শুকাইবার জন্য নিম পাতা, নিসিন্দা পাতা আর হলুদের গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া একটি নেকড়ার পুঁট্‌লীতে বাঁধিয়া লইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া বসন্তের ঘা'র উপর থুবিয়া থুবিয়া দিতে হয়। তা' ছাড়া পঞ্চ বল্ক (বটের ঝুরি, যজ্ঞ ডুম্বুরের ছাল, অশ্বত্থের ছাল, পাকুড় ছাল এবং যষ্টিমধু একত্রে) গুঁড়া করিয়া লইয়া আর তার সঙ্গে বিল ঘুঁটে পোড়া ছাই কিছু মিশাইয়া লইয়া ঐরূপ একটি পুঁটলীতে করিয়া থুবিয়া থুবিয়া দিলে ঘা শুকা-

ইতে পারে। যদি মুখ ও গায়ের ভিতর বসন্ত হওয়ার জন্য ঢোক গিলিতে বেদনা হয়, তবে খানিক জলে আমলা ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই জল একটি কেট্‌লি কিম্বা গাড়ুতে ঢালিয়া তাহার নলটি মুখের ভিতর দিয়া ভাপ্ লইলে আর সেই জলের কুলি করিলে উপকার হয়। তা' ছাড়া জাতী ফুলের পাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারু হরিদ্রা, সুপারী, সাঁই বাবলার ছাল, আমলা, আর যষ্টিমধু একত্রে খানিক জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া সেই জল এক্‌-শবার পান আর কুলি করাও ভাল। এইরূপ চোকের ভিতর বসন্ত হইলে খানিক জলে গড়্‌গড়ার বীজ আর যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই জলের ভাপ্ লওয়া কিম্বা গোরক্ষচাকুল্যে ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই জলে চক্ষু পরিষ্কার করা ভাল।

বসন্ত রোগের সঙ্গে গা জ্বালা থাকিলে, এক ভাগ মধু আর দুই ভাগ বাসি জল একত্রে মিশাইয়া একটু আধটু সেবন করিতে থাকিলে উপকার হয়। বসন্ত রোগীর গা জ্বালা করিতে থাকিলে চাউল ধোয়া জল এক্‌শবার লাগাইবে। রোগীর খুব বেশী পিপাসা থাকিলে খানিক জলে কলা গাছের শিকড় সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করাইবে। কাশী আর গলা বেদনা থাকিলে শুঁট, পিঁপুল, যষ্টিমধু, তেজপাত, গোল মরিচ, মিছরি ও বাকসের শিকড়ের ছাল খানিক জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি ভাগ আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, সেই জল একটু আধটু পান করিতে দিবে। বসন্ত রোগীর রক্ত ভেদ, রক্ত বমন রক্ত প্রস্রাব, কি অন্য কোন রকম রক্তপাতের পক্ষে মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন আর কাঞ্চন গাছের ছাল—এই তিন রকম জিনিসের

প্রত্যেক এক এক তোলা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ও ছাঁকিয়া লইয়া একটু একটু পান করিতে দিলে উপকার হয়। বসন্ত রোগীর পেট ফাঁপার পক্ষে গেঁদা ফুলের পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া পেটের উপর প্রলেপ দেওয়া কিম্বা জলে হিং গুলিয়া, সেই জল নাভীর চারিধারে লাগাইয়া দেওয়া আর একটু হিং ঘসিয়া খাওয়ান ভাল। বসন্ত গুলি গালিয়া দিবার পর অবধি রোগীকে মঞ্জিষ্ঠা ২ তোলা ও অনন্ত মূল ২ তোলা একত্রে আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া এক কাঁচ্চা মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইলে খুব শীঘ্র শীঘ্র রক্ত পরিষ্কার ও শরীর সবল হইতে থাকে, ঘা শুকাইয়া যায় এবং বসন্তের পর ফোড়া কম হইয়া থাকে।

যে সময় গ্রামে অনেকের বসন্ত হয়, সেই সময়ে যাহাদের টিকা দেওয়া হয় তাহাদের বসন্ত প্রায়ই হয় না; এবং যদি হয়, তবে তাহাও খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু টিকা দিবার সুবিধা না থাকিলে কণ্টিকারি গাছের শিকড় আর গোল মরিচ একত্র বাটিয়া কুলের আঁটির মত এক একটি বড়ি প্রস্তুত করিয়া ২ দিন অন্তর এক দিন করিয়া সেই বড়ি সেবন করিলেও বসন্ত হইতে পারে না।

পানি বসন্ত (চিকেন্ পক্স্)।—এই রোগে প্রথমতঃ ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ হয়, তার পর প্রথমে মুখে, কপালে এবং ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে কয়েকটি বসন্তের গুটি ছাড়া ছাড়া হইয়া ব হির হয়। এই রোগ হইলে রোগীর মুখে এক প্রকার

দুর্গন্ধ হয়। পানি বসন্ত তত ভয়ানক নহে। প্রথমে "একো-নাইট্" আর "সিমিসিফিউগা" পালা করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে জ্বর, গা ভাঙ্গা, গা বেদনা, মাথা ধরা, এক একবার শীত বোধ, তৃষ্ণা প্রভৃতি সমস্ত যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে। মাথার যন্ত্রণা খুব বেশী ও চক্ষু রক্তবর্ণ থাকিলে "বেলাডোনা" এবং গা বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "ব্রায়োনিয়া," "সিমিসিফিউগার" বদলে "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া সেবন করান যায়। গুটি গুলির ভিতর জল হইতে আরম্ভ হইলে "টার্টার-এমিটিক্" ও "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া দিবে। ["বসন্ত" দেখ]

স্বল্প বিরাম জ্বর (রেমিটেণ্ট ফিবার)।— কবিরাজদের বাত শ্লেষ্মা ও পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরের সঙ্গে এই রোগের অনেক ঐক্য আছে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ প্রায় অবিরাম জ্বরের মত; কেবল প্রভেদ এই যে, এই জ্বর প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে ২।৪ ঘণ্টা মাত্র একটু কম থাকিয়া তার পর বেশী হয়, আর প্রতিদিন জ্বর বেশী হইবার আগে একটু আধটু শীত বোধ হয়। এরূপ জ্বরের সঙ্গে বেশী ভুল বকা, হাত কাঁপা, গা খুব গরম অথচ নাড়িতে জ্বর বেশী না বোধ হওয়া, পেট ফাঁপা, কাশী, বুকে বেদনা অর্থাৎ মোটামুটি স্পষ্ট বিকারের লক্ষণ দেখিলে রোগ কঠিন হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত। পিত্ত জনিত স্বল্প বিরাম (বিলিয়স্ রেমিটেণ্ট) বা পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে গা বমি বমি করা, বমি হওয়া, ঢেকুর উঠা, অরুচি, মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, যকৃত-বেদনা এবং জিহ্বা, ত্বক ও চক্ষু হল্দে বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। •

স্বল্প বিরাম জ্বরের চিকিৎসা।—প্রথম হইতে "ব্রায়োনিয়া" আর "রস্‌টক্স" পালা করিয়া সেবন করাইলে প্রায় সকল রকম স্বল্প বিরাম জ্বর আরোগ্য হইতে পারে; বিশেষতঃ শীত ও বর্ষাকালের স্বল্প বিরাম জ্বরে বিশেষ উপকার হয়। "ব্রায়োনিয়া" সেবনে মাথার কামড়ানি, শুষ্ক কাশী, বুকে ও পার্শ্বে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা না থাকা কিম্বা অনেক বিলম্বে অধিক জল পান করা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা মত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ নিবারণ হয়।—"রস্‌টক্স" সেবনে আপনা আপনি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা, গা বেদনা, ভেদ, প্রভৃতি নিবারণ হয়।—তা' ছাড়া "জেল্‌সিমিয়ম্" সেবনে মাথা ঘোরা, মাথা ভার ও সাঁটিয়া ধরার মত বেদনা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ নষ্ট হয়। সরল আকারের এবং শিশুদের স্বল্প বিরাম জ্বরে "জেল্‌সিমিয়ম্" বিশেষ উপকারী।—অত্যন্ত গা বমি বমি করা, বমি হওয়া প্রভৃতি পিত্তের দোষ থাকিলে "ইপিকাক" দেওয়া যায়।—যদি পেটের দোষ থাকা জন্য রাত্রিকালে পাতলা, হড়্ হড়ে ও পিত্তের মত সবুজ বর্ণ ভেদ হইতে থাকে, আর পিপাসা একেবারে না থাকে, বিশেষতঃ যদি ঘৃত পক্ক দুষ্পাচ্য জিনিস খাইবার পর পীড়া হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত।—যদি রোগী ভারী খিট্‌খিটে হয় আর তার সবুজ বর্ণ ও দুর্গন্ধ ভেদ হয়, তবে "ক্যামোমিলা" দিবে।—যদি অম্ল ঢেকুর ওঠা ও কোষ্ঠবদ্ধ, পেট কামড়ান প্রভৃতি থাকে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি রোগী খিট্‌খিটে হয়, তবে "নক্সভমিকা" দেওয়া উচিত। তা' ছাড়া পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে "পডোফিলম্" আর "মার্কিউরিয়স্" পালা ক্রমে সেবন করাইলে অধিকাংশ স্থলে উপকার হয়।—মুখ দিয়া অতিশয় লাল নির্গত হওয়া, ঘাম হওয়া,

মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ও মুখের ভিতরে ঘা, মুখের চেহারা হল্‌দে মত হওয়া, হল্‌দে কিম্বা সবুজে ও ফেণাযুক্ত বাহ্যে, রাত্রিকালে পেটের অসুখ প্রভৃতি "মার্কিউরিয়স্" দিবার লক্ষণ।—সর্ব্বাঙ্গ হল্‌দে মত হওয়া, ফাঁকা ঢেকুর উঠা, যকৃত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে "পডোফিলম্" দেওয়া উচিত।—যদি রাত্রিকালে অত্যন্ত মুখ শুকাইতে থাকে, অথচ জল্ পানে ইচ্ছা না হয়, ক্ষুধা থাকে অথচ মুখে কিছু ভাল না লাগে, দুর্গন্ধ ঢেকুর ওঠার সঙ্গে বমি করিতে ইচ্ছা হয়, শরীর খুব কাহিল হইয়া পড়ে এবং সামান্য মাত্র পরিশ্রমে ঘাম হইতে থাকে তবে "ককিউলস্" দেওয়া উচিত। ["জ্বর বিকার" দেখ।] এই সকল ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

স্বল্প বিরাম জ্বরের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা—"জ্বর বিকার" দেখ।

স্বল্প বিরাম জ্বরের অন্যান্য উপায়।—যদি জ্বরের সঙ্গে বমি, তৃষ্ণা, গা জ্বালা, গা বেদনা প্রভৃতি উপসর্গের কিছুই না থাকে, তবে সোরা ১০ গ্রেণ, "ক্লোরিক ইথার" ৮ ফোঁটা আর জল ১ কাঁচ্চা একত্রে মিশাইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে; ঢেকুর ওঠা, বমি হওয়া, যকৃতে বেদনা প্রভৃতি পাকযন্ত্রের দোষ থাকিলে, উহার প্রতি মাত্রার সঙ্গে "ভাইনম্ ইপিকাক" ৩ ফোঁটা আর "ডাইলিউটেড্ নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ এসিড্" ১০ ফোঁটা মিশাইয়া সেবন করাইবে; মাথার যাতনা বেশী থাকিলে "টিংচার বেলাডোনা" ৩ ফোঁটা কিম্বা "টিংচার হায়োসেমস্" ৩ ফোঁটা করিয়া প্রতি মাত্রা ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে ও মাথার চুল কামাইয়া দিয়া তাহার উপর ঠাণ্ডা জলের পটি বসাইয়া দিবে। চক্ষু লাল ও ভুল বকা থাকিলে মাথায় জল পটি

বসাইয়া রাখিলে বেশ উপকার হয়; জল পটি শুকাইতে না দিয়া ক্রমাগত ভিজাইয়া রাখা উচিত। জল পটি ভিজাইবার জলে খানিক সোরা মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। জ্বরের সঙ্গে প্রস্রাব বেশী হইতে থাকিলে ঔষধের সঙ্গে সোরা দিবে না। হাত কাঁপিলে "টিংচার মস্ক্" ৫ ফোঁটা আর জলের বদলে কর্পূরের জল ১ কাঁচ্চা দিবে। (খানিক জলে কর্পূর ভিজাইয়া ২ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইলে কর্পূরের জল তৈয়ার হয়।) গায়ের তাপ ১০৪ ডিগ্রি এবং নাড়ী খুব দ্রুত হইলে "টিংচার ডিজিটেলিস্" ৪।৫ ফোঁটা করিয়া ঔষধের প্রতি মাত্রার সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। পেট ফাঁপা থাকিলে ঔষধের সঙ্গে ১ ফোঁটার হিসাবে "অয়েল এনিথি" মিশাইয়া দিবে। অত্যন্ত গা জ্বালা ও পিপাসা থাকিলে "ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরিয়াটিক্ এসিডের" বদলে "লাইকার এমোনিয়া এসিটেটিস্" ৩০ ফোঁটা করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। কাশী প্রভৃতি থাকিলে "নাইট্রো-মিউরিয়াটিক এসিডের" বদলে "কার্ব্বোনেট্ অব এমোনিয়া" প্রভৃতি দিবে (৬৮ পৃষ্ঠায় "ব্রঙ্কাইটিসের অন্যান্য উপায়" দেখ)। পেটের অসুখ অর্থাৎ ভেদ হইলে কিম্বা বেশী ঘাম হইতে থাকিলে "ডাইলিউটেড্ সল্‌ফিউরিক এসিড্" ৮ ফোটা করিয়া সেবন করিতে দিবে। রোগী কাহিল হইয়া পড়িলে ব্রথ্ কিম্বা জলের সঙ্গে ব্রাণ্ডি ১৫ কি ২০ ফোঁটা করিয়া মিশাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে। জ্বর ৯৯ ডিগ্রির কম হইলে কুইনাইন ৩ গ্রেণ করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এক এক দিন রাত্রিতে শুইবার সময় "পিল কলোসিন্থ কম্পাউণ্ড" ৫ গ্রেণ দিবে। অন্য কোন উপসর্গ হইলে তাহার অন্যান্য উপায়ে যেরূপ লেখা আছে সেইরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে। ["বসন্ত" দেখ।]

সবিরাম জ্বর (ইণ্টার্‌মিটেণ্ট্ ফিবার)।—

ইহাকে পুরাতন, পালা; কম্প ও বিষম জ্বর কহা যায়। নানা কারণে, বিশেষতঃ ভারী জ্বরের পর শরীর খুব কাহিল থাকিতে রাত জাগা, অসময়ে বেশী আহার করা, ক্ষুধার সময় কিছু না খাওয়া, হিম লাগা, শীতল স্থানে থাকা, শীতল জলে স্নান প্রভৃতি অত্যাচার সামান্য মাত্র করিলে সবিরাম জ্বর হইতে পারে। শীতল, ভিজা ও স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস করাও এ জ্বরের একটি কারণ। "ম্যালেরিয়া" নামে এক প্রকার বিষ হইতেও এই জ্বর হইয়া থাকে। স্বল্প বিরাম প্রভৃতি জ্বরে কুইনাইন্ বেশী খাইলেও মাঝে মাঝে সবিরাম জ্বর হইতে পারে। এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ এই, যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া প্রকাশ হয় অর্থাৎ জ্বরের বিরাম কাল স্পষ্ট ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে; এই জন্য ইহাকে সবিরাম জ্বর বলা যায়। এই জ্বর এক দিন, দুই দিন, সাত দিন, পনর দিন, এক মাস,—এমন কি এক বৎসর অন্তর হইতে পারে। এক ও দুই দিন অন্তর হইলে তাহাকে পালা জ্বর বলা যায়। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে শীত ও কখন কখন কম্প হয়। সবিরাম জ্বর, প্রতিদিন এক বার করিয়া হইলে প্রাত্যহিক (কোটিডিয়ান্), একদিন অন্তর হইলে দ্ব্যহিক (টার্শান্), দুই দিন অন্তর হইলে ত্র্যহিক (কোয়া-র্টান্) এবং প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রকাশিত হইলে দ্বৌকা-লিন (ডবল্ কোটিডিয়ান্) জ্বর বলা যায়। সবিরাম জ্বরের শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিনটি অবস্থা আছে।

সবিরাম জ্বরের চিকিৎসা।—জ্বরের তেজ কমাইবার জন্য কেহ কেহ "একোনাইট্‌" ব্যবস্থা করিতে বলেন; কিন্তু

"একোনাইট্" সেবন করিলে সবিরাম জ্বর একেবারে আরোগ্য হওয়া সম্ভব নহে।—কুইনাইন্ সেবন করা না থাকিলে, প্রায় সকল রকম সবিরাম জ্বরেই "চায়না" ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। "চায়না" ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত জ্বরে, শীতের আগে তৃষ্ণা বোধ হয় কিন্তু শীতের সময় থাকে না; আবার শীত ছাড়িয়া যাইবার সময় বোধ হয়, কিন্তু গা বেশ গরম হইয়া উঠিলে থাকে না; আবার এইরূপ কেবল ঘাম আরম্ভ হইবামাত্র তৃষ্ণা হয়; কিন্তু কোন কালেই রোগী একেবারে বেশী জল পান করিতে চাহে না। "চায়না" দিবার উপযুক্ত রোগীর জ্বর ছাড়িবার সময়ে এত বেশী ঘাম হয় যে রোগী সেজন্য কাহিল হইয়া পড়ে ও অত্যন্ত জল পান করিতে থাকে; আর এইরূপ ঘর্ম্ম, ঘুমাইয়া পড়িলে (বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও গলায়) বেশী হয় এবং কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে সর্ব্বাঙ্গেই বেশী হইয়া থাকে।—যদি শীতের পূর্ব্বে মাথা ঘুরিতে, হাই উঠিতে ও আলস্য ভাঙ্গিতে থাকে, শীতের সময় তৃষ্ণা না থাকে আর গা খুব গরম হইয়া উঠিলে এক্‌শবার একটু একটু জল পান করিতে ইচ্ছা হয় এবং খুব গা জ্বালা করিতে থাকে, জ্বর ছাড়িবার সময় ঘাম না হয় কিম্বা গা ঠাণ্ডা হইবার অনেকক্ষণ পরে খুব অল্প ঘাম হয়, তবে "আর্সেনিক" দেওয়া উচিত। ছেঁড়া জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে বেশী না হইয়া কোন দিন কম হয় কিম্বা যে জ্বরের ঠিক ঔষধ বুঝিতে পারা যায় না তাহাতে "আর্সেনিক" ৩০ ও "ইপিকাক্" ৩০ পালা করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে বেশ উপকার হয়। সকাল বেলার জ্বর অপেক্ষা বেলা ১১২ টা ও বিকালের জ্বরে "আর্সেনিক"

বেশী উপকারী।—যদি প্রথমে আলস্য ভাঙ্গিতে ও মুখ দিয়া জল উঠিতে থাকার পর অল্প অল্প শীত বোধ হয়, ঘরের ভিতর গেলে কিম্বা গায়ে কাপড় দিলে শীত না কমিয়া বরং বেশী হইতে থাকে আর শীতের পর গা খুব গরম হইয়া উঠে ও পিপাসা হয় এবং জ্বরের সময় ও জ্বর না থাকিবার সময় সর্ব্বদাই গা বমি বমি করে তবে "ইপিকাক্" দিবে।—যদি শেষ রাত্রে কিম্বা প্রাতঃকালে খুব বেশী শীত হয়, গা বেশ গরম হইয়া উঠিলেও রোগী শীতের ভয়ে গায়ের কাপড় খুলিতে না পারে, বেশী তৃষ্ণা না থাকে, জ্বরের সঙ্গে মাথা ধরা, গা হাত কামড়ান, মাথা ঘোরা, বুকে, পার্শ্বে কিম্বা পেটে বেদনা আর তা'ছাড়া কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়।—যদি পিপাসা শীতের অনেক পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শীতের সময় ও গা গরম হইয়া উঠা পর্য্যন্ত থাকে এবং জল পান করিলে গা বমি বমি করে, শীত কমিয়া যাইবার সময় গা বমি বমি করে, বমি হয় ও জল পান করিলে বমি হইয়া যায়, বেলা ৭ টা হইতে ৯ টার মধ্যে শীত আসে, শীতের সময় গা ও পৃষ্ঠ কামড়াইতে থাকে এবং ঘাম বেশী না হয় তবে "ইউপেটোরিয়ম্" দিবে।—যদি জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ক্ষুধা ও বমি হইতে থাকে এবং প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে শীত না করিয়া জ্বর হয়, রোগী সর্ব্বদা নাক খুঁটাতে থাকে আর তাহার জিহ্বা বেশ পরিষ্কার দেখায় তবে "সিনা" দিবে।—যদি জ্বরের স্বভাব ঠিক এক রকম না হয়, কখন প্রথমে ঘাম তার পর শীত করিয়া জ্বর হয় কিম্বা জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মাথা ধরা, দাঁত কন্‌কন্ করা আর গা, হাত, পা বেদনা বোধ হয়, শীতের সময় অতিশয়

পিপাসা থাকে, গা গরম হওয়ার সঙ্গে ঘাম হওয়া থাকে কিন্তু তৃষ্ণা না হয়, ঘামে টক গন্ধ থাকে কিম্বা খুব বেশী ঘাম হয়, জ্বর ছাড়িয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা ধরা থাকে ও ঢেঁকুর উঠে তবে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" দিতে হয়।—যদি বৈকালে অল্প শীত হইয়া বেশী জ্বর কিম্বা বেশী শীত হইয়া অল্প জ্বর হয় আর গা গরম হইয়া উঠিলে মুখ লাল হয় মাথা ভারী হয় আর মাথা বেদনা করে এবং শীতের সময় রোগী যে জল পান করে তাহা অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হয়, জ্বরের সঙ্গে আঠা আঠা ঘাম হইতে থাকে তবে "বেলাডোনা" দিবে।—যদি জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মাথা ও হাত পা ভারী বোধ হয়, শীতের সঙ্গে জল পিপাসা থাকে ও একবার শীত বেশী আবার তখনি কম হইতে থাকে কিম্বা গায়ের বাহিরে শীত অথচ ভিতরে গরম বোধ হয় আর তার সঙ্গে জ্বরের সময় যদি মুখ বেশী গরম ও হাত পা ঠাণ্ডা থাকে এবং তৃষ্ণা না থাকে তবে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" দেওয়া যায়।—যদি জ্বর আসিবার পূর্ব্বে আলস্য ভাঙ্গিতে ও হাই উঠিতে থাকে, শীতের আগে থেকে শীতের সময়ে আর গা খুব গরম হইয়া উঠিলে পিপাসা হয় আর শীতের পূর্ব্ব হইতে শীতের সময় পর্য্যন্ত শুষ্ক কাশী হইতে থাকে তবে "রস্‌টক্স" দেওয়া যাইতে পারে।—যদি বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে শীত করিয়া জ্বর হয়, জ্বরের সময় খানিক খানিক শীত আর খানিক খানিক গ্রীষ্ম বোধ হয়, জ্বরের সময় ঘরের ভিতর থাকিতে ইচ্ছা না হয়, তৃষ্ণা না থাকে আর তার সঙ্গে ঢেঁকুর উঠা, অক্ষুধা, অরুচি, বমি প্রভৃতি অজীর্ণ লক্ষণ থাকে আর এই সকল লক্ষণের সঙ্গে যদি সকাল বেলা মুখ অত্যন্ত বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ বোধ হয় তবে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—

যদি বেলা ১০টার সময় শীতের সঙ্গে জল পিপাসা হয়, তার পর গা গরম হইলে অত্যন্ত মাথা ধরে এবং ঘাম আরম্ভ হইলে সমস্ত যন্ত্রণা কমিয়া যায় আর পায়ের তলায় বেশী ঘাম হয় তবে "নেট্রম্ মিউরিএটিকম্" দিবে।—যদি কেবল শীতের সময় পিপাসা থাকে, আর গায়ে কাপড় দিলে ও বসিয়া থাকিলে শীত কম বোধ হয় আর তার সঙ্গে মাথা ধরা, উপর পেট বেদনা করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে "ইগ্নেসিয়া" দিবে।—যদি রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, জ্বর আসিবার আগে যে শীত হয় তাহার সঙ্গে মাথা ধরা ও পিপাসা থাকে আর যাহা খায় তাহাই বমি হইয়া আস্ত আস্ত উঠিয়া যায়; মুখের চেহারা সর্ব্বদা ফেঁকাসে মত দেখা যায় কিন্তু একটু চলা ফেরা করিলে কিম্বা রাগ, ভয়, প্রভৃতি হইলে মুখের চেহারা লাল হইয়া উঠে আর মুখ ও পা ফুলিতে থাকে তবে "ফেরম্" দিবে।

উপরে যে সব ঔষধের ব্যবস্থা লেখা গেল, তা'দের সব গুলিই প্রাত্যহিক জ্বরে উপকারী।—দ্ব্যহিক জ্বরে "আর্সেনিক", "বেলাডোনা", "চায়না", "ইউপেটেরিয়ম্", "ইপিকাক", "নেট্রম্", "নক্সভমিকা", "পল্‌সেটিলা", এবং "রস্‌টক্স" উপকারী।—ত্র্যহিক জ্বরে "আর্সেনিক", "নেট্রম্", "নক্স-ভমিকা" এবং "পল্‌সেটিলা" বেশী ব্যবহার হয়।—ত্রৈকালিন জ্বরে "বেলাডোনা", "চায়না" বেশী খাটে।

যাহারা নেশা করে, রাত জাগে, চিন্তা করে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ও খিট্‌খিটে স্বভাবের লোকের পক্ষে "নক্সভমিকা" বেশী উপকারী। কুইনাইন্ খাইবার পর সবিরাম জ্বর হইলে "ইপিকাক" ভাল; তা'ছাড়া "আর্সে-

নিক," "আর্নিকা," "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্," "নেট্রম্" প্রভৃতি আবশ্যক হইতে পারে। কুইনাইন্ ও নানা রকম ঔষধ খাইয়াও জ্বর না সারিলে "নক্সভমিকা" উত্তম। আবার "আর্সেনিক" (শেঁকো) ঘটিত ঔষধ খাইয়া সবিরাম জ্বর হইলে "ইপিকাক" দেওয়া যায়। আহারের অত্যাচারে জ্বর হইলেও "ইপিকাক" ভাল। কিন্তু তৈলাক্ত ও ঘৃতপক্ক জিনিস খাওয়ার দরুণ সবিরাম জ্বর হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত। তা'ছাড়া পিত্ত পড়াইয়া খাওয়ার দরুণ অসুখ হইলে "নক্সভমিকা" ভাল। অম্ল জিনিস খাইয়া জ্বর হইলে "ল্যাকিসিস্" দেওয়া যায়। আবার আফিং সেবনের দরুণ জ্বরে "ক্যামোমিলা" এবং বেশী তামাক খাইবার দরুণ জ্বর হইলে "বেলাডোনা" কিম্বা "নক্সভমিকা" দেওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিবার দরুণ জ্বরে "একোনাইট", "হিপার" ও ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবার দরুণ জ্বরে "রস্‌টক্স" আবশ্যক। নিম্ন ও জলা জমিতে বাস করিলে যে জ্বর হয় তাহাতে "সিড্রন্", "চায়না", ও "নেট্রম্" ভাল। জলের ধারে কিম্বা লোনা জায়গায় বাস জন্য জ্বরেও "নেট্রম্" ভাল। জলে কাদায় পড়িয়া থাকা জন্য জ্বরে "কেল্কেরিয়া" এবং জলে ভিজিবার পর জ্বরে "রস্‌টক্স" ভাল। রৌদ্র লাগাইবার পর জ্বর হইলে "ল্যাকিসিস্" দরকার হয়। ["প্লীহা," "যকৃৎ" "শোথ" প্রভৃতি দেখ।]

এই সমস্ত ঔষধ জ্বর না থাকিবার সময়ে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

সবিরাম জ্বরের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—দুধ, দুধ-সাগু, বার্লি, বেদানা প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। যদি জ্বর ছাড়িবার সময়ে ঘাম

না হয় তবে মাঝে মাঝে গরম জলে গা ধুইয়া দিবে। যদি জ্বরের আগে শীত ও কম্প খুব বেশী হয়, তবে শীতের পূর্ব্বে এক ছটাক বাতাসার সরবৎ পান করিলে শীত ও কম্প কম হয়। "ম্যালেরিয়া" নামক এক প্রকার বিষ হইতে এই রোগ জন্মিতে পারে। নিম্ন, স্যাঁৎসেঁতে ও জলা জমিতে এই বিষ বেশী জন্মায়; তেমন জায়গায় বাস করা অনুচিত। তা'ছাড়া রাত্রিকালে, বিশেষতঃ মাটির কাছে এই বিষের শক্তি বেশী হয়; অতএব রাত্রির বাতাস গায়ে লাগান এবং মাটির উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করাও উচিত নহে। ম্যালেরিয়া বাতাসে মিশ্রিত থাকে; কিন্তু সূর্য্যের কিরণে বাতাস পরিষ্কার হয়; অতএব কেবল প্রাতে সূর্য্য উঠিবার পর অবধি বিকালে সূর্য্য অস্ত যাইবার আগে পর্য্যন্ত বাহিরের বাতাস গায়ে লাগাইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তা' বলিয়া গায়ে রৌদ্র লাগান উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হইতে পারে। জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব ভাল হইবার পর যত দিন শরীর বেশ সবল না হয় তত দিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ও ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগান নিষেধ।

সবিরাম জ্বরের অন্যান্য উপায়।—যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হয়, তবে অশ্বগন্ধা গাছের পাতা ১ ভাগ ও মরিচ সিকি ভাগ বাটিয়া মটরের মত বড়ি করিয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া খাইলে কুইনাইন্ খাওয়ার দরুণ যে জ্বর হয়, তাহাতে প্রায়ই উপকার হয়। কুইনাইন্ খাইলে প্রায় সব রকম সবিরাম জ্বরই বন্ধ হয় বটে, কিন্তু বেশী কুইনাইন্ খাইলে শরীরের রক্ত খারাপ হইয়া যায়; তখন একটু অত্যাচার করিলেই আবার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব উপায় থাকিতে কুইনাইন্

খাইয়া জ্বর বন্ধ করা উচিত নহে। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, কুইনাইন্ এক কিম্বা দেড় রতি (২।৩ গ্রেণ) মাত্রায় ২।৩ ঘন্টা অন্তর বিজ্বরে খাইলে সবিরাম জ্বর বন্ধ হইবে। কিন্তু জ্বর বন্ধ হইবার পরেও কিছু দিন (বিশেষতঃ প্রতিদিন জ্বর হওয়া নিবারণের পর ৭ দিন, এক দিন অন্তর জ্বর বন্ধ হওয়ার পর ১৪ দিন এবং দুই দিন অন্তর জ্বর বন্ধ হওয়ার পর ২১ দিন পর্য্যন্ত) আধ রতি কুইনাইন্ আর আধ রতি হিরাকশ চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া লইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধের এক এক মাত্রায় এক রতি করিয়া মুসব্বর কিম্বা "পল্‌ব জেলাপ" মিশাইয়া লওয়া উচিত। গোলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, নিম ছাল, সিউলি পাতা প্রভৃতির ক্বাথ খাইয়া ঘুষঘুষে পুরাতন জ্বর ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ শ্বেত অপরাজিতা ফুল কিম্বা আপাঙ্গের শীকড়ের রস নস্য লইলেও পালা জ্বর ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। তা'ছাড়া নানা রকম টোট্‌কা ব্যবহার করিয়া এই জ্বর ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। সে সব অনেকে জানেন। অনেক সময়ে বেশী কুইনাইন্ খাইলে ধাতু খারাপ হইয়া যায়; তেমন স্থলে সোনামুখি ও চিরেতা ভিজান জলের এক ছটাক লইয়া তাহাতে ২।৩ ফোঁটা "টিংচারষ্টিল্" মিশাইয়া, এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ ২ বার করিয়া পান করিলে উপকার হয়। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিলে সোনামুখি দিবার দরকার নাই। টিংচার ষ্টিল্ না পাওয়া গেলে হিরাকশ ১ কুঁচ আন্দাজ মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

(পাক-যন্ত্রের পীড়া।)

আমরা যে সব জিনিস খাই, তাহা দন্ত দ্বারা চিবাইতে থাকার সময়ে মুখের ভিতর লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়; তার পর জিহ্বা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া মুখের ও বায়ু নলীর পশ্চাতে অন্ন নালীর ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দেয়; এই অন্ন নালী মুখ হইতে পাকস্থালী পর্য্যন্ত আছে। পাকস্থালী (ষ্টমাক্) আমাদের উপর পেটের মাঝ খানে একটু বাম দিক ঘেঁসিয়া আছে। পাকস্থালী দেখিতে প্রায় একটা গলা কাটা হাঁসের মত। ভুক্ত দ্রব্য অন্ন নালী দিয়া পাকস্থালীতে আসিয়া পড়িলে, পাকস্থালী হইতে গ্যাষ্ট্রিক্ যুষ নামে এক প্রকার অম্ল রস নির্গত হইয়া উহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তার পর সেই ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থালী হইতে নাড়িভুড়ির মধ্যে আসিলে যকৃৎ (লিভার) হইতে পিত্তরস (বাইল্) উহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আগেকার অম্ল রসের তেজ কমাইয়া দেয়; এই সময় ক্লোম (প্যানক্রস্) নামক যন্ত্র বিশেষ হইতে আর এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। তার পর নাড়িভুড়ির ভিতর যে সব চোষক গ্রন্থি আছে, তাহারা উহার সার (পোষক) ভাগ লইয়া রক্তে মিশাইয়া দিলে অসার ভাগ মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। পিত্ত মিশ্রিত থাকে বলিয়া স্বাভাবিক মলের রং হল্‌দে হইয়া থাকে। মোটামুটি খাদ্য দ্রব্য পাকস্থালীতে ৩।৪ ঘণ্টা থাকিয়া হজম হয়; ভুক্ত দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণ

অনুসারে এই সময়েরও কম বেশী হইয়া থাকে অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য গুরুপাক হইলে কিম্বা বেশী খাইলে হজম হইতে দেরি হয় আর লঘু হইলে কিম্বা অল্প খাইলে কম সময় লাগে।

নানা প্রকার অজীর্ণ (ইণ্ডিজেস্‌শন্)।—বেশী ঔষধ খাওয়া, মদ, তামাক, আফিং প্রভৃতি নেসার জিনিস খাওয়া, বাহ্যে প্রস্রাবের ঠিক না থাকা, রাত জাগা, চিন্তা করা, শারীরিক শ্রম না করা, গুরুপাক ও গরম মসলা দেওয়া জিনিস খাওয়া, খাদ্য দ্রব্য ভাল রূপে না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলা, বেশী খাওয়া প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। এই রোগে ক্ষুধা কমিয়া যায়, অরুচি কিম্বা কুরুচি অর্থাৎ অম্ল, ঝাল, খড়িমাটি প্রভৃতি জঘন্য জিনিস খাইতে ইচ্ছা হয়, পেটের ভিতর বায়ু জন্মে ও সেই জন্য ঢেঁকুর উঠা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা প্রভৃতি হয়; উপর পেটে পাকস্থালীর জায়গা চাপিলে বেদনা বোধ হয় কিম্বা পাকস্থালীর ভিতর পাথরের টুকরার মত কোন রকম শক্ত জিনিস থাকা বোধ হয়; টক ও চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিয়া থাকে; বুক জ্বালা করে; মুখে জল উঠে; খাদ্য দ্রব্য হজম না হইয়া বমির সঙ্গে উঠিয়া কিম্বা ভেদের সঙ্গে নামিয়া যায়; কোথাও বা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। রোগী কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রমই করিতে ইচ্ছা করে না; রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না কিম্বা যদি হয়, তবে একৃশবার স্বপ্ন দেখিয়া-ভাঙ্গিতে থাকে; এই সকল লক্ষণের সঙ্গে রোগী দিন দিন অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে।

অজীর্ণের সঙ্গে যে নানা রকম উপসর্গ থাকিতে পারে, তাহা-দের মধ্যে অরুচি, ঢেঁকুর উঠা, বুক জ্বালা করা প্রভৃতি যে কতক-

গুলি অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটির চিকিৎসার কথা আগে লিখিয়া তার পর অজীর্ণের বিশেষ চিকিৎসা লিখিব।

ঢেঁকুর ও অরুচি।—যদি অরুচির সঙ্গে ক্ষুধা না থাকে, আর মুখে দিলে সকল জিনিসই তিক্ত বোধ হয়, তবে "চায়না" দিতে হয়।—পারা কিম্বা কুইনাইন্ খাইবার পর অরুচি ও মুখের আস্বাদ পচা মত হইলে "হিপার-সল্ফার" দিবে।—যদি সকল রকম খাদ্যে, বিশেষতঃ রুটি ও তামাকে অরুচি হয় কিম্বা মদ, চা'খড়ি প্রভৃতি খাইতে ইচ্ছা হয় আর মুখে কোন জিনিসেরই স্বাদ না পাওয়া, মুখ তিক্ত থাকা, তিক্ত ঢেঁকুর উঠা, তিক্ত বমি হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকে, তবে "নক্সভমিকা" দিবে।—তামাক খাওয়া জন্য অরুচি হইলে, বিশেষতঃ যদি ঘৃত কিম্বা তৈলযুক্ত খাদ্য, মাংস, রুটি, দুগ্ধ প্রভৃতিতে অরুচি হয়, সকাল বেলা মুখের স্বাদ পচা মত ও অন্য সময়ে (বিশেষতঃ আহারের পর) তিক্ত থাকে আর আহারের পর সকলের শেষে যাহা খাওয়া হয়, তাহারই আস্বাদযুক্ত ঢেঁকুর উঠে তবে "পল্সেটিলা" দিবে।—যদি অরুচির সঙ্গে পেট ভার থাকে, কিম্বা একটু কিছু মুখে দিলেই পেট ভরিয়া উঠে, তবে "লাইকোপোডিয়ম্" দিতে হইবে।—যদি ক্ষুধা পায় অথচ কিছু খাইতে ইচ্ছা না হয় আর তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও বাহ্যের সময়ে শক্ত মলের খানিক ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর বাকি ভাগটি আবার মলদ্বারের ভিতর ঢুকিয়া যায়, তবে "সিলিসিয়া" ৩০ দিবে।—দৃষ্টি ক্ষুধা অর্থাৎ গলায় গলায় খাইবার পর আবার ক্ষুধা বোধ হইলে "সিনা" দিবে। যদি চিবাইবার মত শক্ত জিনিস খাইতে ইচ্ছা বেশী হয়, কিম্বা

রাত্রিকালে খুব ক্ষুধা পায়, আর অম্ল, মদ প্রভৃতি খাইতে ইচ্ছা হয় তবে "চায়না" দিবে।—টক ঢেঁকুর উঠার সঙ্গে পাকস্থালীর ভিতর জ্বালা করিলে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিবে।—ঢেঁকুরের স্বাদ পচা ডিমের মত হইলে "আর্নিকা" ব্যবস্থা। চোঁয়া ঢেঁকুরের পক্ষে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" ভাল।

বুকজ্বালা।—আহারের পর পেট ভার হওয়া, বুক জ্বালা করা ও সেই সঙ্গে মুখে জল উঠার পক্ষে "চায়না" দেওয়া যায়। আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য টক হইয়া বমির সঙ্গে উঠিয়া যাওয়া ও একশবার টক ঢেঁকুর উঠা, বুক জ্বালা করা প্রভৃতি "নক্স-ভমিকা" খাইলে কমিতে পারে।—"নক্স-ভমিকা" খাইয়া উপকার না হইলে, বিশেষতঃ মুখ টক হইয়া থাকিলে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" দিবে।

অজীর্ণের বিশেষ চিকিৎসা।—অম্ল খাইয়া অজীর্ণ হইলে "আর্সেনিক", (তাহাতে না কমিলে) "সল্‌ফর", (তাহাতেও না কমিলে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুড্‌ম্" দিতে হয়।—বেশী লবণ কিম্বা লবণ দিয়া জারান জিনিস খাইয়া অজীর্ণ "লাইকোপোডিয়ম্", (কিম্বা তাহাতে না সারিলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিবে। "চা" পান করিবার পর অজীর্ণ "ক্যামোমিলায়" সারে। —বেশী জল পান করিলে যে অজীর্ণ হয়, তাহাতে "চায়না" কিম্বা "পল্‌সেটিলা" দিবে।—ফল খাইবার পর অজীর্ণ হইলে "চায়না" ভাল।—লঙ্কা ও ঝাল জিনিস খাইয়া অজীর্ণ হইলে "আর্সেনিক" কিম্বা "নক্সভমিকা" দিবে।—গরমমসালা দেওয়া জিনিস খাইয়া অজীর্ণ হইলে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়।— গ্রীষ্ম কালের অজীর্ণে "ব্রায়োনিয়া" ও "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্", বর্ষাকালের অজীর্ণে "পল্‌সেটিলা" ও "নক্স-ভমিকা"

আর জলে ভিজা জন্য অজীর্ণে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" ভাল।
[২৪ পৃষ্ঠার "পীড়ার কারণ" দেখ।]

যদি অজীর্ণের সঙ্গে গা বমি বমি করা, বমি হওয়া আর ঢেঁকুর ওঠা থাকে, পেটের অসুখে পাতলা বাহ্যের সঙ্গে শক্ত শক্ত মলের টুকরা মিশ্রিত থাকে আর সর্ব্বদা (বিশেষতঃ রাত্রিকালে) পিপাসা বেশী হয় এবং জিহ্বার উপর সাদা সাদা ময়লা জমিয়া থাকে তবে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" দিবে।—যদি অজীর্ণের সঙ্গে এমন অরুচি হয়, যে খাবার জিনিস দেখিলেই গা বমি বমি করে, পেটে পাকস্থালির স্থান জ্বালা করে এবং এক্‌শবার একটু একটু জল পান করিতে ইচ্ছা হয় আর জল কিম্বা অন্য কোন কিছু খাইলে তখনি গা বমি বমি করে এবং বমি হয় তবে "অর্সে-নিক" দিতে হয়।—গ্রীষ্মকালে কিম্বা শরীর খুব গরম হইয়া উঠিলে খানিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়া অজীর্ণ হওয়া, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি এত অরুচি থাকে, যে খাবার জিনিসের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য না হয়, পাকস্থালি টাটাইয়া থাকে, এক্‌শবার (বিশেষতঃ আহারের পর) ঢেঁকুর ওঠে ও ভুক্ত দ্রব্য বমি হইয়া যায় আর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং রোগী খুব খিট্‌খিটে হয়, তবে "ব্রায়ো-নিয়া" দিবে।—অজীর্ণের সঙ্গে মাথা ধরা, পা ঠাণ্ডা, রাত্রি ৩টার পর ঘুম না হওয়া, আস্ত আস্ত ভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত শক্ত বাহ্যে হওয়া, ভুক্ত দ্রব্য টক হইয়া উঠিয়া যাওয়া, মুখ টক থাকা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে "কেক্কেরিয়া-কার্ব্ব" দিবে।—যদি উপর পেট জ্বালা করার সঙ্গে এক্‌শবার টক ও ঝাল উদ্গার উঠে, ঢেঁকুর উঠিলে যাতনা কিছু কম হয়, অত্যন্ত পেট ফাঁপার সঙ্গে পেটের অসুখের ভাব থাকে, খুব লঘু পাক জিনিস খাইলেও অজীর্ণ হয়

বিশেষতঃ অধিক মৈথুন করা জন্য ও পোয়াতিদের ছেলেকে বেশী মাই খাওয়ান জন্য রোগ হইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্" দেওয়া উচিত।—যদি ঢেঁকুর উঠিয়াও যাতনা না কমে, মদ ও টক জিনিস ছাড়া কিছুই খাইতে ইচ্ছা না হয়, শরীর অতিশয় দুর্ব্বল থাকে বলিয়া আহারের পর শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ ধাতু-ক্ষয় ও পীড়া জন্য শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া অজীর্ণ হয় তবে "চায়না" দিবে।—যদি হাজার সাবধান থাকিলেও অজীর্ণ না কমে, গা বমি বমি করে, ফাঁকা ঢেঁকুর ওঠে, আর মুখের স্বাদ পচা কিম্বা তামাটে মত হয়, তবে "হিপার" ব্যবস্থা করিবে।—যদি একটু কিছু আহার করিলে গলায় গলায় খাওয়ার মত পেট ভরিয়া যায়, সর্ব্বদা পেটের ভিতর ভুট্‌ভাট্ কিম্বা গড়্‌গড়্ শব্দ (বিশেষতঃ পেটের বাম পার্শ্বে বেশী) হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে বালির মত রাঙ্গা রাঙ্গা পদার্থ মিশ্রিত এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে "লাইকোপোডিয়ম্" দেওয়া যায়।—যদি "নক্সভমিকা" ও "ব্রায়োনিয়া" খাইয়া পাকস্থালির বেদনা না কমে, বিশেষতঃ যদি উষ্ণ জিনিস, মাংস আর শক্ত দ্রব্যে অরুচি এবং ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে ইচ্ছা আর মুখে অতিশয় লালা জমিতে থাকার সঙ্গে মুখের স্বাদ লোণতা কিম্বা তামাটে মত হয় তবে "মার্কি-উরিয়স্" আবশ্যক।—গুরুপাক [illegible] গরম মসালা দেওয়া খাদ্য খাওয়া কিম্বা মদ ও নানা [illegible] ঔষধ খাওয়া জন্য অজীর্ণ, বিশেষতঃ তার সঙ্গে এক[illegible] ঢেঁকুর ওঠা, মুখ দিয়া জল সরিতে থাকা, পাকস্থালি বে[illegible] ও টাটাইয়া থাকা, আহা-রের পর কষ্ট বোধ ও কো[illegible] থাকা "নক্সভমিকা" ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত লক্ষণ।—[illegible]ক্সভমিকা" খাইয়া মুখ দিয়া

জল ওঠা ভাল না হয়, বিশেষতঃ যদি জিহ্বার উপর সাদা কিম্বা হল্‌দে ময়লা জমিয়া থাকার সঙ্গে সকাল বেলা মুখ পচা মত হইয়া থাকে, বরফের মত ঠাণ্ডা কিম্বা ঘৃত ও তৈলপক্ক জিনিস খাইলে অসুখ বেশী হওয়া, এক একবার শীত ও এক একবার গা গরম বোধ, রাত্রিকালে ভেদ হওয়া প্রভৃতি থাকে, তবে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত।—অজীর্ণের সঙ্গে যদি বেলা ১১টার সময় এত বেশী ক্ষুধা বোধ হয় যে, কিছু না খাইলে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে, টক ঢেঁকুর ওঠে, সর্ব্বদা মাথার ব্রহ্মতালু (চাঁদি) জ্বালা করে ও গরম থাকে, ভোরের বেলা ভেদ হয় তবে "সল্‌ফর" ১২ প্রত্যহ একবার করিয়া তিন দিন দিবে।

এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার দিবে ও ক্রমে রোগ যত কমিতে থাকিবে ততই ১,২,৩ কিম্বা ৪ দিন অন্তর ১ বার করিয়া সেবন করাইবে।

অজীর্ণের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—নেশা করা, রাত জাগা প্রভৃতি যে সকল কারণে অজীর্ণ হয়, তাহা ছাড়িয়া দিবে।—নূতন অজীর্ণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা বোধ না হয়, ততক্ষণ ঠাণ্ডা জল ছাড়া আর কিছুই খাইবে না।—তার পর ক্ষুধা বোধ হইলে ক্রমে ক্রমে বার্লি, সাগু, দুধ-সাগু এবং ভাত প্রভৃতি খাইতে দিবে ও রোগীকে পরিশ্রম করিতে না দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকিতে কহিবে। পুরাতন অজীর্ণে ক্রমশঃ ক্ষুধার ওজন বুঝিয়া ভাত, মাছের ঝোল ও অন্যান্য সকল রকম লঘু-পাক খাদ্য অল্প খাইতে দিবে; কিন্তু আলু, শাক, ছানা, ক্ষীর, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি গুরুপাক ও গরম মসালা দেওয়া জিনিস আর ডাইল প্রভৃতি যে সব জিনিস ভাঙ্গিলে দুইটা হয় তাহা খাও-

রাইবে না। প্রাতে ও বিকালে পরিষ্কার বায়ুতে একটু আধটু বেড়িয়া বেড়াইলে ও পরিশ্রম করিলে বিশেষ উপকার হয়। যাহাতে রাত্রিতে বেশ ঘুম হয় তাহার উপায় করিবে।—পেট-কাঁপা, ঢেঁকুর ওঠা কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে ভোরের সময় বিছানা হইতে উঠিয়া একটু ঠাণ্ডা জল পান করিয়া আর না ঘুমাইলে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু আকাশে মেঘ হইলে এরূপ জল পান করা উচিত নহে। ভোরের বেলা জল পান করিতে অভ্যাস করিলে প্রথম প্রথম সর্দ্দি হইতে পারে; অতএব একেবারে বেশী জল না খাইয়া ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া পান করিতে অভ্যাস করা উচিত।

অজীর্ণের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে দুধ খাইবার দরুণ অজীর্ণ হইলে সৈন্ধব লবণ, মৎস্য কিম্বা তৈল খাইয়া অজীর্ণের পক্ষে কাঁজী, মাংস খাওয়ার দরুণ হইলে কাঁজি বা যবক্ষার, ঝাল খাইয়া অজীর্ণ পক্ষে কটুতেল, চাউল খাইয়া অজীর্ণে গরম জল, ভাত খাইয়া অজীর্ণে যোয়ান ও লবণ মুলা খাইয়া অজীর্ণে নারিকেল, শাক খাইয়া অজীর্ণে সরিষা বাটা, কড়্ কড় (শুষ্ক ও শীতল) ভাত খাইয়া অজীর্ণে কাঁজি, মিঠাই খাইয়া অজীর্ণে লবঙ্গ ও জল, আম্র খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঁট এবং মিছরি সিদ্ধ জল, তরকারী খাইয়া অজীর্ণের পক্ষে তিল গাছের ছাই জলে গুলিয়া এবং ঘৃত খাইয়া অজীর্ণ হইলে লেবু ও মরিচ খাইতে দিলে উপকার হয়। সেইরূপ মদ খাইয়া অজীর্ণ হইলে চন্দন ও গেরীমাটি একত্রে সেবন করাইলে এবং তামাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে পেটের উপর আমলকি বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হইতে পারে। কোন

ফলের বীজ খাইয়া অজীর্ণ হইলে কেউন্দ কিম্বা কদ্‌বেলের ক্বাথ খাইলে উপকার হইতে পারে। শুঁট চূর্ণ ৫ ভাগ, পিঁপুল চূর্ণ ৪ ভাগ, কালজীরা চূর্ণ ৩ ভাগ, যোয়ান চূর্ণ ২ ভাগ, বিট-লবণ চূর্ণ ১ ভাগ আর হরিতকি চূর্ণ ১৫ ভাগ একত্রে মিশাইয়া জলের সঙ্গে কুলের মত বড়ি করিয়া সেই বড়ি এক একটি সকালে ও বিকালে সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ নিবারণ হইয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে। অজীর্ণের সঙ্গে অতিশয় বুক জ্বালা করিলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস কিম্বা আদার রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে বুক জ্বালা কমিতে পারে, তা'ছাড়া সোডা, লবণ প্রভৃতি ক্ষার জিনিস ৮।১০ রতি আন্দাজ খাইলেও উপকার হয়। যদি কিছু না পাওয়া যায়, তবে একটু লবণের জল কিম্বা খানিক ঠাণ্ডা জল পান করিলেও বুক জ্বালা কিছু কমিতে পারে। অজীর্ণের সঙ্গে ভেদ হইতে থাকিলে পিপুল চূর্ণ ।৵৹ আনা, পাপ্‌ড়ি খয়ের ⁄১০ আনা, দারু-চিনি চূর্ণ ৵৹ আনা, চা খড়ি চূর্ণ ।৹ আনা একত্রে মিশাইয়া প্রতি-বার ৪ রতি ওজনে খাইতে দিবে। পেটফাঁপা ও পেটবেদনা থাকিলে দেবদারু কাষ্ঠ, হরিতকী, কুড়, সৈন্ধব লবণ, শুল্‌ফা-শাক এবং হিং কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কমিতে পারে। অজীর্ণ রোগ পুরাতন হইলে তাহাকে অম্লপিত্ত বলে। অম্লপিত্ত রোগে সকল প্রকার তিক্ত জিনিস খাওয়া ভাল। অম্লপিত্তের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়া ও আমলা), ত্রিকটু (শুঁট, পিপুল ও মরিচ), বিট লবণ, মুথা, বিড়ঙ্গ, বড় এলাইচ ও তেজপাত প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া তার সঙ্গে লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ি চূর্ণ ৪৪ তোলা আর

চিনি ৬৬ তোলা একত্র মিশাইয়া আহারের পূর্ব্বে সিকি ভরি হইতে আধ ভরি মাত্রায় খাইতে দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ উপকার হয়। নারিকেল-লবণও এ রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে একটী দোমালা নারিকেলের মুখটি ছিদ্র করিয়া তাহার সমস্ত জল বাহির করিবে; তার পর উহার ভিতর সৈন্ধব লবণের গুঁড়া চাপিয়া চাপিয়া পুরিয়া মুখটি খুব আঁটিয়া বন্ধ করিয়া নারিকেলটির চারিদিকে ২।৩ অঙ্গুলি পুরু করিয়া কাদার লেপ দিয়া বিলঘুঁটের পোরে পোড়াইবে; তার পর সেই নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া সৈন্ধব ও নারিকেল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইয়া আধ তোলা মাত্রায় ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে প্রাতে ও বিকালে এক একবার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অতিসার বা পেটের অসুখ (ডায়েরিয়া)।— হঠাৎ, ভয় পাওয়া হতাশ হওয়া প্রভৃতি কারণে মন খারাপ হওয়া; শরীর বেশী গরম করা; কুল, ফুটী, তরমুজ, পেয়ারা প্রভৃতি কাঁচা ও কদর্য্য ফল খাওয়া; শাক শবজি এবং ঘৃতপক্ব, তৈলাক্ত ও গুরুপাক জিনিস খাওয়া; হিম লাগা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে। তা'ছাড়া হাম, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতির সঙ্গেও পেটের অসুখ থাকিতে পারে। এই রোগ নূতন ও পুরাতন দুই প্রকার হইতে পারে। অতিসার রোগে পাতলা পাতলা, বেছড়া বেছড়া, অপাক জিনিস মেশান মল এক্‌শবার ভেদ হইয়া থাকে; কখন কখন রক্ত ভেদও হইতে পারে। তা'ছাড়া অতিসারের সঙ্গে জিহ্বাতে ময়লা জমিয়া থাকা, অক্ষুধা, গা বমি বমি করা, বমি হওয়া, পেটের ভিতর শব্দ হওয়া, হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া,

শরীর খুব ক্ষীণ হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিতে পারে। হাম, জ্বর বিকার প্রভৃতি রোগের পর পুরাতন অতিসার, ওলাউঠা, আমরক্ত, হইতে পারে। তা'ছাড়া একৃশবার পেটের অসুখ হইতে থাকিলেও পুরাতন অতিসার দাঁড়াইতে পারে। সচরাচর পেটের অসুখে বেশী ভয়ের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু ভেদ হইতে থাকার সঙ্গে রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িতে থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারে। তা'ছাড়া ক্ষয়কাশ প্রভৃতি অন্য অন্য প্রবল রোগের সঙ্গে পেটের অসুখ হওয়াও ভারি খারাপ। প্রায়ই অন্যান্য রোগের উপসর্গে পেটের অসুখ হইয়া থাকে; অতএব আফিং প্রভৃতি ধারক ঔষধ খাইয়া পেটের অসুখ বন্ধ করা উচিত নহে।

অতিসারের চিকিৎসা।—ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, কিম্বা অন্য কোন কারণে একৃশবার একটু একটু সাদা রঙ্গের পাতলা পাতলা ভেদ হওয়ার সঙ্গে ছট্‌ফট্ করা ও জল পিপাসা থাকিলে "একোনাইট" দিবে। জলের মত পাতলা ভেদ বেশী বেশী হওয়ার সঙ্গে ঢেঁকুর ওঠা, পিত্ত বমি হওয়া, জিহ্বার উপর সাদা ময়লা জমিয়া থাকা প্রভৃতি লক্ষণে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" দিতে হয়।—গরম লাগিয়া কিম্বা খাবার দোষে পেটের অসুখ হইলে আর পাতলা ভেদের সঙ্গে শক্ত মলের টুকরা মিশ্রিত থাকিলেও "এণ্টিমো-নিয়ম্ ক্রুডম্" দেওয়া উচিত।—পেটের অসুখের সঙ্গে পা ফোলা ও পেট টাটান থাকিলে "এপিস্" দিবে।—গ্রীষ্মকালে কিম্বা শরীর খুব গরম হইলে হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা জল পান করিবার দরুণ পেটের অসুখ হইলে "ব্রায়োনিয়া" দিতে হয়।—তা'ছাড়া হাম, বসন্ত প্রভৃতি লাট খাইয়া যাইবার পর পেটের অসুখ হইলে "ব্রায়ো-

নিয়া" দরকার হয়।—যদি কাদার মত কিম্বা সাদা সাদা পাতলা বাহ্যে হওয়ার সঙ্গে পা ঠাণ্ডা থাকে, ঘুমাইলে মাথায় ঘাম হয় তবে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" দেওয়া উচিত।—স্ক্রফিউলা ধাতুর লোকের পেটের অসুখে "কেল্কেরিয়া" বেশী দরকারী।—ছেলেদের পেটের অসুখে, বিশেষতঃ যদি সবুজ রঙ্গের ভেদের সঙ্গে রোগী খুব খিট্‌খিটে ও কাঁদুনে হয়, তবে "ক্যামোমিলা" দিবে।—রাগের পর পেটের অসুখ হইলে কিম্বা ভেদে পচা ডিমের মত আঁস্‌টে গন্ধ থাকিলেও "ক্যামোমিলা" দেওয়া উচিত।—রোগী যে সব জিনিস খায় তাহা যদি ভেদের সঙ্গে আস্ত আস্ত বাহির হইয়া যায়, আর তার সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকে, এক্‌শবার দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়, শরীর কাহিল হইয়া পড়ে আর রাত্রিতে কিম্বা এক দিন অন্তর বেশী ভেদ হয় এবং বিশেষতঃ যদি কাঁচা ফল খাইয়া রোগ হয় তবে "চায়না" ব্যবস্থা করিবে।—হিম লাগিবার পর পেটের অসুখ হইলে বিশেষতঃ বাহ্যের পূর্ব্বে ও সময়ে পেট কামড়াইলে এবং তার সঙ্গে গা শুষ্ক ও গরম থাকিলে "ডল্‌কামেরা" দেওয়া যায়।—সাদা সাদা ভক্কা (অর্থাৎ না পাতলা না শক্ত) বাহ্যে হওয়ার সঙ্গে সর্ব্বদা নাক খোঁটা, ঘুম ভাল না হওয়া, ঘুমাইবার সময় ছট্‌ফট্ ও দাঁত কিড়্‌মিড়্ করা প্রভৃতি কৃমির লক্ষণ থাকিলে "সিনা" ব্যবস্থা করিবে। বেশী কুইনাইন্ কিম্বা পারা ব্যবহার করার পর পেটের অসুখে সবুজে কিম্বা হল্‌দে পাতলা কি ভক্কা ভক্কা, অম্ল গন্ধ যুক্ত ও অপাক বাহ্যের সঙ্গে পেট কামড়ান প্রভৃতি যাতনা না থাকা আর টক ও গরম ঢেঁকুর ওঠা এবং পেট ভার হইয়া থাকা প্রভৃতি দেখিলে "হিপার" ব্যবস্থা করিবে।—শাক ছেঁচার মত

সবুজে ও থুথুর মত ফেণা যুক্ত বাহ্যের সঙ্গে সর্ব্বদা গা বমি বমি করা ও বমি হওয়া থাকিলে "ইপিকাক" দিবে।—যদি কাঁচা ডিম্বের শাঁসের মত কিম্বা হড় হড়ে, হলদে কি খুব সবুজে ও ফেণা যুক্ত বাহ্যের সঙ্গে বেশী কোঁথ্ পাড়া, মুখের ঘা, পিপাসা থাকে আর রাত্রিকালে রোগ বেশী হয়, তবে "মার্কিউরিয়স্" দিবে।—নেশাকরা কিম্বা গুরুপাক জিনিস খাওয়ার পর, এক্‌একবার কোঁথাইতে কোঁথাইতে একটু একটু বাহ্যে হওয়ার পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল।—যদি পেটের অসুখ অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিলেও শরীর তত কাহিল না হয়, আর তার সঙ্গে অল্প হলদে রঙ্গের পাতলা ও দুর্গন্ধ ভেদ হয় এবং এক্‌একবার অনেক অনেক প্রস্রাব হওয়া, পেটের ভিতর গড় গড় শব্দ হওয়া, রাত্রিকালে খুব ঘাম হওয়া প্রভৃতি থাকে তবে "ফস্ফরিক-এসিড্" দিবে।—যদি জলের মত পাতলা বাহ্যে অনেক খানি করিয়া হয় আর সেই বাহ্যে কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহার নিচে ময়দার মত এক রকম গুঁড়া জমিতে দেখা যায়, আর তার সঙ্গে কাঠ ন্যাকার ওঠা ও পায়ে খাইল ধরা থাকে এবং এইরূপ বাহ্যে প্রত্যহ প্রাতে বেশী হয়, তবে "পডোফিলম্" দিতে হয়।—যদি তৈলাক্ত কিম্বা ঘৃতপক্ক জিনিস খাওয়ার পর পেটের অসুখ হয়, বাহ্যে রাত্রিকালে বেশী হয়, তার সঙ্গে গা শীত শীত করা, জিহ্বার উপর সাদা রঙ্গের ময়লা পড়িয়া থাকা, মুখ বিস্বাদ হওয়া প্রভৃতি থাকে তবে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—পুরাতন উদরাময়ে যদি ভোরের বেলা বাহ্যে বেশী হয়, তার সঙ্গে সর্ব্বদা মাথার চাঁদি জ্বালা করে, এক এক বার গা ঝিম্ ঝিম্ করে, বেলা ১০।১১ টার সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হয়, তবে

"সল্‌ফর" দিতে হয়।—যদি পেট কামড়াইয়া সহজে ছিটযুক্ত জলের মত ভেদ হয় ও তাহার পর রোগী এত কাহিল হয়, যে তাহার কপালে ঘাম হয় আর সেই সঙ্গে বমি হওয়া, খুব ঠাণ্ডা জল পান করিতে কিম্বা ফল ও অম্ল জিনিস খাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে "ভেরাট্রম্" দেওয়া আবশ্যক। ওলাউঠার সময় যে পেটের অসুখ হয়, তাহাতে (পেটে গড়্ গড়্ শব্দ ও জলের মত ভেদ হইলে) "ক্যাপ্রম্" দিবে। পাতলা বাহের সঙ্গে পেট ও গা জ্বালা, একশবার একটু একটু জল পান করা ও ছট্‌ফট্ করা থাকিলে "আর্সেনিক" দিবে। ["২৪ পৃষ্ঠায় পীড়ার কারণ" ও ১০৬ পৃষ্ঠায় "অজীর্ণ" দেখ]

এই সকল ঔষধ দরকার বুঝিয়া আধ, এক, দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অতিসারের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—খুব বাড়াবাড়ির সময়ে বার্লি, সাগু, বেদানার রস পথ্য দিবে। তা'র পর রোগ কমিলে গাদাল বা গন্ধভেদালি পাতার ঝোল, সিঙ্গি কিম্বা মাগুর মাছের ঝোল, ঘুঁটের পোরে সিদ্ধ পুরাতন চালের ভাত প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। পেটের অসুখ হইলে বিশেষতঃ তার সঙ্গে পেট ফাঁপা, ঢেঁকুর ওঠা প্রভৃতি থাকিলে অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়া স্নান করিয়া থাকেন। এটি কিন্তু ভারী ভুল; কারণ পেটের অসুখের উপর স্নান করাতে অনেক সময় ভয়ানক ওলাউঠা হইতে দেখা যায়; অতএব বিশেষ না বুঝিয়া স্নান করিতে দেওয়া বড় দোষ।

অতিসারের অন্যান্য উপায়।—বালা, ধাঁইফুল, মুথা, যোয়ান, রক্তচন্দন, শুঁট, ধনে, বেলশুঁঠা এই ৮রকম জিনিসের প্রত্যেকটি

সিকি ভরি ওজনে লইয়া হামামদিস্তায় কুটিয়া আধ সের জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া ও ১পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এক কাঁচ্চা পরিমাণে প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইলে অধিকাংশ স্থানে উপকার হয়। তা'ছাড়া সিদ্ধি, যোয়ান, মুথা, বিটলবণ, জাঙ্গি হরিতকি, বেলশুঁটা, মৌরি এই আট রকম জিনিসের প্রত্যেকটি দুই আনা ওজনে লইয়া একত্রে বাটিয়া কুলের আঁটির মত বড়ি করিয়া সেই বড়ি সকালে ও বিকালে এক একটি খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আবার পাতিলেবুর শীকড় ও কাশীর চিনি একত্রে বাটিয়া খাইলেও পুরাতন পেটের অসুখ ভাল হইতে পারে। রাত্রিতে একটি ঘেঁচি কড়ি পোড়াইয়া লেবুর রসে ফেলিয়া রাখিয়া পর দিন ঐ লেবুর রসে একটু কাশীর চিনি মিশাইয়া খাইলেও পেটের অসুখ ভাল হয়। তা'ছাড়া দারুচিনির গুঁড়া, জায়ফলের গুঁড়া, লবঙ্গের গুঁড়া, ছোট এলাচের গুঁড়া, এই চারি রকম জিনিসের প্রত্যেকটি দুই আনা ওজনে লইয়া তার সঙ্গে চাখড়ির গুঁড়া ১ তোলা এবং চিনি ২ তোলা মিশাইলে যে ঔষধটি তৈয়ারি হইবে, তাহার ৫।৬ রতি করিয়া লইয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইলেও অম্ল ও বায়ু দোষের জন্য পেটের অসুখ ভাল হয়। তা'ছাড়া ডাইলিউটেড্ সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ৫।৭ ফোঁটা আর মৌরি ভিজান জল এক কাঁচ্চা একত্রে সেবন করিলেও উপকার হয়। একটু আপাঙ্গের শীকড় আর গোটাকত মরিচ একত্রে বাটিয়া খাইলে খুব বেশী পেটের অসুখও ভাল হইতে দেখা গিয়াছে।

আমরক্ত (ডিসেণ্টরি)।—শাক এবং কাঁচা ও গুরু-পাক জিনিস খাওয়া, রাত জাগা, ঠাণ্ডা ও জলীয় বাতাস লাগা,

বাহিরের বাতাসে কিম্বা ভিজা জায়গায় শুইয়া ঘুমান, নানা রকম নেশা করা, ক্ষুধার সময় কিছু না খাওয়া প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে; তা'ছাড়া বসন্ত ও শরৎকালে কিম্বা যখন দিনমান গরম ও রাত্রি ঠাণ্ডা থাকে, তখন গ্রামে অনেকের আমরক্ত রোগ হইতে পারে। আমরক্ত রোগে অন্ত্র অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ির গায় যে এক রকম আবরক পর্দ্দা আছে, তাহার প্রদাহ এবং কখন বা ঘা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই রোগে প্রথম প্রথম একবার অল্প শীত ও একবার গ্রীষ্ম বোধ, কাহিল বোধ, পিপাসা, এক একবার পেট কামড়ান, কোষ্ঠবদ্ধ এবং কখন বা পেটের অসুখ হইয়া থাকে। কোথাও বা এই সকল অসুখ না হইয়া একেবারে পেট কামড়ান, এক্‌শবার একটু একটু আম কিম্বা রক্ত বাহ্যে হওয়া, শীত, জ্বর, পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হয়। রোগ যত বেশী হইতে থাকে ততই তাহার সঙ্গে জ্বর ও বাহ্যের সঙ্গে রক্তের ভাগ বেশী থাকিতে দেখা যায়; আর খুব দুর্গন্ধ বাহ্যে হওয়া, রোগী কাহিল হইয়া পড়া, তাহার গায়ে ঘাম হওয়া পেটের বেদনা হঠাৎ ভাল হইয়া যাওয়া প্রভৃতি ভারী কুলক্ষণ। এক্‌শবার বাহ্যে যাইতে ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে প্রতিবার একটু একটু আম ও রক্ত বাহ্যে হওয়া আমাশয়ের প্রধান লক্ষণ।

আমরক্তের চিকিৎসা।—রোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর, পিপাসা, ছট্‌ফট্ করা, উঠিলে মাথা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে "একোনাইট" দিতে হয়। আমরক্তের সঙ্গে মুখের পচা আস্বাদ, গা বমি বমি করা, মাথা ঘোরা এবং বাহ্যে করিবার পরেও পেটের শুলুনি কম না হওয়া, পা কামড়ান, বর্ষার সময়ে ও রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে

"মার্কিউরিয়স্" দিবে।—আমরক্তের সঙ্গে অত্যন্ত পেট কামড়ান থাকিলে "কলোসিন্থ" দিতে হয়।—আমরক্তের সঙ্গে সর্ব্বদা গা বমি বমি করা ও বমি হওয়া থাকিলে "ইপিকাক্" দিবে।—যদি বাহ্যে করিবার সময়ে কাঠ বমি হয় আর তা'ছাড়া মুখ মিষ্ট থাকা, হিক্কা হওয়া, হাত পা ও পেটে খাল ধরা প্রভৃতি থাকে, তবে "কিউপ্রম্" দিবে।—যদি আমরক্তের সঙ্গে পেটের গুলুনি তত বেশী না থাকে আর রাত্রিকালে বাহ্যে বেশী হয় কিম্বা নানা রকম রঙের বাহ্যে হইতে থাকে, তবে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—যদি একৃশবার অনেক বেগ দিতে দিতে একটু একটু সাদা আম কিম্বা আম ও রক্ত বাহ্যে হয় আর তার সঙ্গে কাঁকালে বেদনা থাকে, রোগী খিট্‌খিটে হয় ও প্রাতে রোগের বৃদ্ধি হয়, তবে "নক্সভমিকা" দিবে।—মাংস ধোয়া জলের মত বাহ্যে এবং বাহ্যের পর ও নড়িলে চড়িলে যাতনা কম থাকা "রষ্টক্স্" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ।—হাম, বসন্ত, চুলকোনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সারিবার পর আমরক্ত হইলে বিশেষতঃ তার সঙ্গে পেট টাটাইয়া থাকা, একৃশবার ভূমি যাওয়ার মত ভাব প্রভৃতি থাকিলে "সল্‌ফর" প্রত্যহ ২।৩ বার দিবে।—যদি বেশী রক্ত বাহ্যে হয় আর তার সঙ্গে প্রস্রাব না হয় কিম্বা একৃশবার মিছামিছি প্রস্রাবের বেগ হয় তবে "মার্কিউরিয়স্-করোসিবস্" দিবে।—সাদা আম বাহ্যে "পলসেটিলা" খাইয়া ভাল না হইলে "ডল্‌কামেরা" দিবে।—আমরক্তের সহিত একটু আধটু মল মিশ্রিত থাকিলে "মার্কিউরিয়স্," "পল্‌সেটিলা" কিম্বা "নক্সভমিকা" দিবে।—এই সব ছাড়া যে সব ঔষধ দরকার হইতে পারে তাহা ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা জানেন।

এই সব ঔষধ ২।৩ ঘন্টা অন্তর দিবে।

আমরক্তের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—জ্বর থাকিলে গঁদের মণ্ড (গঁদ জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে প্রস্তুত হয়), সাগু, বার্লি এবং জ্বর না থাকিলে চিঁড়ের মণ্ড, ভাতের মণ্ড, বাচ্ছা পাঁটার ঝোল প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। শক্ত অর্থাৎ চিবাইবার জিনিস খাইতে দেওয়া একেবারে নিষেধ। আমরক্ত রোগে গুগ্‌লির ঝোল আর বেল পোড়া অতি উপকারী পথ্য। জ্বর থাকিলে গুগ্‌লির ঝোল না দেওয়া ভাল। এরোগে বাহ্যের সঙ্গে রক্তের ভাগ বেশী থাকিলে গোরুর দুধ অপেক্ষা ছাগল দুধ খাইতে দেওয়াই ভাল। বেশী নড়িলে চড়িলে পেট কামড়ান বৃদ্ধি হয়; অতএব রোগীকে সর্ব্বদা স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে কহিবে আর পেটের যাতনা বেশী থাকিলে পেটের উপর গরম জলের সেক দিবে।

আমরক্তের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে সামান্য রকম সাদা আমেশার পক্ষে আমরুল শাকের রস লবণের সঙ্গে এবং আমরক্তের পক্ষে আমরুল শাকের রস চিনির সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া ভাল। তা'ছাড়া আধ পোয়া বাতাবি লেবুর রসে এক ছটাক চিনি মিশাইয়া পান করিলেও উপকার হইতে পারে। অজীর্ণ জন্য আমাশয়ের সঙ্গে গা বমি বমি করা থাকিলে পুদিনার পাতা, বিট লবণ এবং ছোট এলাইচ সমান ভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া খাইলে উপকার হইতে পারে। আমরক্তের সঙ্গে পেটের যাতনা খুব বেশী থাকিলে থানকুনির পাতার রসে একটু আফিং আর জায়ফল ঘসিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে উপকার হইতে

পারে। বাবলার কুঁড়ি অর্থাৎ কচি পাতা চিনির সহিত বাটিয়া খাইলে কিম্বা আধ সের জলে ১ তোলা ডালিমের ছাল আর ৪ তোলা কুরচির ছাল একত্রে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামা- ইয়া ছাঁকিয়া পান করিলেও আমরক্তের উপকার হয়। দোয়েথয়ে পাতার রস এক তোলা ও চিনি সিকি ভরি একত্রে খাইলে কিম্বা ২ কুঁচ আন্দাজ চাঁপাকলার শীকড় বাটিয়া খাইলেও উপকার হয়। দূর্ব্বা ঘাসের রস কিম্বা আয়াপানের রস এক ছটাক এবং পরিস্কার চিনি আধ ছটাক একত্র করিয়া ২ বার খাইলে আমরক্তের রক্ত এবং বঁটি পোড়াইয়া রক্ত বর্ণ করতঃ এক ছটাক কোঁকসিমের রসে ডুবাইয়া দিয়া সেই রস পান করিলে পেটের শুলুনি ও আমরক্ত কমিতে পারে। তা'ছাড়া হলুদের পাতার রস ও বাখারি চুণের জল একত্র মিশাইয়া পান করিলে আমরক্ত রোগে অতি শীঘ্র চমৎকার উপকার হইতে পারে। একটু তেলাকুচার পাতার রস চিনির সঙ্গে খাইলে ছোট ছেলেদের আমরক্ত ভাল হইতে পারে। মিছরি ও মৌরি সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া এক একটি কুলের মত বড়ি করিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার খাইলে সহজ আমরক্তের উপকার হয়। আমরক্তের সঙ্গে বেশী জ্বর থাকিলে ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখানই শ্রেয়ঃ।

ক্রমি (ওয়ার্ম্‌স্‌)।—ক্রমি থেকে নানা রকম রোগ হইতে পারে এবং অনেক সময় ঠিক বুঝিতে না পারিলে সে সব পীড়া থেকে রোগীকে বাঁচাইতে পারা কঠিন হয়; অতএব ক্রমিকে সহজ রোগ মনে করা উচিত নহে। জল, মাংস, শাক, কল, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে অনেক সময়ে ক্রমির ডিম

মিশ্রিত থাকে; এই সব জিনিসের সঙ্গে সেই ডিম কোন রকমে পেটে গেলে ক্রমি হইতে পারে। কিন্তু এই সব জিনিস খুব গরম করিলে ক্রমির ডিম গুলি মরিয়া যায়; সুতরাং তখন আর তাহাতে ক্রমি রোগ জন্মিতে পারে না। কবিরাজেরা বলেন, ক্ষুধা না থাকিলে খাওয়া; কোন শ্রম না করা ও দিনে ভাত খাইবার পর ঘুমান; মিষ্ট, অম্ল, লবণ, গুড়, শাক, মাস-কলায়, মৎস্য, মাংস, দধি, ক্ষীর, প্রভৃতি সর্ব্বদা খাওয়া ইত্যাদি কারণে ক্রমি রোগ হইতে পারে। সুতার মত, কেঁচোর মত এবং ফিতার মত (পাটা) ক্রমি—এই তিন রকম ক্রমি হইয়া থাকে। সকল রকম ক্রমিতে চক্ষুর কোলে কালী পড়া, চক্ষুর পিউপিল্ বা পুতলি (অর্থাৎ তারার ঠিক মাঝখানে যে আর্শির মত স্বচ্ছ ও গোল জায়গাতে সব জিনিসের ছায়া পড়ে, তাহা) বড় হওয়া, গলার ভিতর জড়াইয়া জড়াইয়া উঠা, মুখ দিয়া জল উঠা, নাক সড়্ সড়্ করা, ঘুমাইবার সময় ছট্‌ফট্ ও দাঁত কিড়্-মিড়্ করা, অক্ষুধা কিম্বা দুষ্টক্ষুধা থাকা, পেট শক্ত থাকা, পেট কামড়ান, কোষ্ঠবদ্ধ, পেটের অসুখ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। সুতার মত ক্রমিতে এই সব লক্ষণের সঙ্গে বেশীর ভাগ রাত্রিতে মল-দ্বার এত সুড়্‌সুড়্ করে, যে সে জন্য কখন কখন রোগী অস্থির হইয়া ঘুমাইতে পারে না ও বাহ্যের সঙ্গে সুতার মত ক্রমি নির্গত হয়। ফিতার মত ক্রমি দেখিতে কতকটা বিছার মত; কিন্তু খুব বড় হয়।

ক্রমির চিকিৎসা।—এ রোগের প্রধান ঔষধ "সিনা" ৩০। দুই মাস ধরিয়া প্রতি অমাবস্যার সময়ে ২।৩ দিন "সলফর" ৩০ এবং পূর্ণিমার সময়ে ২।৩ দিন "সিনা" ৩০ এক এক মাত্রা সেবন

করাইলে ক্বমির ধাতু সম্পূর্ণ রূপে শোধরাইয়া যায়।—ফিতার মত ও সুতার মত ক্বমিতে ঐরূপ নিয়মে "সল্ফর" ও "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়। ক্বমিতে যে নানা রকম উপসর্গ হয়, তাহাদের পক্ষে (জ্বর হইলে) "একোনাইট," (ভাল ঘুম না হওয়া, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা প্রভৃতি থাকিলে) "বেলাডোনা," (অপাক ভেদের সঙ্গে ক্বমি নির্গত হইলে) "চায়না", (নাক খোঁটা, মল-দ্বার কুট্‌কুট্ করা, এক আধ বার শুষ্ক কাশী, পেট কামড়ান, ঘোলাটে প্রস্রাব প্রভৃতি হইলে) "সিনা," (সুতার মত ক্বমি জন্য পেট ফাঁপা, পেট ভুট্‌ভাট্ করা, কোষ্ঠবদ্ধ, মল-দ্বার কুট্‌কুট্ করা, প্রস্রাব কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহাতে লাল রঙ্গের বালীর মত গুঁড়া থাকা প্রভৃতি দেখিলে) "লাইকোপোডিয়ম্"; (মল-দ্বার অত্যন্ত কুট্‌কুট্ করা, বাহ্যের সঙ্গে সুতার মত ক্বমি নির্গত হওয়া, দৃষ্টিক্ষুধা প্রভৃতির পক্ষে) "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।

এই সব ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে। কিন্তু ক্বমির সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি প্রবল রোগ থাকিলে ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

ক্বমির আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—সুসিদ্ধ অথচ পুষ্টিকর ও লঘুপাক জিনিস পথ্য দিবে। পিঠা, বিস্কুট, মিষ্টান্ন ও কাঁচা জিনিস খাওয়া একেবারে নিষেধ। সুতার মত ক্বমি জন্য মল-দ্বারের ভিতর অত্যন্ত কুট্ কুট্ করিলে, খানিক জলে একটু লবণ গুলিয়া সেই জল মল-দ্বারে পিচকারী দিলে উপকার হয়।

ক্বমির অন্যান্য উপায়।—পালিতামাদার অর্থাৎ তেপালতে পাতার রস এক তোলা ও মধু সিকি ভরি একত্রে কিম্বা আনা

রস্তের পাতার রস এক তোলা ও চূণের জল আধ তোলা একত্রে অথবা সুধু ভাট পাতার রস আধ ছটাক খাইলে কৃমি ভাল হয়। তা'ছাড়া ডালিমের শিকড়ের ছাল দুই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া ও আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ৩ বারে খাইলে ফিতার মত (পাটা) কৃমি ভাল হইতে পারে। ইন্দ্রযব (কুরচির বীজ) গুঁড়া ও যোয়ান সমান ভাগে লইয়া একটু লবণের সঙ্গে কিম্বা সোমরাজির বীজ একটু লবণের সঙ্গে সেবন করিলেও কৃমি আরোগ্য হয়। বিড়ঙ্গের গুঁড়া মধুর সঙ্গে খাইলে সকল রকম কৃমি নষ্ট হয়। কৃমি জন্য পেট কামড়াইলে এক পোয়া জয়ন্তি পাতা আর হিং সিকি ভরি একত্রে অল্প ছেঁচিয়া, তাহাতে একখানি রুটির মত করিয়া সেই রুটি খানি আগুনে সেঁকিয়া গরম থাকিতে থাকিতে রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিবে।

শূল বেদনা বা পেট কামড়ান (কলিক্) ।—

অম্ল ও কাঁচা ফল এবং ভূট্টা, ছোলা, মটর, চাল ভাজা প্রভৃতি ভাজা, শুষ্ক ও গুরুপাক জিনিস খাওয়া, শরীর গরম হইয়া উঠিলে বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জল পান করা ইত্যাদি যে সব কারণে অজীর্ণ, পেটের অসুখ প্রভৃতি হইতে পারে, সেই সব কারণে পেট কামড়াইতে পারে ; তা'ছাড়া কৃমি, আম, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে এবং তামা কিম্বা সীসা ধাতু বেশী বেশী ব্যবহার করা জন্যও শূল বেদনা হইতে পারে। শূল রোগে পেটের ভিতর নাড়ি ভূঁড়িতে খামচাইতে, বিঁধিতে, কাটিতে, কিম্বা মোচড়াইতে থাকার মত বেদনা খানিক ক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ হয়। যখন বেদনা ধরে, তখন রোগী

যন্ত্রনায় ছট্‌ ফট্‌ করে, কোথাও বা বেদনার সঙ্গে বমি হয়, ঢেঁকুর উঠে ও গা বমি বমি করে ; আবার কোন কোন সময়ে রোগীর মুখে ও কপালে ঘাম হয় এবং কখন বা পেট ফাঁপিয়া ও টাটাইয়া উঠে। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ পেট কামড়ানি টিপিলে কিম্বা চাপিলে কম হয় ; কিন্তু সীসা দ্বারা বিষাক্ত হওয়া জন্য পেট কামড়ানির সঙ্গে পেট এত টাটাইয়া থাকে, যে টিপিলে কিম্বা চাপিলে যাতনা বেশী হয়।

শূল বেদনার চিকিৎসা।—তামা দ্বারা বিষাক্ত হওয়া জন্য রোগ হইলে "বেলাডোনা", "নক্সভমিকা," "মার্কিউরিয়স্‌" দরকার হইতে পারে।—পেটে বায়ু জমিয়া পেট কামড়াইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্‌", "ক্যামোমিলা", "চায়না", "কলোসিন্থ," "লাইকোপোডিয়ম্‌," "নক্সভমিকা," "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।—অজীর্ণ অর্থাৎ আহারের দোষ জন্য শূল বেদনার পক্ষে "এণ্টিমোনিয়ম্‌ ক্রুডম্‌", "ইপিকাক্‌," "পল্‌সেটিলা," "নক্স-ভমিকা"—এবং ঠাণ্ডা জল পান জন্য অজীর্ণে "আর্সেনিক", "ব্রায়োনিয়া," "পল্‌সেটিলা" দরকার।—সীসা দ্বারা বিষাক্ত হওয়া জন্য শূল বেদনায় "আর্সেনিক," "বেলাডোনা" "নক্স-ভমিকা," "ওপিয়ম্‌" দরকার।—হঠাৎ রাগ হইবার দরুণ পেট কামড়াইলে "ক্যামোমিলা" কিম্বা "কলোসিন্থ" ; আঘাত লাগা জন্য হইলে "আর্ণিকা" ;—হিম লাগা জন্য হইলে "ক্যা-মোমিলা", "মার্কিউরিয়স্‌", "নক্সভমিকা",—স্নানের পর হইলে "নক্সভমিকা" ;—জলে ভিজিবার দরুণ হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া দরকার। তা'ছাড়া সুতার মত কৃমি জন্য পেট কাম-ড়াইলে "মার্কিউরিয়স্‌" এবং কেঁচো কৃমির জন্য পেট কাম

ড়াইলে "সিনা" দিতে হয়। আফিং খাওয়া জন্য পেট কামড়াইলে "নক্সভমিকা" কিম্বা "কলোসিন্থ" দিতে হয়। শূল বেদনার প্রধান ঔষধ "কলোসিন্থ"; তা'ছাড়া পুরুষের পক্ষে "নক্সভমিকা", স্ত্রীলোকের পক্ষে "পল্‌সেটিলা" এবং শিশুদের পক্ষে "ক্যামোমিলা" বেশ কাজ করে।—যদি পেটে; বিশেষতঃ নাভির কাছে ভয়ানক কন্‌কনে বেদনার জন্য রোগী এত কাতর হয়, যে সে সম্মুখ দিকে কুঁকড়িয়া শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করে আর বেদনার জায়গা খুব চাপিয়া কিম্বা টিপিয়া ধরিলে বেদনা কম হয়, তবে "কলোসিন্থ" দিবে।—অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া জন্য, নেশা করার দরুণ, কিম্বা অজীর্ণ জন্য পেট কামড়ান বিশেষতঃ তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও এক্‌শবার বৃথা বাহের চেষ্টা হইলে এবং ঢেঁকুর তুলিতে ও বমি করিতে ইচ্ছা থাকিলে আর খুব খিট্‌খিটে ও হিংস্রক স্বভাবের লোকের পক্ষে "নক্সভমিকা" দেওয়া উচিত।—সর্ব্বদা (বিশেষতঃ কোন কিছু খাইবার পর) মুখ তিক্ত ও দুর্গন্ধ হওয়া, চলিয়া বেড়াইলে বেদনা কম থাকা, শীত বোধ অথচ তার সঙ্গে গায়ে কাপড় রাখিতে কিম্বা ঘরের ভিতরে থাকিতে ইচ্ছা না হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে পেটের অসুখ, বিশেষতঃ রাত্রিকালে বেশী বাহ্যে হওয়া "পল্‌সেটিলা" দিবার লক্ষণ; তৈলাক্ত, ঘৃতপক্ক ও গুরুপাক জিনিস খাইবার পর কিম্বা নম্র ও কাঁদুনে লোকের পেট কামড়ানিতে ইহা বেশ কায করে।—যদি পেট কামড়ানির সঙ্গে টক কিম্বা হড়্‌হড়ে্‌ পদার্থ বমি হয়, সব্‌জে সব্‌জে ভেদ হয়, আর যাতনায় রোগী এত অধীর হয়, যে সে নম্র ভাবে কথা পর্য্যন্ত কহিতে না পারে ও পাগলের মত হইয়া উঠে এবং

রোগী (শিশু হইলে) কেবল কাহারও কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে, তবে "ক্যামোমিলা" দিবে।—যদি কাঁচা ফল খাইবার দরুণ পেট কামড়াইতে থাকে, এবং বেদনা নড়িলে চড়িলে বেশী আর চুপ করিয়া থাকিলে কম হয় আর তার সঙ্গে সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, মাথা নোয়াইলে বমি হওয়া ও বমি করিবার পর ঘুম আসা থাকে, তবে "ইপিকাক্" দিতে হয়।—যদি ফল খাওয়া, টাট্‌কা বিয়ার পান করা কিম্বা কঠিন পীড়ার দরুণ শরীর দুর্ব্বল হওয়া জন্য পেট কামড়ান আর তার সঙ্গে পেট ফাঁপা ও পিপাসা থাকে, তবে "চায়না" দিবে।—যদি নড়িলে কিম্বা টিপিলে পেটের বেদনা বেশী হয়, উঠিয়া বসিলে গা বমি বমি ও গা ঝিম ঝিম করে, জল পান করিবার পর তিক্ত জল বমি হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে "ব্রায়োনিয়া" দিবে।—যদি পেট কামড়ানর সঙ্গে পেটের (ভিতর বিশেষতঃ বাম পাশে) গড়্ গড়্ শব্দ হয়, এবং এক্‌শবার ঢেঁকুর উঠিয়াও যাতনা কম না হয়, তবে "লাইকোপোডিয়ম্" আবশ্যক। "লাইকোপোডিয়মে" না কমিলে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিবে।—পেট কামড়ানর সঙ্গে পাকস্থালীর ভিতর ভয়ানক জ্বালা করা, অত্যন্ত ছট্ ফট্ করা, এক্‌শবার একটু একটু জল পান করা, ক্ষীণ হওয়া, গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া প্রভৃতি "আর্সেনিক" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ।—যদি পেট্ কামড়ানর সঙ্গে নাভীস্থল শক্ত হইয়া উঠে ও টিপিলে, কুঁক্‌ড়িয়া থাকিলে যাতনা কম হয় কিম্বা পেট কামড়ানি হঠাৎ আরম্ভ ও হঠাৎ কম হইয়া যায়, তবে "বেলাডোনা" দিবে।—পেট কামড়ানির সঙ্গে জ্বর, পিপাসা, ছট্ ফট্ করা থাকিলে "একোনাইট" দিবে।—যদি

পেট কামড়াইবার সময় শীত ও কম্প হয়, উরু ও পায়ে আঠা আঠা শীতল ঘর্ম্ম হয়, আর তার সঙ্গে একৃশবার বাহ্যের চেষ্টা ও একটু একটু আম যুক্ত বাহ্যে হয়, তবে "মার্কিউরিয়স্" দিবে।—হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের পেট কামড়ান রাত্রিকালে বেশী হইলে আর তার সঙ্গে দুঃখিত ভাব ও একৃশবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা থাকিলে "ইগ্নেসিয়া" ৩০ প্রত্যহ ২।১ বার দিলে উপকার হয়।

এই সমস্ত ঔষধ দরকার মত আধ ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা অন্তর পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

শূল বেদনার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—পেটের উপর পুল্টিস্ কিম্বা গরম জলের সেক দিবে। রোগীকে চুপ করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার পেটের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে কমিতে পারে। তা'ছাড়া জল কিম্বা মিছরির সরবৎ গরম করিয়া পান করিলেও পেট কামড়ানর উপশম হয়।

শূল বেদনার অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে "টিংচার ওপিয়াই" ৮ ফোঁটা, "সোডা" ১০ গ্রেণ, "অয়েল্ পিপারমিণ্ট্" ৫ ফোঁটা এবং জল এক কাঁচ্চা একত্র মিশাইয়া এক মাত্রায় সেবন করাইলে তখনি পেট কামড়ান কমিতে পারে। রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িলে এই ঔষধে সোডার বদলে "কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া" ২।৩ গ্রেণ মিশাইয়া দিতে হয়। এই সব ঔষধও না পাওয়া গেলে একটু জলে গোটাকত মৌরি ভিজাইয়া খানিক ক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলে আধ রতি আন্দাজ আফিং মিশাইয়া খাইতে দিলেও উপকার হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আধ ছটাক

আন্দাজ রেড়ির তেল আর কয়েক ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইলে দাস্ত হইয়া উপকার হইতে পারে। ছোট ছোট ছেলেদের পেট কামড়ান (অম্লের দরুণ হইলে) ২।৩ রতি সোডা এবং (বায়ু জন্য হইলে) ২।১ ফোঁটা অয়েল্ পিপারমিন্ট্ কিম্বা ২।১ ঝিনুক মৌরির জল খাইলে কমিতে পারে। হিং, সোরা, যোয়ান, একত্রে বাটিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ক্রমি জন্য শূলের চিকিৎসা ১২৫ পৃষ্ঠায় " ক্রমির অন্যান্য উপায় " দেখ।

ওলাউঠা (কলেরা)।—যদিও এই ভয়ানক রোগ এক রকম বিষ হইতে জন্মিয়া থাকে, তথাচ যখন গ্রামে ওলাউঠার মড়ক উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অপরিষ্কার ও অবরুদ্ধ (অর্থাৎ ভাল রকম বাতাস খেলিতে পারে না এমন) ঘরে একাকী কিম্বা অনেক লোকের সঙ্গে বাস করা, অপরিষ্কার থাকা, কাঁচা ও গুরু-পাক খাদ্য খাওয়া, মদ খাওয়া, নেশা করা, জোলাপের ঔষধ সেবন করা, ওলাউঠা হইবার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকা, চিন্তা করা, অসময়ে খাওয়া, বিদেশে বাস করা প্রভৃতি অত্যাচার করে তাহাদের এই রোগ হইবার বেশী সম্ভাবনা। ওলাউঠা রোগ দুই প্রকার; এক রকমে প্রথমে ভেদ ও বমি আরম্ভ হইয়া ক্রমে রোগীকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে ও সেই সঙ্গে তাহার হাত, পা, পেটে খাইল ধরিতে থাকে; আর এক রকম ওলাউঠার প্রথমে কোন অসুখ না হইয়া একেবারে ২।১ বার ভেদ হইতে না হইতেই রোগী এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, যে তাহার নাড়ী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া যায়। দ্বিতীয় রকম ওলাউঠা বেশী ভয়ানক। প্রথম রকম ওলাউঠাতে প্রথম প্রথম হলুদে রঙ্গের ভেদ হইতে থাকে, রোগী

আগের দিন যে সব জিনিস খায়, বমির সঙ্গে তাহাই আস্ত আস্ত নির্গত হইয়া যায়; তার পর দ্বিতীয় অবস্থাতে রোগ যত বাড়িতে থাকে, ততই চাল ধোয়া কিম্বা কুমড়া পচা জলের মত ভেদ হওয়ার সঙ্গে পিপাসা, চোক বসিয়া যাওয়া, ছট্ ফট্ করা, খাইল ধরা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ হয়; তার পর তৃতীয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা অবস্থায় এই সমস্ত উপসর্গের সঙ্গে বেশীর ভাগ রোগীর নাড়ী ছড়িয়া যায়, ভেদ বমি বন্ধ হয়, পেট ফুলিয়া উঠে, গা ঠাণ্ডা হয় ও ঘাম হইতে থাকে। এই অবস্থায় হয় রোগী মরিয়া যায়, নতুবা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া আবার হাতের কব্জিতে নাড়ী অল্প অল্প পাওয়া যায়, খাইল ধরা কমিতে থাকে, হল্‌দে রঙ্গের বাহ্যে হয়, প্রস্রাব হয় ও ক্রমে ক্রমে রোগী বাঁচিয়া উঠে। কখন বা ভাল রকম প্রতিক্রিয়া না হওয়ার দরুণ হিক্কা, পেটের অসুখ, প্রস্রাব না হওয়া, বিকার, প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় করে।

ওলাউঠার চিকিৎসা।—এ রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সব চেয়ে উপকারী; অতএব গোড়া থেকে ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইলে বেশী রোগীই আরাম হইতে পারে। প্রথম অর্থাৎ রোগের সূচনায় যতক্ষণ ভেদের রং হল্‌দে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "চায়না", "আর্সেনিক", "পল্‌সেটিলা," "ক্যামোমিলা," "নক্সভমিকা," "ফস্‌ফরিক্-এসিড্," "কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্" প্রভৃতি ঔষধ, ১১৫ পৃষ্ঠার অতিসারে যেরূপ লক্ষণ লেখা আছে তাহা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবে। —তা'ছাড়া ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় "স্পিরিট্ ক্যাম্ফর" বেশ কায করে।—বিশেষতঃ যদি প্রথম দাস্তর সময় অবধি রোগী

এত কাহিল হইয়া পড়ে, যে চোক বসিয়া যায়, মুখের চেহারা নীলবর্ণ হয়, হিমাঙ্গ অর্থাৎ গা হাত ঠাণ্ডা হয়, গলার স্বর বসিয়া যায়, তবে "ক্যাম্ফর" (৫ ফোঁটা করিয়া একটু চিনির সঙ্গে ২০।৩০ মিনিট অন্তর) সেবন করাইলে চমৎকার কায করে। কিন্তু সচরাচর ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় "ভেরাট্রম্" আর (ঘৃতপক্ক জিনিস খাইয়া রোগ হইলে) "পল্‌সেটিলা," (নতুবা) "চায়না" পালা করিয়া দিলে বেশ উপকার হয়। কখন কখন ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ভেদের চেয়ে বমি বেশী হইতে থাকে; তেমন স্থলে (সর্ব্বদা গা বমি বমি করার সঙ্গে বমি হইতে থাকিলে) "ইপিকাক্," (গা জ্বালা কয়ার সঙ্গে গায়ের কাপড় খুলিতে না পারা, ছট্‌ফট্ করা, এক্‌শবার একটু একটু জল পান করা প্রভৃতি থাকিলে) "আর্সেনিক," এবং (গায়ে কাপড় রাখিতে না পারা, খুব বেশী পিপাসা থাকা, কাঠ নেকার উঠা প্রভৃতি থাকিলে) "সিকেল" দিতে হয়।—ছোট ছোট ছেলেদের ওলাউঠার প্রথম হইতে "ইপিকাক্" ও "ক্যামোমিলা" পালা করিয়া দিলে অনেক সময়েই বেশ উপকার হয়।—ওলাউঠার সঙ্গে একটু আধটু খাইল ধরিতে থাকা "ক্যাম্ফর" কিম্বা "ভেরাট্রম্" খাইলেই যাইতে পারে; কিন্তু বেশী খাইল ধরিতে থাকিলে "কুপ্রম" কিম্বা (তাহাতে উপকার না হইলে) "সিকেল" দিতে হয়।—ওলাউঠায় রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে "মার্কিউরিয়স্" ও "কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্" সেবন করাইবে।—ওলাউঠার দ্বিতীয় অবস্থায় "ভেরাট্রম্" আর তার সঙ্গে (খাইল ধরা থাকিলে) "কুপ্রম্," (নতুবা) "সিকেল" কিম্বা "আর্সেনিক" পালা করিয়া সেবন করাইবে।—হিমাঙ্গ ও নাড়ী

ছাড়িয়া গেলে অধিকাংশ স্থলে "আর্সেনিক" আর তার সঙ্গে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্লিস্" পালা করিয়া দিবে।—গা জ্বালা, পিপাসা, ছট্‌ফট্ করা প্রভৃতি "আর্সেনিক" দিবার লক্ষণ। পেট ফাঁপা, বাতাস ভাল লাগা, মুখে আঠা আঠা ঘাম হওয়া, হিমাঙ্গ, ভেদ ও বমি বন্ধ থাকা প্রভৃতি "কার্ব্বো" দিবার লক্ষণ।—এই দুইটি ঔষধ খাইয়া উপকার না হইয়া রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে আরো খারাপ অর্থাৎ রোগী প্রায় মরার মত হইতে থাকিলে "হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড্" (১০।১৫ মিনিট অন্তর) দিবে।—ওলাউঠার প্রথম থেকে যদি আর কোন ঔষধ খাওয়া না হইয়া থাকে কিম্বা অনেক ঔষধ খাওয়ান হয়, তবে "স্পিরিট্ ক্যাম্ফর" দিলেও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। গা ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, হাতে পায়ে খাইল ধরা; দেখিবার, শুনিবার, ও কথা কহিবার শক্তি কমিয়া যাওয়া; অত্যন্ত যাতনা বোধ; তন্দ্রা প্রভৃতি "ক্যাম্ফর" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ।—যেখানে ২।১ ভেদেই রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে, সেখানেও "ক্যাম্ফর" দিতে পারা যায়।

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে, ভেদ বমি কমিবার ও নাড়ীর সঞ্চার আরম্ভ হইবার পর "চায়না" ক্রমশঃ আধ, এক ও দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। প্রস্রাব না হইলে (বিশেষতঃ যদি একশবার প্রস্রাবের চেষ্টা হয় অথচ প্রস্রাব না হয় কিম্বা অতি কষ্টে কয়েক ফোঁটা মাত্র হয়, তবে) "ক্যান্থারিস্" দিতে হয়।—চক্ষু লাল, ভুল বকা প্রভৃতি দেখিলে "বেলাডোনা," "হায়োসেমস্" কিম্বা "ষ্ট্রামোনিয়ম্" [৭৭ পৃষ্ঠায় "জ্বর বিকারের চিকিৎসার" লক্ষণ দেখিয়া] দিবে।—তন্দ্রার অবস্থায় অন্যান্য ঔষধে উপকার না

হইলে "ওপিয়ম্" দিবে।—কৃমির লক্ষণ থাকিলে "সিনা" ৩০ ২।৩ মাত্রা সেবন করাইলে উপকার হয়।—হিক্কা হইতে থাকিলে (যদি হিক্কার ধমকে রোগী চমকিয়া উঠিতে থাকে ও কানে শুনিতে না পায়, তবে) "বেলাডোনা," (নড়িলে চড়িলে হিক্কার পক্ষে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্," (হিক্কার সঙ্গে পেটের ভিতর শব্দ হওয়া ও বেদনা করা, অসাড়ে প্রস্রাব এবং মুখে গাঁজলা উঠা থাকিলে) "হায়োসেমস্," (ঘুমাইবার সময় কিম্বা জল পান করিবার ও তামাক খাইবার পর হিক্কা আরম্ভ হইয়া রোগীর দম আটকাইয়া ফেলিতে থাকিলে) "পল্‌সেটিলা," (ছোট ছেলেদের পক্ষে) "ইগ্নেসিয়া" ৩০, (হিক্কার সঙ্গে টাক্‌রাতে বেদনা থাকিলে) "সল্‌ফর," (কিছুতেই না কমিলে) "ষ্ট্র্যামো-নিয়ম্" এবং (তাহাতেও না সারিলে) "কুপ্রম্" দিবে।—ওলাউঠার পর জ্বর হইলে (প্রথমে) "একোনাইট্" কিম্বা (তাহাতে না উপকার হইলে, বিশেষতঃ কাশী, গা বেদনা প্রভৃতি থাকিলে) "ব্রায়োনিয়া" ও "রষ্টক্স" পালা করিয়া সেবন করাইবে। [৭৬ পৃষ্ঠায় "জ্বর বিকার" দেখ]।—ওলাউঠার পর পেটের অসুখ হইলে প্রথমে "ফস্ফরিক-এসিড্" এবং তাহাতে উপকার না হইলে "সিকেল" দিতে হয়।—ওলাউঠার পর গা বমি বমি করিলে "ইপিকাক্" ও তাহাতে উপকার না হইলে "নক্স-ভমিকা" দিবে।—ওলাউঠার পর দুর্ব্বলতা নষ্ট করিবার জন্য "চায়না" ও "ফস্ফরিক-এসিড্" দরকার।

প্রথম অর্থাৎ পেটের অসুখের অবস্থায় ঔষধ আধ কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর, রোগের প্রবল অবস্থায় ২০।৩০ মিনিট অন্তর, নাড়ী ছাড়িতে ও হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইলে ১০।১৫।২০ মিনিট

অন্তর এবং প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আধ, এক, ছুই, তিন কিম্বা চারি ঘণ্টা অন্তর রোগের অবস্থা বুঝিয়া সেবন করাইবে।

ওলাউঠার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে বেশ পরিষ্কার ও ফাঁকা ঘরে বেশ পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে; তাহার ঘরে বেশী লোক জমিয়া গোলমাল করিতে দিবে না। রোগের প্রবল অবস্থায় যথেষ্ট শীতল জল ছাড়া আর কিছুই খাইতে দিবে না। তার পর নাড়ী আসিলে জল সাগু, বার্লি প্রভৃতি এবং রোগ ভাল হইবার পর হজম করিবার শক্তি বুঝিয়া গাঁদালের ঝোল, ভাতের মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অন্যান্য উপসর্গ হইলে তাহাদের আনুসঙ্গিক চিকিৎসায় যেমন লেখা আছে, সেই রকম পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

ওলাউঠা না হইবার উপায়।—নেশা করা, রাত জাগা, বেশী খাওয়া, অসময়ে খাওয়া প্রভৃতি যে সকল কারণে ওলাউঠা হইতে পারে তাহা ছাড়িয়া দিবে। যখন গ্রামে ওলাউঠার মড়ক উপস্থিত হয়, তখন "ভেরাট্রম" ও "কুপ্রম্" পালা করিয়া তিন দিন অন্তর এক এক বার খাইলে উপকার হইতে পারে। জুতার ভিতর গন্ধকের গুঁড়া পুরিয়া পায়ে দিলেও ওলাউঠা হইবার সম্ভাবনা কম। তা'ছাড়া একটা পয়সা কিম্বা এক খণ্ড তামা ছিদ্র করিয়া ঘুন্সির সঙ্গে গাঁথিয়া কোমরে পরিলেও ওলাউঠা হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন সর্ব্বদা কর্পূর ব্যবহার করিলে ওলাউঠা হইতে পারে না; একথাটি কতদূর ঠিক তাহা জানিনা। কারণ অনেক সময় কর্পূর খাইয়া ভয়ানক পেটের অসুখ হইতে দেখা গিয়াছে; অতএব কর্পূর বেশী ব্যবহার করা কখনই ভাল নহে। ওলাউঠার সময় খুব পরিষ্কার

জল ও টাট্‌কা খাদ্য খাওয়া বিশেষ আবশ্যক। কিরূপে জল পরিষ্কার করিতে হয় তাহা ৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। ওলাউঠার সময় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে ধুনা, গন্ধক ও আল-কাতরার ধোঁয়া দেওয়া ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা ভাল।

কোষ্ঠবদ্ধ (কষ্টিভ্‌নেস্‌)।—গুরুপাক জিনিস খাওয়া; আফিং খাওয়া; বেশী দিন রোগ ভোগ; অধিক স্ত্রীসঙ্গ, কি হস্ত মৈথুন দ্বারা শরীর কাহিল হইয়া পড়া; বেশী দিন ধরিয়া পেটের অসুখ থাকা; জোলাপ লওয়া; বাহ্যের চেষ্টা হইলে বাহ্যে না যাওয়া; ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। মোটা মুটি যে সকল কারণে বায়ু ও পিত্ত বেশী হয় আর শরীর দুর্ব্বল হয়, তাহা-তেই কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। পেটের অসুখ হইলে যেমন প্রস্রাব বেশী হয় না, তেম্‌নি কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ঘাম ও প্রস্রাব বেশী হয়।

কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসা।—জোলাপ লওয়ার পর, মাতাল দিগের ও অধিক গরম মসালা দেওয়া জিনিস খাইবার পর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে "নক্সভমিকা" খুব ভাল; কোষ্ঠবদ্ধে যদি একশ-বার বাহ্যের চেষ্টা হয় অথচ কিছু বাহ্যে না হয়, মল-দ্বার আঁটিয়া আছে বোধ হয়, আর তার সঙ্গে মাথা ধরা, ভাল ঘুম না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে "নক্সভমিকা" খুব ভাল।—যদি একে-বারে বাহ্যের চেষ্টা পর্য্যন্ত না থাকে কিম্বা ঘুঁটের মত শুকনা ও শক্ত বাহ্যে হয়, আর তার সঙ্গে একটু জ্বর বোধ ও গা মাথায় একটু আধটু বেদনা থাকে কিম্বা রোগী অত্যন্ত খিট্‌ খিটে হইয়া উঠে আর তার ঠোঁট দুখানি ফাটা ফাটা দেখা যায়, তবে "ব্রায়োনিয়া" ভাল।—ক্যাষ্টর-অয়েল খাওয়ার পর আর গ্রীষ্মকালের কোষ্ঠ-বদ্ধে "ব্রায়োনিয়া" মহৌষধ।—"নক্সভমিকায়" উপকার না

হইলে এক মাত্রা "সল্ফর" দিবে; তাহাতেও উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে পেটের ভিতর ভুট্ ভাট্ শব্দ হয়, ঢেঁকুর উঠে, আর বাহ্যে যাইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মল-দ্বারের ভিতর বেদনা করিতে থাকে, তবে "লাইকো-পোডিয়ম্" খুব ভাল।—যুবা মানুষের পক্ষে ও যাহারা কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে "ওপি-য়ম্" খুব ভাল।—গর্ব্ভাবস্থায় যে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহার পক্ষে "সিপিয়া" ভাল।—রোগী যে সব জিনিস খায় তাহা শক্ত মলের সঙ্গে যদি আস্ত আস্ত নির্গত হয়, তবে "কেল্কেরিয়া" ৩০ দেওয়া উচিত।—যদি গুঠ্লে গুঠ্লে মল খানিক বাহির হইয়া, ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর বাকী ভাগটি আবার পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায় তবে "সিলিসিয়া" ৩০ দিবে।—যদি গুঠ্লে গুঠ্লে মলের সঙ্গে দড়ির মত আম জড়াইয়া থাকে কিম্বা কখন কখন বাহ্যের সময় কেবল আম নির্গত হয় তবে "গ্র্যাফাইটিস্" দেওয়া উচিত।—যদি বাহ্যে যাইবার সময় এমনি বোধ হয় যে খুব অনেক বাহ্যে হইবেক, অথচ বাহ্যে বসিলে কেবল গোটা কতক বায়ু নিঃসরণ হইয়া যায় তাহা হইলে "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" দিবে।—এক দিন অন্তর বাহ্যের পক্ষে "এণ্টিমোনি-ক্রুডম্" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" দিবে।

কোষ্ঠবদ্ধের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—অনেকে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রেড়ির তৈল, হরিতকি প্রভৃতি জোলাপ লইয়া থাকেন। একুণ-বার জোলাপ লওয়া বড় দোষ; অতএব তাহা ত্যাগ করা উচিত। যে কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলে আপনা আপনি

উপকার হইতে পারে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ আছে, তাহারা যেন প্রতিদিন সূর্য্য উঠার পূর্ব্বে আর সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক একবার বাহ্যের চেষ্টা করে। আর তাহারা যেন প্রত্যহ ভোর বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়া শীতল জল পান করিতে অভ্যাস করে; এরূপ অভ্যাস করিবার সময় প্রথম প্রথম সর্দ্দি হইয়া থাকে; কিন্তু একটু একটু করিয়া ঠাণ্ডা জল খাইতে অভ্যাস করিলে আর সে ভয় থাকে না। সকালে বিকালে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়ান কিম্বা কুস্তি করাও মন্দ নহে। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আহার ও ঠিক এক সময়ে শয়ন করা উচিত। পেঁপে, ডাবের জল, গরম দুধ, তেঁতুল দেওয়া বেলের সরবত ইত্যাদি খাইলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

কোষ্ঠবদ্ধের অন্যান্য উপায়।—যাহাদের সর্ব্বদা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহাদের উষাপান করিলে (১১২ পৃষ্ঠায় দেখ) উপকার হয়। তা'ছাড়া একটা পাত্রে এক ছটাক আন্দাজ জলে এক মুঠা ছোলা ভিজাইয়া রাখিয়া ছোলাগুলি বেশ ফুলিয়া উঠিবার পর সেই জল টুকু ছাঁকিয়া পান করিলেও উপকার হয় ম্যানা নামে এক প্রকার ডাক্তারী ঔষধ আছে; এ দেশে তাহাকে সিরখস্ত কহে; তাহা সিকি ভরি আন্দাজ লইয়া খানিক গরম দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও স্বাভাবিক দাস্ত পরিস্কার হয়। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ম্যানা বিশেষ উপকারী; আধ হইতে এক আনা পর্য্যন্ত ওজনে সেবন করাইতে হয়। সোঁদালের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে ২।৩ বার সহজ দাস্ত হইতে পারে। জোলাপ লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলে আধ ছটাক "ক্যাষ্টর-অয়েল" গরম দুধের কিম্বা জলের সঙ্গে সেবন

করান ভাল। তা'ছাড়া সোনামুখি, জাঙ্গি হরিতকি, নারিকেলের জল প্রভৃতি খাইলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

অর্শঃ (পাইল্‌স্)।—কোষ্ঠবদ্ধ, গরম, গুরুপাক ও মসালা দেওয়া জিনিস খাওয়া, নেসা করা, রাত জাগা, বেশী চিন্তা করা, বেশী লেখা পড়া করা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা প্রভৃতি কারণে অর্শঃ হইতে পারে। তা'ছাড়া বাপ মার থাকিলে ছেলেরও অর্শঃ হইতে দেখা গিয়াছে। অর্শঃ দুই রকম। এক রকম অর্শে রক্ত পড়ে, আর এক রকমে রক্ত পড়ে না, কিন্তু বলিতে বেদনা থাকে। অর্শের বলি কাহারও মল-দ্বারের ভিতর কাহারও মল-দ্বারের উপর থাকে। অর্শঃ থাকিলে বাহ্যের সময় ভয়ানক বেদনা হয়, আর কখন কখন রক্ত পড়ে।

অর্শের চিকিৎসা।—যদি অর্শের বলি গরম বোধ হয় আর অতিশয় টাটাইয়া উঠে আর তার সঙ্গে রক্তস্রাব থাকে এবং একটু জ্বরের ভাবও দেখা যায় তবে "একোনাইট," ও তাহার সঙ্গে পালা করিয়া "নক্সভমিকা" দেওয়া উচিত।—"নক্স-ভমিকা" ৩০ এক মাত্রা করিয়া প্রাতে আর "সল্‌ফর" ৩০ এক মাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে দিলে প্রায় সকল রকম অর্শই উপশম হইতে পারে।—তা'ছাড়া (কাল্‌চে রঙ্গের রক্ত পড়া থাকিলে) "হ্যামেমেলিস্" ১, (কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে) "ইস্কিউলস্" ১, (অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে) "কোলিন্সোনিয়া," (পুরাতন অর্শে বলিতে অতিশয় জ্বালা করার সঙ্গে রোগী বেশী কাহিল হইয়া পড়িলে) "আর্সেনিক" দেওয়া যায়। অতিশয় রক্ত পড়িলে "হ্যামেমেলিস্," তা'ছাড়া "একোনাইট," "ইপিকাক্," "বেল্লাডোনা" প্রভৃতিও লক্ষণা-

মুযায়ী দেওয়া যাইতে পারে।—অর্শের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "নক্সভমিকা," "সল্‌ফর," "কলিন্সোনিয়া," "ইস্কিউলস্‌," প্রভৃতি লক্ষণানুযায়ী দেওয়া যায়। অর্শের সঙ্গে পেটের অসুখ থাকিলে "এলোজ" ভাল। অর্শের সঙ্গে যদি বাহ্যের পর অনেকক্ষণ যন্ত্রণা বেশী হইতে থাকে, তবে "লাইকোপডিয়ম্‌" দেওয়া যায়।

যাতনা বেশী থাকিলে এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ৩।৪ বার দিতে হইবে। কিন্তু যাতনা যত কমিয়া আসিবে, তত প্রত্যহ দুই বার, এক বার, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, এমন কি শেষে এক সপ্তাহ অন্তরও ঔষধ দেওয়া যায়।

অর্শের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে অর্শের বলি ধুইয়া ফেলিবে; কাপড় আলগা করিয়া পরিবে। লঘুপাক পথ্য খাওয়া উচিত। লঙ্কা প্রভৃতি ঝাল দ্রব্য খাওয়া, রাতজাগা, নেশা করা প্রভৃতি একেবারে নিষেধ। ব্যায়াম ও পরিষ্কার বায়ু সেবন করা আবশ্যক। মাখম, মিছরি প্রভৃতি প্রতিদিন খাওয়া ভাল। অর্শের যত রকম পথ্য আছে, তার মধ্যে পেঁপে আর ওল সব চেয়ে ভাল। ত্রিফলার জল (২৬ পৃষ্ঠায় দেখ) খাইলেও অর্শ রোগ দমন থাকে। অর্শঃ রোগে অতিশয় বেদনা আর রক্তস্রাব থাকিলে কোঁকসিমের পাতার রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে উপকার হয়। আমরা একটি রোগীকে "হ্যামেমেলিস্‌" আর "ইস্কিউলস্‌" খাইয়া রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ায় কোঁকসিমের আরক এক ফোঁটা মাত্রায় তিন বার খাওয়াইয়া আরাম করিয়া ছিলাম।

অর্শের অন্যান্য উপায়।—ওলের গায়ে মাটি লেপিয়া পোড়াইয়া

একটু তেল ও লবণের সঙ্গে মাখিয়া খাইবে। তা'ছাড়া হরিতকীর গুঁড়া আধ তোলা, মাখম আধ তোলা, চিনি আধ তোলা এবং পিপুলের গুঁড়া ৵০ আনা পরিমাণে একত্র করিয়া আধ পোয়া শীতল জলে মিশাইয়া (প্রতিদিন প্রাতে) সাত দিন সেবন করিলেও উপকার হয়। মাখম, মিছরি এবং খোসাতোলা তিল প্রত্যেক আধ ভরি করিয়া লইয়া একত্রে মিশাইয়া খাইলেও অর্শের উপকার হয়। যোয়ানের গুঁড়া, বিটলবণ আর ঘোল একত্র করিয়া পান করিলে অর্শের কোষ্ঠবদ্ধ ভাল হয়। ঘোল এ রোগে অতি উপকারী পথ্য। বন আদার পালো আধ তোলা আর ইন্দ্রযব গুঁড়া আধ তোলা একত্রে প্রত্যহ খাইলেও অর্শঃ রোগের উপকার হয়।

বমন (ভোমিটিং)।—ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক রোগের সঙ্গে উপসর্গের মত হইয়া থাকে; তা'ছাড়া দ্রাবক, ক্ষার প্রভৃতি নানা প্রকার বিষাক্ত জিনিস খাওয়া, গর্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, বেশী খাওয়া, গুরুপাক জিনিস খাওয়া, মদ খাওয়া, যকৃত ও পাকস্থালীর পীড়া, মস্তিষ্কের রোগ, গাড়ি নৌকা চড়িয়া ভ্রমণ করা প্রভৃতি নানা কারণে বমি হইতে দেখা যায়।

বমনের চিকিৎসা।—রোগের কারণ নিবারণ করিতে পারিলে বমি হওয়া আপনি কমিয়া যায়; অতএব যথাসাধ্য তার চেষ্টা করিবে। যে রোগের সঙ্গে বমি হইতে থাকে, সেই রোগের সমস্ত লক্ষণ অনুসারে যেমন ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, সেইরূপ ঔষধ দিলে রোগের সঙ্গে বমি হওয়াও ভাল হইবে।—(সচরাচর একৃশবার বমির সঙ্গে ক্রমাগত গা বমি বমি করার পক্ষে) "ইপিকাক্," (বেশী খাওয়ার জন্য) বমি হইতে

থাকার সঙ্গে জিহ্বা সাদা থাকিলে) "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্," (পানাহারের পর, এমন কি জল টুকু পান করিলেও তখনি উঠিয়া যাওয়া আর তার সঙ্গে অত্যন্ত কাহিল হওয়া, ছট্‌ফট্ করা, পিপাসা প্রভৃতি থাকিলে) "আর্সেনিক," (অত্যন্ত অত্যাচারী ও নেশাখোরের বমির পক্ষে) "নক্সভমিকা," (অজীর্ণ, ঋতুবন্ধ, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে বমি, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে বেশী হইলে) "পল্‌সেটিলা," (ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে) "ক্যামোমিয়া," (বমির সময়ে কপালে ঘাম হওয়া ও তার পর ঘুম পাওয়া, কাহিল হওয়া প্রভৃতি থাকিলে) "টার্টার এমিটিক্," (মাথা তুলিলে এবং কখনবা আলোকের দিকে তাকাইলে, ঘাসের মত সবুজ পদার্থ বমির সঙ্গে উঠিয়া যাইলে) "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্," (নড়িলে কিম্বা জলপান করিলে বমি আর তার সঙ্গে রোগী অত্যন্ত কাহিল ও তাহার কপালে ঘাম হইলে) "ভেরাট্রম্," (কোন জিনিস আহার করিবার খানিকক্ষণ পরে তাহা পেটে গিয়া গরম হইলে বমি হইয়া যাইলে) "ফস্‌ফরস্" ৩০ দিতে হয়।

এই সমস্ত ঔষধ ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। বরফ ও ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে।

বমনের অন্যান্য উপায়।—অম্ল ও অজীর্ণ জন্য বমনে সোডা-ওয়াটর, লেমনেড্, চূণের জল, অশ্বত্থ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া করলা করিয়া জলে ফেলিয়া সেই জল ছাঁকিয়া একটু একটু খাইতে দিলে উপকার হয়। আকের চিনির সরবতে দশ বারটা আমের কচি পাতা রগড়াইয়া সেই সরবত পান করিবা মাত্র বমন নিবারণ হয়।

হিক্কা (হিক্কপ্) ।—অনেক রোগের সঙ্গে এই ভয়ানক উপসর্গ থাকিতে পারে। ইহার চিকিৎসার কথা ১৩২ পৃষ্ঠায় " ওলা-উঠার চিকিৎসাতে " বলিয়াছি। অতএব এখানে কেবল হিক্কার অন্যান্য উপায়ের কথা লেখা যাইবে। থৈয়ের গুঁড়া আর কুলের আঁটির শাঁস একত্রে মধুর সঙ্গে মাড়িয়া একৃশবার চাটিলে কিম্বা ডাবের জল ১ ছটাক ও গোরুর কাঁচা দুধ ১ ছটাক একত্রে মিশাইয়া অথবা তাল শাঁসের জল একটু একটু খাইলে সামান্য হিক্কা বন্ধ হয়। মরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূম কিম্বা আলতার জলে (অথবা তাহা না পাইলে মাই দুধে) রক্ত চন্দন ঘসিয়া নাকে টানিয়া লইলেও হিক্কা বন্ধ হইতে পারে। মাস কলাই কলিকায় সাজিয়া তামাক খাওয়ার মত তাহার ধূম টানিলেও হিক্কা নিবারণ হয়। একটা নারিকেলের মালা আগুণে পোড়াইয়া এক পোয়া শীতল জলে ফেলিয়া খানিক পরে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলে এক তোলা মধু মিশাইয়া একটু একটু পান করিতে দিবে। পিপুলের গুঁড়া, বিড়ঙ্গের গুঁড়া, আমলার গুঁড়া, শুঁটের গুঁড়া আর চিনি সমান ভাগে একত্র করিয়া মধু মিশাইয়া একৃশবার চাটিলেও হিক্কা ভাল হয়। মুড়ি ভিজান জল পান করিলে সহজ হিক্কা কমিয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্লীহা ও যকৃতের পীড়া।

প্লীহা দেখিতে রাঙ্গা ও কতকটা ডিম্বের মত, কিন্তু কিছু চেপ্‌টা। প্লীহা দ্বারা প্রাণীদিগের কি কি উপকার হয়, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সমুদায় স্থির করিতে পারেন নাই ; তবে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই পর্য্যন্ত বোধ হয়, (১) আমরা যাহা খাই তা' থেকে অণ্ডলাল অর্থাৎ কাঁচা হাঁসের ডিমের ভিতরের সাদা ও পিচ্ছিল (হড়্‌হড়ে্‌) জিনিসের মত পদার্থ ইহার মধ্যে আসিয়া সঞ্চিত ও ক্রমশঃ দরকার অনুসারে রক্তে মিশ্রিত হয়; (২) রক্ত নির্ম্মানের সাহায্য হয়; (৩) রক্তের লাল অংশের ধ্বংশ হয় এবং (৪) পাকযন্ত্রে যে রক্ত চলাচল হয়, তাহা ইহাতে সঞ্চিত থাকে। প্লীহা যে রক্তের সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা এদেশের কবিরাজরাও স্বীকার করেন। প্লীহা সকলের আছে ; কিন্তু হাত দিলে বুঝিতে পারা যায় না। প্লীহা রোগে বড় হইলে হাতে ঠেকে। প্লীহা পরীক্ষা করিতে হইলে রোগী যখন খুব জোরে নিশ্বাস টানিতে থাকিবে, সেই সময় তাহার বাম পাঁজরার তলে অঙ্গুলি ঠাসিয়া দিলে প্লীহার শক্ত গা স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্লীহা বেশী বাড়িলে নিচের দিকে (এমন কি নাভি পর্য্যন্ত) বিস্তৃত হয়।

প্লীহা যেমন পেটের বাম দিকে পাঁজরার তলে আছে, যকৃতও সেইরূপ পেটের ডান দিকে পাঁজরার ভিতর আছে। ছাগলের

যেটিলি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন; তাহাকেই যকৃত বলা যায়। মানুষের উপরপেটের ঠিক মাঝখানে যে একটি লম্বা, চেপ্‌টা, পাতলা ও ছোট হাড়ের মত শক্ত পদার্থ আছে, তাহাকে কড়া বলে; যকৃত নিচের দিকে সেই কড়ার কাছ থেকে ডান পেটে পাঁজরার তলে বরাবর সমস্ত স্থান অবধি ও উপর দিকে ডান মাইয়ের ৪।৫ আঙ্গুল নিচে বুকের ভিতর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়িয়া আছে। যকৃত ভিতরে যতদূর অবধি বিস্তৃত থাকে, তাহার উপর একটি আঙ্গুল বসাইয়া তাহাতে আর একটি আঙ্গুল দিয়া ঘা মারিলে নিরেট অর্থাৎ "টপ্ টপ্" শব্দ হয়। আগে (১০৫ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি, যে যকৃত হইতে পিত্ত নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত হয়; সেই পিত্ত যকৃতের ভিতরে রক্ত হইতে জন্মে। তা'ছাড়া যকৃতের আর একটি প্রধান কাজ আছে; যথা— শরীরের তাপ রক্ষা এবং রক্ত ও অন্যান্য অংশ পোষণ করিবার জন্য যকৃতের মধ্যে "গ্লাইকোজেন্," নামে এক রকম পদার্থ সঞ্চিত হয়।

প্লীহা রোগ।—প্রদাহ (ইন্‌ফ্লামেশন্), বৃদ্ধি (হাইপার্‌ট্রফি) প্রভৃতি কতকগুলি রোগ প্লীহার হইয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ প্রদাহ খুব কম দেখা যায়; যথার্থ প্রদাহের সঙ্গে অবিরাম জ্বর, প্লীহাতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিতে পারে আর শেষে উহাতে পূঁজ জন্মিলে রোগীর বাঁচা সঙ্কট হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া, বেশী কুইনাইন্ খাওয়া প্রভৃতি কারণে সবিরাম জ্বর ও শরীরের রক্ত কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে যে প্লীহা হইয়া থাকে, তাহাকে প্লীহার বৃদ্ধি কহে। ম্যালেরিয়া, কুইনাইন্

খাওয়া প্রভৃতি ছাড়া পারা, উপদংশ, স্ক্রফিউলা প্রভৃতি. ধাতু-দোষ এবং রক্ত খারাপ হওয়া, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি কারণেও প্লীহা বড় হইতে পারে। প্লীহার সঙ্গে মুখে পচা ঘা ও আমরক্ত হওয়া ভাল নহে।

প্লীহার চিকিৎসা।—প্লীহার সঙ্গে একজ্বর, নাড়ী মোটা ও দ্রুত এবং পিপাসা, গা জ্বালা প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট্" দিবে।—প্লীহা খুব বড় হওয়ার সঙ্গে চলিবার সময় তাহার ভিতর খিচ্ খিচে বেদনা বোধ হইলে আর শোথ থাকিলে "চায়না" দিতে হয়।—"চায়না" দিয়া উপকার না হইলে বিশেষতঃ যদি প্লীহাতে কন্‌কনে বেদনার জন্য নিশ্বাস ফেলিতে হয় আর তার সঙ্গে কাহিল বোধ ও বিকারের লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে "আর্ণিকা" দিবে।—প্লীহা বড় ও শক্ত হইলে বিশেষতঃ তার সঙ্গে পেটের বাম দিকে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বোধ, বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাকা, গা জ্বালা, অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়া প্রভৃতি থাকিলে "আর্সেনিক" দিতে হয়।—"নেট্রম্-মিউ-রিয়াটিকম্" দিলে যকৃতে চাপ বোধ ও খিচ্‌খিচে বেদনা ভাল হয়। পুরাতন জ্বরের পর, বিশেষতঃ বেশী কুইনাইন্ খাওয়া জন্য প্লীহা ও শোথ হইলে, যদি "আর্সেনিকে" উপকার না হয় তবে (বিশেষতঃ গায়ে রক্ত না থাকিলে) "ফেরম্" দিতে হয়।—প্লীহার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, (বিশেষতঃ অনেক রকম ঔষধ খাওয়ার পর) "নক্সভমিকা" দিবে। [৯৭ পৃষ্ঠায় "সবিরাম জ্বর" দেখ]

এই সব ঔষধ প্রতিদিন ২।৩ বার সেবন করাইবে।

প্লীহার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি প্রভৃতি এবং জ্বর না থাকিলে পোরের ভাত প্রভৃতি লঘু পথ্য

দিবে। রোগীকে ম্যালেরিয়ার স্থান হইতে অন্য জায়গায় লইয়া যাইবে। অন্য কোন উপসর্গ থাকিলে তাহাতে যেমন লেখা আছে, সেই রকম পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে। প্লীহার নূতন প্রদাহে ভাল ডাক্তার দেখানই শ্রেয়ঃ।

প্লীহার অন্যান্য উপায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে (যদি প্লীহার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে) হিং সিকি ভরি ও মুসব্বর এক ভরি একত্র মিশাইয়া, কুলের আঁটির মত বড়ি করিয়া সেই বড়ি এক একটি লেবুর রসে মাড়িয়া প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করাইবে। এক সের ডালিমের ছাল খোলায় ভাজিয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্মের আট গুণ জল তাহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবে; তার পর অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া গেলে উহা আগুণ হইতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া এক খানা কাপড়ের ভিতর ঢালিয়া সেই কাপড়টি পুঁটলির মত করিয়া টাঙ্গাইয়া দিলে সেই পুঁটলি হইতে যে জল ঝরিবে, তাহা লইয়া আধ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার খাওয়াইলে প্লীহার সঙ্গে জ্বর, শোথ প্রভৃতি থাকিলেও আরাম হইবে। প্লীহার সঙ্গে জ্বর না থাকিলে তালের জটার ক্ষার, পুরাতন গুড়ের সঙ্গে কিম্বা কাঁচা পেঁপের আটা ১০।১৫ ফোঁটা, পরিষ্কার চিনি কিম্বা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করাইলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং প্লীহা আরাম হয়। প্লীহা বড় হইলে তাহার উপর "টিংচার আয়োডিন্" লাগাইবে আর রোগীর শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলে "সিরপ্ ফেরি আয়োডাইড্" ৮।১০ ফোঁটা করিয়া শীতল জলের সঙ্গে প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইবে। প্রত্যহ সকালে এক গণ্ডুষ করিয়া চোনা খাইলেও সামান্য প্লীহা ভাল হয়। বেশী কুইনাইন খাওয়া থাকিলে আর

গায়ে রক্ত না থাকিলে ঔষধের সঙ্গে হিরাকশ প্রভৃতি লৌহঘটিত ঔষধ মিশাইয়া দিবে।

যকৃতের প্রদাহ (হিপাটাইটিস্)।—এই রোগ দুই প্রকার হইতে দেখা যায়; যথা—নূতন ও পুরাতন। রাগ প্রভৃতি কারণে মন খারাপ হওয়া, বেশী ঔষধ খাওয়া, মদ খাওয়ার অভ্যাস, আঘাত লাগা, গরম স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে যকৃতের নূতন প্রদাহ এবং গুরুপাক, ঘৃতপক্ক ও বেশী মসালা দেওয়া জিনিস খাওয়া, নানা প্রকার (বিশেষতঃ পারা ঘটিত) ঔষধ ব্যবহার করা, মদ খাওয়া, গরম দেশে বাস, রাত জাগা, চিন্তা করা, রীতিমত শ্রম না করা ইত্যাদি কারণে যকৃতের পুরাতন প্রদাহ হইতে পারে। যকৃতের নূতন প্রদাহ হইলে খুব বেশী জ্বর, মোটা ও দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি প্রদাহের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে যকৃতের স্থানে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, ভেদ, জিহ্বার উপর হল্‌দে বর্ণের ময়লা জমিয়া থাকা, গা বমি বমি করা, বমি হওয়া, চোক ও গা হল্‌দে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। যকৃতের পুরাতন প্রদাহেও এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়, তবে প্রভেদ এই যে কোন লক্ষণই নূতন প্রদাহের মত বেশী প্রবল হয় না।

যকৃতের নূতন প্রদাহের চিকিৎসা।—যকৃতে বেশী বেদনার সঙ্গে খুব জ্বর, ছট্‌ফট্ করা, পিপাসা, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে "একোনাইট্" দিতে হয়।—যকৃতে বেদনার সঙ্গে গা, চোক হল্‌দে হওয়া, খুব ঘাম হইয়াও যাতনা না কমা, সবুজে রঙ্গের পাতলা ভেদ হইতে থাকার সঙ্গে এক্‌শ-বার কোথানি ও পেট কামড়ান প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—যকৃত প্রদাহের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ,

শুষ্ক কাশী, রোগীর স্বভাব খুব খিট্‌খিটে হওয়া, স্থির হইয়া থাকিলে ভাল থাকা, মুখে সব জিনিসেরই স্বাদ তিক্ত বোধ হওয়া প্রভৃতি "ব্রায়োনিয়া" দিবার লক্ষণ।—"একোনাইট্" আর তার সঙ্গে বিবেচনা মত "মার্কিউরিয়স্" কিম্বা "ব্রায়োনিয়া" পালা করিয়া দিলে প্রায় অন্য ঔষধ দিতে হয় না।—অত্যাচারীর ও নেশাখোরের যকৃতের প্রদাহে (বিশেষতঃ তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ একৃশবার বাহ্যে যাইবার চেষ্টা হওয়া থাকিলে) "নক্সভমিকা" দিবে।—সর্ব্বদা শীত বোধ, রাত্রিকালে ভেদ হওয়া, একৃশবার পেট কন্ কন্ করিয়া প্রস্রাবের বেগ হওয়া, পিপাসা না থাকা, সন্ধার প্রাক্কালে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি "পল্‌সেটিলা" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ। ভাল ডাক্তার দেখাইবে।

যকৃতের পুরাতন প্রদাহের চিকিৎসা।—উপরে যে সব ঔষধের ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তা'ছাড়া (সর্ব্বদা পা ঠাণ্ডা থাকা, অক্ষুধা, কাপড় আঁটিয়া পরিলে কষ্ট বোধ, কাদার মত রঙ্গের, শক্ত শক্ত ও অপাক মল বাহ্যে হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে) "কেল্কেরিয়া," (অজীর্ণ, অরুচি ও অপাক ভেদ হওয়ার সঙ্গে কাহিল হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষতঃ কুইনাইন খাওয়ার পর রোগ হইলে) "চায়না" এবং (কপালে বেদনা ও ভার বোধ, সর্ব্বদা মাথার চাঁদি জ্বালা করা প্রভৃতি লক্ষণে, বিশেষতঃ যে সব রোগা লোক সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে) "সল্‌ফর" দরকার হইতে পারে। [১৫২ পৃষ্ঠায় "পাণ্ডু" দেখ]।

যকৃতের নূতন প্রদাহের ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এবং পুরাতন প্রদাহে প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করাইবে।

যকৃতের প্রদাহের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—নূতন প্রদাহে

সাগু, বার্লি প্রভৃতি আর পুরাতন প্রদাহে পুরাতন চালের ভাত প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। সুপক্ক ও টাট্‌কা ফল একটু আধটু খাইতে দিলে বিশেষ ক্ষতি নাই। মৎস্য, মাংস এবং ঘৃতপক্ক ও তৈলাক্ত জিনিস পথ্য দেওয়া একেবারে নিষেধ। পুরাতন যকৃতের রোগীর বাহিরের বাতাসে একটু আধটু বেড়িয়া বেড়ান ভাল আর গরম লাগা ও কোনরূপে মন খারাপ করা একেবারে নিষেধ। যকৃতে খুব বেদনা থাকিলে যকৃতের জায়গায় গরম জলের সেক দিলে কিম্বা তিসির পুল্টিস্ গরম গরম বসাইয়া রাখিলে উপকার হইতে পারে। [১৫২ পৃষ্ঠায় "পাণ্ডু বা নেবা রোগ" দেখ]।

যকৃতের প্রদাহের অন্যান্য উপায়।—যকৃতের তরুণ প্রদাহে যকৃতের স্থানে গরম জলের সেক কিম্বা পুল্টিস্ দিবে। পুরাতন প্রদাহে যকৃতের স্থানে "টিংচার আয়োডিন্" লাগাইবে। "পল্‌ব্ ইপিকাক্" সিকি গ্রেণ, "ইওনিমিন্" আধ গ্রেণ, একটু "এক্‌ষ্ট্রাক্ট টেরাক্‌সেকমের" সঙ্গে বড়ি তৈয়ার করিয়া সেইরূপ এক একটি বড়ি প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া সেবন করাইলে যকৃতের পুরাতন প্রদাহের (বিশেষতঃ তার সঙ্গে দাস্ত ভাল না হইলে) উপকার হয়। তা'ছাড়া "ডাইলিউটেড্ নাইট্রো-মিউরিয়াটিক্ এসিড্," "মিউরিএট্ অব্ এমোনিয়া" প্রভৃতি খাইলেও উপকার হইতে পারে। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না; অতএব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই সব চেয়ে ভাল।

পিত্তশূল (গল্‌ষ্টোন্ কলিক্)।—কি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, যে সকল কারণে যকৃত ও অজীর্ণ বা

অম্লপিত্ত রোগ জন্মিতে পারে, সেই সব কারণে এই রোগও হয়। ইহাতে যকৃতের যে পথ দিয়া পিত্ত নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত হয়, তাহার মধ্যে এক রকম পাথরি জন্মে। এই রোগে উপর পেটে কড়ার ডান পাশে ৫।৬ আঙ্গুল তফাতে, সময়ে সময়ে অত্যন্ত কন্ কন্ করা ও তার সঙ্গে গা বমি বমি করা, বমি হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ হইয়া খানিক ক্ষণ পরে আপনি কমিয়া যায়। বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র আধ ছটাক আন্দাজ জলপাইয়ের তেল গরম করিয়া খাইতে দিলে আর তার সঙ্গে বেদনার স্থানে লবণের পুঁটলির কিম্বা গরম জলের সেক দিলে যাতনা কমিবে। একোনাইট, বেলাডোনা, চায়না, ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা, সল্‌ফর প্রভৃতি ঔষধ (১২৭ পৃষ্ঠায় "শূল বেদনার চিকিৎসা" এবং ১৪৯ পৃষ্ঠায় "যকৃত প্রদাহের চিকিৎসা" দেখিয়া) ২০।৩০ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

পাণ্ডু বা নেবা রোগ (জণ্ডিস্)।—যাহারা সর্ব্বদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, রাত জাগে, মদ খায় ও অন্যান্য নেসার জিনিস বেশী ব্যবহার করে তাহাদের নেবা হইতে পারে। নেবা রোগে চোক, এমন কি সমস্ত শরীর হল্‌দে দেখায়, প্রস্রাব রাঙ্গা হয়, কিন্তু বাহ্যের রং ফিকা ও কখন বা সাদা হইয়া থাকে; ইহার সঙ্গে একটু আধটু জ্বরও থাকিতে পারে।

নেবার চিকিৎসা।—যদি জ্বর আর তার সঙ্গে পেটের ডান দিকে খোঁচা বিঁধিতে থাকার মত বোধ হয়, আর কাদার মত রঙ্গের বাহ্যে হয় তবে "একোনাইট" দিবে।—"একোনাইট" খাইয়া যদি কাদার মত রঙ্গের বাহ্যে ভাল না হয় তবে "কেকে-

রিয়া" দেওয়া উচিত।—আমরা অনেক স্থলে "একোনাইট্" আর "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া দিয়া বেশ উপকার হইতে দেখিয়াছি। "মার্কিউরিয়স্" খাইলে নেবা আর তার সঙ্গে যকৃত বেদনা, ছাইয়ের মত ফিকা রঙ্গের বাহ্যে, মুখে দুর্গন্ধ, অক্ষুধা প্রভৃতি ভাল হয়।—ঘুষ্ ঘুষে জ্বর থাকিলে "একোনাইটের" চেয়ে "আর্সেনিক" ভাল।—রক্তস্রাব ও বেশী স্ত্রী সংসর্গ কি হস্ত মৈথুন করার পর নেবা হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি পেটের ডান দিকে টিপিলে হাতে যকৃত শক্ত ও বড় বলিয়া বোধ হয়, টিপিবার সময় যকৃত বেদনা করে, গলা তিক্ত বোধ হয়, এক দিন অন্তর রোগ বেশী হয় আর রোগী যা খায় তাহাই হল্দে রঙ্গের পাতলা ভেদের সঙ্গে আস্ত আস্ত নির্গত হয় তবে "চায়না" দিবে।—কিন্তু যা খাওয়া যায়, তাহা যদি শক্ত বাহ্যের সঙ্গে আস্ত আস্ত নির্গত হয় তবে "কেল্কেরিয়া" আবশ্যক।—যদি জিহ্বার রং হল্দে হওয়ার সঙ্গে মুখ তিক্ত বোধ হয়, গা বমি বমি করে, বসিয়া থাকিতে থাকিতে উঠিবার সময় মাথা ঘোরে ও শীত বোধ হয়, তৃষ্ণা না থাকে, সন্ধ্যার সময় যাতনা বেশী হয় তবে "পল্সেটিলা" দিবে।—যদি জিহ্বার রং হল্দে ও মুখ তিক্ত হওয়ার সঙ্গে পিত্ত বমি হয়, কিম্বা "পল্সেটিলা" খাইয়া উপকার না হয়, তবে "ক্যামোমিলা" দেওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের নেবা হইলে, বিশেষতঃ যদি তার সঙ্গে ছেলেরা সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে ও কেহ কোলে লইয়া বেড়াইলে কেবল চুপ করিতে দেখা যায়, তবে "ক্যামোমিলা" দেওয়া আবশ্যক; "ক্যামোমিলায়" উপকার না হইলে "নক্সভমিকা" দিবে। তাহাতেও উপকার না

হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়।—যদি যকৃত ফুলিয়া ও শক্ত হইয়া উঠার সঙ্গে মুখ পচা কিম্বা টক মত বোধ হয় আর অরুচি থাকে, পেটের ডান দিকে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বোধ হয়, দাস্ত পরিষ্কার না হয়, আর সকালে যাতনা বেশী হয়, গা বমি বমি করে ও বমি হয় তবে "নক্সভমিকা" ভাল।—ঠাণ্ডা মেজাজের রোগীর পক্ষে পল্‌সেটিলা যেমন, খিট্ খিটে রোগীর পক্ষে "নক্সভমিকা" তেমনি ; আর ক্যামোমিলাও মন্দ নহে। যাহারা রাত জাগে, নেশা করে, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল। "নক্সভমিকা" খাইয়া কিছু উপকার না হইলে বিশেষতঃ যদি মুখ তিক্ত কিম্বা টক বোধ হওয়ার সঙ্গে মাথার উপর সর্ব্বদা গরম বোধ হয়, রাত্রিকালে গা চুলকাইতে থাকে, বেলা ১১টার সময় শরীর খুব কাহিল ও ক্ষুধা বোধ হয়, আর দিনের বেলায় ঘুম আসে অথচ রাত্রিকালে ঘুম না হয়, তবে "সল্‌ফর" দেওয়া উচিত। "নক্সভমিকা" খাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি না কমিলে "লাইকোপোডিয়ম্" দিতে হয়।—বেশী কেলমেল কিম্বা অন্য কোন পারা ঘটিত ঔষধ খাইয়া হইলে "চায়না" ও "হিপার সল্‌ফর" দেওয়া যায়। মোটামুটি নেবা রোগ হঠাৎ রাগের পর হইলে "ক্যামোমিলা" ও "নক্সভমিকা" ; কুইনাইন্ খাওয়া জন্য হইলে "মার্কিউরিয়স্", "বেলাডোনা" ও "নক্সভমিকা" ; হঠাৎ বাতাস ঠাণ্ডা হওয়া জন্য হইলে "নক্সভমিকা" ও "ক্যামো-মিলা" ;—বেশী খাওয়া জন্য "পল্‌সেটিলা" ও "নক্সভমিকা" দিবে। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া দিবে।

নেবার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—ভাত, ঘোল, লেবু, পটোল,

কলসীর খেজুর, কলা, ছোলা, বেল প্রভৃতি পথ্য রোগীর পরিপাক শক্তির অবস্থা বুঝিয়া দিবে। এ রোগে নিয়মিত সময়ে আহার, একটু আধটু পরিশ্রম এবং নিয়মিত বায়ু সেবন বিশেষ দরকার। রৌদ্র লাগা ও রাত জাগা একেবারে নিষেধ।

নেবার অন্যান্য উপায়।—কাঁচা হলুদ খাইলে ও হলুদ মাখিয়া স্নান করিলে পিত্ত ও যকৃতের দোষ নষ্ট হইয়া নেবা রোগ আরাম হয়। গোলঞ্চ, পূনর্নবা শাক ও হলুদের রস প্রভৃতি খাওয়া ভাল। ত্রিফলা (হরিতকি, বহেড়া, আমলকি) ভিজান জলের সঙ্গে আধ রতি মাত্রায় কার্ব্বনেট্ অব্ আয়রণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়াও ভাল। ৮।১০ বৎসরের পুরাতন গুড় খাইলেও যকৃতের দোষ ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। হরিতকির গুঁড়া আর খেজুরের গুড় সমান ভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ একটু একটু খাইলেও উপকার হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

দাঁত, মাঢ়ী ও মুখের রোগ।

দন্তশূল (টুথএক্)—ঠাণ্ডা বাতাস লাগা প্রভৃতি যে সকল কারণে সর্দ্দি হইতে পারে সেই সকল কারণেই দন্তশূল হয়; তাহা ছাড়া অজীর্ণ এবং দাঁতের অন্য কোন রোগ হইলেও দাঁত কন্ কন্ করে।—যদি থাকিয়া থাকিয়া দাঁত কন্ কন্ করে, বেদনা আরম্ভ হইলে রোগী একেবারে অস্থির হয়, বরফের মত ঠাণ্ডা জল গালে রাখিলে দাঁত কন্‌কনানি কম হয়, নিদ্রা হয় না আর কোন জিনিস চিবাইবার সময় দাঁতে বেদনা বোধ হয়, তবে "কফি" দিবে।—"কফি" খাইয়া যাতনা কম না হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি দাঁতের ভিতর দপ্ দপ্ করে, আর মুখ ও গা গরম বোধ হয় তবে "একোনাইট" দেওয়া উচিত।—ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্তশূল হইলে ও ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে "একোনাইট" বেশ কাজ করে; ইহার সঙ্গে (দক্ষিণ দিকের দন্তে বেদনা হইলে) "বেলাডোনা", আর (বাম দিকের দন্তে বেদনা হইলে) "ক্যামোমিলা" পালা করিয়া দেওয়া যায়। "ক্যামোমিলা" ও "বেলাডোনা" খাইয়া কোনউপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়; বিশেষতঃ যদি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দন্তশূল হয় আর তার সঙ্গে দাঁত কন্ কন্ করে ও খুব বেশী ঘাম হয় এবং মুখ দিয়া লাল ঝরিতে থাকে আর দাঁতে দাঁতে চাপিলে কষ্ট কম বোধ হয় আর মাথা ধরে তবে "বেলাডোনা"

তাহাতে উপকার না হইলে (বিশেষতঃ পোকাখেগো দাঁতের বেদনায়) "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—"মার্কিউরিয়স্" খাইয়া কিছু মাত্র উপকার না হইলে; বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিলে, কোন জিনিস খাইবার সময়ে এবং গরম ঘরের ভিতর যাতনা বেশী বোধ হয় তবে "হিপার" দেওয়া যায়।—যে সকল পোয়াতিদের ছেলে মাই ছাড়ে নাই কিম্বা রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে যাহাদের শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদের দন্তশূল হইলে "চায়না" বিশেষ উপকারী।—যদি রাতের বেলা দাঁত অল্প কন্ কন্ করে অথচ তবু ঘুম না হয়, তবে "চায়না" ভাল।—আর যদি রাতের বেলা বেশী দাঁত কন্ কন্ করে বলিয়া ঘুম না হয়, তবে "বেলাডোনা" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" ও "রষ্টক্স্" দেওয়া যায়।—সকাল বেলা দাঁতের যাতনা বেশী হইলে "নক্স-ভমিকা" দেওয়া যায়; বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি ঠাণ্ডা জিনিস খাইলে আর বেশী চিন্তা করিলে যাতনা বেশী হয় কিন্তু গরম জিনিস খাইলে কম বোধ হয়, তবে "নক্সভমিকা" দিবে। বেলা দুই প্রহরের সময় দাঁত কন্ কন্ করা বেশী হইলে "রষ্টক্স" ভাল।—যদি দাঁত উঁচু ও আল্‌গা বোধ হয়, তবে "রষ্টক্স" ও "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া দিবে। গর্ভাবস্থায় দাঁত কন্ কন্ করার পক্ষে "সিপিয়া" ভাল তাহাতে উপকার না হইলে "পলসেটিলা"; তাহাতেও উপকার না হইলে "ক্যামোমিলা" দেওয়া যায়।—একদিন অন্তর দাঁত কন্‌কনানি হইলে "চায়না" দেওয়া যায়।—স্ত্রীধর্ম্মের পূর্ব্বে দাঁত কন্ কন্ করা হইলে, "আর্সেনিক" ভাল, স্ত্রীধর্ম্মের সময়ে দাঁত কন্ কন্ করিলে

"ক্যামোমিলা" ও তাহাতে উপকার না হইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" দেওয়া যায়।—স্ত্রীধর্ম্মের পর দাঁত কন্ কন্ করিলে "ব্রায়োনিয়া" দেওয়া যায়; তাহাতে উপকার না হইলে "কেক্কেরিয়া" ও "ক্যামোমিলা" পালা করিয়া দিবে।—যদি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দাঁত কন্ কন্ করে, আর তার সঙ্গে পেটের অসুখ থাকে, তবে "ডল্কামেরা" দিবে।—যদি যে দিকে কন্ কন্ করে সেই পাশে শুইলে, চুপ করিয়া থাকিলে, ঠাণ্ডা জিনিস লাগিলে, দাঁতে দাঁত ঠেকিলে যাতনা বেশী হয় আর তার সঙ্গে রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পিপাসা থাকে, তবে "আর্সেনিক" ভাল। "আর্সেনিক" খাইয়া বেশী উপকার না হইলে, বিশেষতঃ লোণতা জিনিস খাইলে যাতনা বেশী হইলে আর তার সঙ্গে মাঢ়ী দিয়া রক্ত পড়া থাকিলে ও মাঢ়ী আল্‌গা হইয়া গেলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" দেওয়া যায়। কেলোমেল প্রভৃতি পারা ঘটিত ঔষধ খাইবার পর দন্তশূল হইলে, "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" আবশ্যক।—যদি ঘরের বাহিরে গেলে দাঁত কন্‌কনানি প্রায় না থাকে কিন্তু ঘরের ভিতর আসিলে আবার হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" মহৌষধ। যাহাদের স্ত্রীধর্ম্ম কম হয় কি বন্ধ থাকে, তাহাদের দাঁত কন্‌কন্ করার পক্ষে ও দন্তশূলের সঙ্গে আধ কপালে মাথা ধরার পক্ষে "পল্‌সেটিলা" উপকারী।—দাঁত কন্‌কন্ করার সঙ্গে, যদি গলা কিম্বা গালের বিচিতে বেদনা হয় ও ফুলিয়া উঠে তবে "বেলা-ডোনা" ও "ক্যামোমিলা" দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" ভাল।

এই সব ঔষধ ২।৩ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

দন্তশূলের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকিলে মধু, পিপুলের গুঁড়া আর ঘৃত একত্র করিয়া মুখে রাখিলে কিম্বা এক ভাগ পাপড়ি খয়ের আর সিকি ভাগ কর্পূর একটু জলের সঙ্গে বাটিয়া লইয়া দাঁতের গোড়ায় ঘসিলে উপকার হইতে পারে। তা'ছাড়া একটু তুলায় কয়েক ফোঁটা "অয়েল্ পিপারমিণ্ট" কিম্বা "ক্লোরিক্ ইথার্" ঢালিয়া দাঁতের গোড়ায় রাখিলেও যাতনা কিছুক্ষণ কম থাকিতে পারে। দাঁতের গোড়ায় একটু বটের আঠা কিম্বা (বিশেষতঃ মাঢ়ী ফুলিলে) আকন্দের আঠা অথবা এক কুচি হরতকী বসাইয়া দিলেও উপকার হয়। তেজপাতা, লবঙ্গ, মরিচ, দোক্তা তামাক প্রভৃতির কোন একটি জিনিস দাঁতের গোড়ায় বসাইয়া রাখিলেও লাল ঝরিয়া মাঢ়ী ফুলা ও দাঁতের যাতনা কমিতে পারে। ডাবের জল গরম করিয়া লইয়া কিম্বা হুঁকার জলে কুলি করিলে দাঁত বেদনা, দাঁত নড়া প্রভৃতি নিবারণ হয়। দন্তশূলের সঙ্গে মাথাধরা থাকিলে মরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি ঝাল জিনিস পোড়াইয়া তাহার ধূম কিম্বা কর্পূর, কালজীরা প্রভৃতি উগ্র জিনিসের গন্ধ নাক দিয়া খুব জোরে টানিবে ও গরম জলে পা ডুবাইবে। দাঁত কাল ও ক্ষয় হইয়া গেলে অর্থাৎ "দাঁতে পোকা" হইলে আতা পাতা চিবাইয়া সেই দাঁতের গোড়ায় রাখিলে তাহার যাতনা কমিয়া যায়।

মাঢ়ীর নানা রকম রোগ।—(১) মাঢ়ী যদি ফুলিয়া উঠে আর উহাতে বেদনা থাকে, তবে "বেলাডোনা" ও "মার্কিউরিয়স্," তিন ঘণ্টা অন্তর পালা করিয়া খাওয়া ও মাঝে মাঝে গরম জলের কুলি করা উচিত। পাকিয়া উঠিলে যখন দপ্ দপ্ করে, তখন "হিপ্পার" ভাল। তার পর পুঁজ বাহির

হইয়া যাওয়ার পরে এক মাত্রা "সিলিসিয়া" দেওয়া উচিত। (২) যদি মাঢ়ীতে স্পঞ্জের মত কোঁপরা ঘা হয়, চুষ্কায় আর উহা দিয়া রক্ত পড়ে, তবে "নক্সভমিকার" সঙ্গে (বিশেষতঃ পারা খাওয়া থাকিলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিতে হয়। যথেষ্ট লেবু খাইতে দিবে। (৩) পান্সে দাঁত হইলে দাঁত মাজিবার সময় যে রক্ত বাহির হয়, তাহার পক্ষে "ফস্ফরিক এসিড" ১২ প্রত্যহ একবার করিয়া খাওয়া ভাল। যদি মাঢ়ী দিয়া রক্ত পড়ার সঙ্গে, মাঢ়ী ফুলিয়া উঠে ও বেদনা করে তবে (পারা ব্যবহার করা না থাকিলে) "মার্কিউরিয়স্," নতুবা (পারা ব্যবহার করা থাকিলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিবে। প্রত্যহ দাঁত মাজিতে অভ্যাস করা আর লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য খাওয়া, পরিষ্কার বাতাসে বেড়ান ও লেবু খাওয়া ভাল। (৪) মাঢ়ী আল্‌গা হইয়া গিয়া দাঁত নড়িতে থাকার পক্ষেও "মার্কিউরিয়স্" মন্দ নহে। তাহাতে যদি উপকার না হয় এবং পূর্ব্বে পারা ব্যবহার করা থাকে তবে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" মন্দ নহে।

আক্কেল দাঁত (উইস্‌ডম্ টুথ)।—সতের বৎসরের পর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে সকলের আক্কেল দাঁত উঠিয়া থাকে। আক্কেল দাঁত উঠিবার সময় কসের সমস্ত দাঁতের শেষের মাঢ়ী ফুলিয়া উঠিয়া বড় যাতনা হয়; ইহাতে "বেলাডোনা" ও "কেল্কেরিয়া" পালা ক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে শীঘ্র শীঘ্র যাতনা কমিয়া দাঁত উঠিতে দেখা গিয়াছে। এই সময়ে গরম জলের কুলি করাও মন্দ নহে।

মুখের পচা ঘা (কেংক্রম্ ওরিস্)।—ভাল

জিনিস খাইতে না পাওয়া এবং নিম্ন ও ভিজা স্থানে বাস করা প্রভৃতি কারণে এ রোগ হইয়া থাকে। এরূপ পচা ঘা প্রথমে মাঢ়ীতে আরম্ভ হইয়া তার পর ক্রমশঃ চুয়ালের হাড়, দাঁত, গাল, এবং ঠোঁট পর্য্যন্ত ফুলিয়া শক্ত হইয়া উঠে আর ক্রমে ক্রমে পচিতে আরম্ভ হয়। এ রোগের প্রধান ঔষধ "মার্কিউরিয়স্"। কিন্তু পারা ব্যবহার করিয়া হইলে "নাইট্রিক এসিড" দেওয়া যায়। পেটের অসুখ, হাম প্রভৃতি কঠিন রোগের জন্য হইলে, "মিউরিয়াটিক এসিড" দিবে। যেখানে মুখের অনেকটা পচিয়া যায়, ও রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়ে, সেখানে "আর্সেনিক" দেওয়া আবশ্যক। এ রোগটি সহজ নহে অতএব প্রথম হইতে খুব বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। আর মুখের উপর ফুলিয়া উঠিলে তিসী বাটিয়া তাহার সঙ্গে কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া গরম করিয়া পুল্টিশ দিবে।

মুখ বিস্বাদ।—অনেক রোগের সঙ্গে মুখের আস্বাদ খারাপ থাকে। মোটামুটি যকৃতের দোষে মুখ তিক্ত, মুখের কিম্বা গলার ভিতরের রোগ জন্য মুখ বিস্বাদ বা দুর্গন্ধ, ক্ষয়কাশীর ধাতুতে মুখ লোন্‌তা এবং পচা মত, পাকস্থালির দোষে মুখ টক, বায়ু অর্থাৎ স্নায়ু-যন্ত্রের দোষে মুখ বেতার (বোদা বা পান্‌সে) এবং শ্লেষ্মার কোপে মুখ মিষ্ট হইয়া থাকে।—মুখের আস্বাদ তিক্ত থাকিলে "ব্রায়োনিয়া," "কেক্কেরিয়া," মার্কিউরিয়স্" ভাল; খাইবার সময়ে মুখে সব জিনিস তিক্ত বোধ হইলে "ব্রায়োনিয়া", "পল্‌সেটিলা", "চায়না" আবশ্যক।—মুখ মিষ্ট থাকিলে "বেলাডোনা", "চায়না", "ফেরম্", "মার্কিউরিয়স্", "পল্‌সেটিলা" আর মুখ রোদা মত হইলে "ভেরাট্রম্", "বেলা-

ডোনা", "হিপার", "ফস্ফরস্", লাইকোপোডিয়ম্", উপকারী।—মুখ পচা মত হইলে "মার্কিউরিয়স্," "আর্নিকা," "ক্যামোমিলা," "পল্‌সেটিলা" এবং লোন্‌তা হইলে "নক্সভমিকা," "ফস্ফরিক-এসিড্" "আর্সেনিক," "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্"; মুখ টক হইলে "কেল্কেরিয়া," "নক্সভমিকা," "চায়না," "ফস্ফরিক-এসিড," "সল্‌ফর" এবং কোন জিনিস মুখে দিলে লোন্‌তা বোধ হইলে "আর্সেনিক," "সল্‌ফর," "চায়না," আর টক বোধ হইলে "লাইকোপোডিয়ম্", "নক্সভমিকা" দিতে হয়।

মুখে দুর্গন্ধ।—দাঁতের রোগ, মাড়ীর রোগ, পাকস্থালির পীড়া, তামাক কিম্বা মদ খাওয়া, মুখ ভালরূপে পরিষ্কার না করা জন্য দাঁত কিম্বা মাড়ী ময়লা থাকা ইত্যাদি কারণে মুখে দুর্গন্ধ হয়। ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের কারণ নিবারণ করা আবশ্যক। কারণ যে কারণে মুখে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে তাহার ঔষধ সেবন করিলে মুখের দুর্গন্ধও কাটিতে পারে, তা'ছাড়া মুখে দুর্গন্ধ সকাল বেলা হইলে "সিলিসিয়া," (বিশেষতঃ নেশাখোরের পক্ষে) "নক্সভমিকা," (স্ত্রীলোকের পক্ষে) "পল্‌সেটিলা"; আহারের পর হইলে "ক্যামোমিলা," "সল্‌ফর" এবং পারা খাওয়া জন্য হইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্," "হিপার," "ল্যাকিসিস্," "সল্‌ফর" দিতে হয়।

মাড়ী ও মুখের রোগের অন্যান্য উপায়।—চিকি সুপারির কয়লা ৪ তোলা কঁুচিলার কয়লা আধ তোলা, পাপড়ি খয়ের আধ তোলা, তুঁতে ভস্ম সিকি ভরি, কর্পূর সিকি ভরি, মরিচের গুঁড়া সিকি ভরি, ফট্‌কিরি আধ তোলা, চাখড়ি ৬ তোলা এবং গেরি

মাটি ৩ তোলা একত্র মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিলে দাঁত ও মাঢ়ীর অনেক রোগ ভাল হয়। মাঢ়ী আলগা হইলে বকুলের ছাল কিম্বা তিল ও বচ চিবাইলে অথবা ত্রিফলা, জামছাল, বাবলার ছাল, ফট্‌কিরি প্রভৃতি কষায় জিনিস জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কুলি করিলে দাঁত নড়া, মাঢ়ী দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতির উপকার হয়। দাঁত তুলিবার পর মাঢ়ী দিয়া যে রক্ত পড়ে তাহা "আর্নিকা" প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া বন্ধ না হইলে হীরাকস্, মাজুফল, ট্যানিক-এসিড, সুগার অফ্ লেড কিম্বা ক্রিয়াজোট প্রভৃতি জলে মিশাইয়া কুলি করিলেও উপকার হয়। আমের বীজ, জামের বীজ এবং পদ্মমূল একত্রে চূর্ণ করিয়া মুখে রাখিলে, কিম্বা দারুচিনি, বড় এলাচ, নখী ও জায়ফল একত্রে বড়ি করিয়া পানের সঙ্গে মুখে রাখিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।—ঘৃত এবং মধুর সঙ্গে পিপুলের গুঁড়া খাইলে এক মাসের মধ্যে মুখের গন্ধ ভাল হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার রোগ।

চক্ষু প্রদাহ বা চোক উঠা (অফ্থাল্মিয়া)।—
হিম লাগা প্রভৃতি যে সকল কারণে সর্দ্দি হইয়া থাকে সেই সব কারণে চোক উঠিতে পারে।—প্রথম অবস্থায় "একোনাইট্" আর তার সঙ্গে (দক্ষিণ চক্ষু প্রথমে উঠিলে ও আলোকের দিকে তাকাইতে না পারিলে) "বেলাডোনা," নতুবা (বাম চক্ষু প্রথমে উঠিলে) "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া দিবে।—যদি আলো-কের দিকে তাকাইলে, অত্যন্ত কষ্ট হয়, তবে "একোনাইট" আর "বেলাডোনা" দিবে।—চক্ষু ওঠার সঙ্গে চোকের পাতা গুলি ফুলিয়া উঠিলে "রষ্টক্স" দেওয়া যায়।—রাতের বেলা চোক জোড়া লাগিয়া যাওয়ার পক্ষে "পল্সেটিলা" ভাল, তাহাতে উপকার না হইলে "কেল্কেরিয়া" দেওয়া যায়।—ছোট ছোট ছেলেদের (বিশেষতঃ দাঁত উঠিবার সময়) চোক উঠিলে "ক্যামোমিলা" দেওয়া যায়।—ধাতের ব্যারাম আটকাইয়া যাইবার পর চোক উঠিলে "পল্সেটিলা" দেওয়া যায়।—তাহাতে উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—গরমির ব্যারাম জন্য চোক উঠিলে "মার্কিউরিয়স্" ও (পারা খাওয়া থাকিলে) "নাইট্রিক্-এসিড্" ভাল। এই সব ঔষধ রোগের অবস্থা বুঝিয়া ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। রোগীকে লঘু পাক পথ্য দিবে আর যাহাতে তাহার গায়ে

ঠাণ্ডা না লাগে তাহার উপায় করিবে। চক্ষুর যন্ত্রণা বেশী হইলে চক্ষুতে গরম জলের কিম্বা গরম দুধের ভাপ্ লাগাইবে। রোগীর আলোকের দিকে চাহিতে কষ্ট হইলে তাহাকে অন্ধকারে রাখিয়া দিবে। যথেষ্ট পরিষ্কার বাতাস সেবন করাইবে।

চোক উঠার অন্যান্য উপায়।—নারিকেল ফুল গোরুর চোনায় বাটিয়া কিম্বা একখানা লোহার পাত্রে লেবুর রসের সঙ্গে হরিতকী ঘসিয়া চোকের চারিদিকে প্রলেপ দিলে চোক উঠা আরাম হয়। গরম জল বা গরম দুধের ভাপ্‌রা চোকে দিলেও উপকার হয়। চক্ষু খুব লাল হইলে ও তার সঙ্গে চোকের পাতা ফুলা ও খুব যন্ত্রনা থাকিলে যদি আগেকার মুষ্টিযোগে উপকার না হয়, তবে একটা নেকড়ার পুঁটলিতে কিছু সিদ্ধি পুরিয়া সেই পুটলি আগুণে তাতাইয়া চক্ষুর উপর সেক দিলেও উপকার হয়। চোক উঠার সঙ্গে চোক দিয়া অত্যন্ত জল ঝরিলে এক কাঁচ্চা আন্দাজ গোলাব জলে ৮।১০ রতি ফট্‌কিরী গুলিয়া সেই জল পায়রার পালকে তুলিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় চক্ষে লাগাইবে।

আঞ্জুনি (ষ্টাই)।—ইহা এক প্রকার ফোড়া, চক্ষুর পাতার উপর হয়।—আঞ্জুনির প্রথম অবস্থায় (বিশেষতঃ উপর পাতায় হইলে) "পল্‌সেটিলা" কিম্বা (নিচের পাতায় হইলে) "রষ্টক্স" ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।—এক্‌শবার আঞ্জুনি হইতে থাকিলে "হিপার" ৩০ ও প্রতিবার আঞ্জুনি ভাল হইবার পর চক্ষুর পাতায় শক্ত গুঠ্‌লির মত থাকিয়া গেলে "ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া" প্রত্যহ ২।১ বার করিয়া দিতে হয়। যন্ত্রনা বেশী হইলে আঞ্জুনির উপর তিসির পুল্টিশ গরম গরম লাগাইবে।

অল্প দৃষ্টি (উইকনেস্ অব্ সাইট্)—বেশী রাত জাগা, ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে না পাওয়া, উপবাস করা, খুব বেশী আলোকের দিকে তাকাইয়া থাকা, ক্রমাগতঃ (বিশেষতঃ অল্প আলোকে) বই পড়া, খুব সূক্ষ্ম জিনিসের দিকে চাহিয়া থাকা, অত্যন্ত মানসিক শ্রম, দুশ্চিন্তা, হস্তমৈথুন, নানা রকম ভারী রোগের দরুণ চোকের শক্তি কমিয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে।—এক দৃষ্টিতে বেশী চাহিয়া থাকা জন্য কম দেখিতে পাওয়ার পক্ষে "আর্নিকা" ভাল।—বেশী চিন্তা করা, রাত জাগা, লেখা পড়া করা কিম্বা নেশা করার পর দৃষ্টিহীনতার পক্ষে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়।—দৃষ্টি শক্তি মাঝে মাঝে কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে মাথাধরা থাকিলে "জিঙ্কম্" দেওয়া যায়, কিন্তু ভয়ানক দপ্‌দপে মাথা ধরা থাকিলে "স্যাঙ্গুনেরিয়া" দেওয়া উচিত।—দৃষ্টি হীনতার সঙ্গে চক্ষু হইতে বেশী জল পড়া থাকিলে "ইউফ্রেসিয়া" দেওয়া যায়।—দেখিতে না পাওয়ার সঙ্গে চক্ষু লাল আর তার সঙ্গে আলোকের দিকে তাকাইতে না পারা থাকিলে "বেলাডোনা" ভাল।—খুব বেশী বেশী তামাক খাওয়ার জন্য দৃষ্টি হীনতা হইলে "ট্যাবাকম্" ৩০ (একবার করিয়া) খাওয়া ও তামাক ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।—ঠাণ্ডা লাগিবার পর দেখিতে না পাওয়ার পক্ষে "একোনাইট" দেওয়া যাইতে পারে।—রক্তস্রাব, ভেদ, হস্তমৈথুন, বেশী স্ত্রী-সংসর্গ করা প্রভৃতির পর দৃষ্টিহীনতা হইলে "চায়না" ব্যবস্থা।—বেশী বয়স হইলে যে দৃষ্টিহীনতা হয়, অর্থাৎ যাহাকে চালসে ধরা কহে তাহার পক্ষে "ফস্‌ফরস্" ভাল।—অল্প বয়সে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়া জন্য

দৃষ্টিহীনতা হইলে "ফেরম্-মিউরিটিকম্" দেওয়া যায়।—স্ত্রীলোক-দের ঋতু বন্ধ হওয়ার জন্য দেখিবার শক্তি কমিয়া গেলে "পল্‌সেটিলা" ভাল। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করিবে। পুষ্টিকর লঘুপাক পথ্য খাইতে দিবে। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি ফস্ফেটযুক্ত খাদ্য এ রোগে বিশেষ উপকারি। প্রত্যহ স্নানের সময় চক্ষুতে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিলেও উপকার হয়।

চোক্ দিয়া জল পড়া।—ইহার প্রধান ঔষধ "ইউফ্রেসিয়া" কিন্তু যদি জল পড়ার সঙ্গে চক্ষু অতিশয় চুল্কায়, তবে "সল্‌ফর" ১২ দেওয়া যায়।—বাতাস লাগিলে যদি চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে তবে "পল্‌সেটিলা" ভাল; "পল্‌সেটিলা" দ্বারা উপকার না হইলে "সল্‌ফার" ১২ দেওয়া যায়।—এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২ বার করিয়া ৪ দিন সেবন করিতে দিবে।

কর্ণশূল (কান বেদনা করা)—হিম লাগা প্রভৃতি কারণে কান কট্ কট্ করে।—ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া কান কট্ কট্ করার পক্ষে "ক্যামোমিলা" ভাল।—তাহাতে উপকার না হইলে "ডল্‌কামেরা" তাহাতেও উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়।—কানের ভিতর কট্ কট্ করার সঙ্গে যদি কান দিয়া পূঁজ নির্গত হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" ভাল।—তাহাতে উপকার না হইলে "মার্কিউরিয়স্" ভাল।—যদি কানের ভিতর ফুলিয়া উঠে, আর হাত দিলে বেদনা বোধ হয় তবে "বেলাডোনা" খুব ভাল।—তাহাতে উপকার না

হইলে "মার্কিউরিয়স্" কিম্বা "পল্‌সেটিলা" ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

কর্ণশূলের অন্যান্য উপায়।—কাল তুলসির পাতার রস কানের ভিতর দিলে কানের কট্‌কটানি ভাল হয়; তাছাড়া হুড়হুড়ে পাতার রসের সঙ্গে আদার রস ও সরিষার তৈল মিশাইয়া আগুণে গরম করিয়া কিম্বা মনসা সিজের পাতা আগুণে সেঁকিয়া তাহার রস গরম গরম কানে দেওয়াও ভাল।—অর্জ্জুন গাছের পাতার রস কানের ভিতর দিলে কর্ণশূলের যতনা কমিয়া যায়। হিম লাগা প্রভৃতি কারণে কর্ণশূল হইলে গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে উপকার হয়।

কান দিয়া পুঁজ পড়া।— ইহার প্রধান ঔষধ "পল্‌সেটিলা"; "পল্‌সেটিলা" খাইয়া পাঁচ সাত দিনের মধ্যে উপকার না হইলে, "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—কিন্তু হামের পর কান পাকিলে যদি "পল্‌সেটিলা" দ্বারা উপকার না হয়, তবে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্" দিবে।—বসন্তের পর হইলে, প্রথমে "মার্কিউরিয়স্" দিবে; তাহাতে ১৫ দিন মধ্যে উপকার না হইলে "হিপার" দেওয়া যায়।—পারা-খাইবার পর কান পাকিলে "নাইট্রিক এসিড" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে, "হিপার" দেওয়া যায়।—ছোট ছোট ছেলেদের কান পাকা কিছুতেই না সারিলে "কেল্কেরিয়া" দিতে হয়। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বারে দিবে।—প্রত্যহ ২ বার করিয়া ঠাণ্ডা-জলের পিচকারি দিয়া কান পরিষ্কার করিবে।

কান পাকার অন্যান্য উপায়।—আপাঙ্গের পাতার রস কানের ভিতর ঢালিয়া দিতে হয়; এইরূপ পাঁচ সাত দিন আপাঙ্গের রস

ঢালিয়া দেওয়াতে অনেক দিনের কান পাকাও আরাম হইয়াছে। তা'ছাড়া সাদা আকন্দের শীকড় সরিষার তৈলে ফুটাইয়া, সেই তৈল কানে দিলে কান হইতে দুর্গন্ধ পুঁজ পড়া ও কান কটু কটু করা ভাল হয়। "আইডোফর্ম" এবং "গ্লিসরিন্" একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২।১ বার কানের ভিতর ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালিয়া দিবে। কিন্তু জানা উচিত, যে বেশী দিনের কান পাকা হঠাৎ ভাল হইলে অন্য রোগ হইতে পারে।

কানে শুনিতে না পাওয়া।—যদি শুনিতে না পাওয়ার সঙ্গে কানের ভিতর সর্ব্বদা ভোঁ ভোঁ শব্দ বোধ হইতে থাকে, আর মাথা ঘোরে, তবে "চায়না" দেওয়া যায়।—"চায়না" খাইয়া উপকার না হইলে "ফস্ফরস্" দেওয়া উচিত।—হামের পর শুনিবার শক্তি কম হইলে "পল্সেটিলা" ভাল।—এইরূপ বসন্তের পর শুনিবার শক্তি কম হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া যায়।—যাহাদের সর্ব্বদা বাতের মত গা হাতে বেদনা হয়, তাহাদের এইরূপ শুনিবার শক্তি কমিয়া গেলে "রোডোডেণ্ড্রন্" দেওয়া যায়।—আল্‌জিহ্বা ফুলিয়া উঠার জন্য শুনিতে না পাওয়ার পক্ষেও "মার্কিউরিয়স্" ভাল।—ঠাণ্ডা বাতাস লাগার পর শুনিবার শক্তি কমিয়া গেলে "আর্সেনিক" দেওয়া যায়।—কিন্তু সর্দ্দির জন্য শুনিবার শক্তি কমিয়া গেলে "পল্‌সেটিলা" কিম্বা "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া উচিত।—কুইনাইন্ খাইবার পর এই রোগ হইলে "কেল্কেরিয়া" দিবে।—ছোট ছোট ছেলেদের একৃশবার কর্ণশূলের দরুণ এই রোগে "পল্‌সেটিলায়" উপকার না হইলে "ক্যামোমিলা" দেওয়া যায়।—শুনিতে না পাওয়ার

সঙ্গে কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ কিম্বা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হইলে "মার্কিউরিয়স্" দিবে।—ঔষধ প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইবে।

কর্ণমূল ফোলা।—প্রথমে "বেলাডোনা" ও "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর দিলে না পাকিয়া বসিয়া যায়।—পাকিবার সময় "হিপার" প্রত্যহ তিন বার করিয়া আর তার পর ঘা শুকাইবার জন্য "সিলিসিয়া" (প্রত্যহ এক বার করিয়া) দিতে হয়। কর্ণমূল পাকিয়া উঠিলে ভাল ডাক্তার দিয়া অস্ত্র করাইবে। তার পর "ক্যালেণ্ডিউলা লোসন" প্রস্তুত করিয়া, ঐ লোসনে নেকড়া ভিজাইয়া ঘার মধ্যে দিয়া রাখিবে। পুষ্টিকর ও লঘুপাক পথ্য দেওয়া উচিত।

কান ভোঁ ভোঁ করা।—কুইনাইন্ না খাইয়া হইলে "চায়না" ভাল।—কুইনাইন্ খাইয়া হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যায়। ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া খাওয়াইবে। [১৬৯ পৃষ্ঠায় "কানে শুনিতে না পাওয়া" দেখ]।

নাসার্শঃ (পলিপস্)।—মল-দ্বারে যেমন অর্শের বলি হইয়া থাকে, সেইরূপ নাকের ভিতরেও যে এক প্রকার লালের ছিটযুক্ত হল্‌দে রঙ্গের আঁচিল বা বলি জন্মে, তাহাকে নাসার্শঃ বলে। এই রোগে রোগীর সর্ব্বদা সর্দ্দি ও নাক আট্‌কান হইয়া থাকে; নাসার্শঃ যত বড় হয়, নাক আট্‌কানও তত্তই বেশী হয়।—মোটা লোক, বিশেষতঃ যাহাদের শরীর জল বাতাসের দিনে খারাপ হয়, পায়ের তলা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে, কিম্বা যে সব স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাদের পক্ষে "কেকেরিয়া"

ভাল।—রোগা ও লম্বা লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ যদি নাসার্শেঃ সর্ব্বদা রক্ত পড়ে তবে "ফস্‌ফরস্" দিতে হয়।—যে সব স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম ভাল হয় না কিম্বা বন্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে "পল্‌সেটিলা" ভাল।—যদি নাসার্শের সঙ্গে নাক আট্‌কায়, হাঁচি হয় অথচ নাকে সর্দ্দি না থাকে, তবে "ষ্টাফাইসেগ্রিয়া" দিতে হয়। এই সব ঔষধ এক সপ্তাহ প্রতি দিন সন্ধ্যা কালে এক মাত্রা করিয়া সেবন করিয়া আবার এক সপ্তাহ কাল কোন ঔষধ না খাইয়া দেখিবে। যদি উপকার হইতে থাকে তবে আর ঔষধ খাইবে না।

নাসিকা হইতে রক্ত পড়া (এপিষ্টাক্‌সিস্)।—নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা, মাথার ভিতর রক্ত জমা, গায়ে বেশী রক্ত থাকা, অর্শঃ প্রভৃতি অন্য রকম রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে জবা ফুলের মত ঘোর লাল রক্ত নাক দিয়া পড়ে। তা'ছাড়া জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি রোগের শেষ অবস্থায় শরীরের রক্ত পাতলা হইয়া যাওয়া, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হওয়া প্রভৃতি কারণে নাক দিয়া অল্প কাল্‌চে রঙ্গের রক্ত পড়িয়া থাকে, অনেক সময় মাথাধরা, মস্তিকে রক্ত সঞ্চয় প্রভৃতি কমাইবার জন্য আপনা আপনি নাক দিয়া রক্ত পড়ে; তেমন স্থলে খুব বেশী রক্ত না ঝরিলে ঔষধ দিয়া বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই।—নাক দিয়া জবা ফুলের মত লাল রক্ত পড়ার সঙ্গে মাথা ভার থাকিলে, বিশেষতঃ খুব বলবান লোকের পক্ষে "একোনাইট্" ব্যবস্থা।—আঘাত লাগার পর, বিশেষতঃ নাকের ও কপালের ভিতর সুড়্‌সুড়্ করিয়া তার

পর রক্ত পড়িলে "আর্ণিকা" দিবে।—বেশী জোর দিয়া কোন ভারী জিনিস তুলিবার পর, বিশেষতঃ রাত্রিকালে কিম্বা মাথা নোয়াইলে রক্ত পড়ার পক্ষে "রস্‌টক্স" মন্দ নহে।—সকালে বিছানা হইতে উঠিবার পর, বিশেষতঃ বেশী গরম লাগা জন্য রক্ত পড়িলে "ব্রায়োনিয়া" উপকারী।—খুব বেশী, এমন কি দুই নাক দিয়া রক্ত পড়িলে আর তার সঙ্গে অত্যন্ত মাথার যাতনা থাকিলে "বেলাডোনা" দেওয়া দরকার।—কাহিল মানুষের নাক দিয়া রক্ত পড়িলে "চায়না" ভাল।—মাতাল-দিগের পক্ষে কিম্বা অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া জন্য এই রোগ হইলে "নক্সভমিকা" আবশ্যক।—কাল কাল ও দড়ির মত জমাট রক্ত নাক দিয়া পড়ার পক্ষে "মার্কিউরিয়স্" ব্যবস্থা।—স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকা কিম্বা অল্প হওয়ার দরুণ নাক দিয়া রক্ত পড়িলে "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।—গর্ভাবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়ার পক্ষে "সিপিয়া" ভাল।—যদি বাহ্যের বেগ দিবার সময়ে নাক দিয়া খুব বেশী রক্ত পড়ে, তবে "ফস্ফরস্" ১২ দিবে।—যদি নাক দিয়া রক্ত পড়ার সঙ্গে রোগী এত বেশী কাহিল হইয়া পড়ে, যে তাহার মুখ চুপসিয়া যায়, তবে "সিকেল" দিবে।—অনেক দিনের রক্ত পড়া কিছুতে আরাম না হইলে, বিশেষতঃ কাল রঙ্গের গাঢ় রক্ত পড়ার পক্ষে "ক্রোকস্" ভাল। জ্বরের প্রথম অবস্থায় নাক দিয়া রক্ত পড়িলে "একোনাইট্," "বেলাডোনা" এবং জ্বরের শেষাবস্থায় হইলে "রস্‌টক্স" "ফস্ফরস্" আবশ্যক। এই সমস্ত ঔষধ বাড়াবাড়ির সময়ে ২০।৩০ মিনিট অন্তর আর রোগ না হইতে দিবার জন্য প্রত্যহ ২।১ বার করিয়া সেবন করাইবে।

নাসিকা হইতে রক্ত পড়ার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও অন্যান্য উপায়।—রোগীকে মুখ বুজিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে এবং তাহার হাত দুটি মাথার উপর তুলিয়া রাখিতে কহিবে। কখন বা গরম জলে হাত দুটি খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে এবং তার পর চুপ করিয়া থাকিলেও রক্ত বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর মাথার উপর ভিজা নেকড়া বসাইয়া রাখিলেও উপকার হইতে পারে। কিন্তু কিছুতেই রক্ত পড়া না কমিলে "ট্যানিক-এসিড্," "ফটকিরির গুঁড়া" প্রভৃতি কিম্বা একটু জলে কয়েক ফোঁটা হেমামিলিসের মূল আরোক কিম্বা "টিংচার্ ষ্টিল্" অথবা একটু হিরাকস মিশাইয়া লইয়া রোগীকে নস্য লইতে দিবে। দুর্ব্বা ঘাস ও ডালিমের ফুল ছেঁচিয়া তাহার রস নস্য লইবে। আমলা ঘৃতে ভাজিয়া ও কাঁজিতে বাটিয়া ব্রহ্মতালুর উপর প্রলেপ দিবে। চিনির জলের নস্য লইবে। লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য অল্প ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিবে। কুমড়ার মোরব্বা, চিনি প্রভৃতি পথ্য বিশেষ উপকারী।

সপ্তম অধ্যায়।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর রোগ।

শিরঃশূল বা মাথাধরা (হেড্‌এক্)।—অজীর্ণ, সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকা, কোন রকম চর্ম্ম রোগ হঠাৎ ভাল হওয়া, স্ত্রীধর্ম্মের দোষ, ভাল ঘুম না হওয়া, হিম লাগা, রৌদ্র লাগা, চা খাওয়া, কাফি খাওয়া, নেশা করা, স্নানাহারের ঠিক না থাকা, দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠবদ্ধ, বেশী লেখা পড়া করা, রাত জাগা, রাগ, ভিজা পায়ে থাকা প্রভৃতি কারণে শিরঃশূল হইয়া থাকে। যকৃত, জরায়ু, পাকস্থালী প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রের উপসর্গেও মাথাধরা হয়; কিন্তু তা'ছাড়া মাথায় রক্ত জমিলে চক্ষু লাল, মাথাভার ও মাথাধরা প্রভৃতিও হইতে পারে।

মাথাধরার চিকিৎসা।—এ রোগের প্রধান ঔষধ (বিশেষতঃ রৌদ্র লাগিবার কিম্বা চুল কাটিবার পর মাথা ধরিলে) "বেলাডোনা"।—তা'ছাড়া অজীর্ণ জন্য মাথাধরায় "এণ্টি-মোনিয়ম্-ক্রুডম্," (বিশেষতঃ ঘৃতপক্ক জিনিস খাওয়া জন্য হইলে) "পল্‌সেটিলা" ভাল। নেশা করার পর মাথা ধরিলে "নক্সভমিকা"; কিন্তু মদ খাওয়ার পর মাথাধরায় "নক্সভমিকা" খাইয়া উপকার না হইলে "ওপিয়ম্" দিবে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে "একোনাইট" ভাল; তা'ছাড়া "মার্কিউরিয়স্" কিম্বা "নক্সভমিকা" দিতে হয়।—বেশী রাগের জন্য মাথা ধরিলে "ক্যামোমিলা"

দিবে।—বেশী চিন্তা ও লেখা পড়া করার পর মাথা ধরিলে "নক্সভমিকা" ভাল। গুরুপাক জিনিস বেশী খাওয়ার পর মাথাধরায় "নক্সভমিকা" দিতে হয়;—ভয়ের পর "ওপিয়ম"; আহ্লাদের পর "কফি"; দুঃখের ও শোকের পর "ইগ্নে-সিয়া";—রাগ ও ভয়ের পর "একোনাইট্";—রাত্রি জাগার পর "নক্সভমিকা";—শরীর দুর্ব্বল হইবার পর "চায়না"; রৌদ্র লাগার পর "একোনাইট" ও "বেলাডোনা"।—স্নানের পর মাথা ধরিলে "এণ্টিমনিয়ম্-ক্রুডম্"।—সর্দ্দিজনিত মাথা-ধরার পক্ষে, "ক্যামোমিলা," "মার্কিউরিয়স্," ও "নক্সভমিকা" ভাল। মাথায় রক্ত উঠা জন্য মাথা ধরিলে "একোনাইট," "বেলাডোনা," "ব্রায়োনিয়া," "আর্নিকা," "নক্সভমিকা," "সল্ফর," "কেল্কেরিয়া," "সিলিসিয়া" ও "প্ল্যাটিনা"।—হস্ত মৈথুনের পর মাথাধরা হইলে "নক্সভমিকা" ভাল।—আধ-কপালে মাথাধরার পক্ষে, "সিপিয়া," "বেলাডোনা," "লাইকো-পোডিয়ম্," "সল্ফর," "কেল্কেরিয়া," "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্," "প্ল্যাটিনা," "পল্সেটিলা," "নক্সভমিকা," এবং "একোনাইট" দেওয়া যায়।—যদি মাঝে মাঝে এক এক দিন সকালে কপালের উপর অল্প বেদনা বোধ হয়, তার পর ঐ বেদনা ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া পড়িতে থাকে ও বিকাল বেলা পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে; আর চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন কোন রকমে যাতনা কম না হয়, তবে "আর্নিকার" সঙ্গে "ব্রায়ো-নিয়া" পালা করিয়া দিতে হয়।—এই দুইটি ঔষধে কিছু কমিলে, কিম্বা এইরূপ মাথাধরা পুরাতন হইয়া পড়িলে প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা করিয়া "কেল্কেরিয়া" দেওয়া উচিত।—

এইরূপ যদি সকাল বেলা বাম চক্ষুর উপর বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে যত বেলা বেশী হইতে থাকে, ততই বাড়িতে আরম্ভ করে, আর তার সঙ্গে নাক আটকান, বমি হওয়া প্রভৃতি থাকে, তবে "নক্সভমিকা" দিবে।—দক্ষিণ পার্শ্বের মাথা-ধরার পক্ষে "বেলাডোনা" ভাল।—আধ কপালে মাথাধরা সন্ধ্যাকালে বেশী হইলে, আর তার সঙ্গে একটু আধটু শীত বোধ করা থাকিলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত।—যদি বেলা দুই প্রহরের কিম্বা রাত্রি দুই প্রহরের সময় আধকপালে মাথা-ধরা বেশী হয়, তবে "সল্‌ফর" ১২ দেওয়া উচিত।—যাহারা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে, তাহাদের যে প্রত্যহ সকালে এক রকম মাথাধরা আরম্ভ হয় আর লেখা পড়া করিবার ও কথা কহিবার সময়ে মাথার যাতনা বেশী হয়, তা'তে "নেট্রম্" দিবে।—যদি মাথাধরা ছাড়িয়া গেলে উপর-পেটের দক্ষিণ দিকে কন্ কন্ করে, আবার সেই কনকনানি কম হইয়া গেলে মাথাধরে, মাথাধরার সঙ্গে অতিশয় ছট্ ফট্ করা থাকে, "আর চুপ করিয়া থাকিলে যাতনা বেশী বোধ হয় তবে "আর্সেনিক" দিবে।—মাথাধরার প্রধান ঔষধ "বেলাডোনা"; যদি মাথাতে কাটিয়া ফেলিবার ন্যায় বেদনা বোধ হয়, চক্ষু লাল হইয়া উঠে ও চক্ষু বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, চক্ষু ফুলিয়া থাকে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, গা বমি বমি করে ও বমি হয়, বেলা তিনটার সময় মাথাধরা বেশী হয়, আর বসিয়া থাকা অপেক্ষা, নড়িলে চড়িলে মাথার যাতনা বেশী হয় তবে "বেলাডোনা" দিবে।—স্ত্রীধর্ম্মের রক্ত বেশী ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে ও পরে যে মাথাধরা হয়, তাহার পক্ষে "কেল্‌কেরিয়া" ভাল।—সর্দ্দির

মাথা ধরায় "ক্যামোমিলা" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে "নক্সভমিকা" দিবে; তাহাতেও উপকার না হইলে, "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—যদি মাথাধরার যন্ত্রনায় রোগী দৌড়িয়া বেড়ায় তবে "কফি" দিবে।—যদি কেবল ঘাড়ে দপ্ দপ্ করিতে থাকে, আর খাওয়ার পর, তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে, মাথা নোয়াইলে, জলে হাত দিলে যাতনা বেশী এবং টিপিয়া ধরিলে, চিৎ হইয়া শুইলে, গরম লাগিলে যাতনা কম হয় (কিম্বা যেখানে বেলা ৯টার সময় মাথাধরা আরম্ভ হইয়া, বেলা ২টা পর্য্যন্ত থাকে) সেখানে "ইগ্নেসিয়া" আবশ্যক।—যদি সর্দ্দি বসিয়া গিয়া মাথাধরা হয় তবে "চায়না" ভাল।—যে মাথাধরা এক দিন অন্তর হয় তাহাতে "চায়না" উপকারী।—আর যদি চোকের উপর চাপিয়া থাকা মত বোধ হয়, আর তার সঙ্গে গা গরম হইয়া উঠিয়াছেও তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম হইতেছে, তথাপি রোগী গায়ের কাপড় খুলিতে না পারে, তবে "হিপার" দেওয়া যায়।—যদি বেদনা ঘাড়ের দিক হইতে উঠিয়া সমস্ত মাথায় ছড়াইয়া পড়িতেছে বোধ হয়, তবে "জেল্সিমিয়ম" ভাল।—যদি বেদনা কপালের উপর হইতে উঠিয়া ঘাড়ের দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে বোধ হয়, তবে "নক্সভমিকা" উপকারী।—বাহিরের বাতাস গায়ে লাগিলে আর চাপিয়া ধরিলে যদি কপালে মাথাধরা কম হয়, তার সঙ্গে কোন জিনিস এমন কি জলটুকুও খাইতে ইচ্ছা না হয় আর গা বমি বমি করে, তাহা হইলে "পল্সেটিলা" খাওয়া আবশ্যক।—এইরূপ মাথাধরা যদি গরম ঘরের ভিতর কম হয় এবং তার সঙ্গে বেশ ক্ষুধা থাকে এবং কোন জিনিস খাইবার সময় মাথাধরা কমিয়া

যায়, কিন্তু খাওয়া শেষ হইলেই আবার যন্ত্রনা হয়, তবে "সিনা" দিবে।—যদি কপালে ও মাথার উপরে বেদনা করার সঙ্গে মাথার চাঁদি গরম থাকে আর তার সঙ্গে গা চুলকায় ও রাত্রি কালে নিদ্রা না হয়, তবে "সল্ফর" দিবে।—যদি মাথাধরার সঙ্গে মাথার চাঁদি ঠাণ্ডা বোধ হয় আর তার সঙ্গে কপালে ঘাম ও তৃষ্ণা থাকে, তবে "ভেরাট্রম" দেওয়া যায়।—যাহাদের স্ত্রীধর্ম্ম শীঘ্র শীঘ্র আর বেশী হয়, তাহাদের মাথাধরায় "কেল্কে-রিয়া" দেওয়া যায়।—স্ত্রীধর্ম্ম ভাল না হওয়ার সঙ্গে মাথাধরা থাকিলে "পল্সেটিলা," "সিপিয়া" কিম্বা "সিমিসিফিউগা" দেওয়া যায়।—যদি প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা আরম্ভ হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় যাতনা খুব বেশী হয়, আবার বিকালে সূর্য্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যাতনা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে, তবে "স্পাইজিলিয়া" ৩০ দিবে।—মাথাধরার সঙ্গে গা বমি বমি করা কিম্বা বমি হওয়া থাকিলে "ইপিকাক্," (বিশেষতঃ গা জ্বালা ও ছট্ফটানি থাকিলে আর পানাহারের পর বমি হইলে) "আর্সেনিক," (রক্ত প্রদর রোগিনীদের পক্ষে) "বেলাডোনা," (রক্ত প্রদরের সঙ্গে পা ঠাণ্ডা থাকিলে) "কেল্কেরিয়া," (শ্বেত প্রদর রোগিনী-দের পক্ষে) "সিপিয়া," (কপাল ঘামিলে) "ভেরাট্রম" এবং (নেশাখোরের পক্ষে) "নক্সভমিকা" দিবে। এই সব ঔষধ যাতনা বেশী থাকিলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর নতুবা প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইবে।

মাথাধরার অন্যান্য উপায়।—মাথাধরার সঙ্গে মাথা ভারি থাকিলে আদার রসের নস্য লওয়া ভাল। তা'ছাড়া ঠাণ্ডা

জলে "রিঠা" ফল (ইহা দ্বারা সাল প্রভৃতি পশমি বস্ত্র পরিষ্কার হয়) ঘসিয়া, সেই জলের নস্য লওয়াও ভাল। "রিঠা" ফল না পাওয়া গেলে কট্ ছাল, সজিনার ফল, কিম্বা কঁচু গুঁড়াইয়া ও সরিষার তৈলে মিশাইয়া নস্য দেওয়া যায়। মাথাধরার সঙ্গে মাথা জ্বালা করিলে আমরুলের রস ও পুরাতন ঘৃত একত্রে মিশাইয়া মাথার উপর প্রলেপ দেওয়াও ভাল। রৌদ্র লাগা জন্য মাথাধরার পক্ষে নিমের তৈল নস্য লওয়া ও মাথার উপর লাগান ভাল। আধ কপালে মাথাধরার পক্ষে হুড়্হুড়ে গাছের পাতার রসে হুড়্হুড়ের বীজ মাড়িয়া লইয়া যে দিকের মাথা বেদনা করে, সেই দিকের নাকে নস্য লইতে দেওয়া যায়। যদি মাথার চাঁদি কেবল জ্বালা করে, তবে থস্ থস্ অর্থাৎ গন্ধবেনা ঘাসের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়। খোসা তোলা কৃষ্ণ তিল আর জটামাংসী একত্র বাটিয়া মধু ও সৈন্ধবের সঙ্গে মিশাইয়া কিম্বা কৃষ্ণতিল আর বিড়ঙ্গ একত্র বাটিয়া রগের উপর প্রলেপ দিলে আধ কপালে মাথাধরা কমিতে পারে। তা'ছাড়া শ্বেত চন্দন ঘষিয়া তাহার সঙ্গে কর্পূর মিশাইয়া রগে প্রলেপ দিলেও আধ কপালে মাথাধরা ভাল হয়।

মাথাঘোরা (ভার্টিগো)।—পড়িয়া যাওয়া ও রৌদ্র-লাগা জন্য মাথাঘোরা হইলে বিশেষতঃ যদি মাথা তুলিবার সময় ঘুরিয়া উঠে, আর গা বমি বমি করে ও চক্ষে সব অন্ধকার দেখা যায়, তবে "একোনাইট" ভাল।—যদি মাথা ঘোরার সঙ্গে চারি দিক ঘুরিতেছে বোধ হয়, আর বাম দিকে পড়িয়া যাইবার মত বোধ হয় তবে "বেলাডোনা" দিবে।—উপর দিকে তাকাইলে কিম্বা উচুর উপর উঠিবার সময়ে মাথা ঘুরিলে, "কেল্কেরিয়া" ভাল।

উচু হইতে নিচে নামিবার সময় মাথা ঘোরার পক্ষে "ফস্ফরস্" ভাল।—বেশী হস্ত মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ, বেশী রক্ত ভাঙ্গা, পেটের অসুখ প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যে মাথা ঘোরা হয়, তাহার পক্ষে "চায়না" ভাল।—মাথা ঘোরার সঙ্গে ডান দিকে পড়িয়া যাইবার মত বোধ হইলে, বাহিরে বেড়াইলে এবং তাড়া তাড়ি মাথা নাড়িলে, এবং উপর দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে "কেল্কেরিয়া" দিবে।—যদি মাথা নিচু করিলে ঘুরিয়া উঠে, আর তার সঙ্গে সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবার মত বোধ হয়, তবে "গ্রাফাইটিস" ভাল; গ্রাফাইটিসে না কমিলে "নেট্রম্" দেওয়া যায়।—মাথাধরার সঙ্গে অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে, প্রাতে "নক্সভমিকা" ও বিকালে "নেট্রম্" এক মাত্রা করিয়া দেওয়া যায়।—অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে যদি সকাল বেলা ও আহারের পর বেশী মাথা ঘোরে আর তার সঙ্গে চোকে কানে কিছুই দেখিতে ও শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে "নক্সভমিকা" ভাল।—যদি শুইয়া ও বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা বেশী হয়, কিম্বা বসিয়া থাকিতে থাকিতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া উঠে আর সন্ধ্যার সময় গা ঘোরে আর মাথা ঘোরার সঙ্গে কানে কিছু শুনিতে না পাওয়া যায় তবে "পল্‌সে-টিলা" ভাল।—ভয় পাওয়ার পর মাথা ঘুরিলে "ওপিয়ম" ভাল। যদি সকল সময়েই মাথা ঘোরে বলিয়া, পড়িয়া যাইবার ভয়ে, রোগী বিছানা হইতে উঠিতে না পারে, আর সব যেন দুলি-তেছে বলিয়া বোধ করে ও তার চক্ষুতে সব অন্ধকার মত কাল বোধ হয়, তবে "মার্কিউরিয়স্" খুব ভাল।—যদি উঠিয়া বসিবার কিম্বা দাঁড়াইবার সময়ে মাথা ঘোরে আর এইরূপ মাথা ঘোরা

সকালে ও আহারের পর বেশী হয়, তবে "ফস্ফরস্" দিবে।—বিকালে ফাঁকা জায়গায় বেড়াইবার সময় মাথা ঘুরিলে (বিশেষতঃ যাহারা বেশী চিন্তা, লেখা পড়া ও নেশা করে, তাহাদের পক্ষে) "নক্সভমিকা" ও তাহাতে উপকার না হইলে "ফস্ফরস্" দেওয়া যায়।—বাহিরে বেড়াইবার ও লিখিবার সময় মাথা ঘুরিয়া উঠিলে "সিপিয়া" ভাল।—বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাতালের মত গা টলিতে থাকার সঙ্গে পশ্চাৎ দিকে টলিয়া পড়িবার মত বোধ হইলে, আর বৃদ্ধ মনুষ্যের মাথা ঘোরার পক্ষে "রস্টক্স্" ভাল।—যদি নড়িলে কিম্বা উপরের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া উঠে, আর তার সঙ্গে সম্মুখ দিকে টলিয়া পড়িবার মত বোধ হয় তবে "সিলিসিয়া" দেওয়া যায়।—যদি বসিয়া থাকিলে মাথাঘোরে আর তার সঙ্গে মাথার চাঁদি সর্ব্বদা গরম বোধ হয়, তবে "সল্ফর" প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা করিয়া সেবন করাইবে।—এই সব ঔষধের ৩০ ডাইলিউসন্ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইবে।

মাথাঘোরার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—বেশী লেখা পড়া করা, চিন্তা করা, প্রভৃতি যে সকল কারণে মাথাঘোরা হয় তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিবে। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য খাইবে। সর্ব্বদা কানের ভিতর তৈল দিয়া রাখিলে মাথাঘোরা কম হয়। প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে মাথার উপর মাখম মাখাও ভাল। মাখম না পাওয়া গেলে বাদামের তৈল, তাহাও না পাওয়া গেলে তিলের কিম্বা নারিকেলের তৈল মাথায় মাখিতে হয়। সরিষার তৈলে আমলা (শুষ্ক আমলকি) ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই তৈল মাখিলেও মাথাঘোরা কমিতে পারে।

মস্তিষ্ক প্রদাহ (মেনিঞ্জাইটিস্)।—এই রোগ ছেলেদেরই বেশী হইতে পারে।—দাঁত উঠা কিম্বা অন্য কোন প্রবল অসুখের সঙ্গে যদি শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়, আগেকার মত খেলা ধূলা করিতে ইচ্ছা না করে, সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে চাহে, মাথা তুলিতে কষ্ট বোধ করে, সর্ব্বদা মাথার উপর হাত তুলিয়া রাখে, সামান্য কারণে কিম্বা বিনা কারণে ভয়ানক চিৎকার করে, এক্‌শবার মাথা নাড়ে, আলো এবং গোলমাল সহ্য করিতে না পারে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠে, সর্ব্বদা ঝিমায় কিম্বা ঘুমাইতে না পারে, তাহার চক্ষু দুটি লাল হয় তবে শীঘ্র ভাল ডাক্তার ডাকিয়া পরামর্শ করিবে। এই সব লক্ষণের মধ্যে ২।১ টি প্রকাশ হইলেও বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ভয়ানক জ্বর, মাথাধরা, মুখ ও চোক লাল, আলোকের দিকে তাকাইতে কিম্বা গোলমাল সহ্য করিতে না পারা, ঘুম না হওয়া, ভয়ানক প্রলাপ প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ; তা'ছাড়া এ রোগের প্রথম থেকে বমি হইয়া থাকে আর চক্ষুর পুতলি (তারার মাঝ খানে যে একটি আর্শীর মত স্বচ্ছ স্থানে সব জিনিসের ছায়া পড়ে, তাহা) প্রথমে ছোট আর তার পর বড় হয়। নাড়ী কখন দ্রুত এবং ক্ষীণ আবার কখন বা মোটা এবং ধীর ভাবে নড়ে। যদি হঠাৎ নাড়ির গতি ক্ষীণ এবং দ্রুত হওয়ার সঙ্গে রোগীর আক্ষেপ (দড়কা) উপস্থিত হয়, তবে মস্তিষ্কে শোথ হইয়াছে জানিবে। মাথায় আঘাত লাগা, নেশা করা, কোন রকম চর্ম্ম রোগ হঠাৎ মিলাইয়া যাওয়া, হঠাৎ ভয় পাওয়া প্রভৃতি কারণেও এ রোগ হইতে পারে; তা'ছাড়া নিমোনিয়া, বিসর্প, প্রভৃতি রোগের সঙ্গেও মস্তিষ্ক প্রদাহ হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক প্রদাহের চিকিৎসা।—প্রথমে খুব বেশী জ্বর, ছট্ ফট্ করা, ভয়, ঘাম না হওয়া, পিপাসা প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট" আর তার সঙ্গে (সকলকে মারিতে ও কামড়াইতে যাওয়া, আলো এবং গোলমালে কষ্ট বোধ ও ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা থকিলে) "বেলাডোনা" কিম্বা (মাথাতে ফাটিয়া যাওয়ার মত বেদনা ও জ্বালা, খিট্‌খিটে স্বভাব, কোষ্ঠবদ্ধ, ঠোঁট ফাটা, সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রভৃতি থাকিলে) "ব্রায়োনিয়া" পালা করিয়া দিতে হয়।—রোগী অজ্ঞান হইয়া ঝিমাইতে থাকিলে ও বিড়্‌বিড়্ করিয়া ভুল বকিতে আর বিছানা খুঁটিতে থাকিলে, দৃষ্টি ক্যাল্‌ফেলের মত হইলে, অসাড়ে বাহে প্রস্রাব হইলে "হায়োসেমস্" দিবে।—তন্দ্রার সঙ্গে নাক ডাকা, মুখ অল্প বেগুণে বর্ণ হওয়া ও ফুলিয়া থাকা, কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ ভয় পাওয়ার পর রোগ হওয়া "ওপিয়ম্" দিবার লক্ষণ।—যদি রোগী কাহাকেও চিনিতে না পারে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে, ক্রমাগত ভুল বকিতে থাকে, কাল রঙ্গের পাতলা ভেদ ও সবুজ বমি করে, তবে "ষ্ট্র্যামোনিয়ম" দিবে।—মস্তিষ্কের ভিতর শোথ হইলে বিশেষতঃ যদি ভয়ানক চিৎকার করিয়া রোগী জাগিয়া উঠে, এক্‌শবার একটু একটু প্রস্রাব হয়, টেরা চাহনি ও দাঁত কিড়মিড় করা থাকে, শরীরের আধ খানা অঙ্গের আক্ষেপ ও অপর অর্দ্ধেকের পাক্ষাঘাত হয়, তবে) "এপিস্" কিম্বা (এক্‌শবার পা ছুড়িলে) "জিঙ্কম্", তা' ছাড়া "সাইকিউটা", "হেলিবোরস্," প্রভৃতিও দেওয়া যায়। এ রোগে ভাল ডাক্তার দেখানই সব চেয়ে ভাল। এই সব ঔষধ ২।৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

মস্তিষ্ক প্রদাহের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—সাগু, বার্লি প্রভৃতি সামান্য পথ্য দিবে। পিপাসা থাকিলে পরিষ্কার জল ও এক্‌শ-বার বমি হইতে থাকিলে বরফের টুকরা মাঝে মাঝে খাইতে দিবে। রোগীর মাথার চুল চাঁচিয়া তাহার উপর ভিজা নেকড়া জড়াইয়া রাখিবে। হাত পা ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইলে হাতে পায়ে সেক দিবে।

মৃগি রোগ (এপিলেপ্‌সি)।—রোগী হঠাৎ একে-বারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে আর তার সঙ্গে হাতে পায়ে খেচুনি হয়, তার পর মুখ দিয়া গাঁজলা উঠে; খানিক পরে আপনা আপনি জ্ঞান হয়, এ রোগ যত দেরীতে দেরীতে হয়, তত আরাম হওয়ার বেশী সম্ভাবনা জানিবে।

মৃগির চিকিৎসা—যদি প্রথমে মাথা ভারী আর রগে দপ্ দপ্ করা বোধ হইতে হইতে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, অজ্ঞান অবস্থায় গলার উপর হাত দিয়া থাকে; যখন ভাল থাকে তখন মাথাধরে, মাথাঘোরে, রাগ বেশী হয়, কান ভোঁ ভোঁ করে, চক্ষুর পুতলি বড় দেখায়, আর ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠে, তবে "বেলাডোনা" খুব ভাল।—খুব বলবান ব্যক্তি-দিগের মৃগি হইলে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়।—যদি প্রথমে মাথাঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা, চোকে কিছু দেখিতে না পাওয়া, পেটের ভিতর মোচকানি ও ক্ষুধার মত খালি খালি বোধ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া তার পর রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, অজ্ঞান অবস্থায় মুখ নীল বর্ণ ও চক্ষু দুটি ফাটিয়া বাহির হইবার মত দেখায়, দাঁত কড়্ মড়্ করে, মুখ দিয়া গাঁজলা ভাঙ্গে আর প্রস্রাব হয়, তার পর জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে খানিক

ক্ষণ নাক ডাকার সঙ্গে ঘুম হয়; কিম্বা যদি জল খাইতে গেলেই মৃগি রোগ প্রকাশ হয়, তবে "হায়োসেমস্" দিতে হয়।—মৃগি রোগ যদি রাত্রি কালে হয়, আর জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে রোগী অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুমায়, তবে "ওপিয়ম" দিবে।—ভয় পাওয়া, অনেক দিন অবধি পুরাতন জ্বর ভোগ করা প্রভৃতি কারণে কিম্বা চুল্কোনা প্রভৃতি ভাল হইবার পর যদি মৃগি রোগ হইতে আরম্ভ হয় আর তার সঙ্গে রোগ হইবার আগে আলস্য ভাঙ্গিতে থাকে এবং যেন উপর পেটের ভিতর হইতে কোন জিনিস তলপেট দিয়া পায়ের দিকে চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়; আর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে, শরৎ ও গ্রীষ্ম কালে রোগ বেশী হয় এবং তার সঙ্গে রোগী দিন দিন মোটা হইতে থাকে, তবে "কেল্কেরিয়া" ৩০ দিবে।—যদি রোগ হইবার পূর্ব্বে শরীরের বাম অঙ্গ ঠাণ্ডা বোধ হয়, রোগের পর গরম ঘাম এবং দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাতের মত অবশ বোধ হয় আর যদি রাত্রিতে নিদ্রাকালে ও অমাবস্যার সময়ে রোগ বেশী হয় তবে "সিলিসিয়া" দিবে।—যদি প্রথমে দক্ষিণ পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে শরীরের সমস্ত দক্ষিণ ভাগে, কিম্বা পিঠ হইতে আরম্ভ হইয়া হাতের দিকে সুড়্ সুড়্ করা বোধ হইয়া রোগ আরম্ভ হয়, তবে "সলফর" ভাল।—এই রোগের আর একটি প্রধান ঔষধ "কুপ্রম্"; কোন ঔষধে উপকার না হইলে "কুপ্রম্" ২০০ দিয়া অনেক মৃগি রোগ আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। যদি প্রথমে গা বমি বমি করে, কাঠ নেকার উঠে, বমি হয়, বাম হাতে টানিয়া ধরার মত বোধ হয়, ডান হাতে সুড়্সুড়ি কিম্বা কন্‌কনানি বোধ হয়, কম্প

হয়, বুক ধড়্ ফড়্ করে, কিম্বা এমন লক্ষণ কিছুই না হইয়া রোগী হঠাৎ চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হয়; অজ্ঞান অবস্থায় রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হয়, বুকে আর মাথায় ঘাম হয়, জ্ঞান হইবার আগে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে, খুব প্রস্রাব হয়, আর ডান হাত কাঁপে আর অমাবস্যার সময়ে রোগ বেশী হয় তবে "কুপ্রম্" বেশী খাটে।—স্ত্রীলোক ও শিশুদের মৃগি রোগের সঙ্গে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকা, কাঁপা, জিহ্বার ধারে ধারে ঘা হইয়া টাটাইয়া থাকা "সিকিউটা" ব্যবস্থা করিবার এবং সাদা রকম জিহ্বার মাঝ খানে পরিষ্কার ও দুই ধারে সাদা থাকা "কষ্টিকম্" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ। [১৮৮ পৃষ্ঠায় "আক্ষেপ" দেখ]

এই সকল ঔষধ ৩০ ক্রম, ৩ দিন অন্তর ৩ দিন প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে এক মাত্রা করিয়া সেবন করা উচিত। উপরের লিখিত ঔষধগুলি দ্বারা উপকার না হইলে বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহা দিতে হয় দিবে।

ধনুষ্টঙ্কার বা দাঁতকপাটী (টেটানস্)।—

ঠাণ্ডা লাগা, বেশী পরিশ্রম করা, শরীরের কোন স্থানে (বিশেষতঃ হাতে পায়ে) কোন রকম চোট লাগিয়া ঘা হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, বেশী ভয় পাওয়া, দুঃখ হওয়া প্রভৃতি নানা কারণে ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ, পিঠে ও ঘাড়ে বেদনা, ঢোক গিলিবার সময় গলায় বেদনা, নিশ্বাস ফেলিবার সময়ে কষ্ট প্রভৃতি হইয়া তার পর দম আটকাইতে থাকে ও দাঁতকপাটি লাগে। রোগ যত বেশী হইতে থাকে, ততই রোগীর সমস্ত শরীর বেশী শক্ত হয় ও ধনুকের মত বেঁকিয়া যায়। প্রথমে

বেশ ভাল রকম চিকিৎসা না হইলে রোগ বেশী হইয়া ৪।৫ দিনে রোগী মরিয়া যায়। এই রোগটি বড় কঠিন; অতএব চিকিৎসক না ডাকিয়া, নিশ্চিন্ত থাকা কথনই উচিত নহে।

ধনুষ্টঙ্কারের চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথমে যদি ঘাড়ে আর গলার ভিতর বেদনা বোধ হয়, তার সঙ্গে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা থাকে, তবে "বেলাডেনা" দিবে।—ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এইরূপ হইলে, "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া দিবে।—রোগ আরম্ভ হইলে যদি এক এক বার শরীর পশ্চাৎ দিকে বেঁকিয়া ধনুকের মত হয়, আবার তথনই সোজা হয়, আর হাত, পা অতিশয় শক্ত থাকে, অথচ এ অবস্থায় তার জ্ঞান থাকে আর কেহ গায়ে হাত দিবা মাত্র তাহার সমুদয় শরীর বাঁকিয়া যায়, তবে "নক্সভমিকা" ভাল।—("নক্সভমিকায়" উপকার না হইলে, "সিকিউটা ভাইরোজা" ও "বেলাডোনা" পালা করিয়া দিবে)। হিম লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কারের সূচনা হইলে, আর তার সঙ্গে যদি মুখের চেহারা একবার লাল, আর তার পরেই ফেঁকাশে হইতে থাকে তবে "একোনাইট" ভাল।—একোনাইটে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি তার সঙ্গে কোন জিনিস খাইতে গেলে কষ্ট বোধ হয়, দাঁতকপাটি এবং ঘাড় শক্ত ও চক্ষুর পুতলি বড় দেখায় আর রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, অথবা জল খাইতে গেলে খেচুনি হয় তবে "বেলাডোনা" দিতে পারা যায়।—যদি এই রোগের সঙ্গে বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ থাকে বিশেষতঃ যদি ভয় পাওয়া জন্য হয়, তবে "ওপিয়ম" ভাল।—আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে প্রথমে "আর্নিকা" এবং ২৪ ঘন্টার পর "ওপিয়ম" দিবে। কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে যদি বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয়

তবে "হায়োসেমস্" ভাল।—আঘাত লাগিয়া ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে "রস্‌টক্‌স" দেওয়া যায়।

এই সকল ঔষধ বিবেচনা মত আধ ঘণ্টা অথবা এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়া উচিত। ঔষধ গিলিতে না পারিলে ঔষধের শিশি খুলিয়া রোগীকে শোঁকাইবে।

ধনুষ্টঙ্কারের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর পিঠের দাঁড়ার ও মাথার উপর "চ্যাপমানের আইস্ ব্যাগ" কি তাহা অভাবে বরফ পূর্ণ থলি রাখিয়া দিবে। রোগীকে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে, আর যাহাতে তাহার ঘরে গোলমাল না হয়, তাহা করিবে। গিলিবার শক্তি থাকিলে, গরম দুধ, মাংসের যুষ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায়। গিলিতে না পারিলে মল-দ্বার দিয়া পিচকারী দ্বারা পথ্য দিতে হয়।

নানা রকম আক্ষেপ (কন্‌ভল্‌শন্স)।—

হস্ত মৈথুন প্রভৃতি নানা উপায়ে শরীর ক্ষীণ করিয়া ফেলা, বেশী চিন্তা করা, হঠাৎ ভয়, শোক, দুঃখ, রাগ প্রভৃতি হওয়া, ক্রিমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, মাথায় রক্ত জমা, নেশা করা, বিষ খাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে যে হাত পা বেঁকিতে থাকে তাহাকে আক্ষেপ বলে; এইরূপ হাত পা বেঁকা, রোগী ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে পারে না। অনেক সময় ইহা হইলেই রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকে; এই রোগ স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেদেরই অধিক হইয়া থাকে।

নানা রকম অক্ষেপের চিকিৎসা।—আঘাত ও ক্ষত জন্য আক্ষেপ হইতে থাকিলে "আর্নিকা," "রষ্টক্স," "সিকিউটা," "সল্‌ফর"; ভয় জন্য "ওপিয়ম্"; শোক জন্য "জেল্‌সিমিয়ম্,"

"ইগ্নেসিয়া"; রাগ জন্য "ক্যামোমিলা"; নেশা করা জন্য "বেলাডোনা," "হায়োসেমস্," "ইগ্নোসিয়া," "নক্সভমিকা," "ওপিয়ম্;" হাম, বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হঠাৎ মিলাইয়া যাইবার পর "কুপ্রম্," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্," "কেম্বেরিয়া"; কৃমি জন্য "সিনা," সিকিউটা" ও "হায়োসেমস্"।

আক্ষেপের সঙ্গে হাত পা শক্ত হওয়া থাকিলে "সিনা," "ইপিকাক"; আলোকের দিকে চাহিলে আক্ষেপ হওয়া পক্ষে "বেলাডোনা," ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; আক্ষেপের সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রনা বোধ হইলে "বেলাডোনা" "ক্যামোমিলা," "কুপ্রম্" "হায়োসেমস্," "ইগ্নেসিয়া"; আক্ষেপের সঙ্গে ঢেঁকুর উঠিলে "পল্সেটিলা," আক্ষেপের পূর্ব্বে হিক্কা হইলে "কুপ্রম," আক্ষেপের সঙ্গে পেট কামড়াইলে "ক্যামোমিলা," "মার্কিউরিয়ম্"; আক্ষেপের সঙ্গে জ্ঞান না থাকিলে "বেলাডোনা," "হায়োসেমস্" "ক্যাম্ফর," "সিকিউটা," "কুপ্রম," "ইগ্নেসিয়া," "ইপিকাক," "নক্সভমিকা" "ওপিয়ম্," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; আক্ষেপের সঙ্গে ভেদ হইলে "চায়না," "হায়োসেমস্," "নাইট্রিক-এসিড"; পিপাসা থাকিলে "একোনাইট," "বেলাডোনা," "ক্যামোমিলা," "মার্কিউরিয়স্"; বমি হইলে "কুপ্রম," "ইপিকাক," "নক্সভমিকা," "পল্সেটিলা"; হাই উঠিলে "ইপিকাক"; মুখের চেহারা নীলবর্ণ হইলে "ক্যাম্ফর," "ভেরাট্রম," মুখের চেহারা মলিন (পাঙ্গাশ বর্ণ) হইলে "সিকিউটা," "ইপিকাক," "সিলিসিয়া"; মুখের চেহারা হল্দে হইলে "সিকিউটা"; মুখের চেহারা লাল হইলে "বেলাডোনা," "কুপ্রম," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; প্রস্রাব হইতে থাকিলে "কষ্টিকম্,"

"কুপ্রম্," "হায়োসেমস্," "নক্সভমিকা"; বুক ধড়ফড় করিলে "ল্যাকিসিস্" "মার্কিউরিয়স্"; ক্ষুধা থাকিলে "সিনা," "হায়োসেমস্"; কাশী থাকিলে "ক্যামোমিলা," "সিনা," "কুপ্রম্"; মাথাধরা থাকিলে "বেলাডোনা"; আক্ষেপের সঙ্গে রোগী হাসিতে থাকিলে "কেক্কেরিয়া"; হাতে পায়ে সুড়্-সুড়্ করিলে "বেলাডোনা," "কুপ্রম্" "সিলিসিয়া"; মুখে ফেনা উঠিলে "ওপিয়ম" "হায়োসেমস্"; তন্দ্রা থাকিলে "বেলাডোনা," "ক্যাম্ফর," "ক্যামোমিলা," "হায়োসেমস্," "ইগ্নেসিয়া," "ল্যাকিসিস্," "ওপিয়ম্," "সিলিসিয়া"; ঘাম হইলে "বেলাডোনা," "সিকেল," "সিলিসিয়া"; গা বমি বমি করিলে "ক্যাম্ফর," "কুপ্রম্," "ইপিকাক," "নক্সভমিকা" ও "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।

সন্ধ্যাকালে আক্ষেপ হইলে "কেক্কেরিয়া," কেহ স্পর্শ করিলে আক্ষেপ হওয়া পক্ষে "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; প্রাতে আক্ষেপ হইলে "কেক্কেরিয়া," অমাবস্যার সময় আক্ষেপ বেশী হইলে "কষ্টি-কম্," "সিলিসিয়া"; পূর্ণিমার সময় "কেক্কেরিয়া"; রাত্রিতে "কেক্কেরিয়া," "হায়োসেমস্," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; কাঁদিবার পর "আর্নিকা," "কুপ্রম্"; গা ধুইবার পর "সল্‌ফর"; ঠাণ্ডা জল লাগাইলে আক্ষেপ কম হওয়া পক্ষে "কষ্টিকম্" দিতে হয়। এই সব ঔষধের ৬ বা ৩০ ক্রম এক এক মাত্রা রোগের প্রবল অবস্থায় আধ কিম্বা এক ঘণ্টা অন্তর আর আক্ষেপ বন্ধ হইবার পর কিছু দিন ধরিয়া তিন দিন অন্তর তিন দিন করিয়া প্রত্যহ এক এক মাত্রা সেবন করাইবে। আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর গা মাথার কাপড় খুলিয়া দিবে ও তাহার মুখে চোকে শীতল জলের

ঝাপ্‌টা মারিবে এবং মাথায় শীতল জল দিবে। আর পরিষ্কার বাতাসে রোগীকে রাখিবে।

হিষ্টিরিয়া।—স্ত্রীধর্ম্মের গোলমাল বশতঃ এ রোগ অধিক হইয়া থাকে, তা'ছাড়া শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যাওয়া ও ভাল জিনিস খাইতে না পাওয়া, মন খারাপ থাকা প্রভৃতি কারণেও এই রোগ হইতে পারে। অনেক সময় "হিষ্টিরিয়া" রোগের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতেও যথার্থ "হিষ্টি-রিয়া" প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে। স্বামি সহবাস থাকিলে এই রোগ কম হইতে পারে এবং ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে ইহা বেশী হয়। সচরাচর স্ত্রীধর্ম্মের সময়ে হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়া থাকে। প্রথমে অত্যন্ত হাঁসিতে, কাঁদিতে, ঝগড়া করিতে, কথা কহিতে, কিম্বা ভয় পাওয়ার মত ভাব দেখিতে থাকার সঙ্গে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গা বমি বমি করা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, গলার ভিতর একটা কি যেন আট্‌কাইয়া থাকা প্রভৃতি বোধ হয়; তাহার পর রোগী অজ্ঞান হয়, দাঁতকপাটি লাগে এবং হাত পা আছড়াইতে থাকে। কোথাও বা কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে, কখন বেড়াইতে থাকে। যদি এই রোগের সঙ্গে স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হওয়া থাকে তবে "কেক্কেরিয়া" ৩০, ৩।৪ দিন অন্তর ১ বার করিয়া দিবে। কিন্তু স্ত্রীধর্ম্ম কম কিম্বা বন্ধ থাকিলে "সিপিয়া" ৩০ ঐরূপ দিতে হয়। রোগ প্রকাশ হইলে নিম্নলিখিত মত ঔষধ দিবে। রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যখন রোগী সামান্য কারণে অতিশয় হাসিতে কিম্বা কাঁদিতে থাকে এবং যখন পীড়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে গলার ভিতর যেন কি পুটলি পাকাইয়া উঠিতেছে বোধ করে সেই

সময় "ইগ্নেসিয়া" ২০০ এক মাত্রা দিলে বেশ উপকার হইতে পারে। ইহাতে উপকার না হইয়াও যদি দম আটকাইয়া যাইবার মত বোধ হয়, আর মুখ লাল দেখায়, চোক বাহির হইয়া পড়ে ও ঘোর লাল দেখায় তবে "বেলাডোনা" .৬ দিবে। এ ছাড়া অনেক ঔষধ শিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা জানেন। [১৮৮ পৃষ্ঠায় "নানা রকম আক্ষেপ" দেখ]

এই সকল ঔষধ ২০ মিনিট অন্তর ২।৩ বার মাত্র দিতে হয়।

হিষ্টিরিয়ার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগের পূর্ব্বাবস্থা দেখিবা মাত্র মাথায় জল ঢালিতে আরম্ভ করিবে আর তাহার গায়ের কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে। যেখানে খুব বাতাস বহিতে পারে এমন জায়গায় রোগীনিকে শোয়াইয়া রাখিবে। মুখে ও চোকে জলের ঝাপটা দিতে থাকিবে। যাহাদের মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়া হয়, তাহারা যেন কখন কাপড় আঁটিয়া না পরে; প্রত্যহ যেখানে পরিষ্কার বায়ু বহিতে পারে এমন জায়গায় নিয়ম মত পরিশ্রম করিবে। কাম, ক্রোধ, শোক, দুঃখ, চিন্তা প্রভৃতি হইতে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত; কারণ কোন রকমে ইহাদের মনে একটি ভাব বেশী হইলে, হিষ্টিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; গুরুপাক ও গরম জিনিস খাওয়া আর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকা অনুচিত। যদি কোন কোন দিন রাত্রিতে একান্ত ঘুম না আসে তবে "কফি" ১ মাত্রা খাইবে।

অনিদ্রা (স্লিপ্‌লেস্‌নেস্)।—শরীরে কোন অসুখ না থাকিলে, লোকে মোটামুটি ৬।৮ ঘণ্টা নিদ্রা গিয়া থাকে। জাগিয়া থাকার অবস্থায় পরিশ্রম, চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা শরীর ক্ষয় হইয়া থাকে। নিদ্রার অবস্থায় সেই সকল অভাব নষ্ট হয়। যুবা

অপেক্ষা শিশুরা বেশী নিদ্রা যায়। শরীর খুব সবল থাকা অপেক্ষা দুর্ব্বল থাকিলে নিদ্রা বেশী হয়। জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া থাকিলে নিদ্রা ভাল হয় না। তা'ছাড়া চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি আর বেশী পরিশ্রম না করা, কফি প্রভৃতি গরম জিনিস ব্যবহার করা, হজম শক্তি কম থাকা ইত্যাদিও অনিদ্রার কারণ।

বলবানদিগের ঘুম না হওয়ার সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করা ও গা গরম আর মনে ভয় এবং আশঙ্কা থাকিলে "একোনাইট" ভাল। যদি ঘুম না হওয়ার সঙ্গে ছেলেরা কাঁদিতে থাকে, আর কোলে লইয়া বেড়াইলে শান্ত হয়, তবে "ক্যামোমিলা" ভাল।—"একো-নাইট" ও "ক্যামোমিলা" খাইয়া ঘুম না হইলে "কফি" ৬ দিবে। রাত্রি বারটার পূর্ব্বে ঘুম না হওয়ার সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করা থাকিলে "কষ্টিকম্" ভাল।—রাত্রি তিনটার পর ঘুম না হইলে "নক্স-ভমিকা" ও তিনটার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বেশী আহ্লাদ হওয়ার জন্য ঘুম না হইলে "কফি"।—শোক ও চিন্তার জন্য ঘুম না হইলে "ইগ্নেসিয়া" ভাল।—ভয়ের জন্য (গা গরম থাকিলে) "একো-নাইট" নতুবা "ওপিয়ম" ভাল।—রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত ঘুম না হইলে "মার্কিউরিয়স্" দিবে।—যদি দিনের বেলায় খুব ঘুম পায় আর রাত্রিকালে ঘুম না হয় তবে "সল্‌ফর" দিবে। যাহাদের শরীরে রক্ত খুব কম, তাহাদের ঘুম না হওয়ার সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করা, গা গরম বোধ, হাত পা জ্বালা থাকিলে "আর্সেনিক" ৩০ দিতে হয়।—যদি ঘুম পায় অথচ ঘুম হয় না দেখা যায় তবে "বেলাডোনা" খুব ভাল।—মাথা-ধরা কিম্বা অন্য রকম বেদনা জন্য ঘুম না হইলেও "বেলাডোনা"

উপকারী।—বেশী চিন্তা করা, বেশী পড়া শুনা করা, বেশী খাওয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে ঘুম না হইলে "নক্সভমিকা" ভাল।—বেশী খাওয়ার জন্য অনিদ্রা "নক্সভমিকায়" না কমিলে, "পল্‌-সেটিলা" দেওয়া যাইতে পারে।—চিন্তা ও বেশী দিন রাত জাগা জন্য অনিদ্রায় "ওপিয়ম" ভাল।—অতিশয় হাত পা জ্বালা থাকিলে "আর্সেনিক" (বেশী ঘৃতপক্ক জিনিস খাওয়ার পর হাত পা জ্বালা করিলে) "পল্‌সেটিলা," (হাত পা জ্বালার সঙ্গে, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা, পেট ভুট্‌ভাট্ করা, বুক ধড়্‌ফড়্ করা থাকিলে) "লাইকোপোডিয়ম্" এবং (শ্বেত প্রদর রোগিনীদিগের পক্ষে) "সিপিয়া" ভাল। হাত পা'র সঙ্গে মাথার চাঁদি জ্বালা করিলে "সল্‌ফর" ৩০ দেওয়া যায়।—এই সব ঔষধ ৩০ ক্রম রাত্রিতে শুইবার সময় এক মাত্রা ও ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ঘুম না আসিলে আর এক মাত্রা খাইবে।

অনিদ্রার আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—লঘুপাক ও অল্প মসালা দেওয়া পথ্য খাইবে, বেশী রাত্রিতে আহার করা ছাড়িবে, রাত্রিতে শুইবার আগে হাত পা ধুইয়া ও ভিজা গামছায় সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া শয়ন করিবে। উত্তম বাতাস খেলিতে পারে, এমন ঘরে গদি না পাতা বিছানায় শুইবে।

অনিদ্রার অন্যান্য উপায়।—অনিদ্রায় আফিং, মর্ফিয়া প্রভৃতি মাদক ঔষধ ব্যবহার করা ভারী দোষ। বরং যেখানে কোন অসুখ নাই অথচ নিদ্রা আসিতেছে না, সেখানে "হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরাল্" ৮।১০ গ্রেণ মাত্রায় আধ ছটাক জলের সহিত সেবন করা মন্দ নহে। কিন্তু কোন বেদনার দরুণ ঘুম না হইলে আধ রতি আফিং দিবে। শুশনি শাকের ঝোল খাইলে

সুনিদ্রা হয়। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে হাত পা শীতল জলে ধুইয়া ফেলিলে শীঘ্র নিদ্রা আইসে। মনে কোন রূপ দুর্ভাবনা থাকিলে শীঘ্র নিদ্রা হয় না। শয়ন করিয়া এক মনে ও এক দৃষ্টিতে পুস্তক কিম্বা অন্য কোন জিনিসের উপর চাহিয়া থাকিলে শীঘ্র নিদ্রা আইসে।

সর্দ্দি-গরমী (সনষ্ট্রোক)।—রৌদ্রের উত্তাপে বেশী পরিশ্রম করিলে, বেশী রৌদ্রের উত্তাপ গায়ে লাগাইলে কিম্বা অনেকক্ষণ রৌদ্রে থাকিয়া একেবারে খানিক জল পান করা প্রভৃতি কারণে যে প্রথমে গা গরম, ভয়ানক তৃষ্ণা, মাথা-ধরা, চক্ষু রক্তবর্ণ, শরীর কাহিল বোধ, গা বমি বমি করা, চোকে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি লক্ষণ হয়; তার পর রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, আর তার সঙ্গে খুব জোরে ও শীঘ্র নিশ্বাস পড়িতে থাকে, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে আর খেচুনি আরম্ভ হয়, তাহাকে সর্দ্দি-গরমী বলে। এ রোগেও ডাক্তার ডাকা খুব দরকার।

সর্দ্দি-গরমীর চিকিৎসা।—মাথায় বেশী রৌদ্র লাগিবার পর মাথা দপ্‌দপ্‌ করা আর তার সঙ্গে তৃষ্ণা, মুখ রাঙ্গা হওয়া, হাঁপাইয়া উঠিতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ আরম্ভ হইবা মাত্র "একোনাইট" আধ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার দিবে। (এই সময়ে শুষ্ক হাত দিয়া হাত, পা, ঘষিতে থাকিবে। আর পায়ের তলায় গরম জলের বোতল রাখিয়া দিবে)।—তার পর রোগী অজ্ঞান হইবা মাত্র "বেলাডোনা" ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিবে।—পীড়ার শেষাবস্থায় ঘাম হইয়া রোগীর গা ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইলে "ক্যাম্ফর" দেওয়া যায়।—সর্দ্দি-গরমীর পর যে মাথাঘোরা হয় তাহার পক্ষে "বেলা-

ডোনা" ভাল; "বেলাডোনায়" উপকার না হইলে "কার্ব্বো-ভেজিটেবুলিস্" দিবে।

সর্দ্দি-গরমীর অন্যান্য উপায়। রোগীকে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিবে; তাহার কাছে গোলমাল হইতে দিবে না। আর একখানি কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া লইয়া, ঐ কাপড়ে রোগীর সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিবে। আর তাহার মাথায় শীতল জল ঢালিবে। এই সময়ে পা ঠাণ্ডা থাকিলে গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখা উচিত। রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িলে ডিম্বের শাঁসের সঙ্গে ব্রাণ্ডি মিশাইয়া লইয়া রোগীর মল-দ্বারে পিচকারী দিবে। রোগীর অবস্থা ভাল হইতে আরম্ভ হইলে দুধ কিম্বা মাংসের যুষ গরম গরম পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

বোবায় ধরা (নাইট্‌মেয়ার)।—ভয়, শোক, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মন খারাপ থাকা, অজীর্ণ, খুব বেশী খাওয়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইতে পারে; ইহাতে রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ এমন এক রকম ভয়ানক যাতনা বোধ করে, যে সেজন্য তাহার বুক চাপিয়া দম আট্‌কাইবার মত হয় আর সে নড়িতে কিম্বা কথা কহিতে না পারিয়া কেবল "গোঁ" "গোঁ" শব্দ করিতে থাকে; কয়েক মিনিট এইরূপ যাতনা ভোগ করিবার পর রোগী অত্যন্ত ভয়ের সহিত জাগিয়া উঠে। যে কারণে বোবায় ধরা হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিলে বোবায় ধরাও ভাল হইতে পারে। অতএব সেই সব রোগের চিকিৎসা দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিলে এ রোগও ভাল হইতে পারে। তা'ছাড়া (গা গরম, পিপাসা, ছট্‌ফটানি ও বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা থাকিলে, বিশেষতঃ শিশু ও স্ত্রীলোকের পক্ষে) "একো-

নাইট," (মদ খাওয়া, নেশা করা কিম্বা খুব পেট ভরিয়া খাওয়া জন্য রোগ হইলে) "নক্সভমিকা," (ঘুমাইয়া পড়িবার একটু পরেই বোবায় ধরা হইলে) "নাইট্রিক-এসিড্," (বোবায় ধরা খুব ভয়ানক হইলে আর সেই সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ, চোক আধ-বুজান, নাক ডাকা, হাঁ করিয়া থাকা, মুখের উপর ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া, আক্ষেপ প্রভৃতি থাকিলে) "ওপিয়ম্," (বোবায় ধরার সঙ্গে কান্না, স্বপ্নে কাল রঙ্গের জন্তু দেখিতে পাওয়া ইত্যাদির পক্ষে) "পল্‌সেটিলা," (ভাল ঘুম না হওয়া, স্বপ্নে আগুণ দেখিতে পাওয়া, চিৎকার করিয়া ঘুম ভাঙ্গা পক্ষে) "সল্‌ফর" আবশ্যক। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।১ বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। যাহাদের মাঝে মাঝে এই রোগ হইয়া থাকে, তাহারা যেন প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে, ফাঁকা জায়গায় গিয়া যথেষ্ট ব্যায়াম ও পরিষ্কার বায়ু সেবন করিতে, খুব পেট না ভরিয়া খাইতে এবং বেশী ঔষধ ও নেশার জিনিস ব্যবহার করা ছাড়িয়া দিতে অভ্যাস করেন; আর রাত্রিতে খাইবার অতি কম এক ঘণ্টা পরে ঠাণ্ডা জলে হাত, পা, মুখ ধুইয়া শয়ন করা উচিত।

মূর্চ্ছা বা ভির্মি (ফেইণ্টিং)।—যদিও সামান্য কারণে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, তথাপি হৃদপিণ্ডের দোষ, বেশী দিন রোগ ভোগের জন্য মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, কোন রকম যন্ত্রনা, ভয়, রক্তভাঙ্গা ইত্যাদি কারণেও এই রোগ হইতে পারে। তা'ছাড়া অনেকের মন এমন দুর্ব্বল. যে রক্ত দেখা প্রভৃতি সামান্য কারনেই তাহাদের মন খারাপ হইয়া মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ভয় জন্য মূর্চ্ছা হইলে "একোনাইট," "ওপিয়ম্"; রাগজন্য "ক্যামো-মিলা," শোক জন্য "ইগ্নেসিয়া," "জেল্‌সিমিয়ম্"; আঘাত জন্য

"আর্নিকা"; রক্তস্রাব ও ধাতুক্ষয় জন্য "চায়না"; ভয়ানক যাতনা জন্য "একোনাইট," "ক্যামোমিলা," "ভেরাট্রম"; সামান্য মাত্র যাতনা জন্য "হিপার" ও মূর্চ্ছার আগে মাথা ঘুরিতে থাকিলে "হিপার" দিতে হয়। এই সব ঔষধ ২০।২৫ মিনিট অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগীকে শোয়াইয়া তাহার মাথা নিচু করিয়া রাখিবে, মুখে চোকে জলের ঝাপটা দিবে এবং গায়ের কাপড় আল্গা করিয়া দিবে। তা'ছাড়া (বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকিলে) একটু "এমোনিয়া" কিম্বা কর্পূর রোগীকে শোঁথাইবে। (১৮৮ পৃষ্ঠায় "নানা রকম আক্ষেপ" দেখ)।

পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস্)।—ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, রাত জাগা, মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণ ছাড়া অনেক রোগের সঙ্গেও পক্ষাঘাত হইতে পারে। যে অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়, রোগী তাহা নাড়িতে কিম্বা কেহ তাহাতে চিম্‌টি কাটিলে কি ছুঁচ ফুটাইলে বুঝিতে পারে না; কোথাও বা দুইই হয় অর্থাৎ সে অঙ্গে সাড়ও থাকে না, নাড়িবার শক্তিও থাকে না। স্থান ভেদে পক্ষাঘাতের নামও অনেক; যখন শরীরে এক দিকের হাত পা দুইই পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গ (হেমিপ্লেজিয়া) এবং কোমরের নিচের সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়, তখন তাহাকে প্যারাপ্লেজিয়া বলে। এ রোগে ভাল ডাক্তর দেখানই সব চেয়ে ভাল।

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা।—পরিশ্রমের পর পক্ষাঘাত হইলে "আর্নিকা," "রষ্টক্স"; আক্ষেপের পর "কষ্টিকম্," "হায়োসেমস্," "সিকেল," "সিলিসিয়া," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম," "সল্‌ফর";

ঠাণ্ডা লাগার পর "ডল্কামেরা," "মার্কিউরিয়স্," "রষ্টক্স"; জলে ভিজার পর "রষ্টক্স"; অতিরিক্ত মৈথুনের পর "চায়না," "ফেরম্," "নক্সভমিকা"; বাতের জন্য "আর্নিকা," "ব্রায়োনিয়া," "রুটা," "সল্ফর"; সবিরাম জ্বরের পর "আর্সেনিক," "নেট্রম্," "নক্সভমিকা," "রষ্টক্স," "সল্ফর"; ওলাউঠার পর "কুপ্রম্," "সিকেল," "ভেরাট্রম," "সল্ফর"; সীসা দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার পর "ওপিয়ম্"; পারা খাওয়ার পর "হিপার," "নাইট্রিক-এসিড," "সল্ফর," "ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া" দিতে হয়। তা'ছাড়া চোকের পাতার পক্ষাঘাতে "ভেরাট্রম," "জিঙ্কম্"; মুখের পক্ষাঘাতে "বেলাডোনা," "কষ্টিকম্," "ককিউলস্," "নক্সভমিকা," "ওপিয়ম্"; জিহ্বা ও বাক্শক্তির পক্ষাঘাতে "বেলাডোনা," "কষ্টিকম্," "ডল্কামেরা," "কুপ্রম," "হায়োসেমস্," "প্লম্বম্," "ষ্ট্র্যামোনিয়ম্"; মূত্রস্থালির পক্ষাঘাতে "ডল্কামেরা," "হায়োসেমস্," "লাইকোপোডিম্," "নেট্রম," "ওপিয়ম্"; মল-দ্বারের পক্ষাঘাতে "কষ্টিকম্," "হায়োসেমস্," "লাইকোপোডিয়ম্," "ওপিয়ম্," "রুটা," "ফস্ফরস্"; ডান দিকের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে "রষ্টক্স," "কষ্টিকম্"; বাম দিকের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে "আর্নিকা," "কষ্টিকম্," "ল্যাকিসিস্"; প্যারাপ্লেজিয়াতে "ককিউলস্," "নক্সভমিকা," "সিকেল" ইত্যাদি দেওয়া যায়। এই সব ঔষধ রোগের প্রবল অবস্থায় ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর এবং পুরাতন অবস্থায় প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করাইবে। পুরাতন ঘৃতে সৈন্ধব লবণ ও সোরা মিশাইয়া পীড়িত অঙ্গে মালিস করিয়া মুরগির পালকের কিম্বা তাল পাতার ধুম লাগাইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

(চর্ম্ম ও চুলের রোগ।)

আমবাত (নেট্‌ল্ রাশ্)।—আহারের দোষ, পরিশ্রমের পর শরীর হঠাৎ শীতল করা, প্রভৃতি কারণে যকৃতের দোষ কিম্বা হঠাৎ ঘাম বন্ধ হইলে গায়ের উপর যে মশার কামড়ের মত দাগ হয়, তাহাকে আমবাত কহে। আমবাতগুলি সাদা ও তাহাদের চারিধারে লাল হইয়া থাকে এবং হঠাৎ গায়ে বাহির হইয়া খানিকক্ষণ চুল্কাইতে থাকে, তার পর আবার আপনি মিলাইয়া যায়।—আমবাতের সঙ্গে জ্বর, পিপাসা, ছট্‌ফট্ করা প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট" দিবে।—হিম লাগা জন্য আমবাত হইলে, বিশেষতঃ চুল্কাইবার পর আমবাত জ্বালা করিলে "ডল্কামেরা" দিতে হয়।—জলে ভিজিবার দরুণ আমবাত হইলে "রষ্টক্স" দিবে।—স্ত্রীধর্ম্ম ভালরূপ না হওয়া কিম্বা আহারের দোষ জন্য আমবাত, বিশেষতঃ তার সঙ্গে সবুজে ভেদ রাত্রিতে বেশী হইলে "পল্‌সেটিলা" ভাল।—স্ক্রফিউলা ধাতুর লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে কাহিল হওয়া, গলার বিচি ফুলা, এবং রাত্রিকালে বিশেষতঃ বিছানায় শুইবার পর চুল্কান আরম্ভ হইলে "সল্‌ফর" ৩০ দিতে হয়।—ফাঁকা বাতাস গায়ে লাগিলে আমবাত মিলাইয়া যাওয়া পক্ষে "কেল্কেরিয়া" দিবে।—আমবাত চুল্কাইবার পর গা বমি বমি করিলে "ইপিকাক" দিতে হয়।—

আমবাতের সঙ্গে গলা ভাঙ্গা, কাশী ও প্রস্রাব লাল এবং কম হওয়ার পক্ষে আর খুব ঘুমাইবার পর আমবাত মিলাইয়া গেলে "এপিস" দিবে।—স্ত্রীধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমবাত বাহির হইলে কিম্বা আমবাতের সঙ্গে পেট কামড়াইলে "ডল্কামেরা" ভাল।—এই সব ঔষধ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। রোগের প্রথম অবস্থায় উপবাস করাইবে; তার পর লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য খাইতে এবং গরম জলে স্নান করিতে দিবে। গায়ের উপর ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে আমবাতের চুল্কান কম হয়। যাহাতে রোগীর গায়ে বেশ ঘাম হয় ও ক্ষুধা ভাল হয়, তাহার উপায় করিবে।

আমবাতের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে কয়েকটা বিছুটি পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইতে দিবে। একটা নেকড়ার পুটলিতে বালী পুরিয়া তাহা আগুনে গরম করিয়া আমবাতের উপর সেক দিবে। তা'ছাড়া কণ্টিকারী, শজিনার শীকড়, কেঁউ গাছের শীকড় ও উই মাটি একত্রে গোরুর চোনায় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। সরিষার তৈলে কিম্বা তেলা-কুচা পাতার রসে একটু লবণ মিশাইয়া গায়ে মাখিলেও আমবাত ভাল হয়। রাত্রিতে এক ছটাক আন্দাজ গরম জলে আধ তোলা আন্দাজ চিরেতা আর এক তোলা মিছরী ভিজাইয়া রাখিয়া তার পর দিন সেই জল ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। সরিষা তৈলে সোঁদালের কচি পাতা ভাজিয়া খাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া আমবাত ভাল হইতে পারে। ১ তোলা হরি-তকীর গুঁড়া এক তোলা ভেরেণ্ডার তৈলে মিশাইয়া খাইলেও দাস্ত হইয়া আমবাত ভাল হয়। আমবাতের সঙ্গে পেট কামড়ান

থাকিলে শুঁঠ ২ তোলা আর গোক্ষুর ২ তোলা একত্রে আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে উপকার হয়। জলে খানিক গোলঞ্চ আর হরিতকি সিদ্ধ করিয়া নারেঙ্গা লেবুর রস মিশাইয়া খাইলেও আমবাত ভাল হয়।

বিসর্প (এরিসিপেলাস্)।—এক রকম বিষ থেকে এই রোগ জন্মিতে পারে; তা'ছাড়া মদ খাওয়া, গরম জিনিস খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, অপরিষ্কার থাকা প্রভৃতি কারণেও ইহা হইতে পারে। আবার ধাতুর দোষে অনেকের একাধিকবার এই রোগ হইতে দেখা যায়। অনেক সময় (বিশেষতঃ কাহিল লোকের) ঘা, ফোড়া, চোট্ লাগা প্রভৃতি কারণেও এরিসিপেলাস্ হইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমে খুব জ্বর হয়, তার পর গায়ের উপর কোন জায়গার চর্ম্ম ফুলিয়া ও রাঙ্গা হইয়া উঠে, চুকায় এবং জ্বালা করে। আর আঙ্গুল দিয়া টিপিলে সেই জায়গার রাঙ্গা কাটিয়া গিয়া সাদা দেখায়; কিন্তু অঙ্গুলি উঠাইয়া লইলেই সেই স্থান আবার লাল হইয়া উঠে। কখন বা ফুলা চর্ম্মের তলে রস কিম্বা পুঁজ জমিয়া ফোস্কার মত হয়। সচরাচর ১২।১৪ দিনেই এই রোগ আরাম হইয়া থাকে; কিন্তু বেশী রোগীই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা; অতএব গোড়া থেকে খুব বিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করাইবে।

বিসর্পের চিকিৎসা।—প্রথমে খুব বেশী জ্বর, মোট ও দ্রুত নাড়ী, পিপাসা, ছট্‌ফট্ করা প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট" দিবে।—যদি এরিসিপেলাস্ খুব লাল ও চক্‌চকে দেখায়, অথচ তত ফুলা না থাকে, কিম্বা খুব মাথাধরা, চোক লাল, ভুল বকা,

আলোক ও শব্দ সহিতে না পারা প্রভৃতি থাকে, তবে "বেলা-ডোনা" দেওয়া উচিত।—মুখে বিসর্প হইয়া ফুলিয়া উঠিলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি নড়িতে চড়িতে শীত পায় অথচ মুখ এবং হাতের চেটো জ্বালা করে, মুখ শুখায় অথচ পিপাসা না পায় আর প্রস্রাব কম হয়, তবে "এপিস্" দিতে হয়।—যখন এরিসিপেলাস্ পচিবার উপক্রম হইয়া অল্প নীল বর্ণ দেখায় ও অত্যন্ত জ্বালা করে আর তার সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র কাহিল হইয়া পড়া, অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করা, এক্‌বার একটু একটু জল পান করা, এবং রাত্রিকালে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রে যাতনা বেশী প্রভৃতি লক্ষণ হয়, তবে "আর্সেনিক" দিবে।—গাঁটের উপর বিসর্প হইয়া গাঁট ফুলিয়া লাল হইলে ও নাড়িবার শক্তি না থাকিলে আর তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, খিট্‌খিটে মেজাজ প্রভৃতি হইলে "ব্রায়োনিয়া" দিবে।—যদি গায়ের এক জায়গায় এরিসি-পেলাস্ কমিতে না কমিতে আর এক জায়গায় আরম্ভ হয় ও তার রং অল্প নীলের আভাযুক্ত লাল দেখায় এবং জিহ্বার উপর সাদা রঙ্গের ময়লা খুব পুরু হইয়া পড়িয়া থাকে ও সকাল বেলা মুখ অত্যন্ত বিস্বাদ বোধ হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত।—ফোস্কার মত এরিসিপেলাসের পক্ষে বিশেষতঃ বাম দিকে আরম্ভ হইয়া ডান দিকে বিস্তৃত হইতে থাকিলে ও জ্বালা, চুল্কান, সড়্ সড়্ করা বেশী থাকিলে "রষ্টক্স" দিতে পারা যায়।—নিমোনিয়া, টাইফয়েড্ প্রভৃতি জ্বর সংক্রান্ত রোগের সঙ্গে বিসর্প আরম্ভ হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে তন্দ্রা, দমকা নিশ্বাস, নাড়ী ধীর প্রভৃতি হইলে "ওপিয়ম্" দিবে।—যাহাদের গায়ে সামান্য মাত্রে আঁচড় লাগিলে ফুলিয়া উঠে ও

থাকে, তাহাদের (এরিসিপেলাস্ হইতে আঠার মত রস নির্গত হইলে ও বিশেষতঃ মোটা লোকের) পক্ষে "গ্র্যাফাইটিস্", (এরিসিপেলাস্ পাকিবার উপক্রম হইলে, বিশেষতঃ পারার ধাতুতে) "হিপার" মন্দ নহে। এই সব ঔষধ প্রথমে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আর তার পর ক্রমে উপকার আরম্ভ হইলে আরো বিলম্বে সেবন করাইবে। তরল ও লঘুপাক পথ্য দিবে; আর জ্বালা ও চুল্কান কমাইবার জন্য এরিসিপেলাসের উপর ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া রাখিবে। রোগীকে পরিষ্কার রাখিবে।

খোস ও চুল্‌কোনা (স্কেবিস্ এণ্ড্ ইচ্)।— অপরিষ্কার থাকা প্রভৃতি কারণে এক প্রকার কীটাণু রক্তের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের নিচে থাকিয়া এই রোগ জন্মাইয়া দেয়। তা'-ছাড়া এরূপ রোগীর কাপড় পরিলে, এক সঙ্গে বাস করিলেও খোস্ চুল্কোনা হইতে পারে। ইহার লক্ষণাদি সকলেই জানেন।—ইহার (বিশেষতঃ কাঠ চুল্কোনার) প্রধান ঔষধ "সল্‌ফর"; তা'-ছাড়া "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" "লাইকোপোডিয়ম্"; বিশেষতঃ খোষের পক্ষে "মার্কিউরিয়স্" প্রভৃতিও দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু চুল্কানর ও রোগীর শারীরিক অবস্থার নানা রকম লক্ষণ দেখিয়া এই সব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।—যদি জল লাগিলে গরম বিছানায় বেশী চুল্কাইতে থাকে, তবে "সল্‌ফর" দিবে।—ঠাণ্ডা বাতাসে চুল্কান বেশী ও গরম লাগিলে চুল্কান কম হইলে "রষ্টক্স" এবং তাহাতে উপকার না হইলে "আর্সেনিক" দিবে।—তা'ছাড়া (গায়ের কাপড় খুলিবা মাত্র চুল্কান বেশী হইলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" (রাত্রিকালে বিছানার গরমে বেশী চুল্কাইলে আর সামান্য চুল্কাইলেই রক্ত পড়া পক্ষে)

"মার্কিউরিয়স্" (দিনের বেলা শরীর গরম হইয়া উঠিলে চুল্কান বেশী হওয়া পক্ষে) "লাইকোপোডিয়ম্" এবং (সন্ধ্যাকালে চুল্কান বেশী হইলে) "সিপিয়া" দিতে হয়। এই সকল ঔষধের ৩০ ক্রম প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে এক মাত্রা সেবন করাইবে। প্রত্যহ স্নানের সময় সাবান মথিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিবে আর ঘা'র উপর নারিকেল তৈল লাগাইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে গন্ধক ও কর্পূর নারিকেল তৈলে ঘষিয়া সেই তৈল মাখিবে। খোস হইলে এই তৈলের সঙ্গে বেশীর ভাগ গাঁজা ও মনছাল (মনঃশিলা) মিশাইয়া খোষের উপর লাগাইবে। তা'ছাড়া হুঁকার জলে তেঁতুল পাতা বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে খোসের ঘা (পাঁচড়া) ভাল হয়। উপরে ঔষধ লাগাইয়া খোস ভাল করিলে অনেক সময়ে কঠিন রোগ হইতে পারে; অতএব হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া আরাম হওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

দদ্রু বা দাদ (রিং‌ওয়ার্ম)।—ঘাড়ের উপর দাদ হইলে আর দাদ হইতে রস পড়া থাকিলে এবং সন্ধ্যাকালে চুল্কান বেশী হইলে "কষ্টিকম্" দিতে হয়।—দাদ হাতের উপর বেশী হইলে কিম্বা পাকিতে ও ঘা হইতে আরম্ভ হইলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া উচিত। ফোস্কার মত দাদের পক্ষে, বিশেষতঃ দাদ ভাল হইলে বুকে বেদনা এবং আমরক্ত, আবার বুকে বেদনা ও আমরক্ত ভাল হইবার পর দাদ হইতে থাকিলে "রষ্টক্স" দিতে হয়।—শুষ্ক দাদ সন্ধ্যাকালে খুব বেশী চুল্কাইলে ও চুল্কাইবার পর জ্বালা করিলে "ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া" দেওয়া দরকার।—

এই সব ঔষধের ৩০ ক্রম তিন দিন অন্তর ৩ দিন প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করাইবে।

দাদের অন্যান্য উপায়।—দুর্ব্বাঘাস, হরিতকি, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দে বীজ ও তুলসী পাতার রস সমান ভাগে লইয়া ঘোলের সঙ্গে বাটিয়া কিম্বা গন্ধক, ধুনা, সোহাগার খই আর ফট্‌কিরী একত্রে জলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ ভাল হইতে পারে। তা'ছাড়া একটা পয়সা কিম্বা ঘুঁটে দিয়া দাদ চুল্কাইয়া তাহার উপর লবণের সঙ্গে সোমরাজের পাতার কিম্বা কোঁক্‌সিমের (বন-পালঙ্গের) পাতার রস লাগাইলেও দাদ ভাল হইতে পারে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে দাদ ভাল করাই উচিত।

পোড়া নারাঙ্গা (শিঙ্গল্‌স্)।—অজীর্ণ প্রভৃতি পাক-যন্ত্রের বিকৃতি হইলে এই রোগ হইতে পারে। এই রোগে গায়ের উপর ফোস্কা হয় আর ক্রমে সেই ফোস্কা শুকাইয়া এক একটি কাল দাগ থাকিয়া যায়।—এই রোগের প্রধান ঔষধ "রষ্টক্স"; বিশেষতঃ জলে ভিজিবার পর নারাঙ্গা হইলে আর বাম অঙ্গে বেশী হইতে থাকিলে এই ঔষধ বেশ কায করে।—যদি নারাঙ্গা পিঠের ডান দিকে আরম্ভ হইয়া ক্রমে পেটের দিকে আসিতে থাকে, আর একটু হাত দিবা মাত্র অত্যন্ত জ্বালা করে, তবে "মার্কিউরিয়স্‌ দিতে হয়।—তা'ছাড়া (পাক-যন্ত্রের দোষ থাকিলে) "পল্‌সেটিলা", (অত্যন্ত জ্বালা ও কট্‌কট্‌ করার সঙ্গে নারাঙ্গার চারিদিকে বিসর্পের মত লাল হইয়া উঠিলে) "ক্যান্থারিস্‌", (নারাঙ্গার ভিতর পুঁজ হইলে) "সল্‌ফর" প্রভৃতি দেওয়া যায়।—এই সব ঔষধ ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

একটু নারিকেল তৈলে কয়েক ফোঁটা "টিংচার ক্যান্থ্যারিস্" মিশাইয়া নারাঙ্গার উপর লাগাইবে।

ব্রণ (বয়েল্‌স্)।—ব্রণ খুব লাল হইয়া উঠিলে ও কট্‌-কট্‌ কিম্বা দপ্‌ দপ্‌ করিলে "বেলাডোনা" দিতে হয়।—ব্রণ কাল্‌চে মত দেখাইলে এবং অত্যন্ত টাটাইয়া উঠিলে "আর্ণিকা" দিবে।—পাকিতে আরম্ভ হইলে "হিপার" দিবে।—যাহাদের একশবার ব্রণ হয়, তাহাদের মাঝে মাঝে "সল্‌ফর" ৩০ এক মাত্রা করিয়া খাওয়া আবশ্যক।—গালের উপর যে বয়সফোড়া নামে এক প্রকার ব্রণ হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে "বেলাডোনা," "হিপার," "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্," "সল্‌ফর"; "কেল্কেরিয়া," ও (বিশেষতঃ মাতালদের পক্ষে) "নক্সভমিকা" মাঝে মাঝে সেবন করা ভাল। এই সব ঔষধ ৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। একটু ময়দা কিম্বা পাঁউরুটির শাঁস দুধের সঙ্গে আগুণে ফুটাইয়া লইয়া পুল্‌টিস্ দিবে। নাকের ভিতর আঙ্গুল দিলে আঙ্গুলে যে জলের মত পদার্থ লাগে, তাহা বয়স ফোড়ার উপর ক্রমাগতঃ লাগাইতে থাকিলে উপকার হয়। তা'ছাড়া স্থলপদ্ম ফুল ঘসিলেও বয়স ফোড়া ভাল হয়। ব্রণ অত্যন্ত ফুলিয়া ও টাটাইয়া উঠিলে ঘুটের ছাই আর রান্না ঘরের মাটি একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ["ফোড়া" দেখ।]

ফোড়া (এব্‌সেস্)।—সকল রকম ফোড়ার প্রথমে অর্থাৎ ফোড়া খুব লাল হইয়া টাটাইয়া ও ফুলিয়া উঠিলে আর টন্ টন্, দপ্‌দপ্ কিম্বা কট্‌ কট্‌ করিতে থাকিলে "বেলাডোনা" দিবে।—বাঘি, কুঁচকি, বগলের কাঁক্‌-বেরালি ও গাল গলার

বিচি অর্থাৎ গুঠলিতে ফোড়া হইলে "মার্কিউরিয়স্" ও "রষ্টক্স" পালা করিয়া দিবে।—ফোড়া পাকিতে আরম্ভ হইলে, বিশেষতঃ প্রথমে শীত বোধ হইয়া তার পর ফোড়া দপ্ দপ্ করিতে আরম্ভ হইলে "হিপার" দিবে।—ফোড়া ফাটিয়া যাইবার পর শোষের মত ঘা হইয়া সাদা সাদা পুঁজ পড়িতে থাকিলে "সিলিসিয়া" দিতে হয়। ফোড়ার ঘা পচিতে আরম্ভ হইলে (অত্যন্ত জ্বালা করা পক্ষে) "আর্সেনিক," (বেগুণে রঙ্গের মত দেখাইলে) "ল্যাকিসিস্" দিতে হয়। স্তনের ফোড়ায় "বেলাডোনা," (বিশেষতঃ ফোড়ার জন্য স্তন পর্য্যন্ত খুব শক্ত বোধ হইলে) "ব্রায়োনিয়া," (আঘাত লাগিবার পর হইলে) "আর্নিকা," (ঠাণ্ডা লাগিবার পর হইলে) "একোনাইট", (পুঁজ হইলে) "মার্কিউরিয়স্" (পাকিয়া দপ্ দপ্ করিলে) "হিপার" এবং শোষ হইলে "সিলিসিয়া" দেওয়া উচিত। এই সব ঔষধ ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ফোড়ার উপর পুল্টিস্ দিবে আর ফোড়া না বসিয়া পাকিয়া উঠিলে (বিশেষতঃ "হিপার" খাইয়া না ফাটিলে) ভাল ডাক্তার দিয়া অস্ত্র করাইবে। [২১১ পৃষ্ঠায় "ক্ষত" দেখ]।

ফোড়ার অন্যান্য উপায়।—প্রথম থেকে পুল্টিস্ দিলে ফোড়া পকিয়া কিম্বা বসিয়া গিয়া আরাম হয়। জয়ন্তি পাতার পুল্টিস্, তোপমারীর পটি প্রভৃতিরও এই গুণ আছে। একটু পান কিম্বা ধুতূরা পাতার রসে মুসব্বর, আফিং আর সমুদ্র ফেণা ঘসিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার ফোড়া বসিয়া যায়। তা'ছাড়া কুঁচকি প্রভৃতি বিচির ফোড়ায় গন্ধবিরাজের পটি, সজিনা আঠার পটি, লবণের সঙ্গে সেওড়া গাছের আঠা, টিংচার আয়োডিন

প্রভৃতির মধ্যে একটি লাগাইবে। ফোড়া ফাটাইবার জন্য হুঁকার জলে চিংড়ি মাছ বাটিয়া কিম্বা কৃষ্ণ কলিফুলের মূল বাটিয়া ও গরম করিয়া অথবা সাবান আর চিনি একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে হয়। তা'ছাড়া কাঁঠালের ভুতড়ি (আঁতি) কিম্বা কাঁঠালি কলার খোসা পোড়াইয়া সেই ছাই আর চুণ একত্র করিয়া অথবা পায়রার বিষ্ঠা গরম গরম লইয়া ফোড়ায় বসাইলে ফোড়ার মুখ হয়। তার পর জোঁকার পাতা, ভাজা বালি, হরিতকি এবং বাবলার কুঁড়ি একত্রে বাটিয়া ফোড়ার মুখ বাদে চারি ধারে প্রলেপ দিলে পুঁজ বাহির হইয়া যায়। ["ক্ষত" দেখ।]

দুষ্টব্রণ (কার্ব্বংকল্)।—ইহা এক রকম বিষাক্ত ফোড়া। ইহাতে গায়ের উপর একটি স্থান শক্ত ও লাল হইয়া ফুলিয়া ও টাটাইয়া উঠে এবং অত্যন্ত জ্বালা করে; তার পর ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে ও উহাতে অনেক সাদা মুখ হইয়া বোলতার চাকের মত ফোঁপরা দেখায় আর সেই সকল মুখ দিয়া এক রকম রস নির্গত হয়। তার পর এই সকল মুখ একত্র জুড়িয়া এক হইয়া যায়, ঘা কাল্‌চে দেখায় এবং উহা হইতে পচা (স্লফ্) খসিয়া পড়ে; তার পর নুতন মাংস গজাইতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘা অল্পে অল্পে আরাম হইয়া যায়। এই রোগের সঙ্গে জ্বর, অক্ষুধা, মাথাধরা, শরীর কাহিল হওয়া, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিতে পারে। যদিও সর্ব্বাঙ্গেই হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর ঘাড়ে ও পিঠেই বেশী হইয়া থাকে; ঘাড়ে হইলে তাহাকে ঘাড়মাগুরা এবং পিঠে হইলে তাহাকে পৃষ্ঠব্রণ বলে। বাত ও বহুমুত্রের ধাতুর লোকেরই এই রোগ বেশী হইতে পারে। এ রোগটি বড়

সাংঘাতিক অতএব গোড়া থেকে ভাল ডাক্তার দেখানই উচিত।—প্রথম অবস্থায় (বিশেষতঃ ফোড়া লাল হইয়া উঠিলে ও দপ্ দপ্ করিলে এবং তার সঙ্গে মাথাধরা থাকিলে) "বেলা-ডোনা" দিবে।—পচিতে আরম্ভ হইলে (ব্রণ অত্যন্ত জ্বালা করিলে এবং তার সঙ্গে কাহিল হওয়া, ছট্‌ফট্ করা, এক্‌শবার একটু একটু জল পান করা থাকিলে) "আর্সেনিক," (ফোড়ার রং কাল্‌চে দেখাইলে এবং উহা হইতে পচা গন্ধযুক্ত রস পড়িলে আর তার সঙ্গে ক্ষীণ হওয়া, গায়ে ঘাম হওয়া প্রভৃতি থাকিলে) "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্," (ফোড়ার রং বেগুণে মত দেখাইলে ও ঘুম ভাঙ্গিবার পর যাতনা বেশী হইলে) "ল্যাকিসিস্" এবং ব্রণে পুঁজ হইলে (বিশেষতঃ দুর্গন্ধ পুঁজ পড়িতে আরম্ভ হইলে) "সিলিসিয়া" দিতে হয়। এই সব ঔষধ প্রথমে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আর তার পর যাতনা কমিতে আরম্ভ হইলে আরো বিলম্বে সেবন করাইবে। প্রথম প্রথম গরম জলের সেক কিম্বা গরম গরম পুল্‌টিস্ দিলে যাতনা কম হয়। তা'র পর পুঁজ জন্মিলে ও ঘার মুখ বড় হইলে কেলেণ্ডিউলা অয়েণ্টমেণ্ট লাগাইবে। জ্বর থাকিতে দুধসাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে; জ্বর ভাল হইয়া গেলে মাংসের যুষ, রুটি প্রভৃতি বলকর পথ্য দিবে।

আঙ্গুলহাড়া (হুইট্‌লো)।—এই রোগে প্রথমে আঙ্গুলের শেষ ভাগে একটি কাঁটা ফুটিয়া থাকার মত বেদনা বোধ হয়; তার পর ক্রমশঃ সেই জায়গাটি ফুলিয়া, টাটাইয়া ও পাকিয়া উঠে। এ রোগের প্রথমে "বেলাডোনা" ও তার পর পাকিয়া উঠিলে "হিপার," পুঁজ বাহির হইবার পর (বিশেষতঃ শোষ হইলে ও সাদা পুঁজ পড়িলে) "সিলিসিয়া," পচিবার

উপক্রম হইলে "আর্সেনিক" প্রভৃতি ঔষধ দিতে হয়। [২০৭ পৃষ্ঠায় ফোড়া এবং ২০৯ পৃষ্ঠায় "দুষ্টব্রণ" দেখ]। প্রথম হইতে পুল্টিস দিবে। যদি পুল্টিস দেওয়াতে আঙ্গুলহাড়া বসিয়া না গিয়া পাকিয়া উঠে, তবে ভাল ডাক্তার দিয়া অস্ত্র করাইয়া তার পর প্রত্যহ কার্ব্বলিক অয়েলে লিণ্ট ভিজাইয়া ঘা'র ভিতর দিয়া রাখিবে।

আঁচিল (ওয়ার্টস্) ।—খুব ধারাল ছুরি কিম্বা কাঁচি দিয়া আঁচিলের গোড়াটি কাটিয়া ফেলিবে, তার পর সেই জায়গায় প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া খাঁটি ভিনিগার লাগাইবে। তা'ছাড়া আঁচিলের উপর "থুজা" মূল আরোক লাগাইলেও আঁচিল ভাল হইতে পারে। আঁচিলের গোড়ায় চুল বাঁধিয়া রাখিলেও আঁচিল খসিয়া যাইতে পারে। "থুজা" ছাড়া (পারা দোষ জন্য হইলে) "নাইট্রিক-এসিড," (আঙ্গুলের পাশে হইলে) "কেল্কেরিয়া," (বৃদ্ধের পক্ষে) "কষ্টিকম্," (আঙ্গুলের পিঠে হইলে) "ডল্কামেরা" প্রভৃতি ঔষধ প্রত্যহ ১ বার করিয়া সাত দিন খাইলেও উপকার হইতে পারে।

ক্ষত বা ঘা (সোর্) ।—ক্ষত টাটাইয়া থাকিলে, সামান্য কারণে ঘা দিয়া রক্ত পড়িলে কিম্বা ঘা অত্যন্ত জ্বালা করিলে, ঘা দিয়া পাতলা পাতলা, লাল্চে কিম্বা কাল্চে ও দুর্গন্ধ রস পড়িলে "আর্সেনিক" দিবে।—পচা ঘা'র জ্বালা ও রক্ত পড়া "আর্সেনিক" খাইয়া না কমিলে "কার্ব্বো-ভেজিটেব্লিস্" দিতে হয়।—ঘা'র চারিধার অত্যন্ত টাটাইয়া থাকিলে ও ছুঁইবামাত্র জ্বালা করিলে "বেলাডোনা" দিবে।—যাহাদের

গায়ে সামান্য মাত্র আঘাত লাগিলে তাহা পাকে ও ঘা হয়, তাহাদের পক্ষে (বিশেষতঃ ঘা দিয়া আঠার মত চট্‌চটে পুঁজ পড়িলে) "গ্র্যাফাইটিস্" এবং (ঘা সড়্‌সড়্‌ করিলে, রাত্রি-কালে দপ্‌ দপ্‌ করিলে আর সামান্য কারণে ঘা দিয়া রক্ত পড়িলে) "হিপার" দেওয়া আবশ্যক।—পায়ের ঘা'র পক্ষে, বিশেষতঃ টাটাইয়া উঠিলে, দুর্গন্ধ পুঁজ পড়িলে, আর ঘা'র চারি-ধারে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হইলে "ল্যাকিসিস্" দেওয়া আবশ্যক।—ঘা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকিলে ও উহা হইতে পুঁজ পড়িলে, বিশেষতঃ উপদংশ জনিত ক্ষতের পক্ষে "সিপিয়া" দেওয়া দরকার।—ঘা'র ভিতর হুল ফুটিবার মত কন্‌ কন্‌ করিলে ও উহা হইতে রক্ত পড়িলে, বিশেষতঃ পারা দোষ জন্য হইলে "নাইট্রিক-এসিড" দিবে।—ঘা'র চারিধার উঁচু হইয়া থাকিলে ও ঘা অপরিষ্কার দেখাইলে এবং তাহা হইতে ঘন পুঁজ কিম্বা পাতলা, লাল্‌চে ও দুর্গন্ধ রস পড়িলে "সিলিসিয়া" দিতে হয়।—ঘা'র মাংস উঁচু হইয়া থাকিলে (বিশেষতঃ স্ক্রফিউলা ধাতুর রোগীর পক্ষে) "সল্‌ফর" আবশ্যক। পারা দোষ জন্য ঘা'র পক্ষে "বেলাডোনা," "হিপার," ল্যাকিসিস্," "নাইট্রিক্-এসিড্" "সিপিয়া" "সল্‌ফর" এবং শোষ ঘা'র পক্ষে "সিলি-সিয়া" উপকারী। এই সব ছাড়া যে সব ঔষধ দরকার হইতে পারে, তাহা ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা জানেন। ঔষধ ঘা'র এবং যাতনার তারতম্য বুঝিয়া প্রত্যহ ২।১ বার সেবন করাইবে।

ক্ষতের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—ক্ষত স্থান প্রত্যহ গরম জলে ধুইয়া তাহাতে একটু গাওয়া ঘৃত কিম্বা তৈলের পটি দিয়া

নেকড়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। খুব পুঁজ পড়িতে থাকিলে এইরূপ পটি বসাইয়া তাহার উপর পুল্টিস্ বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। লঘু-পাক ও পুষ্টিকর পথ্য দিবে।

ক্ষতের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে প্রত্যহ গরম জলে ক্ষত ধুইয়া তাহাতে কার্ব্বলিক্ তৈলে (এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিডে ১০ ভাগ তৈল মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়) লিণ্ট কিম্বা তুলা ভিজাইয়া তাহার উপর বসাইয়া দিবে ও তার পর নেকড়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কয়েকটা নিম পাতার সঙ্গে একটু ঘৃত আগুণে ফুটাইয়া তার পর সেই ঘৃতে তুলা কিম্বা লিণ্টের পটি ভিজাইয়া বসাইয়া দিবে। যদি বেশী মাংস গজাইয়া ঘা উঁচু হইয়া উঠে, তবে একটু তুঁতে একবার মাত্র, ঘা'র উপর বুলাইয়া দিলে ঘা ক্ষয় হইয়া যায় আর তার পর আগেকার ঔষধ ব্যবহার করিলে আরাম হয়। শোষ ঘা ভাল ডাক্তার দিয়া অস্ত্র করাইয়া তার পর পূর্ব্বমত চিকিৎসা করিবে। কেহ কেহ বলেন শোষের মধ্যে হিঞ্চার শীকড়, বিছুটির শীকড় কিম্বা মানকচুর শীকড় প্রবেশ করাইয়া রাখিলেও শোষ ভাল হয়।

মরামাস (ড্যাণ্ড্রুফ্)।—ইহার প্রধান ঔষধ "কেল্কেরিয়া"; তা'ছাড়া (আঠার মত পুঁজ শুকাইয়া মরামাস হইলে) "গ্র্যাফাইটিস্" (কোষ্ঠবদ্ধ ও পেট ভুট্ ভাট্ করা, অক্ষুধা প্রভৃতি থাকিলে) "লাইকোপোডিয়ম্," (স্ত্রীলোকদের পক্ষে) "সিপিয়া," (সাদা সাদা আঁইসের মত মরামাস উঠিতে থাকার সঙ্গে মাথা চুল্কাইলে) নেট্রম্", (খুব বেশী মরামাস হওয়া ও মাথা আঁচড়াইবার সময় চুল উঠিয়া যাওয়ার পক্ষে)

"ক্যান্থারিস্," (মরামাস হওয়ার সঙ্গে মাথার চাঁদি জ্বালা করা থাকিলে) "সল্ফর'' দিতে হয়। এই সব ঔষধের ৩০ ক্রম প্রত্যহ রাত্রিতে একবার করিয়া সেবন করিতে দিবে আর প্রত্যহ সাবান ও গরম জল দিয়া মাথা ধুইবে, চিরুনি কিম্বা ব্রস দিয়া মাথা পরিষ্কার করিবে, মাথায় নারিকেল তৈল মাখিবে ও যাহাতে পাক-যন্ত্র এবং মাথা গরম না হয়, তাহা করিবে।

টাক ও চুল উঠিয়া যাওয়া —টাক পড়িবার পক্ষে (বিশেষতঃ তার সঙ্গে চুল গুলি অতিশয় শুষ্ক বোধ হইলে) "নেট্রম্," (মাথার চাঁদির উপর টাক পড়িলে) "কেল্কেরিয়া" (ঘাড়ের দিকে টাক পড়িলে) "সিলিসিয়া," (মাথার পাশে টাক পড়িলে) "গ্র্যাফাইটিস্," (রগের উপর অর্থাৎ কপালের পাশে টাক পড়িলে) "নেট্রম্" দিতে হয়। চুল উঠার পক্ষে (বিশেষতঃ কোন কঠিন পীড়ার পর চুল উঠিলে) "নেট্রম্," (কোন কঠিন রোগ কিম্বা শোক ও চিন্তা জন্য চুল উঠিলে) "ফস্ফরিক্-এসিড্", (মাথাধরা জন্য) "সিলিসিয়া", (মাথা-ধরা জন্য) "হিপার," (স্ত্রীলোকের প্রসবের পর) "ফস্ফরিক-এসিড্," (তাহাতে উপকার না হইলে) "কেল্কেরিয়া," (সচরাচর স্ত্রীলোকদের চুল উঠা পক্ষে) "সিপিয়া," (পারা দোষ জন্য চুল উঠিলে) "হিপার," (কুইনাইন্ খাওয়া জন্য চুল উঠা পক্ষে) "বেলাডোনা" দিতে হয়। এই সব ঔষধ ৩০ ক্রম প্রত্যহ ২।১ বার করিয়া সাত দিন অন্তর সাত দিন সেবন করাইবে।

চুল পাকা।—(অল্প বয়সে চুল পাকিলে) "গ্র্যাফা-

ইটস্," (শোক ও ভাবনা জন্য চুল পাকিলে) "ফস্ফরিক-এসিড্" আর (চুল পাকার সঙ্গে অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে) "লাইকোপোডিয়ম্" দিতে হয়। এই সব ঔষধের ৩০ ক্রম প্রত্যহ রাত্রিতে একবার করিয়া সেবন করিতে হয়।

টাক, চুল পাকা প্রভৃতির অন্যান্য উপায়।—চিতার শীকড় জলে ঘসিয়া চন্দনের মত অল্প অল্প লাগাইলে, মধুর সঙ্গে কুঁচ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, কিম্বা হাতির দাঁতের কয়লা ও রসাঞ্জন একত্রে ছাগলের দুধে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়। আমের আঁটির ভিতরের শাঁস ও আমলকি একত্রে বাটিয়া মাথায় মাখিলে চুল উঠা নিবারণ হয়। ক্রমাগতঃ এক মাস নিমের তৈলের নস্য লইয়া গোরুর দুধ পান করিলে পাকা-চুল কাল হয়। সহজ কলপ—জবাফুল আর লোহার গুঁড়া একত্রে বাটিয়া মাথায় মাখিলে চুল কাল হয়।

নবম অধ্যায়।

(মূত্র-যন্ত্রের রোগ।)

ছাগলের কোমরের দুই ধারে প্রায় এক একটা হাঁসের ডিমের মত বড় ও দেখিতে ঠিক সিমের বীজ কিম্বা বরবটি কলায়ের মত যে দুইটি যন্ত্র আছে, সচরাচর তাহাদিগকে সুপারি বলে। মানুষের কোমরে (পিঠের দাঁড়ার) দুই পাশে এইরূপ দুইটি যন্ত্র আছে; তাহাদের দ্বারা রক্তের জলীয় অংশ হইতে প্রস্রাব প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহাদিগেকে মুত্রপিণ্ড (কিড্‌নি) বলে। এই দুই মুত্রপিণ্ড থেকে যে দুইটি নল বরাবর তল্‌পেটের নিচে আসিয়া মুত্রস্থালির সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদিগকে মুত্রনালী (ইউরিটার) বলে। মুত্রস্থালি বা মূত্রাশয় (ব্লাডার) তলপেটের নিচে ঠিক মাঝখান বরাবর আছে এবং খুব বেশী প্রস্রাব আসিয়া জমিলে ফুলিয়া তলপেটের মাঝখান (অর্থাৎ নাভীর ৫।৬ আঙ্গুল নিচে) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রস্রাব নির্গত হইয়া যাইবার জন্য মূত্রস্থালী হইতে যে আর একটি নল বাহির হইয়া জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাকে প্রস্রাবের পথ (ইউরিথ্রা) বলা যায়। এই প্রস্রাবের পথ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বেশী লম্বা হইয়া থাকে। [২২ পৃষ্ঠায় "মূত্র পরীক্ষা" দেখ]।

মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ (নেফ্রাইটিস্)।—ঠাণ্ডা লাগা, মদ খাওয়া, যে সব জিনিসে প্রস্রাব বেশী হয় তাহা অধিক ব্যবহার

করা, পড়িয়া যাওয়া, চোট লাগা, খুব বেশী জোর দিয়া কোন কায করা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে। ইহাতে প্রথমে শীত বোধ ও জ্বর হয়; তার পর জ্বরের সঙ্গে কোমরের এক-দিকে কিম্বা দুই দিকে অতিশয় বেদনা হইয়া উঠে, এক্‌শবার প্রস্রাব পায় ও গাঢ় কিম্বা ঘোর লাল বর্ণের রক্ত মিশ্রিত মূত্র প্রতি-বার একটু একটু নির্গত হয়। আর যেদিকে বেদনা হয় রোগী সেই পাশের উপর ভর দিয়া শুইতে পারে না। কখন বা দুই দিকের মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ হইলে রোগীর প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগ আরাম হইতে প্রায় ৮।১০ দিন লাগে। কখনও বা রোগ পুরাতন হইয়া পড়িলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। এ রোগেও ভাল ডাক্তার দেখান আবশ্যক। নেফ্রাইটিসের সঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ থাকা ভারী কুলক্ষণ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ হইলে, বিশেষতঃ ইহার সঙ্গে খুব বেশী জ্বর, পিপাসা, ছট্‌ফট্‌ করা, খুব ঘোরাল বর্ণের প্রস্রাব অল্প অল্প হওয়া প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট্‌" দিবে।—আগুনে পুড়ি-বার দরুণ এই রোগ হইলে "আর্সেনিক" আবশ্যক।—গায়ে আঠা আঠা ঘাম হওয়া, কিড্‌নির স্থান অতিশয় টাটাইয়া থাকা ও সেজন্য নড়িতে কষ্ট, কিম্বা প্রস্রাব বন্ধ থাকা জন্য মাথাধরা, চোকলাল, ভুলবকা, আক্ষেপ প্রভৃতি "বেলাডোনা" ব্যবস্থা করিবার লক্ষণ।—খুব বেশী জ্বর, পিপাসা, গা জ্বালা, অস্থিরতা প্রভৃতির সঙ্গে এক্‌শবার প্রস্রাবের চেষ্টা এবং অতি কষ্টে কয়েক ফোঁটা রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হইলে আর তার সঙ্গে অত্যন্ত কাঠ-নেকার ও বমি হওয়ার সঙ্গে ভয়ানক বমি হইতে থাকিলে, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা কিম্বা আঘাত লাগিয়া রোগ হইলে "ক্যান্থারিস্‌

দেওয়া আবশ্যক।—জলে ভিজিবার পর এই রোগ হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে কিড্‌নির স্থানে ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা ও সর্ব্বাঙ্গ ফুলিলে "রষ্টক্স" দিবে। যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নেশা করে, বেশী ঔষধ খাইয়া থাকে তাহাদের কিম্বা অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হইবার পর এই রোগ হইলে "নক্সভমিকা" দেওয়া উচিত। নম্র ও কাঁদুনে স্ত্রীলোকের পক্ষে কিম্বা স্ত্রীধর্ম্ম কম কিম্বা বন্ধ হওয়া জন্য রোগ হইলে, বিশষেতঃ এক্‌শবার প্রস্রাবের বেগ হওয়ার সঙ্গে পেট কন্ কন্ করা, জলের মত প্রস্রাবের তলায় তেলের মত এক প্রকার পদার্থ পড়া প্রভৃতি থাকিলে আর সর্ব্বদা শীত করিতে থাকে অথচ ফাঁকা জায়গার বাতাস গায়ে লাগাইতে ইচ্ছা হইলে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—মূত্রপিণ্ডে পুঁজ জন্মিলে (বিশেষতঃ খানিকক্ষণ ধরিয়া একবার শীত ও একবার গ্রীষ্ম বোধ হইতে থাকার পর খুব ঘাম হইলে এবং কিড্‌নির মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকিলে) "হিপার" আর (প্রতিবার একটু একটু অত্যন্ত দুর্গন্ধ প্রস্রাব হইলে এবং খুব ঘাম হইয়াও যাতনা না কমিলে) "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়। রোগের প্রবল অবস্থায় এই সব ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আর তার পর যাতনা কমিয়া গেলে ক্রমশঃ আরো দেরীতে দেরীতে সেবন করাইবে। প্রথম প্রথম সাগু কিম্বা বার্লী পথ্য দিবে; তা'র পর ক্রমে যত জ্বর কমিবে ও ক্ষুধা বাড়িবে, ততই দুধ-সাগু, দুধ-ভাত প্রভৃতি পথ্য দিবে। শীতল জল ছাড়া অপর কোন জিনিস পান করিতে দিবে না। মূত্রপিণ্ডের স্থানে সেক দিবে কিম্বা পুল্‌টিস্ লাগাইবে।

অশ্মরী বা পাথরী।—মূত্রে লিথিক-এসিড্, অগ্জো-

লিক-এসিড্, ফস্ফেটিক্-এসিড্ এই তিন প্রকার পাথরী জন্মিয়া থাকে। বেশী মাংস খাওয়া, পরিশ্রম না করা, ত্বক্ অপরিষ্কার থাকা, অজীর্ণ, বাত প্রভৃতি কারণে নম্র স্বভাব লোকের লিথিক্-এসিড্,—অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক শ্রম, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, আহারের অনিয়ম, ঠাণ্ডা লাগা, কোমরে চোট লাগা প্রভৃতি কারণে খুব রাগী লোকের অগ্জালিক্-এসিড্ এবং দুর্ব্বল ও অল্প রক্ত বিশিষ্ট লোকের ফস্ফেটিক্-এসিড্ অশ্মরী প্রস্রাবে জন্মে। প্রস্রাবের সঙ্গে কিড্নি হইতে অশ্মরী নির্গত হইয়া মূত্রনলীর মধ্যে আসিবার সময়ে কোমর হইতে তলপেটের নিচে (মূত্রস্থালীর স্থান) পর্য্যন্ত ভয়ানক কন্ কন্ করে; রোগী পুরুষ হইলে তাহার অণ্ড (বিচি) পর্য্যন্ত কুঁচকিয়া যায় ও টন্ টন্ করে; এই সঙ্গে বমি হয়, ঘাম হয়, হাত পা ঠাণ্ডা হয়, একৃশবার প্রস্রাবের বেগ ও একটু একটু রাঙ্গা রঙ্গের কিম্বা রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হয়; খানিকক্ষণ এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে যখন অশ্মরী মূত্রস্থালীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই হঠাৎ সকল যাতনা কমিয়া যায়। তা'র পর অশ্মরী মূত্রস্থালিতে এইরূপ জমিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে। মূত্রস্থালিতে পাথরী হইলে একৃশবার প্রস্রাবের চেষ্টা, প্রস্রাব আটকাইয়া আটকাইয়া হওয়া ও তলপেটের নিচে কন্‌কনানি বোধ প্রভৃতি লক্ষণ হয়; মূত্রস্থালির পাথরী বড় হইলে খুব সুযোগ্য ডাক্তারকে দিয়া অস্ত্র করানই সব চেয়ে ভাল। ছোট ছোট পাথরীর বেদনা ও প্রস্রাবের দোষ নষ্ট করিবার পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাই উচিত।—স্ক্রফিউলা ধাতুর লোকের অশ্মরী হইলে, বিশেষতঃ মূত্র-যন্ত্রের যাতনা ও প্রস্রাবের চেষ্টা রাত্রিকালে বেশী

হইলে, প্রস্রাব অল্প কাল্‌চে রঙ্গের, দুর্গন্ধ ও তাহার নিচে সাদা সাদা তলানি পড়িলে আর সেই সঙ্গে কাহিল হওয়া ও সর্ব্বাঙ্গের শক্তি কমিয়া যাওয়া পক্ষে "কেন্থেরিয়া" দিবে।—তা'ছাড়া (কোমর থেকে মূত্রস্থালী পর্য্যন্ত কন্ কন্ করা ও সাঁটিয়া ধরিতে থাকার মত বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ ও ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হওয়া পক্ষে) "বেলাডোনা", ("বেলাডোনায়" উপকার না হইলে) "ক্যান্থারিস্", (ডানদিকের রোগে, বিশেষতঃ প্রতি-বার প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে কোমর বেদনা করিলে ও মূত্রের নিচে লাল বালির গুঁড়ার মত তলানি পড়া পক্ষে) "লাইকো-পোডিয়ম্", (বেদনা—বিশেষতঃ ডানদিকের বেদনা কিড্‌নির স্থান হইতে জননেন্দ্রিয় ও উরু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতে থাকে আর সেই সঙ্গে অণ্ডের গোড়া টন্ টন্ করে ও কুঁচ্‌কিয়া যায় এবং গা বমি বমি করে, বমি হয়, এক্‌শবার বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ হয় তবে) "নক্সভমিকা", (পাথরী নামার যাতনার সঙ্গে মূত্রস্থালী ও অণ্ড টন্ টন্ করা, পিত্ত বা হড়্‌হড়ে পদার্থ বমন, অত্যন্ত যাতনা বোধ ও ছট ফট্ করা, নাড়ীর গতি ধীর প্রভৃতি হইলে) "ওপিয়ম্" এবং (বাহ্যে প্রস্রাব এক সঙ্গে ও অসাড়ে হওয়া, প্রস্রাব করিতে করিতে হঠাৎ আটকাইয়া যাওয়া, প্রস্রাবে এমোনিয়ার মত উগ্র গন্ধ হওয়া এবং শ্বেতবর্ণ কিম্বা ইটের গুঁড়ার মত তলানি পড়া প্রভৃতি বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল লোকের পক্ষে) "ফস্ফরস্" দিতে হয়। এই সব ঔষধ, যাতনা বেশী হইলে আধ ঘণ্টা অন্তর ও তা'র পর উপকার হইতে আরম্ভ হইলে খুব দেরীতে দেরীতে সেবন করাইবে। বেদনার স্থানে গরম জলের সেক দিবে; কিম্বা তাহাতে উপকার না হইলে, একটা গাম-

লায় গরম জল ঢালিয়া তাহাতে রোগীকে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া দিবে। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য খাওয়া, পরিষ্কার জল পান করা, মদ প্রভৃতি নেশার জিনিস ও লেমনেড প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়া, প্রত্যহ পরিষ্কার বাতাসে নিয়মমত পরিশ্রম করা প্রভৃতি আবশ্যক। এ রোগে দেশী কুমড়া অতি চমৎকার পথ্য।

মূত্রস্থালীর প্রদাহ (সিষ্টাইটিস্) ।—হিম লাগা, জলে ভিজা, আঘাত লাগা, টার্পিন প্রভৃতি উগ্র ঔষধ ব্যবহার করা, পাথরী, প্রস্রাবের পথে উগ্র ঔষধের পিচকারী দেওয়া, প্রস্রাবের সময় মূত্র-যন্ত্রে চোট লাগা, প্রমেহ প্রভৃতির প্রদাহ মূত্রস্থালীতে বিস্তৃত হওয়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে মূত্রস্থালির স্থানে বেদনা এবং নড়িলে কিম্বা চাপিলে সেই বেদনা বেশী হয়; একৃশবার প্রস্রাবের বেগ হয় ও প্রতিবার প্রস্রাব হওয়ার সঙ্গে যাতনা বেশী হয়; তা'র পর রোগ যত বাড়িতে থাকে, ততই বেদনা ও প্রদাহ বেশী হইয়া ক্রমশঃ মূত্রনালী এবং মূত্রপিণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে, পেট ফুলিয়া উঠে, জ্বর হয় আর বাহ্যে করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়। এ রোগে প্রস্রাব খুব লাল, গরম এবং রক্ত ও সুতার মত শ্লেষ্মা মিশ্রিত হইয়া থাকে। খুব বাড়াবাড়ির সময়ে বেশী জ্বর, বমি, ক্ষীণ হইয়া পড়া, হাত পা ঠাণ্ডা, ভুল বকা প্রভৃতি লক্ষণ হয়। এ রোগেও ভাল ডাক্তার দেখান দরকার। এ রোগে (খুব বেশী জ্বর, পিপাসা, ছট্‌ফট্ করা, একৃশবার প্রস্রাবের বেগ হওয়া, মূত্রস্থালীর স্থানে বেদনা ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে) "একোনাইট", (আঘাত লাগা জন্য রোগ হইলে) "আর্ণিকা",

(লাল, গরম এবং রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হওয়া, এক একবার ভয়ানক যাতনা আরম্ভ হইয়া খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ভাল হইয়া যাওয়া, মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করা, ভুল বকা প্রভৃতি লক্ষণে) "বেলাডোনা", (মূত্রস্থালিতে ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা বোধ এবং একশবার প্রস্রাব পাওয়া আর লাল বর্ণ ও রক্ত মিশ্রিত মূত্র একটু একটু নির্গত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে) "ক্যান্থারিস্", (একশবার ঘোরাল বর্ণের ও ফেনাযুক্ত প্রস্রাব করা, মূত্রস্থালীতে একটা ভাঁটার মত পদার্থ বোধ হওয়া, নিদ্রার পর মন ও শরীর খারাপ থাকা প্রভৃতি লক্ষণে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ঋতু বন্ধের সময়ে) "ল্যাকিসিস্", (মাতাল ও অলস লোকের পক্ষে) "নক্সভমিকা", (প্রস্রাবে ইটের গুঁড়ার মত তলানি পড়া, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে) "ক্সন্দরস্", (একশবার দুধের মত শাদা প্রস্রাব হইতে থাকিলে) "ফস্ফরিক-এসিড", (বসিতে, কাশিতে ও বেড়াইতে গেলে প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবের পর মূত্রস্থালি হইতে কাঁকাল ও উরু পর্য্যন্ত কন্ কন্ করা প্রভৃতি লক্ষণে বিশেষতঃ নম্র কাঁদুনে লোকের পক্ষে) "পল্সেটিলা," (রোগ পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও রক্ত মিশ্রিত থাকিলে, সর্ব্বদা মাথার চাঁদি জ্বালা করিলে, বিশেষতঃ যে সকল লম্বা ও কৃশ লোক চলিবার সময় মাথা নিচু করিয়া হাঁটে, তাহাদের পক্ষে) "সল্ফর" আবশ্যক। এই সব ঔষধ, রোগের প্রবল অবস্থায় ২ ঘণ্টা এবং তা'র পর ক্রমশঃ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। মূত্রস্থালীর স্থানে গরম জলের সেক দিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মল-দ্বারে গরম জলের পিচকারী দিবে। প্রথমে জ্বর ও প্রদাহ বেশী থাকিলে সাগু

প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও লঘু পথ্য দিবে; তার পর রোগ কমিলে লঘু-পাক ও পুষ্টিকর দ্রব্য ক্রমশঃ পথ্য দিবে।

রক্তপ্রস্রাব।—আঘাত লাগা, পাথরী প্রভৃতি কারণে রক্ত জমিলে কিড্‌নি, ইউরিটার, ব্ল্যাডার, ইউরিথ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। কিড্‌নি হইতে রক্তস্রাব হইলে কোমরে বেদনা হয় ও মূত্রের সঙ্গে খুব বেশী রক্ত মিশ্রিত থাকে; ইউরিথ্রা হইতে রক্তস্রাব হইলে প্রস্রাবের পথে ক্রমাগত রক্ত ঝরিতে থাকে আর প্রস্রাবে রক্ত মিশ্রিত থাকে। ব্ল্যাডার কিম্বা অন্য কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে মূত্রে রক্তের ভাগ তত বেশী থাকে না। এ রোগের প্রধান ঔষধ "ইপিকাক" ও "মার্কিউরিয়স্"; তা'ছাড়া (ক্রমাগত বেগ হইতে থাকার সঙ্গে কয়েক কোঁটা করিয়া রক্ত নির্গত হইলে আর তলপেট হইতে কোমর পর্য্যন্ত কন্ কন্ করা জল পানের পর বেশী হইলে) "ক্যান্থারিস্" (খুব ঘোর লাল রঙ্গের রক্ত বেশী নির্গত হওয়া, প্রস্রাবে ঘোড়ার মূত্রের মত দুর্গন্ধ থাকা, বিশেষতঃ পারার ধাতুতে) "নাইট্রিক এসিড্," (মদ খাওয়া, বেশী ঔষধ-খাওয়া, অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া, স্ত্রীধর্ম্ম আটকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রস্রাব হইলে) "নক্সভমিকা" দিতে হয়। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইবে। গুরুপাক ও গরম জিনিস খাওয়া একেবারে নিষেধ। এ রোগে সাগু প্রভৃতির মণ্ডই সুপথ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র।—নানা কারণে এই রোগ হইতে পারে। ইহাতে এক্‌শবার বেগের সহিত অতি কষ্টে কয়েক কোঁটা প্রস্রাব হয় ও তলপেট টন্ টন্ করে।—খুব ঘোর লাল কিম্বা ঘোলা

প্রস্রাব প্রতিবার কয়েক ফোঁটা করিয়া নির্গত হওয়া এবং তার পর মূত্রস্থালির যাতনা খুব বেশী হওয়া পক্ষে) "একো-নাইট", (মূত্রকৃচ্ছ্রের সঙ্গে প্রস্রাবের পথের ভিতর কন্ কন্ করিলে ও ঘা'র মত জ্বালা বোধ হইলে এবং খুব লাল রঙ্গের প্রস্রাব একটু একটু হইলে) "এপিস্", (অতি কষ্টে কয়েক ফোঁটা করিয়া রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হওয়া, মূত্রস্থালির ভিতর পোকা নড়িবার মত বোধ হওয়া, কোমর বেদনা করা, মাথাধরা প্রভৃতির পক্ষে) "বেলাডোনা", (প্রস্রাব আট্‌কাইতে থাকা, বিশেষতঃ যাহারা অতিশয় মৈথুন করে তাহাদের ও বৃদ্ধের পক্ষে) "কোনা-য়ম্"; তা'ছাড়া "ক্যান্থারিস্"; "নক্সভমিকা" প্রভৃতির [২২১ পৃষ্ঠায় মূত্রস্থালীর প্রদাহ দেখিয়া] ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এই সব ঔষধ ২৷৩৷৪৷৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। তল-পেটে গরম জলের সেক দিলে কিম্বা গরম জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও উপকার হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রের অন্যান্য উপায়।—নুনিশাকের পাতা ও মাথম একত্রে বাটিয়া তলপেটের উপর প্রলেপ দিবে এবং এক ছটাক দেশী কুমড়ার জলে একটু সোরা আর চিনি মিশাইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

প্রস্রাবের অধারণতা (এনিউরেসিস্)।—মূত্র-স্থালির পেশীর পক্ষাঘাত জন্য ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হইলে "বেলাডোনা" দিবে।—কৃমি জন্য অসাড়ে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে বিছানায় প্রস্রাব করার পক্ষে "সিনা" দেওয়া দরকার।—রাত্রিতে একশবার প্রস্রাব পাইলে ও প্রস্রাব পাইলে তখনি প্রস্রাব না করিয়া থাকিতে না পারিলে, বিশেষতঃ

বৃদ্ধের পক্ষে "কোনায়ম্" ব্যবস্থা।—মাতাল ও অত্যাচারী লোকের পক্ষে "নক্সভমিকা" দিতে হয়।—হস্ত মৈথুন জন্য এ রোগ হইলে "ফস্ফরিক-এসিড্" দিবে।—যদি বসিলে কিম্বা হাঁটিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় আর রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় রোগী বিছানায় প্রস্রাব করে, তবে (বিশেষতঃ শিশু এবং নম্র ও কাঁদুনে স্ত্রীলোকের পক্ষে) "পলসেটিলা" দেওয়া উচিত। —যাহাদের বাতের ধাতু, তাহাদের বিছানায় প্রস্রাব করা পক্ষে "রষ্টক্স" ব্যবস্থা।—রাত্রিতে, বিশেষতঃ প্রথম ঘুমের সময় বিছানায় প্রস্রাব করিলে ও সেই সঙ্গে মূত্রে অতিশয় দুর্গন্ধ হইলে ও কোন পাত্রে প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে সেই পাত্রের গায়ে কাদার মত তলানি লাগিয়া থাকিলে "সিপিয়া" দেওয়া উচিত।–কিন্তু বিছানায় প্রস্রাব করা কিছুতেই আরাম না হইলে, বিশেষতঃ স্ক্রফিউলা এবং চর্ম্মরোগের ধাতুর লোকের পক্ষে "সল্ফর" বিধি। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।১ বার দিতে হয়। খুব লঘুপাক জিনিস খাইতে দিবে। যাহাদের বিছানায় প্রস্রাব করা অভ্যাস, তাঁহারা যেন রাত্রিতে খুব পেট ভরিয়া ও বেশী জলীয় জিনিস না খায় আর শুইবার আগে প্রস্রাব করিতে ও ঠাণ্ডা জলে কোমর এবং তলপেট ধুইতে ভুলিয়া না যায়।

প্রমেহ (গনোরিয়া)।—প্রমেহ কিম্বা গরমীর ব্যারাম-গ্রস্তর সহিত সঙ্গম করা এ রোগের প্রধান কারণ। তা'ছাড়া প্রস্রাবের পথে কোন রকম উগ্র পদার্থ পিচকারী দেওয়া, প্রস্রাবের সময়ে জননেন্দ্রিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ হইলে কিম্বা শ্বেতপ্রদর থাকিলে তাহার সহিত সঙ্গম করা, বেশী মৈথুন করা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহাতে

প্রথমে প্রস্রাবের পথের ভিতর সুড়্ সুড়্ করিতে থাকে; তার পর ক্রমে একৃশবার প্রস্রাব পায়, সর্ব্বদা প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা বোধ হয়, রোগী পুরুষ হইলে একৃশবার (বিশেষতঃ রাত্রি-কালে) লিঙ্গ শক্ত হইয়া উঠা জন্য ভয়ানক যাতনা হয় আর স্ত্রীলোক হইলে খুব বেশী সঙ্গম করিবার ইচ্ছা হয়; তা'-ছাড়া সর্ব্বদা প্রস্রাবের পথ দিয়া সাদা, হল্‌দে, লাল্‌চে, সবজে, পুঁজের মত ধাত নির্গত হয়। প্রমেহকে সচরাচর "ধাতের ব্যারাম" বলে। অনেক সময়ে প্রমেহের ধাত লিঙ্গের গায়ে লাগিয়া গরমীর ব্যারাম হইতেও দেখা যায়; এজন্য হানি-মান, হণ্টার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে উপদংশ (গরমীর ব্যারাম) ও প্রমেহের বিষ একই; কেবল সংক্রমণের স্থান ভেদেই পৃথক পৃথক রকম রোগ জন্মাইয়া দেয়। সে যাহাহউক এ রোগটি বড় কষ্টকর; গোড়া থেকে ভাল রকম চিকিৎসা না হইলে শীঘ্র আরাম হয় না। অতএব লজ্জার ভয় না করিয়া প্রথম থেকেই ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখান উচিত। প্রমেহ থেকে চোক উঠা (চক্ষুপ্রদাহ), বাত, একশিরা প্রভৃতি হইতে পারে।—এ রোগের প্রথম অবস্থায় "কেনাবিস্", ৩ আর "একোনাইট" ৩ (পালা করিয়া) ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে প্রস্রাবের সময় জ্বালা, একৃশবার লিঙ্গ শক্ত হইয়া উঠা প্রভৃতি কমিয়া বিশেষ উপকার হয়। যদি অল্প হল্‌দের আভা যুক্ত সবুজ বর্ণ পুঁজের মত ধাত রাত্রিকালেই বেশী নির্গত হয়, কিম্বা প্রমেহের সঙ্গে লিঙ্গের উপর উপদংশের মত ঘা হয়, তবে "কেনাবিসের" সঙ্গে "মার্কিউরিয়স্" পালা করিয়া সেবন করাইবে প্রমেহ রোগ পুরাতন হইলে "সিপিয়া" "নাইট্রিক্-এসিড্",

"চায়না", "ফেরম", "সল্‌ফর", "থুজা" দিতে হয়।—প্রমেহ জন্য বাতের পক্ষে "থুজা" "হিপার", "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।—তা'ছাড়া রক্তের মত ধাতু নির্গত হইলে, "ক্যান্থারিস্," সবুজ রঙ্গের ধাতু নির্গত হইলে "থুজা" হল্‌দের আভাযুক্ত সবুজ ধাতু রাত্রিকালে বেশী নির্গত হইলে "মার্কিউরিয়স্", দুধের সরের মত ধাতু নির্গত হইলে "ক্যাপ্সিকম্", হল্‌দে রঙ্গের ধাতু নির্গত হইলে "সিপিয়া," "মার্কিউরিয়স্", "কেনাবিস্" দেওয়া যায়।—প্রমেহের সঙ্গে মুদা (লিঙ্গের আবরক চর্ম্মের প্রদাহ) হইলে "কেনাবিস" ও "মার্কিউরিয়স্" পালা ক্রমে দিবে। প্রমেহ জন্য চোক উঠিলে "পল্‌সেটিলা" এবং "মার্কিউরিয়স্" পালা ক্রমে দিবে।—আর বাঘি হইলে "মার্কিউরিয়স্" এবং প্রমেহ বন্ধ হইবার পর একশিরার পক্ষে "পল্‌সেটিলা" ভাল। এই সব ঔষধ ৩।৪।৬।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লইবে। ["শ্বেত প্রদর" দেখ]।

প্রমেহের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—গুরুপাক ও গরম মসালা দেওয়া জিনিস খাওয়া, রাত জাগা, মদ প্রভৃতি নেশার জিনিস ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। গঁদের মণ্ড, বার্লী, সাগু প্রভৃতি কিম্বা দুধের সঙ্গে খুব বেশী জল মিশাইয়া খাইলে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রনা কমিয়া যায়। প্রথম অবস্থায় পরিশ্রম করা অনুচিত; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে একটু আধটু শ্রম করা ভালই বলিতে হইবে। পিচকারী লইয়া প্রমেহের স্রাব বন্ধ করিলে অনেক কঠিন রোগ হইতে পারে; অতএব তাহাও ভাল নহে। এ রোগে শীতল জলে স্নান, নিয়মিতরূপে পরিষ্কার বায়ু সেবন, এবং লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর জিনিস খাওয়া বিশেষ আবশ্যক।

প্রমেহের অন্যান্ত উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে স্থলপদ্ম পাতার কিম্বা ওলট কম্বলের পাতার ডাঁটা অল্প ছেঁচিয়া একটা নূতন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিন প্রাতে খাইলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয় ও জ্বালা যন্ত্রনা কমিয়া যায়। জবাফুল একটু জলে কচ্‌লাইলে যে লালের মত হড়্‌হড়ে পদার্থ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহা ছাঁকিয়া এক ছটাক মাত্রায় আধ তোলা চিনির সঙ্গে খাওয়া মন্দ নহে। তা'-ছাড়া ফল্‌সা কিম্বা শিমুল গাছের ছাল জলে ভিজাইয়া পর দিন সেই জলে খানিক কাশীর চিনি মিশাইয়া খাইলেও উপকার হয়। আধ ছটাক দেশী আমড়ার রসে চিনি মিশাইয়া খাইলে, দুই তোলা আন্দাজ বটের ঝুরি গোরুর কাঁচা দুধে বাটিয়া সেবন করিলে, এক তোলা আমলকীর রসে দুই আনা ওজন কাঁচা হলুদের গুড়া আর সিকি ভরি মধু মিশাইয়া পান করিলে কিম্বা এক আনা আন্দাজ গোলঞ্চের পালো সিকি ভরি মধুর সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে প্রমেহ ভাল হইতে পারে। তা'ছাড়া দুই আনা ওজনে কাবাব চিনির গুঁড়া আর সিকি ভরি মিছরির গুঁড়া একত্রে লইয়া এইরূপ এক এক মাত্র প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া প্রমেহের উপকার করে। কিন্তু এই সব মুষ্টিযোগের এক একটি অতি কম এক সপ্তাহ কাল প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া খাইয়া দেখা উচিত।

দশম অধ্যায়।

(ধাতুগত রোগ।)

শোথ (ড্রপ্‌সি)।—মদ খাওয়া, ধাতুক্ষয়, নানা রকম চর্ম্মরোগ হঠাৎ লাট খাইয়া (মিলাইয়া) যাওয়া; বেশী কুইনাইন্‌ কিম্বা আর্সেনিক খাওয়া, পারা ব্যবহার করা, প্রস্রাবের দোষ, হৃদ্‌পিণ্ডের দোষ, যকৃত কিম্বা প্লীহার দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। তা'ছাড়া হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের পরও শোথ হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগে শরীরের চর্ম্মের নিচে জলের মত পদার্থ জমিয়া ফুলিয়া উঠে, আর আঙ্গুল দিয়া টিপিলে সেই ফুলা জায়গায় টোল খাইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে পিপাসা, লাল রঙ্গের প্রস্রাব একটু একটু হওয়া, গায়ের ত্বক্‌ শুষ্ক ও খস্‌খসে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সচরাচর প্রস্রাবের দোষে শোথ হইলে প্রথমে মুখ (বিশেষতঃ চোকের পাতা) ফুলিয়া উঠিতে, রক্ত ও হৃদ্‌পিণ্ডের দোষে হাত পা ফুলিতে এবং যকৃত ও প্লীহা রোগে প্রথমে পেট ফুলিতে দেখা যায়। পেটের শোথকে উদরী বলে। এ রোগটি বড় সহজ নহে; প্রথম থেকে ভাল চিকিৎসা না হইলে আরাম হওয়া বড়ই কঠিন হয়।—শোথের সঙ্গে পেট টাটাইয়া থাকিলে এবং প্রস্রাব কম হইলে (বিশেষতঃ হাম জ্বরের পর কিম্বা স্ত্রীলোকদের ওভেরি্‌ও জরায়ুর পীড়া জন্য শোথ হইলে) "এপিস্‌"

দিবে।—শোথের সঙ্গে রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে আর একৃশবার একটু একটু জল পান করা, ছট্ ফট্ করা, রাত্রিকালে (বিশেষতঃ শয়ন করিলে) হাঁপাইয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ কুইনাইন্ খাওয়া ও হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ জন্য শোথে) "আর্সেনিক" দিতে হয়।—চোকের নিচের পাতা ফুলার পক্ষে (বিশেষতঃ তার সঙ্গে খিট্‌খিটে স্বভাব, অধিক পিপাসা অথচ প্রস্রাব কম, হৃদ্‌পিণ্ডের স্থানে খিচ্ খিচে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে) "ব্রায়োনিয়া" দিতে হয়।—ধাতুক্ষয় জন্য পারা ব্যবহার জন্য ও বৃদ্ধ বয়সে শোথের পক্ষে কিম্বা শোথের সঙ্গে প্লীহা থাকায় "আর্সেনিক" খাইয়া উপকার না হইলে "চায়না" ব্যবস্থা করিবে।—হৃদ্‌পিণ্ডের দোষ জন্য শোথে, বিশেষতঃ সেই সঙ্গে অতিশয় বুক ধড়্‌ফড়্ করিলে আর নাড়ীর গতিক ঠিক না থাকিলে কিম্বা হাঁটু ও বিচির শোথ হইলে "ডিজিটেলিস্" দিতে হয়। শোথের সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ড, যকৃত, প্লীহা কিম্বা বাম ওভেরির পীড়া থাকিলে, বিশেষতঃ নিদ্রার পর অসুখ বেশী এবং কাল রঙ্গের প্রস্রাব একটু একটু হওয়া থাকিলে "ল্যাকিসিস্" দিবে।—পা ফুলার সঙ্গে হাত, বুক ও মুখ শুকাইতে থাকিলে, বিশেষতঃ মদ খাওয়ার জন্য রোগ হইলে "লাইকোপোডিয়ম্" দেওয়া দরকার। চুল্কোনা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের পর শোথ হইলে "সল্‌ফর" দিতে হয়। ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিবে। এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।৩।৪ বার করিয়া সেবন করাইবে। (পেটের দোষ না থাকিলে) দুধ, (পেটের দোষ থাকিলে) ব্রথ, (জ্বর না থাকিলে) পোরের ভাত প্রভৃতি লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য দিবে।

বাত।—গুরুপাক জিনিস খাওয়া, পরিশ্রম না করা, বেশী

মদ খাওয়া, হিম লাগা, জলে ভিজা, ভিজা জায়গায় শুইয়া ঘুমান, শরীর খুব গরম হইয়া উঠিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাইয়া গায়ের ঘাম বন্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ত এবং হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা খারাপ হইলে এই রোগ হইতে পারে ; তা'ছাড়া জ্বর, হাম, আমরক্ত, প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতির সঙ্গেও এই রোগ থাকিতে দেখা যায়। ধাতুর দোষে, বিশেষতঃ পারা ব্যবহার করা থাকিলে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে। বেদনার স্থান ভেদে বাতের নানা প্রকার নাম আছে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বাত হইলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গে খুব বেশী জ্বর, পিপাসা, ছট্ ফট্ করা, মুখের চেহারা লাল আর সেই সঙ্গে বেদনার জায়গা ফুলিয়া লাল ও চক্‌চকে হইলে "একোনাইট" দিবে।—গাঁটের বাত, বিশেষতঃ তার সঙ্গে গাঁট ফুলিয়া থাকা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং রাত্রিকালে ও নড়িতে চড়িতে যাতনা বেশী হওয়া পক্ষে "ব্রায়োনিয়া" দরকার। জলে ভিজা জন্য বাত হইলে এবং রাত্রিকালে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে ও চুপ করিয়া থাকিলে যাতনা বেশী হয় বলিয়া রোগী এক্‌শবার ছট্‌ফট্ করিলে "রষ্টক্স" দিতে হয়।—গা টাটাইয়া থাকে ও বিছানা শক্ত বোধ হয় বলিয়া তাহাতে শুইতে কষ্ট হওয়া পক্ষে "আর্নিকা" ব্যবস্থা।—বাত নড়িয়া নড়িয়া হইলে আর তার সঙ্গে বেদনার স্থান কন্ কন্ করা, শীতবোধ, পিপাসা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণে "পল্‌সেটিলা" দিবে।—বাত ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিলে আর তার সঙ্গে মাথাধরা, চোকলাল, প্রভৃতি থাকিলে বিশেষতঃ কুইনাইন্ খাইবার পর হইলে "বেলাডোনা" দিবে।—প্রমেহ কিম্বা গরমীর ব্যারামের সঙ্গে বাত হইলে আর সেই সঙ্গে খুব ঘাম হইয়াও যাতনা না

কমা এবং ছট্‌ফট্‌ করা, বেদনার জায়গা ফুলিয়া থাকা ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, বৃষ্টি বাদলের দিনে ও রাত্রিকালে যাতনা বেশী হওয়া থাকিলে "মর্কিউরিয়স্‌" দেওয়া যায়।—যদি মদ খাইলে বাতের যাতনা বেশী হয়, শীতবোধ আর তার সঙ্গে অজীর্ণের লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কোমরে বেদনা প্রভৃতি থাকে এবং রোগী খুব রাগী ও খিট্‌খিটে হয়, তবে "নক্সভমিকা" দিবে।—কিন্তু কোন ভারী জিনিস তুলিবার দরুণ কোমরে বেদনা হইলে "রষ্টক্স" দিতে হয়।—জলে দাঁড়াইয়া কায করা জন্য বাত হইলে "কেল্কেরিয়া" দেওয়া আবশ্যক।—ধাতুক্ষয় জন্য বাত হইলে "চায়না" দিবে। বাতের বেদনা ঘাড়ে বেশী হইলে "নক্সভমিকা," "রষ্টক্স," "বেলাডোনা" "ব্রায়োনিয়া" এবং কাঁধে হইলে "ব্রায়োনিয়া," "ফেরম্‌" ও "কেল্কেরিয়া" দিতে হয়। পারা দোষ জন্য বাত হইলে "নাইট্রিক এসিড্‌" "ল্যাকিসিস," "হিপার," "সল্‌ফর" আবশ্যক। এই সব ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এবং পুরাতন অবস্থায় প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইবে। বেদনার স্থানে গরম জলের সেক দিবে ও ফ্ল্যানেল্‌ প্রভৃতি গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে না পারে আর তাহার বেশ ঘাম হয় তাহার উপায় করিবে। জ্বর থাকিলে দুধ-সাগু, দুধ-রুটি প্রভৃতি লঘু পথ্য ও জ্বর না থাকিলে ভাত, রুটি, বল্‌কা দুধ, মাংসের ঝোল, গব্য (গাওয়া) ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য খাইতে ও গরম জলে স্নান করিতে দিবে।

উপদংশ বা গরমীর পীড়া (সিফিলিস্‌)।— যাহাদের এই রোগ আছে, তাহাদের সঙ্গে মৈথুন করিলে কিম্বা

তাহাদের পানাহারের পাত্র, হুঁকা, বাঁশী প্রভৃতি ব্যবহারের জিনিস ব্যবহার করিলে, তাহাদের গায়ের বসন্ত বীজের টিকা লইলে অর্থাৎ মোট কথায় উপদংশগ্রস্তের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংশ্রব রাখিলে এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উপদংশ রোগ জন্মাইয়া দেয়। তা'ছাড়া পিতা মাতার উপদংশ থাকিলে সন্তানেরও হইতে পারে। যাহাহউক এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার পর সাত দিনের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের উপর একটি ফুস্কুড়ির মত বাহির হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং চুল্কায়; তার পর সেই ফুস্কুড়ি গলিয়া গিয়া ক্রমশঃ ঘা হইয়া বাড়িতে থাকে; ইহাকে "প্রাইমারি সিফিলিস্ বা শ্যাঙ্কার" বলে। তার পর ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যে যে রক্ত খারাপ হইয়া জ্বর ও সেই সঙ্গে সমুদায় গায়ে আমবাতের মত দগ্‌ড়া দগ্‌ড়া হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং কখন বা পাকিয়া মুক্তার মত দেখায়, তাহাকে "সেকেণ্ডারি সিফিলিস্" বলে। গরমির ব্যারাম ধাতুগত হইয়া গেলে নানা রকম দুষিত ক্ষত, বাত, হাড়ফুলা প্রভৃতি কঠিন কঠিন উপসর্গ ঘুটিতে পারে। এ রোগটি বড় খারাপ; এমন কি এক জনের হইলে বংশ পর্য্যন্ত খারাপ করিয়া দিতে পারে; অতএব প্রথম থেকে ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ সেবন করাই উচিত।—প্রথম অবস্থায় (ঘা খুব লাল ও গভীর হইলে এবং সামান্য আঘাতেই তাহা হইতে রক্ত পড়িলে কিম্বা ছোট ঘা'র উপর সরের মত পদার্থ জমিয়া ও ঘা'র চারিধার শক্ত হইয়া থাকিলে) "মার্কিউরিয়স্," (তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ সরের মত জমাট পুঁজযুক্ত ঘা হইতে পাতলা পুঁজ নির্গত হইলে) "মার্কিউরিয়স্ করোসিভস্,"

(ঘায়ের কিনারা উঁচু ও অল্পেই রক্ত পড়া প্রভৃতি লক্ষণ, বিশেষতঃ পারা ব্যবহার করিবার পর হইলে) "নাইট্রিক্ এসিড্," (ঘা পচিবার উপক্রম হইলে, বিশেষতঃ ঘা তামার মত বর্ণের হইলে, অত্যন্ত জ্বালা করিলে এবং তাহা হইতে অল্প রক্ত কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা রস পড়িলে) "আর্সেনিক," (ঘা টাটাইলে, তাহার ধার গুলি উঁচু হইতে ও তাহা হইলে খুব বেশী পুঁজ করিলে) "সিলিসিয়া," (ঘা পুঁজযুক্ত ও গভীর হইলে বিশেষতঃ অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে) "সল্‌ফর" দিতে হয়।—সেকেণ্ডারি সিফিলিসের পক্ষে "মার্কিউরিয়স্," (পূর্ব্বে পারা ব্যবহার করা থাকিলে) "নাইট্রিক এসিড্," (টাকরায় ঘা হইলে) "ল্যাকিসিস্," (কিম্বা তাহাতে উপকার না হইলে) "অরম্," (আঁচিল হইতে থাকার পক্ষে) "থুজা," দিতে হয়। বাঘির পক্ষে, "মার্কিউরিয়স্," "নাইট্রিক এসিড্," "অরম," "কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্" এবং গা বেদনার পক্ষে "অরম্," "ল্যাকিসিস্," "মার্কিউরিয়স্" "নাইট্রিক্ এসিড্" দেওয়া আবশ্যক। এই সব ঔষধ রোগের প্রবল, অবস্থায় ৩।৪ এবং পুরাতন অবস্থায় ৬।৮।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। প্রত্যহ গরম জলে ২ বার করিয়া ঘা ধুইবে। ভাত, ডাল, রুটি, লুচি প্রভৃতি শুষ্ক ও তেজস্কর পথ্য খাইবে ও অল্প অল্প গরম জলে স্নান করিতে দিবে। এরোগে মৎস্য, দধি প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়া এবং ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগান নিষেধ।

উপদংশের অন্যান্য উপায়।—পারা ছাড়া অন্য কোন মুষ্টিযোগে যে আসল উপদংশের উপকার হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে ঘা হইলে তাহার উপর "আইডোফর্ম্ম" একটু ঘৃতের

সঙ্গে মিশাইয়া লাগাইতে লাগাইতে এবং সাল্‌সা কিম্বা অনন্ত-মূলের কাথ আধ ছটাক আর "আয়োডাইড্ অব পটাশ্" ২।৩ গ্রেণ কিম্বা "ডাইলিউটেড্ নাইট্রিক্ এসিড্" ৫।৭ ফোঁটা মিশা-ইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ ২।৩ বার খাইলে বিশেষ উপ-কার হয়। পারা দিবার আবশ্যক হইলে ৩০ গ্রেণ চা'খড়ির গুঁড়ার সঙ্গে ২ গ্রেণ কেলোমেল, ৪ গ্রেণ কর্পূর আর ৪ গ্রেণ সোহাগার-খই উত্তমরূপে মিশাইয়া ছোট পিঁয়াজের রসে মাড়িয়া মলমের মত করিয়া ঘা'র উপর লাগাইলে উপকার হয়। তা'ছাড়া একটু গাওয়া ঘৃতে আপাঙ্গের শীকড়ের গুঁড়া মিশাইয়া একটা কাগজে মাখাইবে; তার পর সেই কাগজ পলিতার মত পাকা-ইয়া জ্বালিলে তাহা হইতে যে ঘৃত ও ছাই পড়িতে থাকিবে, তাহা এক বাটি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইয়া কিম্বা শিয়াল কাঁটার বীজ গাওয়া ঘৃতে ভাজিয়া অথবা পাপ্‌ড়ি খয়ের গুঁড়া করিয়া ঘা'র উপর লাগাইলেও সামান্য রকম গরমীর ঘা আরাম হইতে পারে।

পারার ধাতু।—উপদংশ, বাত প্রভৃতি আরাম করি-বার জন্য পারা ব্যবহার করিয়া অনেকে আপনাকে ও আপনার সন্তানদের চিররোগী করিয়া ফেলেন। পারাদোষ নষ্ট করি-বার প্রধান ঔষধ "নাইট্রিক্ এসিড্"; বিশেষতঃ পারাদোষের সঙ্গে বাত, গরমীর ঘা, পাকস্থালিতে বেদনা করা, মাড়ির ঘা ও রক্ত পড়া, মুখে কিম্বা টাক্‌রাতে ঘা প্রভৃতির পক্ষে ইহা বেশ কায করে।—পারা জন্য রক্তপিত্তের (কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠার) পক্ষে "আর্ণিকা"; মাথাধরা, বিচি (গুঠলি) বেদনা, গা বেদনা প্রভৃতির পক্ষে "বেলাডোনা"; পচা ঘা'র পক্ষে "কার্ব্বো-

ভেজিটেবলিস্ ”; দুর্ব্বলতার পক্ষে “ চায়না ”; বিচি ফুলার পক্ষে “ আয়োডিয়ম্ ”; নাকে কিম্বা টাকরায় ঘা হইলে “ অরম্ ”; টাকরায় ঘা, গলা বেদনা কিম্বা গায়ের উপর নীলবর্ণ দাগ হইতে থাকিলে “ ল্যাকিসিস্ ”; গায়ে সামান্য আঁচড় লাগিলে তাহা পাকিয়া ঘা কিম্বা বৃষ্টি বাদলের দিনে শরীর খারাপ হইলে “ হিপার ” এবং কাঠ চুল্কোনা, হাত পা জ্বালা, মাথার চাঁদি জালা প্রভৃতির পক্ষে “ সল্ফর ” ৭ দিন অন্তর ৭ দিন প্রত্যহ ২।১ মাত্রা করিয়া দিতে হয়। গাওয়া ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য খাইতে দিবে। মৎস্য, কলায়ের ডাল, অম্ল, দধি প্রভৃতি খাওয়া ও হিম লাগান একেবারে নিষেধ।

পারার ধাতুর অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে “ উপদংশের অন্যান্য উপায়ে ” যে রকম সালসার ব্যবস্থা লেখা আছে, সেই রকম খাইতে দিবে। কেহ কেহ বলেন তেকাটা মনসার (সিজের) শাঁস ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ খাইলে উপকার হয়। তা'ছাড়া বনপালঙ্গের (কোঁকসিমের) রস প্রত্যহ আধ ছটাক করিয়া সাত দিন খাইলেও নাকি উপকার হয়।

স্ক্রফিউলা।—ভিজা ও ভাল রকম বাতাস খেলিতে পারে না এমন ঘরে বাস, গুরুপাক ও কদর্য্য জিনিস খাওয়া, মদ খাওয়া, গায়ে পরিষ্কার বাতাস লাগিতে না পাওয়া, রীতিমত ব্যায়াম না করা, বেশী মানসিক শ্রম করা, বেশী মৈথুন করা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে পারে। তা'ছাড়া বাপ মার স্ক্রফিউলা থাকিলে সন্তানেরও হইতে পারে। আবার টিকা দিবার সময়ে বসন্তের বীজের সঙ্গেও স্ক্রফিউলার বিষ শরীরস্থ হইতে

পারে। স্ক্রফিউলা ধাতুর ছেলেদের এই সব লক্ষণ থাকে ; যথা — মস্তক (বিশেষতঃ ঘাড়ের দিকে) বড়, ঘাড় মোটা ও ছোট, রগ টেপা, চোয়াল বড়, মুখের চেহারা ভারী মত, নাক ও উপরের ঠোঁট পুরু, পাতলা চুল, চোকের চেহারা অল্প নীলের আভাযুক্ত ও কম জ্যোতিযুক্ত, চোকের পুতলি বড়, গায়ের ত্বকের বর্ণ সাদা, গাল লাল বর্ণ, বেশ মোটা চেহারার সঙ্গে গায়ে জোর কম ও মাংস গুলি নরম কিম্বা সর্ব্বাঙ্গ কাহিল হইতে থাকার সঙ্গে পেট বড় হওয়া, বাহ্যের গোলমাল অর্থাৎ কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন পেটের অসুখ, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দাঁদ উঠিতে ও হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব ইত্যাদি। তারপর ক্রমে ক্রমে গলা, ঘাড়, গাল, বগল, কুঁচ্‌কি প্রভৃতির বিচি ফুলিয়া উঠে এবং কখন বা পাকে ও ঘা হয়; কিন্তু অনেক সময় ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক, যকৃত, প্লীহা প্রভৃতির পীড়া আর শ্বেতপ্রদর, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, অর্ব্বুদ (আব), নানা রকম হাড়ের রোগ প্রভৃতি হইতে পারে। যাহাদের স্ক্রফিউলা ধাতু, তাহাদের কোন রোগ হইলে তাহা শীঘ্র ভাল হয় না।—এই রোগে (রোগী যেমন খায়, তার শরীরে শক্তি তেমন না থাকিলে, বিশেষতঃ মাথা বড় ও ব্রহ্মতালু যুড়িতে দেরী, হাঁটিতে শিখিতে দেরী, দাঁত উঠিতে দেরী, পায়ের তলা ঠাণ্ডা প্রভৃতি পক্ষে) "কেল্কেরিয়া," (গায়ে সামান্য একটু আঘাত লাগিলে তাহা পাকিয়া ঘা হওয়া ইত্যাদি পক্ষে) "হিপার", (এক্‌শবার ক্ষুধা পাওয়ার সঙ্গে শরীর শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি পক্ষে) "আয়োডিয়ম্", (পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, অক্ষুধা ইত্যাদি থাকিলে) "লাইকোপোডিয়ম," (বিচি অর্থাৎ গুঠলি ফুলা কিম্বা পাকা ও সেই সঙ্গে বেশী পুঁজ পড়া প্রভৃতি

পক্ষে) "মার্কিউরিয়স্", "সিলিসিয়া" "সল্‌ফর", প্রভৃতি ঔষধ তিন দিন অন্তর এক বার করিয়া সেবন করিতে দিবে, আর পুষ্টিকর পথ্য খাওয়া পরিষ্কার বাতাস গায়ে লাগান, রীতি-মত ব্যায়াম করা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। অন্য কোন উপসর্গ হইলে তাহার চিকিৎসা দেখিয়া ঔষধ দিবে। [৫৬ পৃষ্ঠায় "ক্ষয়কাশ" দেখ]

একাদশ অধ্যায়।

(পুরুষের বিশেষ রোগ)।

একশিরা (অর্কাইটিস্)।—চোট লাগা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে যে একদিকে বিচি টাটাইয়া জ্বর হয়, তাহাকে শাঁজোর বা একশিরা কহে।—চোট লাগিয়া বিচি ফুলা হইলে "আর্নিকা" ও "পল্‌সেটিলা" পালা করিয়া দেওয়া যায়। —ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে "পল্‌সেটিলা" ও "রষ্টক্স" পালা করিয়া দিতে হয়।—প্রমেহ অর্থাৎ ধাতুর ব্যারামের জন্য হইলে "মার্কিউরিয়স্" ও "পল্‌সেটিলা" দিবে। যদি বিচি ফুলিয়া লাল বর্ণ দেখায় তবে "বেলাডোনা" ও কাল্‌চে কাল্‌চে দেখাইলে "রষ্টক্স" ভাল। এই সকল ঔষধের সঙ্গে জ্বর থাকিলে "একোনাইট" পালা করিয়া দেওয়া যায়। বিচি তুলিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ঔষধ ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

হস্তমৈথুন (মষ্টার্বেশন্)।—মন্দ বালকের সঙ্গে বেড়াইয়া বালকেরা হস্ত দ্বারা ও অন্যান্য অস্বাভাবিকরূপে মৈথুন করিতে শিখিলে তাহাদের চক্ষু বসিয়া যায় ও উহার চারি ধারে কালী পড়ে আর। তাহারা বেশী পরিশ্রম করিতে চাহে না, মানুষের কাছে বসিতে চাহে না ও দিন দিন তাহাদের শরীর কাহিল হইতে থাকে। এই সকল দেখিলে তাহাদের বাপ মার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; যাহাতে ছেলে

খারাপ বালকের সঙ্গে মিশিতে ও একাকী থাকিতে না পারে, আর সর্ব্বদা গুরুলোকের কাছে থাকিতে পায় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। আর এই সময়ে একদিন এক মাত্রা "সল্‌ফর" দিয়া তাহার ৭ দিন পরে এক মাত্রা "কেল্কেরিয়া" ৩০ দেওয়া উচিত; তার পর আবার ১৫ দিন পরে এইরূপ ৭ দিন অন্তর "কেল্কেরিয়া" ও "সল্‌ফর" দেওয়া গেলে তাহাদের হস্তমৈথুন করিবার ইচ্ছা কম হয়। হস্তমৈথুন করিয়া যে ধাতুদৌর্ব্বল্য হয় তাহাতে "চায়না" ও "নক্সভমিকা" পালা ক্রমে প্রত্যহ খাওয়া ভাল। অনেক ছেলে ঘুমাইতে ঘুমাইতে হস্তমৈথুন করে, তাহাদের পক্ষে "কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্" ৩০ শয়নের পূর্ব্বে ১ মাত্রা করিয়া তিন দিন দেওয়া ভাল।

স্বপ্নদোষ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য (স্পার্মেটোরিয়া) —বেশী হস্তমৈথুন করা, বেশী স্ত্রীসংসর্গ করা, ধাতের ব্যারাম প্রভৃতি কারণে, একটু-মাত্র কামের ইচ্ছা হইলে কিম্বা নিদ্রিত অবস্থায় বীর্য্য স্খলন হয়, তাহাকে ধাতুদৌর্ব্বল্য কহে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া যে বীর্য্য স্খলন হয়, তাহার নাম স্বপ্ন-দোষ। ইহাও এক প্রকার ধাতুদৌর্ব্বল্য। ধাতুদৌর্ব্বল্য বেশী হইলে আর স্বপ্ন হয় না; বীর্য্য আপনিই নির্গত হইয়া যায়। ধাতুদৌর্ব্বল্য বড় ভয়ানক রোগ; ইহাতে স্মরণশক্তি কমিয়া যায় ও ধ্বজভঙ্গ,—এমন কি শেষে মৃগি রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই অবস্থায় যে রোগ হয় তাহাই ভয়ানক হইয়া থাকে।

স্বপ্ন-দোষের প্রধান ঔষধ "ডিজিটেলিন্" প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করা ভাল। কিন্তু তা'ছাড়া যদি স্বপ্ন-দোষ হইবার

পর মাথাধরে আর পিঠ বেদনা করে, তবে "কেক্কেরিয়া" ৩০ দিবে।—তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি স্বপ্নদোষ বেশী হয় এবং স্বপ্নদোষ হইবার পর লিঙ্গের ভিতর জ্বালা বোধ প্রভৃতি থাকে, তবে "লাইকোপোডিয়ম্" ভাল।—হস্তমৈথুন করার জন্য ধ্বজভঙ্গ হইলেও "লাইকোপোডিয়ম্" উৎকৃষ্ট।—যদি স্বপ্নে স্ত্রীলোককে ছুঁইতে না ছুঁইতেই বীর্য্য স্খলন হয়, আর স্বপ্ন-দোষ শেষ রাত্রিতেই বেশী হয়, আর তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকে, তবে "নক্সভমিকা" ভাল—ইহার দ্বারা উপকার না হইলে, আর যদি বাহ্যের সময়, প্রস্রাব কালে, এমন কি প্রায়ই বীর্য্য নির্গত হয়, আর তার সঙ্গে হস্তমৈথুন করাও থাকে এবং শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে "চায়না" অপেক্ষা "ফস্ফরিক-এসিড" ভাল।—যদি বীর্য্য স্খলন হইবার পর হাত, পা, ঠাণ্ডা বোধ হয়, আর পিঠ জ্বালা করে, তবে "মার্কিউরিয়স্" ভাল।—যদি কামের ইচ্ছা অতিশয় বেশী হয়, তবে "ফস্ফরস্" দিবে।—যদি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকার সঙ্গে কোন বিষয় মনে না থাকে, তবে "ফস্ফরিক-এসিড" ভাল।—কোন বিষয় মনে করিতে চেষ্টা করিলেও যদি মনে না হয়, তবে "হায়োসেমস্" ভাল।—কোন লোকের বা জিনিসের নাম মনে না থাকিলে "সল্ফর" দিবে।—লিখিবার সময়ে ভুল হওয়ার পক্ষে "চায়না" ভাল, তাহাতে উপকার না হইলে "নক্সভমিকা" দিবে। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে সেই বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করার পক্ষে "ফস্ফরিক-এসিড" ভাল।—পরে কি ঘটিবে সেই বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করার পক্ষে "কেক্কেরিয়া কার্ব্ব" দিতে হয়।

এই সকল ঔষধ ৩০ ডাইলিউসন্ প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া

তিন দিন অন্তর তিন দিবস রাত্রিতে শুইবার সময় খাইতে হইবে।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিবে। অসৎ পুস্তক পাঠ, অসৎ লোকের সংসর্গ ও অসৎ বিষয় চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। খুব বেশী ক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যাইবে না, এবং অসময়ে নিদ্রা যাইবে না। পেট ভরিয়া আহারের পর নিদ্রা যাওয়াও ভারী দোষ; অতএব আহারের অতি কম দেড় ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া এবং ঠাণ্ডা জল দ্বারা হাত, পা, লিঙ্গ ও কোমর ধুইয়া শয়ন করিবে। লুচি, পোলাও প্রভৃতি গুরুপাক জিনিস এবং মৎস্য, মাংস প্রভৃতি খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিবে। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ছোলা (বুট) খাইতে অভ্যাস করিবে। স্ত্রীসংসর্গ, হস্তমৈথুন প্রভৃতি একেবারে ছাড়িয়া দিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

(স্ত্রীলোকের বিশেষ রোগ ।)

আমাদের দেশের মেয়েদের মোটা মুটি ১২ বৎসর বয়স হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত যে মাসে২ এক বার করিয়া ঋতু হইয়া থাকে তাহার নাম স্ত্রীধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদের মাসে মাসে স্ত্রীধর্ম্ম হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তান হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় আর সন্তান মাই না ছাড়া পর্য্যন্ত স্ত্রীধর্ম্ম হওয়া বন্ধ থাকে। স্বাভাবিক স্ত্রীধর্ম্ম প্রতিবার ২৮ দিন অর্থাৎ একচান্দ্র মাস অন্তর হয় ও ৪।৫ দিন থাকে। প্রথম দিন স্ত্রীধর্ম্মের রক্ত খুব পাতলা এমন কি প্রায় জলের মত দেখায় ; তার পর কয়েক দিন বেশ রক্তের মত দেখা যায় ; কিন্তু শেষ দিনে আবার জলের মত হয়। স্বাভাবিক স্ত্রীধর্ম্মের রক্ত দেখিতে অল্প পাটকিলে বর্ণ, কাপড়ে লাগিলে শুখাইয়া খড় মড় করে না অর্থাৎ শক্ত হয় না এবং জলে ধুইলে শীঘ্র উঠিয়া যায়। স্ত্রীধর্ম্ম রীতিমত হইতে থাকিলে স্ত্রীলোকের বেশী রোগ হয় না। স্ত্রীধর্ম্ম হইবার পূর্ব্বে গা ভারি, আলস্য বোধ, স্তনে বেদনা, তলপেটে বেদনা, ধাতের ব্যারাম প্রভৃতি হইতে পারে। যতদিন স্ত্রীধর্ম্মের রক্ত থাকিতে দেখা যায়, ততদিন স্বামি সহবাস, রাত জাগা, দুশ্চিন্তা, ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি নিষেধ এবং বেশ গরমে থাকা ও লঘুপাক জিনিস খাওয়া উচিত।

যে সময় প্রথম স্ত্রীধর্ম্ম হয়, তার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নাই উঠিইয়া থাকে। যদি স্তন উঠিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীধর্ম্ম না হয়, তবে এক সপ্তাহ কাল প্রত্যহ ১ বার করিয়া "পলুসেটিলা" দিবে। তাহার পর এক মাসের মধ্যে পুষ্পোৎসব না হইলে "চায়না" ঐরূপ দিবে। "চায়না" খাইয়া স্ত্রীধর্ম্ম না হইলে, "স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকার মত" চিকিৎসা করিবে। ঠাণ্ডা লাগা জন্য অনেক সময় স্ত্রীধর্ম্ম হইতে বিলম্ব হয়; শরীর কাহিল থাকাও স্ত্রীধর্ম্ম হইতে দেরি হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ; অতএব এই সকল বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। কখন২ ধাতের ব্যারাম থাকা জন্য প্রথম স্ত্রীধর্ম্ম হইতে বিলম্ব হয়; সেই রকম স্থলে "পল্‌সেটিলার" উপকার না হইলে "গ্র্যাফাইটিস্" ৩০ (দুই দিন অন্তর এক মাত্রা করিয়া) সেবন করাইবে। ["স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকা" দেখ]।

স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকা ও কম হওয়া (এমিনোরিয়া)—

স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকা, কম হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে যদি পেটে বেদনা, অক্ষুধা, ধাতের ব্যারাম, আধকপালে মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে "পল্‌সেটিলা" উপকারী। "পল্‌সেটিলা" দ্বারা প্রায় অনেক সময়েই উপকার হইতে দেখা গিয়াছে; বিশেষতঃ জলে ভিজিবার দরুন স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ হইলে, আর অতিশয় নম্র ও লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আবার সামান্য কারণে যাহাদের চক্ষুতে জল আসে, তাহাদের এই ঔষধ খুব উপকারী। যেখানে স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ হইবার সময় ঠিক না থাকে অর্থাৎ কখন শীঘ্র ও কখন বিলম্বে হইতে থাকে, সেখানে

"পল্‌সেটিলা" দিয়া স্ত্রীধর্ম্মের সময় ঠিক হইতে দেখা গিয়াছে। ভেদ, রক্তস্রাব প্রভৃতি যে সকল কারণে শরীর দুর্ব্বল হয়, সেই সকল কারণে ঋতু বন্ধ হইলে, আর রোগী অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িলে, "চায়না" ও "পল্‌সেটিলা" পালা করিয়া দেওয়া যায়।—"চায়নায়" উপকার না হইলে "ফেরম" দেওয়া যাইতে পারে।—যদি ঋতুর বদলে নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তবে "ব্রায়োনিয়া" দিবে।—যদি ঋতুর বদলে রক্ত ভেদ ও রক্ত বমন হয়, তবে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়।—৪৫।৫০ বৎসর বয়সের সময় স্ত্রীধর্ম্ম কমিয়া যাইবার সঙ্গে নানা প্রকার অসুখ হইলে "সিপিয়া" দিবে। এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে এক দিন "সল্‌ফর" ও একদিন "পল্‌সেটিলা", একবার করিয়া ৮ দিন মাত্র সেবন করিতে দিবে। তা'রপর ৮ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া আবার খাওয়াইবে।

উপরের লিখিত ঔষধগুলি প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করাইবে। রোগী সবল হইলে গরম জলের গামলায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইলে অনেক উপকার হয়।

রক্তপ্রদর (মেনোরেজিয়া)।—যদি স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হওয়ার সঙ্গে মাথাধরা, মাথাঘোরা, কাহিল বোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে আর যদি স্ত্রীধর্ম্ম হইবার পূর্ব্বে স্তনে বেদনা, মাথাধরা, পেট কামড়ান, শীত বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ হয় কিম্বা স্ত্রীধর্ম্ম নিয়মিত সময়ে আরম্ভ হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, তবে "কেল্কেরিয়া" দেওয়া যায়।—যদি চাপ চাপ রক্ত বেশী ভাঙ্গিতে থাকে, আর তার সঙ্গে পেট কামড়ান, কোমরে বেদনা, মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধ, উরু বেদনা করে, হাত, পা কাহিল বোধ

প্রভৃতি লক্ষণ হয়, তবে "নক্সভমিকা" দিবে। (প্রাতে "নক্স-ভমিকা" ৩০ ও বৈকালে "কেল্কেরিয়া" ৩০ সাত দিন অন্তর তিন দিন সেবন করিয়া অনেক স্থলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে)। কাহিল স্ত্রীলোকের যে স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হয়, তাহার পক্ষে (বিশেষতঃ যদি পাতলা জলের মত রক্ত ভাঙ্গে, তবে) "চায়না" ভাল।—যদি স্ত্রীধর্ম্মে এত বেশী রক্ত ভাঙ্গে যে রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়ে, রক্তের বর্ণ ফিকা লাল ও তাহার সঙ্গে চাপ্ চাপ্ মিশ্রিত থাকে, তবে "সেবাইনা" ৩০ দিবে। বলবান স্ত্রীলোকদিগের যে স্বভাবতঃ স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হয় তাহার পক্ষে আর যাহাদের অনেক বার পেট খসিয়া গিয়াছে তাহা-দের পক্ষে "সেবাইনা" ২০০ পাঁচ সাত দিন অন্তর এক বার করিয়া সেবন করা ভাল।—যদি স্ত্রীধর্ম্মের রক্ত জবা ফুলের মত ঘোর লাল দেখায় কিম্বা রক্তে দুর্গন্ধ থাকে, আর তার সঙ্গে মাথাধরা ইত্যাদি থাকে, তবে "বেলা-ডোনা" বিশেষ উপকার করে।—পাতলা আকারের স্ত্রীলো-কদের যদি ময়লা ময়লা রঙ্গের রক্ত বেশী ভাঙ্গে; আর তার সঙ্গে কিছু কিছু রক্তের চাপ থাকে তবে "সিপিয়া" দিবে।—যদি বেশী কামাতুরা স্ত্রীলোকদের স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হয় তার পক্ষে বিশেষতঃ রক্তের সঙ্গে খানিক চাপ চাপ মিশান থাকে এবং যোনি মধ্যে অতিশয় চাপ্ বোধ আর সুড় সুড়ি বোধ হয় তবে "প্লাটিনা" দেওয়া যায়।—স্ত্রীধর্ম্ম বেশী হওয়ার সঙ্গে যদি অত্যন্ত বমি হয়, ও সর্ব্বদা গা বমি বমি করা থাকে, তবে "ইপিকাক" দিবে। এই সকল ঔষধ ৩ ঘণ্টা অন্তর কিম্বা প্রত্যহ তিন বার করিয়া খাইতে দিবে। চাঁপাকলা, দুধ আর

চিনি দিয়া ভাত খাইতে দিবে। এ রোগে রাত জাগা, পরিশ্রম প্রভৃতি একেবারে নিষেধ।

রক্ত প্রদরের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে চাঁপানটের শিকড় ২ তোলা আর জবা ফুলের কুঁড়ি ২।৩ টা একত্রে আতপ চাল ধোয়া জলের সঙ্গে বাটিয়া কিম্বা কিম্বা ময়নাপাতা ঘৃতে ভাজিয়া কিম্বা দুই তোলা ডুমুরের রসের সঙ্গে আধ তোলা মধু মিশাইয়া কিম্বা আশোকের ছাল দুই তোলা আর জল আধ সের একত্রে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তার সঙ্গে আধ পোয়া বকা দুধ মিশাইয়া খাইতে দিলে সামান্য সামান্য রক্তপ্রদর আরাম হইতে পারে। রক্তপ্রদরের সঙ্গে হাত পা জ্বালা করা থাকিলে অশোক ছালের রস, গোলঞ্চের রস আর বাকস ছালের রস প্রত্যেক দুই তোলা করিয়া লইয়া তার সঙ্গে সিকি ভরি চিনি ও সিকি ভরি মধু মিশাইয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ ৩ বার করিয়া খাইলে উপকার হয়। [৬৩ পৃষ্ঠায় " রক্ত উঠা " দেখ।]

বাধক বেদনা (ডিস্‌মেনোরিয়া)।—ঋতুর পূর্ব্বে ও সময়ে এত ভয়ানক বেদনা হয় যে, রোগী ছট্‌ ফট্‌ করে, চিৎকার করে, এমন কি আক্ষেপ (খেঁচুনি) পর্য্যন্তও হয়। অন্যান্য কারণ ছাড়া ঋতুকালে পুরুষ-সংসর্গেও এই রোগ হইতে পারে।

যদি চাপ চাপ রক্ত ভাঙ্গার সঙ্গে পেটে, পিঠে ও উরুতে এত ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগী যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া চিৎকার করে, তবে " ক্যামোমিলা " দিতে পারা যায়। যদি কাঁকালে ভয়ানক বেদনা বোধ হওয়ার সঙ্গে শীত বোধ, গা বমি বমি করা, কোষ্ঠবদ্ধ, বমি হওয়া প্রভৃতি থাকে, আর পাতলা

রক্তের সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত মিশ্রিত থাকে, তবে "নক্সভমিকা" ভাল। বেদনা খুব বেশী থাকিলে "ক্যামোমিলা," আর তার চেয়ে কম থাকিলে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়। যদি স্ত্রীধর্ম্ম কম হওয়ার সঙ্গে শীত বোধ হয়, তলপেটে ভারি বোঝা চাপান থাকার মত বোধ হয় আর যন্ত্রনায় রোগী ছট্ ফট্ করিতে থাকে, বিশেষতঃ নম্র-স্বভাব রোগীর পক্ষে "পল্‌সেটিলা" দিতে পারা যায়। যদি তলপেটের দক্ষিণ দিকে বেদনা বোধ হয়, কিম্বা প্রসবের মত বেদনা অতিশয় বোধ হয়, আর তার সঙ্গে পাতলা ও গরম রক্ত বেশী ভাঙ্গিতে থাকে এবং একবার বেদনা বেশী হয়, আবার খানিকক্ষণ বেশ ভাল থাকার পর আবার বেদনা উপস্থিত হয়, তবে "বেলাডোনা" দিবে। বাধক বেদনার সঙ্গে জ্বর থাকিলে "একোনাইট" দেওয়া যায়। যদি কাল রঙ্গের চাপ চাপ রক্ত ভাঙ্গে আর তার সঙ্গে পেটে খামচাইতে ও বিঁধিতে থাকার মত বেদনা বোধ হয়, আর পুরুষের সংসর্গ করিতে বেশী ইচ্ছা থাকে, তবে "প্লাটিনা" দিবে যদি। তলপেটে খাল ধরার মত ও তার সঙ্গে চাপিয়া ধরার মত বেদনা এত বেশী বোধ হয়, যে দম আটকাইয়া যায়, তবে "ইগ্নেসিয়া" দিবে। যদি শোক জন্য পীড়া হয়, তবে "ইগ্নেসিয়া" ভাল। এই সব ঔষধ যাতনার সময় ½ ঘণ্টা অন্তর ও ক্রমে কমিতে থাকিলে ২।৩।৪ চার ঘণ্টা অন্তর আর স্ত্রীধর্ম্মের পর একদিন অন্তর একবার করিয়া সেবন করাইবে। বাধকের যাতনা খুব বেশী হইলে রোগীনির পেটের উপর গরম জলের সেক দিবে।

বাধকের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে ওলট কম্বলের শীকড়ের ছাল সিকি ভরি মাত্রায়

কয়েকটা করিয়া গোলমরিচের সঙ্গে বাটিয়া স্ত্রীধর্ম্মের ৪ দিন খাইলে উপকার হয়।

নীল রোগ বা এক প্রকার রক্ত দোষ।—রক্তস্রাব, হস্তমৈথুন, অম্ল খাওয়া, উপবাস করা, পরিশ্রম না করা, ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, বেশী পড়া শুনা করা, সর্ব্বদা বেশী চিন্তা করা, কুচিন্তা প্রভৃতি কারণে যে অক্ষুধা, অজীর্ণ, বুক ধড় ফড় করা, পেট ফুলা, কোষ্ঠবদ্ধ, গা বমি বমি করা প্রভৃতির সঙ্গে চেহারা মলিন আর চোকের চারি দিকে কালি পড়ার মত দাগ দেখা যায়, তাহাকে নীলরোগ বলে। হস্তমৈথুন ও রক্তস্রাব জন্য রোগ হইলে "চায়না" ভাল।—যদি নীলরোগের সঙ্গে স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকে কিম্বা কম হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যায়।—যদি অতিশয় পুরুষ সংসর্গ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে "প্লাটিনা" দেওয়া যায়।—যদি নীল রোগের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাপড়ে রক্তের দাগ লাগে অথচ স্ত্রীধর্ম্ম না হয়, তবে "ন্যাট্রম্ মিউরিয়াটিকম" দেওয়া যায়।—"চায়না" দ্বারা উপকার না হইলে "ফস্‌ফরিক এসিড" দেওয়া যাইতে পারে। এরোগের একটী প্রধান ঔষধ "ফেরম"।

এই সকল ঔষধ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন প্রত্যহ একবার করিয়া দিতে হয়। ৫।৭ দিন ঔষধ খাইয়া ৫।৭ দিন বন্ধ করা উচিত। লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য খাইতে দিবে। পরিষ্কার বাতাস গায়ে লাগাইবার ও নিয়মমত ব্যায়াম করিবার বন্দোবস্ত করিবে।

শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া)।—অতিশয় পুরুষ সংসর্গ, অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা, দুর্ব্বলতা, ধাতের ব্যারামগ্রস্ত পুরুষের

সংসর্গ প্রভৃতি এবং জরায়ু প্রদাহ, ক্ষত, কঠিনতা প্রভৃতি কারণে যে স্ত্রীলোকদিগের যোনি-দ্বার দিয়া শ্লেষ্মার মত, পুঁজের মত কিম্বা জলের মত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে শ্বেত প্রদর কহে। শ্বেতপ্রদর বেশী দিন থাকিলে শরীর অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়ে। অতএব শীঘ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার প্রতিকার করা উচিত। তা'ছাড়া ক্রিমি প্রভৃতি কারণে ছোট ছোট মেয়েদেরও ধাতের ব্যারাম হইতে পারে। এমন স্থলে কন্যাকে জননেন্দ্রিয় চুলকাইতে দেখিলে স্পঞ্জ জলে ভিজাইয়া লইয়া ঐস্থান পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।—দুগ্ধের মত ধাতু প্রস্রাবের কালে কিম্বা সঙ্গে নির্গত হওয়া, যোনির উপরিভাগ জ্বালা করা ও চুল্কান, রোগীনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া, সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অসুখ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে যদি নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বেশী স্ত্রীধর্ম্ম হয়, তবে "কেল্কেরিয়া কার্ব্ব" ভাল। বেশী বয়সে অর্থাৎ ঋতু বন্ধ হইবার পর, গর্ভাবস্থায় এবং যৌবন কালের শ্বেত প্রদরে "সিপিয়া" বিশেষ উপকারী; হলুদে রঙ্গের ছিটযুক্ত কিম্বা জলবৎ ধাতু নির্গত হওয়ার সঙ্গে তলপেটে খিচ্ খিচ্ করার মত বেদনা বোধ, জরায়ুর কঠিনতা ও নড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি অবস্থাতেও "সিপিয়া" দেওয়া যায়।—(আমরা কেবল প্রাতে "কেল্কেরিয়া" ও বৈকালে "সিপিয়া" দিয়া অনেক স্থলে শ্বেত প্রদর আরোগ্য করিয়া থাকি)। যদি সাদা দুধের মত ধাতু নির্গত হওয়ার সঙ্গে ঋতু অল্প হয় কিম্বা বন্ধ থাকে অথবা সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে অসুখ বেশী হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া উচিত। যদি ডিম্ব ভাঙ্গা লালার মত

ধাতু নির্গত হওয়ার সঙ্গে অতিশয় পুরুষ সংসর্গ করার ইচ্ছা থাকে, তবে "প্ল্যাটিনা" দেওয়া যায়।—যদি ধাতু কাপড়ে লাগিলে হল্‌দে দাগ হয়, আর তার সঙ্গে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকে, তবে "নক্সভমিকা" দিবে। যদি স্ত্রীধর্ম্ম নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হয়; রোগীনি দিন দিন মোটা হইতে থাকে আর তার সঙ্গে সাদা রঙ্গের ধাতু খুব বেশী নির্গত হইতে থাকে; তবে "গ্রাফাইটিস্" দিবে। যদি পাতলা হল্‌দে রঙ্গের ধাতু নির্গত হওয়ার সঙ্গে মাথার চাঁদি সর্ব্বদা গরম বোধ হয় আর রাত্রিকালে পায়ের তলা এত জ্বালা করে যে বিছানার বাহিরে রাখিতে হয়, তবে "সল্‌ফর" ৩০ দিবে। যদি দুধের মত কিম্বা লাল রঙ্গের ধাতু থাকিয়া থাকিয়া খানিক খানিক নির্গত হয়, আর তার সঙ্গে তলপেট কন্ কন্ করে এবং একটু কিছু খাইলে পর পেট একেবারে ভরিয়া গিয়াছে বোধ হয়, আর ঋতু অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশী পরিমানে থাকে, তবে "লাইকোপডিয়ম্" দেওয়া যায়।—যদি সবুজের ছিটযুক্ত ধাতু, চলিবার সময় বেশী নির্গত হয়; আর তার সঙ্গে মাথাধরা থাকে ও প্রায়ই পেটের অসুখ হয়, তবে "ন্যাট্রম্ মিউরিয়াটিকম্" দিবে। যদি দুধের মত শ্বেত বর্ণ ধাতু নির্গত হওয়ার সঙ্গে স্তন অতিশয় শক্ত ও বেদনাযুক্ত থাকে কিম্বা স্তনে প্রদাহ হয়, তবে "ফস্ফরস্" খুব ভাল। যদি অনেক দিনের শ্বেত প্রদর; বিশেষতঃ পাতলা ধাতু স্ত্রীধর্ম্মের সময় বেশী হয় আর তার সঙ্গে উরুতে ঘা হওয়ার মত বেদনা হয়, আর স্তন শুকাইয়া যায়, তবে "আয়োডিয়ম্" দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই সকল ঔষধের ৩০ ডাইলিউসন অর্দ্ধ মাত্রা প্রত্যহ প্রাতে

ও সন্ধ্যা কালে এক একবার করিয়া ৪ দিন খাইতে দিবে, তার পর ৭ দিন কোন ঔষধ না দিয়া দেখিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিলে, যোনি পরিষ্কার হইয়া উপকার হইতে পারে। যোনি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা, বিশেষতঃ পুরুষ সংসর্গের পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলা খুব উচিত। তাহা হইলে ধাতুর ব্যারাম কম থাকিতে পারে। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া উচিত। বেশী বেলায় আহার, গুরুপাক জিনিস ভোজন, রাত্রিকালে নিদ্রা না যাওয়া, রৌদ্র ও অগুণের তাপ বেশী লাগা, পুরুষ সহবাস প্রভৃতিতে রোগ বেশী হয়। অতএব এ সকল একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

শ্বেত প্রদরের অন্যান্য উপায়।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে প্রত্যহ দুই তোলা আমলকির রসে আধ তোলা চিনি আর সিকি ভরি মধু মিশাইয়া খাইতে দিলে উপকার হইতে পারে।

গর্ত্ত।—গর্ত্ত হইলে স্ত্রীলোকদিগের মুখ দিয়া জল উঠে, সর্ব্বদা—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে গা বমি বমি করে, মাথা ঘোরে, বুকজ্বালা করে, ভাল রকম ক্ষুধা বোধ হয় না, অরুচি হয়, পোড়া মাটি প্রভৃতি অখাদ্য খাইতে ইচ্ছা হয়, শরীর খুব কাহিল বোধ হয়, ভাল ঘুম হয় না, মুখের চেহারা ফ্যাকাসে দেখায়, বেশী বার প্রস্রাব হয়, আর দিন দিন তলপেট বড় হইতে থাকে; এই সকল লক্ষণের সঙ্গে স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ থাকে আর স্তন দুটি দিন দিন বড় হয়, মাঝে মাঝে কন্ কন্ করে, স্তনের বোঁটার চারি ধারে কাল মত দাগ পড়ে আর টিপিলে উহা হইতে দুগ্ধ নির্গত হয়। কিন্তু অনেক রকম ব্যারাম হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ

হইতে পারে; অতএব ইহাদের সঙ্গে যদি দুই হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে তলপেটে ছেলের নড়া চড়া বুঝিতে পারা যায় আর গর্ত্ত যত বেশী দিনের হইতে থাকে, ততই ঐরূপ নড়া বেশী জোরে হয়, তবে গর্ত্ত বলিয়া ধরা উচিত। কিন্তু ইহাদের কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব যদি চারি পাঁচ মাসের গর্ত্ত হইলে পোয়াতির তলপেটের উপর কান রাখিলে, ছেলের বুকের "ধক্-ধক্" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তবে গর্ত্ত নিশ্চয় বলিয়া জানা যায়। মানুষের বুকের উপর কান রাখিলে যেমন "ধক্-ধক্, ধক্-ধক্" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এই শব্দ ঠিক সেই রকম; তবে তার চেয়ে কিছু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। সচরাচর গর্ত্তের যে সব উপসর্গ হইয়া থাকে, তাহাদের চিকিৎসা প্রভৃতি নিচে লেখা গেল।

গা বমি বমি করা।—যদি সর্ব্বদা গা বমি বমি করে আর বমি হয়, তবে "ইপিকাক" প্রত্যহ ২ বার দেওয়া যায়। "ইপিকাকে" উপকার না হইলে; বিশেষতঃ সেই সঙ্গে যদি সর্ব্বদা মুখ টক বোধ হয় আর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে "নক্স-ভমিকা" ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিবে। এই দুইটি ঔষধে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যায়।

দাঁত কন্ কন্ করা।—গর্ত্তাবস্থায় মাঝে মাঝে যে দাঁত কন্ কন্ করা হয়, তাহার পক্ষে "চায়না" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে "সিপিয়া" দেওয়া আবশ্যক। কখন কখন "ইপি-কাক," "পল্‌সেটিলা" প্রভৃতিও দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা উচিত। [১৫৬ পৃষ্ঠায় "দন্ত শূল" দেখ]।

বুকজ্বালা।—ঘৃতপক্ক ও তৈলাক্ত জিনিস কিম্বা ইলিস্ মাছ প্রভৃতি খাইয়া বুকজ্বালা হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যাইতে পারে। নতুবা "নক্সভমিকা" প্রত্যহ ২ বার করিয়া দেওয়া যায়।

মুখ দিয়া জল উঠা।—"মার্কিউরিয়স্" খাইতে দিলে উপকার হইয়া থাকে। "মার্কিউরিয়স্" খাইয়া উপকার না হইলে, বিশেষতঃ ইহার সঙ্গে মাথাধরা থাকিলে "বেলা-ডোনা" দেওয়া যায়; তাহাতেও উপকার না হইলে "পল্‌সে-টিলা" ৩০ দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ ২ বার দিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—প্রাতে "চায়না" এক মাত্রা ও বিকালে "ব্রায়োনিয়া" এক মাত্রা দিবে। ২।৩ দিনের বেশী ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই। আহারাদির নিয়ম ভাল করিয়া দিবে। গরম দুধ যথেষ্ট খাইতে দিবে। কোন রকম জোলাপের ঔষধ দিবে না। [১৩৭ পৃষ্ঠায় "কোষ্ঠবদ্ধ" দেখ]।

পেট ফাঁপা।—পেট ফাঁপার পক্ষে "চায়না" প্রাতে ও "সিপিয়া" বিকালে ২ দিন দেওয়া উচিত। ইহাতে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা" দিবে। পেট ফাঁপার সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে "ব্রায়োনিয়া" ও "নক্সভমিকা" ৩০ দেওয়া যায়।

শিরা ফুলা।—গর্ভাবস্থায় উরু প্রভৃতির শিরা ফুলিয়া বড় যাতনা হয়। ইহার পক্ষে "চায়না" ও পল্‌সেটিলা" পালা করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া ভাল। রক্ত পড়িলে "চায়না" ও "আর্নিকা" পালা করিয়া দিতে হয়। এক ছটাক জলে ১০ ফোঁটা "আর্নিকার" কিম্বা "হ্যামেমেলিসের" অমিশ্র আরক মিশাইয়া ফুলা জায়গায় পটি দিলে যাতনা ও রক্ত পড়া কম হইতে পারে। যদি চুল্কান ও টানিয়া থাকার মত

বোধ হওয়া ভিন্ন অন্য কোন রকম যাতনা না থাকে, তবে "কেল্কেরিয়া" সেবন করিতে দেওয়া যায়।

অতিশয় কাহিল বোধ।—গর্ভাবস্থায় শরীর অতিশয় কাহিল বোধ হইলে "চায়না" প্রাতে ও রাত্রিকালে খাইতে দিবে।

প্রস্রাব কষ্ট।—যদি প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হওয়ার সঙ্গে অতিশয় যাতনা বোধ হয়, তবে "ক্যান্থারিস্" ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা করিয়া দেওয়া যায়।—যদি প্রস্রাব করিবার সময়ে অত্যন্ত যাতনা হয়, তবে "পল্‌সেটিলা" দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে "কেল্কেরিয়া" কিম্বা "মার্কিউরিয়স্" দিতে হয়।—এই দুইটি ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া দিতে হয়।

ধাতের ব্যারাম।—ধাতের ব্যারামের সঙ্গে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে "চায়না" প্রত্যহ ২ বার করিয়া দিবে।—যদি দুধের মত ধাতু এক একবার খানিক খানিক নির্গত হয়, তবে "কেল্কেরিয়া" ৩০ দিবে।—এই সকল ঔষধে কোন উপকার না হইলে (বিশেষতঃ যদি জলের মত পাতলা, তেলের মত হড়্‌হড়ে কিম্বা হল্‌দে হল্‌দে ধাতু নির্গত হয়, তবে) "সিপিয়া" দেওয়া যায়। যদি ধাতের ব্যারামের সঙ্গে যোনির ভিতর অতিশয় সড়্‌ সড়্‌ করে, আর পুরুষ মানুষের সহবাস করিতে খুব বেশী ইচ্ছা হয়, তবে "প্লাটিনা" দেওয়া যায়। [২৪৯ পৃষ্ঠায় "শ্বেত প্রদর" দেখ]।

পেট কন্ কন্ করা।—অনেক সময়ে "নক্সভমিকা" এক মাত্রা খাইলেই উপকার হয়, কিন্তু যাতনা বেশী থাকিলে ১ মাত্রা "ক্যামোমিলা" দিবে।

গর্ভপাত (এবর্শন্)।—যদি গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভিতর

চাপিতে থাকার মত এবং কোমরে টানিয়া ধরিতে থাকার মত বেদনা বোধ হইতে থাকার সঙ্গে যোনি দিয়া রক্ত কিম্বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতে আরম্ভ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পোয়াতিকে চিৎভাবে শোয়াইয়া রাখিবে আর যাহাতে তাহার শারীরিক ও মানসিক কোন রকম কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। এই সময়ে পোয়াতির ঘরে বেশী লোক জমিয়া যেন গোলমাল না করে। আর এই রকম অবস্থা ঘটিলে, যত শীঘ্র পারিবে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী খুব বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিবে; কারণ যত শীঘ্র ডাক্তার আসিয়া রক্তবন্ধ ও বেদনা কমিবার উপায় করিবেন, ততই গর্ভ্রপাত নিবারণ হইবার বেশী সম্ভাবনা।

বেশী পরিশ্রম করা, বেশী আঁটিয়া কাপড় পরা, পড়িয়া যাওয়া, ছুটাছুটি করা, ভারী জিনিস উঠাওন, পুরুষ সহবাস করা, ভয় পাওয়া, রাগ হওয়া, দুঃখ হওয়া প্রভৃতি কারণে পেট খসিয়া গিয়া থাকে; অতএব গর্ভ্রাবস্থায় এই সকল বিষয়ে খুব সাবধান থাকা আবশ্যক। জ্বর, আমরক্ত, পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগ হইলেও পেট খসিয়া যাইতে পারে; অতএব যে যে কারণে এই সকল রোগ হয়, তাহাতেও বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। এই সকল ছাড়া জননেন্দ্রিয়ের নানা রকম রোগ বশতঃ গর্ভ্রপাত হয়।

চিকিৎসা।—পড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি কারণে গর্ভ্রপাতের আশঙ্কা হইলে "অর্নিকা" দেওয়া যায়। তা'ছাড়া (ভয় পাওয়া কারণে) "একোনাইট" (একোনাইট খাইয়া উপশম না হইলে) "ওপিয়ম্" (ভারি জিনিস উঠাওন প্রভৃতি কারণে হইলে) "রষ্টক্স"; (শোক কিম্বা দুশ্চিন্তা জন্য হইলে) "ইগ্নেসিয়া" (রাগ জন্য

হইলে)—"ক্যামোমিলা" বিশেষ উপকারি। যদি গর্ত্তপাতের কারণ ঠিক বুঝিতে না পারা যায়, তবে নিচের অবস্থা মত ঔষধ দিবে।

সেবাইনা (৬ বা ৩০)—এটি গর্ত্তপাতের প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ তিন মাসে পেট খসিয়া যাওয়ার পক্ষে ইহা খুব উপকার করে। এই সকল লক্ষণ থাকিলে "সেবাইনা" দেওয়া যায়, যথা—বেদনা কোমর হইতে উঠিয়া সম্মুখের দিকে আসিতে থাকা; জবাফুলের মত ঘোর লাল রক্ত ভাঙ্গা; ভেদ, বমি ও গা বমি বমি করা; শীতবোধ ও গা গরম।

পল্‌সেটিলা (৬ বা ৩০)—যদি বেদনা একবার উঠিয়া যেমন জুড়াইয়া যায়, অমনি রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে; খানিকক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া রক্ত ভাঙ্গে; শীতবোধ, অথচ ঘরের ভিতর থাকিতে ইচ্ছা না হয়; তবে ইহা দিবে।

নক্সভমিকা (৬ বা ৩০)—প্রতিবার বেদনা উঠিলে বাহ্যের চেষ্টা হওয়াও পেট কন্ কন্ করার সঙ্গে কাঁকালে বেদনা থাকা।

এই সকল ঔষধ বিবেচনা মত আধ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে।

রোগীকে মাথায় বালিশ না দিয়া চিৎভাবে শোয়াইয়া রাখিবে; রোগী যে ঘরে শয়ন করিয়া থাকিবে, সেটি যেন বেশ ঠাণ্ডা হয়। রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য যোনির ভিতর বরফের টুকরা প্রবেশ করাইয়া দিবে। গর্ত্তপাতের পর যে ফুল পড়িতে বিলম্ব হয়, তাহার পক্ষে "পল্‌সেটিলা," (ফুল পড়িতে বিলম্ব হওয়ার সঙ্গে খুব রক্ত ভাঙ্গিতে থাকিলে)—"সিকেল" দেওয়া যায়। ["রক্তভাঙ্গা," "রক্ত প্রদর" প্রভৃতি দেখ]।

প্রসবের সময় ও প্রসব বেদনা।—নয় মাস গর্ভ পর্য্যন্ত পোয়াতিদিগের তলপেট বড় হইতে থাকে; তার পর অর্থাৎ প্রসব-সময়ের প্রায় পনর দিন পূর্ব্ব হইতে তলপেট ঝুলিতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে পোয়াতি আপনার শরীর আগেকার চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করে, কিন্তু উরু দুটি ভারী বোধ হইতে থাকে, প্রস্রাব অনেক বার হইয়া থাকে, আর কাঁকালের নিচে বেদনা বোধ হয়। এই সকল লক্ষণ খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া আঁতুড় ঘরের বন্দোবস্ত করা উচিত। পরিষ্কার ও খট্‌খটে ঘরে আঁতুড় ঘর করিতে হয়; আর সেখানে যাহাতে হিম প্রবেশ না করিতে পারে, অথচ ঘরের ধূম বাহির হইয়া যাইতে ও ঘরে বেশ বাতাস খেলিতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে সাবধান না হইলে ছেলে ও পোয়াতির নানা রকম অসুখ হইতে পারে।

কখন কখন সামান্য পেট কামড়ানর সঙ্গে প্রসব বেদনা ভুল হইতে পারে; অতএব প্রসব বেদনা ঠিক বুঝিতে পারা আবশ্যক। সামান্য পেট কামড়ানতে পেটের উপর খামচাইতে কিম্বা কন্ কন্ করিতে থাকে আর ঐরূপ বেদনা প্রায়ই ক্রমাগত হয়; প্রসব বেদনা কোমরের দিক হইতে উঠিয়া পেটের দিকে আসিয়া মিলাইয়া যায় আর জুড়াইয়া জুড়াইয়া হইতে থাকে (অর্থাৎ একবার উঠিয়া খানিকক্ষণ পরে আপনি থামিয়া যায়, আবার খানিক বিলম্বে এইরূপ পুনরায় উঠিয়া আবার থামিয়া যাইতে থাকে)। এই রকম বেদনা যত শীঘ্র শীঘ্র আসিতে থাকিবে, প্রসব কাল ততই নিকট জানিবে। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র উপযুক্ত ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিবে। প্রসব বেদনা

উপস্থিত হইলে পোয়াতির এক্শবার বাহ্যে ও প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা হয়; কিন্তু এসময় বাহ্যে প্রস্রাবের জন্য অন্য কোথাও যাইতে না দিয়া ঘরের ভিতর স্থান দেওয়া উচিত। আর বেদনায় অস্থির হইয়া বেড়ান অপেক্ষা চুপ করিয়া শুইয়া কিম্বা বসিয়া থাকা ভাল; কারণ তাহা হইলে শীঘ্র প্রসব হইতে পারে। প্রসব হইবার পূর্ব্বে একবার বাহ্যে ও প্রস্রাব করান খুব আবশ্যক।—যদি প্রসব বেদনা খুব কম হয়, আর খুব দেরিতে আসে, তবে "পল্সেটিলা" প্রতিবার বেদনা জুড়াইয়া গেলে দেওয়া যায়; ৪।৫ মাত্রা "পল্সেটিলা" খাইয়াও বেদনার জোর না হইলে "সিকেল" দিতে হয়।—পোয়াতি অতিশয় কাহিল থাকিলে "চায়না" ও "পল্সেটিলা" কিম্বা "সিকেল" আধ ঘণ্টা অন্তর পালা করিয়া দেওয়া যায়।—কখন কখন প্রসব বেদনা এত বেশী হয়, যে রোগী যাতনায় অস্থির হয় ও ভয়ানক চিৎকার করিতে থাকে; সেই সময়ে "ক্যামোমিলা" এক মাত্রা দিলে যাতনা কম হইবে।—"ক্যামোমিলায়" না কমিলে "কফি" দেওয়া যায়। যদি রোগী কাহিল থাকার জন্য এই সময় ভ্রমি যাইতে থাকে, তবে "চায়না" দিবে। "চায়নায়" উপকার না হইলে "ফস্ফরিক এসিড্" দেওয়া যায়।—যদি পোনাড়ির মুখ অতিশয় শক্ত থাকে, আর গরম্ বোধ হয়, তবে "বেলাডোন" দেওয়া উচিত।—প্রসব বেদনার সঙ্গে বেশী রক্ত ভাঙ্গিতে থাকিলে "চায়না" দেওয়া যায়। এই সময় কখন কখন "চায়নার" সঙ্গে পালা করিয়া "সিকেল" দিলে বেশ উপকার হয়। যদি অত্যন্ত গা বমি বমি করা থাকে, তবে দুই এক মাত্রা "ইপিকাক" দিবে। প্রসব বেদনার সময়ে খেচুনি (আক্ষেপ) হইতে থাকিলে শীঘ্র

"বেলাডোনা" এবং "হায়োসেমস্" আধ ঘণ্টা অন্তর পালা করিয়া দিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিবে।

নাড়ী কাটা ও মরা ছেলে।—প্রসবের পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্তান চিৎকার না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী কাটিতে দিবে না। নাড়িটির যে দিক ছেলের নাভিতে লাগিয়া থাকে, সেই ভাগটিতে ছেলের পেটের ৪।৫ আঙ্গুল উপরে বেশ নরম রেশমী সুতা দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়; তার পর এই বাঁধনের প্রায় ১ আঙ্গুল উপরে আর একটি ঐ রকম বাঁধন দিয়া, দুইটি বাঁধনের মাঝা মাঝি নাড়ী এক খানি ধারাল ছুরী কিম্বা কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। বাঁধন খুব শক্ত না হইলে ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়া শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। নাড়ী কাটিবার পর ছেলের নাভীর উপর, তেলের পটি বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তার পর অল্প অল্প গরম জলে সন্তানকে ধুইয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার অথচ নরম কাপড়ে তাহার গা মুছিয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে। যদি ছেলের কাঁদিতে বিলম্ব হয় আর মরার মত কাহিল হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া তাহার মুখের ভিতর হইতে সমস্ত শ্লেষ্মা পরিষ্কার করিয়া দিয়া, তার পর ছেলেকে একবার অল্প গরম জলের ভিতর ও একবার ঠাণ্ডা জলের ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইতে থাকিবে। ১৫ মিনিটের মধ্যে উপকার না হইলে তাহার মুখে গরম জলের ঝাপ্টা মারিবে আর শুষ্ক হাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘষিতে থাকিবে। এই সময় একবার ডাক্তারকে না দেখাইয়া সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয় করা উচিত নহে। —আর সেই সঙ্গে যদি ছেলের নিশ্বাস খুব আস্তে আস্তে পড়িতেছে

দেখা যায়, বিশেষতঃ তাহার বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, তবে "টার্টার এমিটিক" একটি ছোট বড়ি তাহার মুখের ভিতর দিবে। এই ঔষধ খাইয়া ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে উপকার না হইলে, (বিশেষতঃ মুখের চেহারা লাল দেখাইলে)— "একোনাইট," (ফ্যাকাসে দেখাইলে)—"চায়না," (নীল দেখাইলে)—"ওপিয়ম্" একটি ছোট বড়ি ঐরূপ দিবে।

ফুল পড়া।—সন্তানকে সুস্থ করিয়া, তার পর পোয়াতির ফুল পড়িয়াছে কি না দেখিবে। ফুল পড়িতে বিলম্ব দেখিলে টানাটানি করিয়া ফুল বাহির করিতে চেষ্টা করা অন্যায়; কারণ তাহা হইলে ফুলের খানিক অংশ ছিঁড়িয়া পেটের ভিতর থাকিয়া গেলে ভয়ানক হইয়া পোয়াতির প্রাণ নষ্ট হইতে পারে; বিশেষতঃ ফুলটি যতক্ষণ জরায়ুর ভিতর হইতে না বাহির হয় ততক্ষণ টানা টানি করিতে দিবে না; কারণ টানিবার সময়ে দৈবাৎ ফুলের নাড়িটি ছিঁড়িয়া গেলে জরায়ুর ভিতর হইতে ফুলটি বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। অতএব সন্তান প্রসবের পর ১ ঘণ্টার ভিতর ফুল না পড়িলে "পল্সেটিলা" (বিবেচনা মত এক কিম্বা আধ ঘণ্টা অন্তর) সেবন করাইবে। ইহাতে কোন উপকার না হইলে ভাল রকম ধাত্রীবিদ্যা জানা ডাক্তার ডাকিবে।

পোয়াতির শুশ্রূষা।—প্রসবের পর পোয়তির গায়ে ও জননেন্দ্রিয়ে একটু আধটু বেদনা হয়; তার জন্য "আর্নিকা" প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া ভাল। সেক দেওয়ার ব্যবস্থাও মন্দ নহে; কিন্তু বেশী সেক দিবার আবশ্যক নাই। পোয়াতির ঘরে কতকগুলা কাঠ জ্বালাইবার আবশ্যক নাই; কারণ তাহাতে ঘরের ভিতর কতকগুলা ধুম জমিয়া

পোয়াতির ও সন্তানের নানা রকম অসুখ হইতে পারে, এমন কি বেশী ধূম লাগিয়া ছেলের পেঁচো রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রসবের পর পেট বাঁধিয়া দেওয়া ভাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত লোকে পেট বাঁধিয়া দিলে পোয়াতির নানা রকম রোগ হইতে পারে; অতএব প্রসবের পর সাত দিন পর্য্যন্ত পোয়াতি যেন কেবল স্থির ভাবে শয়ন করিয়া থাকে; তাহা হইলে পেট বাঁধিয়া রাখার মত উপকার হইবে; এই সময় পোয়াতিকে বাহ্যে প্রস্রাবের জন্যও উঠিতে দিবে না; আর এক এক বার পেটের উপর সেক দিবে; তাহা হইলে আপনাপনি যে রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে, তাহা বন্ধ হইবে না। পোয়াতির ও সন্তানের গায়ে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তাহার উপায় করিয়া দিবে। আর আঁতুড় ঘরে অন্য কোন রকম আগুন না রাখিয়া গুলের কিম্বা কয়লার আগুন রাখিবে; শীত কালে বাতাস বেশী শীতল জন্য আঁতুড় ঘরে আগুন রাখা ভাল। ক্ষুধা বোধ হইলে দুধ-সাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে; তার পর ক্রমে শরীর যত শুখাইয়া আসিবে ও ভাল রকম ক্ষুধা বোধ হইতে থাকিবে, ততই চিঁড়ে ভাজা, দুধ, ভাত প্রভৃতি খাইতে দিবে। কিন্তু পথ্যের দোষে যাহাতে অজীর্ণ ও পেটের অসুখ না হইতে পারে, সে বিষয়ে খুব সাবধান থাকিবে।

হেতাল বেদনা বা ভাদালে কামড়।—প্রসবের পর প্রায়ই একটু আধটু পেট বেদনা করা থাকে; কিন্তু যদি খুব বেশী বেদনা হয়, তবে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। যদি অতিশয় কষ্ট পাইয়া প্রসব হয়, বিশেষতঃ তার সঙ্গে গা হাতেও বেদনা থাকে, তবে "আর্নিকা" দিবে। আর যদি

পোয়াতি বেদনায় অস্থির হয় ও অতিশয় চিৎকার করিতে থাকে এবং তার সঙ্গে কাল রঙ্গের চাপ চাপ রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে, তবে "ক্যামোমিলা" দিবে। যদি হেতাল বেদনার সঙ্গে এক্‌শবার বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ হয়, তবে "নক্সভমিকা" দিবে।

রক্ত ভাঙ্গা—প্রসবের পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে অল্প অল্প রক্ত ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহার জন্য কোন ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই। বরং এইরূপ রক্ত না ভাঙ্গিলে নানা রকম অসুখ হইতে পারে। কিন্তু যদি খুব বেশী রক্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে পোয়াতি খুব কাহিল হইয়া পড়ে, তবে বিজ্ঞ ডাক্তারকে শীঘ্র সংবাদ দিবে; আর যে পর্য্যন্ত ডাক্তার উপস্থিত না হয়েন, ততক্ষণ "চায়না" ও "ইপিকাক্" পালা ক্রমে আধ ঘণ্টা কিম্বা পনর মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। কাল্‌চে রঙ্গের রক্ত ভাঙ্গা অপেক্ষা জবাফুলের মত ঘোর লাল রঙ্গের রক্ত ভাঙ্গিলে বেশী বিপদের সম্ভাবনা। কেবল প্রসবের পরই বেশী রক্ত ভাঙ্গিতে দেখা যায় না; গর্ভাবস্থায় এরূপ রক্ত ভাঙ্গিলে পেট খসিয়া যায়। গর্ভপাতের পরেও এরূপ ভয়ানক রক্তস্রাব হইতে পারে।—"চায়না ও "ইপিকাকে " রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে "হ্যামেমেলিসের" অমিশ্র আরক আধ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। "পল্‌সেটিলা" "সিকেল," "সেবাইনা," "প্ল্যাটিনা" প্রভৃতি ঔষধও ভাল। "[প্রসব বেদনা," "বাধক বেদনা" "গর্ভপাত" প্রভৃতি দেখ]।

রোগীনির তলপেটের উপর ঠাণ্ডা জলের পটি বসাইয়া দিবে; আর তাহাকে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। যোনীর ভিতর এবং তলপেটের উপর বরফের টুকরা রাখিয়া দেওয়াও খুব ভাল।

অন্য কোন রকম ঔষধের সুবিধা না হইলে এক পোয়া আন্দাজ গরম জলে সিকি তোলা দারুচিনি ১০ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখার পর, ঐ জল ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া আধ ছটাক মাত্রায় কুড়ি মিনিট অন্তর খাইতে দিবে। ডাই-লিউটেড্ সল্‌ফউরিক্ এসিড্ পাঁচ ফোঁটা, গালক এসিড্ ৩ গ্রেণ ও দারুচিনির জল আধ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়াও সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিছুতে উপকার না হইলে রোগীনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার ভয়ে পোর্ট প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ অল্প মাত্রায় দিবে।

সূতিকা জ্বর।—পীড়ার প্রথম অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রসবের পর যে রক্ত ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইবার পর জ্বর হইলে, "একোনাইট" দিবে। ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত "একোনাইট" খাইয়া কোন উপকার না হইলে, (বিশেষতঃ যদি অত্যন্ত গা বেদনা থাকে,) তবে "ব্রায়োনিয়া" ও "রষ্টক্স" পালা করিয়া দিবে। ভুল বকা, খেচুনি প্রভৃতি থাকিলে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়। [৭৪—১০৪ পৃষ্ঠায় "নানা রকম জ্বর" দেখ]।

এই সকল ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। এ রোগটি বড় ভয়ানক; অতএব কখন আপনি চিকিৎসা করিবে না। রোগীর ঘর গরম রাখিবে; গায়ে কিম্বা পেটে বেদনা থাকিলে সেক দিবে। রক্ত ভাঙ্গা বন্ধ থাকিলে পেটের উপর লবণের পুঁটুলি গরম করিয়া সেক দেওয়া ভাল। তাহাতে উপকার না হইলে গমের ভুষী কিম্বা ভাজা তিষির পুল্‌টিস্ (২ ঘণ্টা অন্তর) দিবে। জল-সাগু কিম্বা দুধ-সাগু পথ্য দেওয়া উচিত। নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে মাংসের ঝোল দিবার আবশ্যক নাই।

দুর্ব্বলতা।—কখন কখন বেশী রক্ত ভাঙ্গা জন্য পোয়াতি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।—তেমন স্থলে "চায়না" দেওয়া যায়।—"চায়নায়" উপকার না হইলে কখন কখন "ফস্ফরিক এসিড" দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার দিবে।

অনিদ্রা।—যেখানে দেখা যায়, যে পোয়াতির কোন অসুখ নাই অথচ ঘুম হইতেছে না, সেখানে "কফি" উপকারী। শরীর কাহিল হওয়ার সঙ্গে ঘুম না হইলে "নক্সভমিকা" ভাল।

স্তনে দুধ বেশী হওয়া ও অল্প হওয়া।—মাইয়ে দুধ কম হওয়ার পক্ষে "পল্‌সেটিলা" ভাল। তাহাতে উপকার না হইলে "এগ্নস্ ক্যাষ্টস্" দেওয়া যায়।—মাইয়ে দুধ বেশী হওয়ার পক্ষে "বেলাডোনা" ভাল। তাহাতে উপকার না হইলে "কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব" আবশ্যক। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া দিবে। সন্তানকে মাই দিবার সময়ে স্তনে বেদনা হইলে "পল্‌সেটিলা" প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া দিবে। স্তন দুটিতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে দিবে না। স্তনে বেশী দুধ জমিয়া থাকিলেই থুন্‌কো হইবার সম্ভাবনা; অতএব শিশুকে বেশী বার স্তন পান করিতে দিলে কিম্বা খুব বেশী হইলে দুধ গালিয়া ফেলিলে এ রোগ হইতে পারে না। মুসুরির ডাল বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে দুধ শুকাইয়া যায়। ভুঁইকুমড়ার রস কিম্বা কল্মী শাক, ঝিনুক, গেঁড়ি প্রভৃতি তরকারী খাইলে দুধ বেশী হয়। তা'ছাড়া তেল-ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে মাই ধুইয়া সেই পাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলেও দুধ বেশী হয়। [থুন্‌কোর চিকিৎসা—২০৮ পৃষ্ঠায় দেখ]।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(শিশুর পীড়া)

প্রসব হইবার পর সন্তানের নাড়ি কাটিয়া ও গা ধুইয়া দিবার অল্প ক্ষণ পরে একটু দুধ সমান ভাগ জলের সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া ও উপরকার সরখানি তুলিয়া ফেলিয়া একটু গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে একটু মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবে; তার পর পোয়াতি যখন আপনাকে সুস্থ বোধ করিবেন, তখন সন্তানকে মাই দিবেন। প্রসবের পর যদি বেদনা কমিয়া যাওয়ার জন্য ফুল পড়িতে বিলম্ব হয়, তবে সন্তানকে মাই দিলে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্র ফুল পড়িতে পারে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুদিন ছেলেরা খুব ঘুমাইতে থাকে, এইরূপ ঘুম খুব দরকারি। অতএব তাহার গায়ে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া শোয়াইয়া রাখিবে; কিন্তু সাবধান, যেন নাক ঢাকা পড়িয়া নিশ্বাসের ব্যাঘাৎ না হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেকে দুধ খাওয়ান উচিত নহে। পোয়াতির কোন রকম অসুখ হইলে সন্তানকে মাই দেওয়া উচিত নহে; আবার সন্তানের অসুখ হইলে পোয়াতিকেও খুব সাবধান থাকিতে হয়; নতুবা সন্তানের পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে। যত দিন সন্তান মাই না ছাড়ে, ততদিন পোয়াতির রাত জাগা, বেশী বেলায় খাওয়া, অম্ল কিম্বা ঝাল বেশী খাওয়া, প্রভৃতি অত্যাচার নিষেধ; কারণ তাহা হইলে সন্তানের নানা প্রকার অসুখ হইতে

পারে। পোয়াতির অম্ল রোগ থাকিলে, সেই দুধ খাইয়া ছেলেরও অম্ল হয়। মাতার রোগ হইলে কিম্বা তাঁহার স্তনে যথেষ্ট দুধ না থাকিলে সন্তানকে অন্য দুগ্ধ দিবার আবশ্যক হয়। পশু-দুগ্ধের মধ্যে গাধার দুধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা মানুষের দুধের মত পুষ্টিকর ও লঘুপাক; কিন্তু অধিক খাওয়াইলে পেটের অসুখ হইতে পারে। গরুর দুধ কিছু বেশী ঘন; কিন্তু ধেঁড়ো গরুর অর্থাৎ যে গরু অনেক দিন বাছুর প্রসব করিয়াছে, তাহার দুধে কিছু জল মিশাইয়া খুব ছোট ছোট ছেলেদের খাওয়ান উচিত। যে গরু কেবল খড় খায়, তাহার দুধ ঘাস ভোজী গরুর অপেক্ষা ঘন।

সন্তানের সমস্ত দাঁত উঠিলে খুব নরম ভাত খাইতে অভ্যাস করান আবশ্যক। ছেলেদের ক্ষুধা বুঝিতে পারা খুব কঠিন; ছেলেদের ক্ষুধা, বৃদ্ধের অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। অনেক পোয়াতি ছেলেকে কাঁদিতে দেখিলেই, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া থাকেন। এটি কিন্তু ভারী ভুল; কারণ অনেক রকম অসুখ হইলে ছেলে কাঁদিতে পারে; অতএব তাহার উপর পেট নরম না থাকিলে খাইতে দেওয়া ভারী ভুল। আর অনেকে বেশী খাইতে পারিলেই সন্তান শীঘ্র শীঘ্র বলবান হইবে মনে করিয়া থাকেন; এটিও খুব ভুল, কারণ অতি লঘু-পাক জিনিসও খুব বেশী খাইলে অসুখ হইতে পারে; অতএব বেশী খাওয়াইলে যে শিশুর অজীর্ণ, পেটের অসুখ প্রভৃতি হইতে পারে, তাহার বিচিত্র কি? যতক্ষণ শিশু ইচ্ছা পূর্ব্বক খাইবে ততক্ষণই তাহাকে খাওয়ান উচিত। বেশী রাত্রিতে আর শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া খাওয়ানও অন্যায়।

পেঁচো পাওয়া—এটি ছেলেদের বড় ভয়ানক রোগ। ইহাতে ছেলের মুখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ এবং ক্রমে সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইতে থাকে। এরোগের প্রধান ঔষধ "ডিজিটেলিস্" ও "একোনাইট"। এই দুইটি ঔষধ আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে থাকিবে। ক্রমে শিশু যত দেরীতে নীলবর্ণ হইতে থাকিবে, ততই ঔষধ বিলম্ব করিয়া দিবে। এ ছাড়া "কুপ্রম্", "ওপিয়ম্" প্রভৃতি অনেক ঔষধ আছে; অতএব বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসা করাইবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এ রোগ ভাল হইতে অনেক দেখা গিয়াছে। আঁতুড় ঘরে যাহাতে পরিষ্কার বাতাস উত্তমরূপে বহিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিবে। ঘরের ভিতর কোন রকম ধুম হইতে দিবে না। ধুম লাগিয়া অনেক সময় এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীকে সর্ব্বদা দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখিবে।

মাই না ধরা।—যদি ছেলেরা মাই মুখে দিলেও না খায় তবে, "মার্কিউরিয়স্" একটি ছোট বড়ি একবার মাত্র তাহার মুখের ভিতর ফেলিয়া দিবে। আবার যখন মাই না খাইবে, তখন এই ঔষধ আবার দিবে। ঐরূপ "চায়না" দিতেও পার।

পাণ্ডু বা নেবা।—ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পদিন পরে কখন ছোট ছেলেদের নেবা হইতে দেখা যায়। ইহাতে "চায়না" ও "মার্কিউরিয়স্" পালাক্রমে ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে "ক্যামোমিলা" দিতে হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত আরাম না হইলে এক মাত্রা "সল্ফর" দেওয়া উচিত। [২৫২ পৃষ্ঠায় "পাণ্ডু" দেখ]

আব।—ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অনেক শিশুর মাথায় আব দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ "আর্নিকা" দিবে। আর আবের উপর "আর্নিকার লোসন" লাগাইবে। ৪।৫ দিনে উপকার না দেখিলে "আর্নিকার" সঙ্গে "রষ্টক্স" পালা করিয়া খাইতে দিবে। খাঁটি সরিষার তৈলে রসুন চোঁয়াইয়া, সেই তৈল গরম গরম আবের উপর লাগাইয়া সেক দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইবার সময় সুধু তৈল গরম করিয়া লাগাইয়া সেক দিবে। রোগ কিছুতেই আরাম না হইলে তিন দিন এক একবার করিয়া "কেল্কেরিয়া" দিবে। উপরের লিখিত ঔষধগুলির এক এক মাত্রা প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিবে।

গোঁড়।—ঘা শুথাইয়া যাওয়ার পর ছেলেদের নাভি উচ্চ হইয়া থাকিলে, উহার উপর তুলার গদি রাখিয়া একটি কাপড়ের বেড় দিয়া উহা পেটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে। আর প্রত্যহ সকাল বেলা "নক্সভমিকা" ৩০ একটি করিয়া ছোট বড়ি খাওয়াইবে।

হিক্কা।—অনেকে ইহাকে "পেট বাড়া" কহে।—শিশুকে খানিকক্ষণ কোলে করিয়া রাখিলে হিক্কা কমিয়া যায়; নতুবা শিশুর মুখের ভিতর একটু চিনির জল দিবে। তাহাতেও না কমিলে এক মাত্রা "নক্সভমিকা" ৩০ দিবে।

সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি।—সর্দ্দির জন্য নাক আট্কানর পক্ষে "নক্সভমিকা" ভাল; সর্দ্দি ঝরিতে থাকিলে "ক্যামোমিলা" দেওয়া যায়; "পল্‌সেটিলাও" মন্দ নহে। সর্দ্দিতে যে শ্লেষ্মা

ঝরিতে থাকে, তাহা লাগিয়া যদি নাসিকার ও ওষ্ঠের উপর ঘা হয়, তবে "আর্সেনিক" ৩০ দিবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কিছুতে না কমিলে "মার্কিউরিয়স্" ৩০ এক মাত্রা দিতে হয়। এই সকল ঔষধ প্রত্যহ একবার করিয়া ৩ দিন দিবে। [৫২ পৃষ্ঠার "ঘুংড়ি কাশী" দেখ]

কোষ্ঠবদ্ধ।—প্রাতে "নক্সভমিকা" ও বিকালে "ব্রায়োনিয়া" একটি করিয়া ছোট বড়ি দিবে।—পোয়াতিকেও ঐরূপ প্রাতে "নক্সভমিকা" ও বিকালে "ব্রায়োনিয়া" এক এক মাত্রা দেওয়া যায়।, দুধের সঙ্গে ছোয়ারা খেজুর সিদ্ধ করিয়া কিম্বা মধু মিশাইয়া খাওয়াইবে।

ক্রন্দন করা।—ছেলেরা যত দিন কথা কহিয়া মনের ভাব জানাইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত কাঁদিয়া নিজের ইচ্ছা ও অসুখ প্রকাশ করে; অতএব ছোট ছোট ছেলেরা কাঁদিতে থাকিলে, পোয়াতির বিরক্ত না হইয়া বরং যে জন্য ছেলে কাঁদিতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যদি এইরূপ কান্নার সঙ্গে গা গরম থাকে, তবে "একোনাইট" দেওয়া যায়। কান্নার সঙ্গে মাথা গরম থাকিলে "বেলাডোনা" ভাল। ছেলে কাঁদিবার সময়ে যদি একৃশবার কানে হাত দিতে থাকে, তবে কানের ভিতর পুঁজ কিম্বা অন্য কোন রকম অসুখ হইয়াছে বুঝা উচিত। এমন স্থলে "ক্যামোমিলা" দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা" দেওয়া যায়। মুখ দিয়া লাল ঝরা থাকিলে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া উচিত। পেট ফাঁপা থাকিলে "চায়না," তাহাতে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা"; পেটের অসুখ ও পেট কামড়ান থাকিলে "পল্‌সেটিলা" কিন্তু তাহার সঙ্গে

হল্‌দে রঙ্গের ভেদ হওয়া ও মলে টক কিম্বা অন্য রকম দুর্গন্ধ থাকিলে "ক্যামোমিলা," দিতে হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "নক্স-ভমিকা," রাত্রিকালে ছেলেরা না ঘুমাইয়া কঁদিতে থাকিলে "কফি" দেওয়া যায়। কিন্তু ছেলেদের কান্নার প্রধান ঔষধ "ক্যাঁমোমিলা," বিশেষতঃ যদি কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে কিম্বা কিছু খাইতে দিলে ছেলে শান্ত থাকে, আর নানা রকম জিনিসের আবদার করে, কিন্তু সেই জিনিস পাইবামাত্র ফেলিয়া দিয়া অন্য একটি জিনিসের জন্য কাঁদিতে থাকে, তবে "ক্যামো-মিলা" দেওয়া যায়।—"ক্যামোমিলায়" এরূপ কান্নার উপকার না হইলে, "সিনা" ৩০ দেওয়া উচিত। যদি কেহ কোন কথা বলিলে ছেলে কাঁদিয়া উঠে, তবে "সিলিসিয়া" ৩০ দিতে হয়। কেহ গায়ে হাত দিলে যদি ছেলে কাঁদিয়া উঠে, তবে "টার্টার এমিটিক" দেওয়া উচিত। কেহ ছেলের দিকে চাহিলে যদি কাঁদিয়া উঠে, তবে "এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম্‌" ১২ দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ এক মাত্রা খাওয়াইলেই উপকার হইবে।

অনিদ্রা।—ছেলেদের কোন অসুখ নাই অথচ যদি ঘুম না হয়, (বিশেষতঃ যদি খুব হাসিতে, গান গাইতে ও আমোদ করিতে থাকে), তবে "কফি" দেওয়া যায়—যদি ঘুম না হওয়ার সঙ্গে মুখের চেহারা লাল দেখা যায়, (বিশেষতঃ যদি হাই উঠে অথচ ঘুম না হয়), তবে "বেলাডোনা" দিবে।—যদি পেট কামড়ানর জন্য ছেলে না ঘুমাইয়া কাঁদিতে থাকে, (এইরূপ কান্নায় ছেলে পা গুটাইয়া থাকে), তবে "ক্যামোমিলা" দিবে। মাই খাইতে না পাওয়ার জন্য ঘুম না হইলে "বেলাডোনা" দেওয়া যায়। এই সব ঔষধ প্রত্যহ শুইবার সময় এক এক মাত্রা খাওয়াইবে।

প্রস্রাব বন্ধ।—শিশুদের প্রস্রাব না হইলে মুত্রস্থালি ফুলিয়া উঠে, গা গরম হয়, আর তাহারা যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ ও অত্যন্ত চিৎকার করে। এই সময়ে তলপেটের উপর গরম জলের সেক দিলে বেশ উপকার হয়। প্রথমে (বিশেষতঃ জ্বর থাকিলে) "একোনাইট" ও তাহাতে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা," কিম্বা (বিশেষতঃ এক্‌শবার অত্যন্ত বেগ দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব করিলে "নক্সভমিকা" দিবে। [২২৩ পৃষ্ঠায় "মুত্রকৃচ্ছ্র" দেখ]।

মুখের ঘা।—এই রোগের প্রধান ঔষধ "মার্কিউরিয়স্"; বিশেষতঃ যদি দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে কিম্বা মুখে দুর্গন্ধ হয় ও অতিশয় লাল ঝরিতে থাকে, তবে "মার্কিউরিয়স্ সলিউবিলিস্" দিবসে তিনবার করিয়া দেওয়া যায়; "মার্কিউরিয়সে" উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি পারার ধাতু হয়, তবে "নাইট্রিক এসিড্" দেওয়া উচিত।—যদি মুখে ও জিহ্বার উপর রাঙ্গা রঙ্গের ঘা দেখিতে পাওয়া যায় আর তার সঙ্গে হল্‌দে রঙ্গের পাতলা বাহ্যে হয়, তবে "বোরাক্স" দিবে। মুখের ঘা'র সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "নক্সভমিকা" উত্তম্।

মুখের ঘা'র অন্যান্য উপায়।—সোহাগা আগুণে ফেলিয়া দিলে ফুলিয়া উঠিয়া খইয়ের মত হয়; সেই খই মধুর সঙ্গে মাড়িয়া ঘায়ের উপর লাগাইলে উপকার হয়। জলে একটু সোহাগা গুলিয়া, সেই জলে কুলি করাও ভাল। ভেড়ার দুধ লাগাইলেও ভাল হয়। ঘির সঙ্গে ঝাঁটি ফুলের পাতা ভাজিয়া সেই ঘি জিহ্বার উপর লাগাইতে দিবে। বেণের দোকানে রসমানিক নামে হিঙ্গুলের মত এক রকম জিনিস পাওয়া যায়, তাহা মধুর সঙ্গে মাড়িয়া লাগাইলেও ঘা ভাল হয়।

পেটের অসুখ।—মোটামুটি খাওয়ানর দোষে ছেলেদের পেটের অসুখ হইয়া থাকে, তা'ছাড়া কোন কারণে মার স্তনের দুধ খারাপ হইলে, ছিম লাগিলে কিম্বা দাঁত উঠিবার সময়ে পেটের অসুখ হইতে পারে। সচরাচর ছোট ছোট ছেলেদের দিবা রাত্রিতে ৪।৫ বার বাহ্যে হইয়া থাকে; কিন্তু তার চেয়ে বেশীবার বাহ্যে হইতে থাকিলে কিম্বা বাহ্যেতে সবুজে, সাদা, জলের মত পাতলা, দুর্গন্ধ প্রভৃতি দোষ হইলে ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব করিবে না। ছেলেদের পেটের অসুখের প্রধান ঔষধ "ক্যামোমিলা"; বিশেষতঃ সবুজে বর্ণের ও ঘোলা ডিমের মত এবং আঁসটে গন্ধযুক্ত ভেদ হওয়া আর তার সঙ্গে পা দুটি গুটাইয়া ক্রমাগত কাঁদিতে থাকা ও কেহ কোলে না লইলে শান্ত না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে "ক্যামোমিলা" বেশী খাটে।—সবুজ ভেদের সঙ্গে বমি হওয়া থাকিলে "ইপি-কাক" দিতে হয়।-যদি পেট কামড়াইয়া হড় হড়ে, সবুজে, কিম্বা রক্ত মিশ্রিত বাহ্যে হয় ও অত্যন্ত কোঁথানি থাকে, তবে "মার্কিউরিয়স্" দেওয়া দরকার।—যদি জলের মত ভেদের সঙ্গে মাই খাইবার পর খুব চাপ চাপ দুধ কিম্বা অম্ল সবুজে মত পদার্থ বমি হয় আর তার পর ছেলে তখনই মাই খাইবার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে কেহ তাকান কিম্বা গায়ে হাত দেওয়া সহ্য করিতে না পারে তবে, "এণ্টিমোনিয়ম্-ক্রুডম্" দিবে।—যদি জলের মত বাহ্যের সঙ্গে রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়ে, ছট্ ফট্ করে, এক্‌শবার একটু একটু জল পান করে ও প্রতি-বার জল পান করিবামাত্র বমি হইয়া যায়, তবে "আর্সেনিক" আবশ্যক।—অপাক ও দুর্গন্ধ ভেদ একদিন অন্তর বেশী হওয়ার

সঙ্গে ছেলে খুব কাহিল হইয়া পড়িলে "চায়না" দরকার। যদি অনেক দিন পেটের অসুখ থাকিলেও রোগী কাহিল না হয়, তবে "ফস্ফরিক এসিড" ব্যবস্থা করিবে।—হিমলাগা জন্য পেটের অসুখে বাহ্যের সময় গা বমি বমি করা এবং ভেদ হইবামাত্র পেট কামড়ান ভাল হইয়া যাওয়া পক্ষে "ডল্কামেরা" দরকার।—গ্রীষ্মকালে পেটের অসুখের সঙ্গে পিপাসা থাকিলে "ব্রায়োনিয়া" দিতে হয়।—যে সব ছেলের মাথা বড় ও ব্রহ্মতালু খোলা থাকে, এবং মাথায় বেশী ঘাম হয়, তাহাদের টক গন্ধযুক্ত কিম্বা কাদার মত বর্ণের ভেদ হওয়া পক্ষে "কেল্কেরিয়া" দরকার।—নানা বর্ণের বাহ্যে রাত্রিকালে বেশী হইলে "পল্‌সেটিলা" দিতে হয়।—বাহ্যের টক গন্ধ "ক্যামোমিলা," "কেল্কেরিয়া" প্রভৃতি খাইয়া না কমিলে "রিয়ম্" দেওয়া উচিত। এই সব ঔষধ বিবেচনা মত এক হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্তর করিয়া দিবে। পোয়াতির মাই দুধের দোষে পেটের অসুখ হইলে তাহা বন্ধ করিয়া দিবে। অর্দ্ধেক দুধ ও অর্দ্ধেক জল একত্র সিদ্ধ করিয়া সুধু কিম্বা একটু বার্লি কি গঁদের মণ্ড মিশাইয়া খাইতে দিবে। [২১৪ পৃষ্ঠায় "অতিসার" দেখ]।

দুধ তোলা।—সচরাচর দুধ তোলার পক্ষে "ইপিকাক" বেশ উপকারী।—খাওয়ার বিষয়ে হাজার সাবধান রাখিলেও ছেলেদের বমি কিম্বা দুধ তোলা নিবারণ না হওয়া পক্ষে "আর্সেনিক" দিবে। তা'ছাড়া (চাপ্ চাপ্ ও টক গন্ধযুক্ত দুধ তোলার পক্ষে) "কেল্কেরিয়া," (মাই দুধ বমি হওয়ার পক্ষে) "সিলিসিয়া" ২।৩ দিন অন্তর এক মাত্রা করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না থাকিলে ছোট ছোট

ছেলেদের অম্ল জন্য দুধ তোলার পক্ষে দুধের সঙ্গে ২।৩ ফোঁটা পরিষ্কার চুনের জল মিশাইয়া খাওয়ান ভাল।

হাঁপানি ।—ছোট ছেলেদের হাঁপানি হইলে "ইপিকাক" ২।১ মাত্রা সেবন করাইলে উপকার হয়।—তাহাতে উপকার না হইলে ৪৮ পৃষ্ঠায় "হাঁপানির চিকিৎসা দেখিয়া" ঔষধ দিবে।

দড়কা ।—ছোট ছোট ছেলেদের জ্বর, অজীর্ণ, কৃমি, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি ছাড়া পোয়াতির রাগ, শোক, অজীর্ণ ইত্যাদি কারণেও ইহা হইতে পারে।—শিশুদের দড়কার (বিশেষতঃ পেটের অসুখ থাকিলে) প্রধান ঔষধ "ক্যামোমিলা"।—কিন্তু খুব ভয়ানক দড়কার পক্ষে (বিশেষতঃ তার সঙ্গে জ্বর, চোক লাল, চমকিয়া উঠা প্রভৃতি থাকিলে) "বেলাডোনা" ভাল।—তা'ছাড়া ভয় জন্য দড়কায় "ওপিয়ম্", কৃমি জন্য "সিনা" দাঁত উঠিবার সময়ে "কেম্বেরিয়া" আবশ্যক। [১৮৮ পৃষ্ঠায় "নানা রকম আক্ষেপ" দেখ]।

জ্বর ।—জ্বরের সঙ্গে গা খুব গরম, পিপাসা, ছট্ ফট্ করা, প্রভৃতি থাকিলে "একোনাইট" দিবে।—জ্বরের সঙ্গে চোক লাল, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা, গায়ে আঠা আঠা ঘাম হওয়া প্রভৃতি থাকিলে "বেলাডোনা" দেওয়া আবশ্যক।—জ্বরের সঙ্গে রাত্রিকালে ছট্ ফট্ করা ও কান্না, গলা ঘড়্ ঘড়্ করা, শুষ্ক কাশী, পিপাসা প্রভৃতি থাকিলে "ক্যামোমিলা" দিতে হয়।—জ্বরের সঙ্গে রাত্রিকালে যাতনা বেশী হওয়া, বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা, ঝিমানি, মাথাঘোরা প্রভৃতি থাকিলে "জেল্‌সিমিয়ম্" দিতে পারা যায়। "জেল্‌সিমিয়ম্" ছেলেদের

স্বল্পবিরাম জ্বরের চমৎকার ঔষধ।—জ্বরের সঙ্গে পেট টাটাইয়া থাকা, খুব ঘাম হইয়াও গায়ের তাপ না কমা, মুখ চোক হল্‌দে বর্ণ হওয়া প্রভৃতির পক্ষে "মার্কিউরিয়স্" আবশ্যক। এ সব ছাড়া যে সকল ঔষধ দরকার হইতে পারে তাহা ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা জানেন। এই সব ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। [৭৪—১০০ পৃষ্ঠায় "নানা রকম জ্বর" ও ১৮২ পৃষ্ঠায় "মস্তিষ্ক প্রদাহ" দেখ]।

দাঁত উঠা।—যদিও অনেক স্থলে ছেলেদের প্রথম (দুধে) দাঁত উঠিবার সময়ের ঠিক থাকে না, কিন্তু বেশী ছেলেদেরই ৭ মাস বয়সে নিচে পাটির মাঝের দাঁত দুটি আর তার এক মাস পরে উপর পাটির মাঝের দাঁত দুটি বাহির হয়। তার পর ৯।১০ মাস বয়সের মধ্যে প্রথমে নিচের পাটির মাঝের দাঁত দুটির ও তার পর উপর পাটির মাঝের দাঁত দুটির দুই পাশে এক একটি করিয়া দাঁত উঠিয়া থাকে। আবার এক বৎসর বয়সে নিচে ও উপরে দুই দিকের কশের প্রথম অর্থাৎ সম্মুখের একটি করিয়া চারিটি দাঁত বাহির হয়। আবার ১৪ হইতে ২০ মাসের মধ্যে নিচে ও উপর পাটির সম্মুখে যে চারিটি করিয়া দাঁত আছে তাহাদের পাশে (অর্থাৎ কশের ও সম্মুখের দাঁতের মাঝখানে এক একটি দাঁত বাহির হয়। তার পর দুই বৎসর আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে কশের সমস্ত বাকী দাঁত গুলি উঠিয়া থাকে। দুধে দাঁত মোট কুড়িটি। দাঁত উঠিবার সময়ে ছেলেদের যে নানা রকম অসুখ হইতে পারে। তাহাদের কথা অন্যান্য রোগের সঙ্গে বলা গিয়াছে ; অতএব এখানে বেশী কিছু বলা যাইবে না। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে "কেল্কেরিয়া" প্রত্যহ ২।১ বার করিয়া

সেবন করাইতে পার। দাঁত উঠিবার সময়ে (পেটের অসুখে) "ক্যামোমিলা", (আমরক্তে) "মার্কিউরিয়স্" (দুধ তোলা পক্ষে) "ইপিকাক", (জ্বর হইলে) "একোনাইট", (মাথা গরম, চমকান, দড়কা প্রভৃতিতে) "বেলাডোনা" প্রভৃতি দিবে।

পুঁয়ে পাওয়া (ম্যারাস্মস্)।—সুপথ্য খাইতে না পাওয়া, বেশী লোকের সঙ্গে বাস, দাঁত উঠা, ধাতুর দোষ, বেশী রোগ ভোগ প্রভৃতি কারণে ছেলেরা যে দিন দিন অত্যন্ত কাহিল হইতে থাকে, খুব খিট খিটে হয়, ভাল রূপ স্ফূর্ত্তি না থাকে ও পেটের অসুখ, ঘুষ ঘুষে জ্বর, কাশী, অক্ষুধা প্রভৃতিতে কষ্ট পায়, তাহাকে "পুঁয়ে পাওয়া" বলে। ইহাতে (দুষ্ট ক্ষুধা, কিম্বা অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতির সঙ্গে অপাক ও দুর্গন্ধ ভেদ রাত্রিতে বেশী হওয়া, রাত্রিতে বেশী ঘাম হওয়া, কাহিল হওয়া, পেট ফাঁপা, প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি লক্ষণে) "চায়না", (ছট্ ফটে স্বভাব, সর্ব্বদা নাক খোঁটা, বিছানায় প্রস্রাব, ইত্যাদিতে) "সিনা", (পেটের অসুখের সঙ্গে নানা রকম রঙ্গের বাহ্যে হইলে) "পল্‌সেটিলা", একশবার খাওয়া অথচ শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাওয়া আর তার সঙ্গে পেট শক্ত ও বড়, পা ঠাণ্ডা, হাঁটিতে না শিখা, মাথা বড় ও মাথার উপর বেশী ঘাম, রাত্রি ৩টার পর ঘুম না হওয়া, কাদার মত কিম্বা খড়ির মত বর্ণের বাহ্যে প্রভৃতি লক্ষণে) "কেল্কেরিয়া", (মাই দুধে অরুচি পক্ষে) "সিলিসিয়া", (সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকিলে ও কোন জিনিসেই লোভ না হইলে) "ফস্ফরিক-এসিড" প্রভৃতি ঔষধ এক সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহ কাল প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। পথ্য প্রভৃতি ২৬৬—২৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(দৈব ঘটনা ও বিষ খাওয়া।)

প্রায় মৃত্যু।—অনেক সময়ে (বিশেষতঃ নানা রকম আঘাত লাগার পর) লোককে মরার মত হইতে দেখা যায়; কিন্তু বাস্তবিক সে রকম অবস্থায় সকলেই যে মরিয়া থাকে, তাহা নহে। অতএব রোগীর মৃত্যুর বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ থাকিলে, (বিশেষতঃ এইরূপ অবস্থা হঠাৎ হইলে) খুব বিশেষ রূপ চেষ্টা করিয়া না দেখিয়া তাহার মৃত্যু ঠিক করা উচিত নহে। রোগী যথার্থ মরিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে এক খানি শুষ্ক আর্শী তাহার মুখের উপর খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যদি উহা ভিজা ভিজা মত বোধ হয়, তবে রোগীর তখনও নিশ্বাস বহিতেছে ও সে মরে নাই বুঝিবে। তা'ছাড়া রোগীকে অন্ধকার ঘরে রাখিয়া তাহার হাত খানি একটি প্রদীপের আলোকে ধরিয়া বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে যদি তাহা অর লাল্চে মত দেখায় তবে রোগী বাঁচিয়া আছে আর কাল্চে দেখাইলে মরিয়াছে জানিবে।—জলে ডুবিয়া মরার মত হইলে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া তখনি তাহার মুখটি নিচে দিকে ঝুলাইয়া উপুড় করিয়া আপন জানুর উপর শোয়াইবে; তাহা হইলে তাহার পেট ও ফুস্ফুসের ভিতরকার সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। তার পর রোগীকে কোলে

থেকে নামাইয়া তাহারই একটি হাতের উপর তাহার মাথাটি রাখিয়া উপুড় করিয়া শোয়াইবে। তার পর একটি হাত রোগীর পেটে আর একটি হাত রোগীর পিঠে রাখিয়া আস্তে আস্তে চাপিতে থাকিবে। তার পর রোগীকে কাৎ করিয়া রাখিয়া দুই সেকেণ্ড পরে আবার পূর্ব্বমত উপুড় করিয়া পেটে ও পিঠে চাপিতে থাকিবে। এই রকম ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে থাকিলে রোগীর নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, এইরূপ কৃত্রিম নিশ্বাস বহিবার চেষ্টা যেন মিনিটে ১৬ বারের বেশী না করা হয়। আর এই সঙ্গে যেন এক জন হাত দিয়া খুব তাড়াতাড়ি রোগীর গা ঘষিতে থাকে। এই সব উপায়ের সঙ্গে এক মাত্রা "ল্যাকিসিস্" কিম্বা (বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে) "টার্টার-এমিটিক্" দিবে।—গলায় দড়ি দিয়া মরার মত হইলেও রোগীর গায়ের সমস্ত কাপড় আলগা করিয়া দিয়া আগে যে রকম বলিয়াছি, সেই উপায়ে কৃত্রিম নিশ্বাস বহিবার চেষ্টা করিবে আর এক মাত্রা "ওপিয়ম্" কিম্বা "টার্টার-এমিটিক্" সেবন করাইবে।—বজ্রাঘাতে মরার মত হইলে রোগীর গা মাথায় শীতল জল ঢালিতে থাকিবে। তাহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে উপকার না হইলে মাটিতে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া, রোগীকে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া আধ বসা ভাবে তাহার ভিতর রাখিয়া মুখ বাদে সর্ব্বাঙ্গ মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। তার পর একটু সুবিধা মাত্র "নক্সভমিকা" সেবন করাইবে। বজ্রাঘাতের পর রোগীর দেখিবার শক্তি কমিলে "ফস্ফরস্" দিতে হয়।—বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা মরার মত হইলে রোগীকে পরিষ্কার বাতাসে রাখিয়া দিবে, মুখ ও বুক সির্কা দিয়া

ধোয়াইবে ও সির্কা শোঁথাইবে, আর তার মাথায় শীতল ও পায়ে গরম জল দিবে। তাহাতে সুবিধা না হইলে জলে ডুবার মত কৃত্রিম নিশ্বাস বহিবার চেষ্টা করিবে। তা'ছাড়া (মস্তিষ্কে রক্ত উঠা জন্য অজ্ঞান হইলে ও মুখ চোক লাল দেখাইলে) "বেলা-ডোনা" (মুখ বেগুণে বর্ণ, তন্দ্রা, নাক ডাকা, বমি প্রভৃতির পক্ষে) "ওপিয়ম্" দিবে।—ক্লোরোফর্ম, ইথার প্রভৃতি শুঁখিয়া মরার মত হইলে রোগীকে পরিষ্কার বাতাসে উচুঁ মাথায় শোয়া-ইবে ও গা'র কাপড় আল্‌গা করিয়া দিয়া মুখের উপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিবে ও এমোনিয়া কিম্বা তাহা না পাইলে চুণ ও নিশাদল একত্রে মিশাইয়া লইয়া তাহার নাকের কাছে ধরিবে। নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইবার পর (যদি গা শীত শীত করা, নাড়ী দ্রুত, গা বমি বমি করা, মাতালের মত ভাব হয় তবে) "নক্সভমিকা" নতুবা (নাড়ির গতি খুব আস্তে আস্তে হইলে) "ওপিয়ম্" দিবে। অনাহারে মৃত প্রায় হইলে খুব সাবধানে ৪।৫ মিনিট অন্তর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দুধ, ব্রথ প্রভৃতি লঘু-পাক ও পুষ্টিকর পথ্য দিবে। তার পর ক্রমশঃ সুবিধা হইতে থাকিলে পথ্য একটু একটু বাড়াইয়া দিবে।

পুড়িয়া যাওয়া। পোড়ার জায়গা ও পরিমাণ এবং রোগীর বয়স ও ধাতু অনুসারে ফল ভাল মন্দ হইতে দেখা যায়। তা'ছাড়া যুবা অপেক্ষা শিশুরা পুড়িয়া গেলে বেশী ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। জালা যন্ত্রনা কমাইবার জন্য পোড়া জায়গা ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাতে বাতাস লাগিতে না দেওয়া উচিত। পোড়া জায়গার উপর তেল মাখাইয়া তার পর ময়দা কিম্বা চালের গুঁড়া ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিলে কিম্বা চিটা গুড় মাখাইয়া

তার পর তুলা দিয়া খুব পুরু করিয়া ঢাকিয়া দিলে কিম্বা তাহারও সুবিধা না হইলে গোল আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রনা তখনি কমিয়া যায়। তা'ছাড়া ফোস্কা হইবার পূর্ব্বে মদে, অডিকলোনে কিম্বা ইস্পিরিটে নেকড়া ভিজাইয়া পোড়া জায়গার উপর লাগাইলেও উপকার হয়। কিন্তু সে সকলের সুবিধা না হইলে গোবর লাগাইলে কিম্বা চাউল, ডাইল কিম্বা ময়দার ভিতর পোড়া হাত প্রবেশ করিয়া রাখিলেও উপকার হইতে পারে। পোড়া ঘা আরাম করিতে হইলে সরিষা কিম্বা নারিকেল তৈলে কয়েক ফোঁটা কার্ব্বলিক-এসিড কিম্বা একটু চুণ মিশাইয়া সেই তেলে তুলার পটি ভিজাইয়া ঘা'র উপর বসাইয়া রাখিবে। দ্রাবক (এসিড্) প্রভৃতি অম্ল ঔষধ লাগিয়া কোন স্থান ঝলসিয়া গেলে সোডা, সাজি মাটি প্রভৃতি ক্ষারের জলে আর পটাশ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি ক্ষার জিনিসে ঝলসিয়া গেলে তেঁতুল, লেবুর রস কিম্বা ভিনিগার মিশান জলে ধুইবে। পুড়িয়া যাইবার পর (জ্বর হইলে) "একোনাইট," (পেটের অসুখ, পিপাসা, ছুট্ ফট্ করা প্রভৃতি পক্ষে) "আর্সেনিক"; (আক্ষেপ হইতে থাকিলে) "ক্যামোমিলা", (পেটের অসুখ কিম্বা পোড়া ঘা'য়ে বেশী পুঁজ হইলে) "চায়না", (ঘা শুকাইতে দেরী হইলে) "সিলিসিয়া" (ঘা'র চারি ধার চুল্কাইলে ও ফুলিয়া উঠিলে) "সল্ফর" প্রভৃতি ঔষধ ৩।৬।৯।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া যায়।

আঘাত।—মচ্কান, থেঁত্লান, কাটা, বিঁধি, চেরা প্রভৃতি অনেক রকম আঘাত আছে। আঘাতের চোটে কোন অঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই অঙ্গ বিকৃত দেখায়, রোগী তাহা ইচ্ছা

মত নাড়িতে পারে না আর তাহার দুই দিক দুই হাতে ধরিয়া নাড়িলে ভিতরের হাড়ের ভাঙ্গা টুকরা দুটির পরস্পর ঘর্ষনে এক প্রকার "কট্" "কট্" শব্দ হয়। পড়িয়া কিম্বা মচকিয়া যাওয়া জন্য যদি কোন অঙ্গের সন্ধি স্থানের (গাঁইটে হাড়ের যে জোড় আছে, তাহা হইতে) হাড় নড়িয়া যায়, তবে সেই স্থান ফুলিয়া ও টাটাইয়া উঠে, অত্যন্ত কন্ কন্ করে, সেই অঙ্গটি একটু ছোট (খাটো) দেখায় আর নাড়িতে পারা যায় না। হাড় ভাঙ্গা ও হাড় নড়ার চিকিৎসা বেশ সুশিক্ষিত ডাক্তার ছাড়া অন্য কাহাকে দিয়া করান উচিত নহে ; অতএব এক জন সুযোগ্য ডাক্তার ডাকিবে। যতক্ষণ ডাক্তার না আসিবেন, ততক্ষণ রোগাকে স্থির ভাবে রাখিয়া বেদনার উপর জল পটি কিম্বা আর্নিকা লোসনের পটি লাগাইবে। এক ভাগ অর্নিকার মূল আরোক আর ১৬ ভাগ জল একত্র মিশাইলে "আর্নিকা লোসন" প্রস্তুত হয়।—কোন স্থান থেঁৎলিয়া কিম্বা মচ্কিয়া গেলেও "আর্নিকার লোশন্" লাগান উচিত। তা'ছাড়া (বিশেষতঃ সর্ব্বাঙ্গ টাটাইলে) "আর্নিকা" (পীড়িত স্থানে পুঁজ জন্মিলে) "হিপার", (পীড়িত স্থান পচিতে আরম্ভ হইলে) "চায়না" কিম্বা "আর্সেনিক" ২।৩।৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না হইলে প্রথমে জল পটি লাগাইবে। তার পর চুণ আর হলুদ একত্র কিম্বা তার সঙ্গে রসুন, বামনহাটির শীকড়, হাড় ভাঙ্গা গাছ, সোরা প্রভৃতি মিশাইয়া বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। শরীরের কোন স্থানে ছুরী প্রভৃতি দ্বারা কাটিয়া কিম্বা খোঁচা প্রভৃতি দ্বারা বিঁধিয়া গেলে প্রথমতঃ সেই স্থানের রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা

করিবে। সামান্য রকম রক্ত পড়া জল পটি বাঁধিলে কিম্বা ঘা মুখ টিপিয়া খানিকক্ষণ থাকিলেই বন্ধ হইতে পারে। তা'ছাড়া ঘা' মুখে চিনি কিম্বা ভূষা টিপিয়া দিলে অথবা দুর্ব্বাঘাস, বন-চালিতা পাতা, আয়াপানের পাতা প্রভৃতির কোন একটা রস কিম্বা খানিক জলে একটু হিরাকস কিম্বা ফট্‌কিরী গুলিয়া সেই জলের পটী লাগাইলে সামান্য সামান্য রক্ত পড়া বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। বেশী রক্ত (বিশেষতঃ জবাফুলের মত ঘোর লাল রঙের রক্ত থাকিয়া থাকিয়া অর্থাৎ ভলকে ভলকে) বাহির হইতে থাকিলে সুশিক্ষিত ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিবে আর তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত ঘা'মুখের উপরে (অর্থাৎ পীড়িত অঙ্গের যে দিক বুক কিম্বা পেটের সঙ্গে যুক্ত আছে, সেই দিকে) চাদর, রুমাল কিম্বা দড়ি দিয়া খুব শক্ত করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রক্ত পড়া বন্ধ রাখিবে।—ছেঁচা ঘা'র পক্ষে আর্নিকার ও কাটা ঘার পক্ষে কেলেণ্ডিউলার লোশনে পটী ভিজাইয়া লাগান খুব ভাল। আর্নিকা লোসন প্রস্তুত করিবার আগে যে রকম নিয়ম লেখা আছে, সেই নিয়মে এই সব লোশন তৈয়ার করিবে। তা'ছাড়া শরীর শোধরাইবার জন্য রোগীকে (জ্বর থাকিলে) "একো-নাইট", (গা বেদনা থাকিলে) "আর্নিকা", (পাকিতে আরম্ভ হইলে) "হিপার", (পুঁজ খুব বেশী হওয়া জন্য ঘা শুকাইতে দেরী হইলে) "ক্যামোমিলা", (অতিরিক্ত রক্তভাঙ্গা প্রভৃতি কারণে রোগী খুব কাহিল হইয়া পড়িলে) "চায়না" (আধ ঘণ্টা অন্তর) সেবন করিতে দিবে। এই সব ৪।৬।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

বিষাক্ত জন্তু কামড়ান।—মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি

কামড়াইলে আগে এক খানি ধারাল ছুরী দিয়া ঘা'মুখ থেকে হুলটা বাহির করিয়া তার পর আর্নিকা লোশন কিম্বা লাইকার এমোনিয়া কিম্বা একটু তুলসি পাতার রস কিম্বা চিনি কিম্বা এক টুকরা কর্পূর কিম্বা একটু পিঁয়াজ কাটিয়া লাগাইবে। মশা, ডাঁশ প্রভৃতি কামড়াইলে সেই স্থানে লেবুর রস লাগাইবে।—বিছা কামড়াইলে ঘা'মুখ থেকে হুলটি বাহির করিয়া দিয়া সেই স্থানে টাট্‌কা গোবর কিম্বা কাঁটানটের শীকড় ও মরিচ একত্রে বাটিয়া কিম্বা "ইপিকাক" লাগাইতে পার; কিন্তু একটি খড়িকায় "কার্ব্বলিক-এসিড্" লইয়া লাগাইলে তখনি সমস্ত যন্ত্রনা কমিতে অনেক বার দেখিয়াছি।—শিয়াল ও কক্কুর কখন কখন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মানুষ কিম্বা অন্য জন্তুকে কামড়াইলে তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া মরিয়া যায়। এইরূপ রোগী পাগলের মত ভুল বকিতে থাকে। তাহার জ্বরভাব, চোক লাল হওয়া, জল দেখিলে ভয় পাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া রোগী মরিয়া যায়। শিয়াল কুকুরের মুখের লালায় বিষ মিশ্রিত থাকে। ক্ষিপ্ত শিয়াল কুক্কুর কামড়াইলে সেই স্থানটি তখনি কাটিয়া ফেলা উচিত। তা'ছাড়া তখনি "নাইট্রিক্-এসিড", "কষ্টিক্" কিম্বা লৌহ পোড়াইয়া লাল করিয়া ঘা'মুখে লাগাইয়া সেই স্থান উত্তম রূপে পোড়াইয়া দিয়া তার পর সেই স্থানে প্রত্যহ ২ বার করিয়া আকন্দের আঠা লাগাইয়া তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। ক্রমাগত ২০ দিন এইরূপ আঠা লাগাইলে ক্ষেপিবার সম্ভাবনা থাকে না। তা'ছাড়া ক্রমাগত দেড় মাস কাল "বেলাডোনা ৩ প্রত্যহ একবার করিয়া খাওয়াও ভাল। সর্ব্বদা আশ্বাস ও ভরসা দিয়া রোগীর ভয় নিবারণ করিবে। রোগী ক্ষেপিয়া উঠিলে তাহাকে (বিশেষতঃ চোক

য়া, শব্দ ও আলোক সহিতে না পারা, মারিতে
ওয়া ইত্যাদি লক্ষণে) "বেলাডোনা", (
কে ঘুরিয়া বেড়ান, এক্‌শবার প্রথমতঃ চম
। তার পর কাঁপিতে ও আক্ষেপ হইতে থাকা, কোন
মেড়াইবার ভয়, বেশী ঘাম প্রভৃতি হইলে) "হায়োসে
একাকী থাকিতে ভয়, ভয়ানক রাগের সহিত চিৎকার ক
নিকটের লোকদের কামড়াইতে যাওয়া, একদৃষ্টে চাহিয়া
অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করা, লিঙ্গে হস্ত দিয়া থাকা, ভয়ানক আ
সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠা প্রভৃতি পক্ষে) "ষ্ট্র্যামোনি
ইত্যাদি ঔষধ ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত লইয়
২০।৩০।৬০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে, রোগীর পিঠের
উপর এবং মাথার উপর বরফ লাগাইবে, তাহার ঘরে আলো
শব্দ হইতে দিবে না, আর পিপাসা অধিক থাকিলে এক
কুচি বরফ মুখে রাখিতে দিবে। হোমিওপ্যাথিক ঔ
সুবিধা না থাকিলে টিংচার "বেলাডোনা" (৩ ফোঁটা মা
হাইড্রেট্‌ অব্‌ ক্লোরাল্‌ (১০।১২ গ্রেণ মাত্রায়) ধুঁতুরা বীজ (
করিয়া) প্রভৃতি একটি রোগীকে খাইতে দিবে। যে
ক্ষেপিয়া উঠে তাহা প্রথম প্রথম কিছু চঞ্চল হয় ও সর্বদা
কোন কিম্বা খাট চৌকির তল প্রভৃতি অন্ধকার স্থানে
চায়, কখন বা দৌড়া দৌড়ি করে, জিনিস পত্র আঁচ
বিনা কারণে চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠে। তার
সে আপন প্রভুকেও চিনিতে পারে না, মাথা নে
পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জিহ্বা বাহির করিয়া
মুখ দিয়া লাল ঝরিতে থাকে, গলা ভাঙ্গিয়া

। অত্যন্ত বেশী হয়। তার পর ক্লান্ত হইয়
াল কুকুর ছাড়া বিড়াল, ঘোড়া, ইঁদুর, নেব
ভিও ক্ষেপিয়া মানুষকে কামড়াইতে পারে।

সর্পাঘাত।—মোটামুটি ধরিতে গেলে সাপ দুই জাতি
ধারী ও ফণা হীন। কেউটে, গোখুরা প্রভৃতি সব ফণাধা
রই বিষ আছে; তা'ছাড়া বোড়া, শঙ্খচূড় প্রভৃতি কয়েক
ফণাহীন সাপেরও বিষ আছে। ফণাধারী সাপ কামড়া
এক লাইনে ২টি কিম্বা কখন কখন তিনটি দাঁতের দাগ
ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে আর ফণাহীন সাপের দাঁতের দাগ
ও উপরে দুই সারি হইয়া একটু গোল ভাবে ঠিক ছুবলিয়া
র মত দেখায়। সাপে কামড়াইলে ঘা'মুখ নীলবর্ণ হয়,
জ্বালা করে এবং অসাড় হইয়া পড়ে অর্থাৎ চিমটি কাটি-
রোগী বুঝিতে পারে না। আর রোগী সময় সময় অজ্ঞান
পড়ে। তাহার মুখ দিয়া লাল ঝরিতে থাকে, বমি হয়,
য় ঘাম হইতে থাকে, তার পর ক্রমে গলা ঘড় ঘড় করিতে
র সঙ্গে সঙ্গে রোগী মরিয়া যায়। সাপে কামড়াইবামাত্র
ঘা-মুখের উপর দড়ি দিয়া দুই চারিটি শক্ত বাঁধন দিয়া
ক্ষণ আগুনের তাপ বেশ বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ
আগুন কিম্বা তপ্ত লোহা দিয়া ঘা-মুখটি বেশ পোড়াইতে
দেশী ঔষধের মধ্যে মনসা (সিজের) আঠা ঘা-মুখে
ও মনসা পাতার রস এক ছটাক খাওয়াইলে উপকার
। তা'ছাড়া আমরুলের পাতা ও শীকড়, গোয়ালে
পাতা ও শীকড়, কাঁটানটের শীকড়ের রস প্রভৃ-
মরিচের সঙ্গে বাটিয়া পান ... দিলে

ঘা-মুখে লাগাইলে কিম্বা হল্‌কশা (গলঘশা) গাছের ফুল বা পাতার রস আধ পোয়া মাত্রায় খাওয়াইলেও উপকার হয়। তা'ছাড়া শ্বেত বেড়েলা, শ্বেত জবা, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত করবী প্রভৃতি গাছের শিকড়েও নাকি উপকার হইতে পারে।

বিষ খাওয়া।—কোন প্রকার বিষ খাইলে, প্রথমেই বিষ বাহির করিয়া দিবার জন্য রোগীকে গরম জল যথেষ্ট পান করাইয়া, তাহার টাকরার ভিতর পালকের সুড় সুড়ি দিয়া কিম্বা তাহার জিহ্বার উপর লবণ, নস্য, সরিষার গুঁড়া প্রভৃতি লাগাইয়া বমন করাইবার চেষ্টা করিবে। এ সকলে বমন না হইলে ২০ গ্রেণ "সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক" জলের সঙ্গে খাইতে দিবে। তাহাতেও বমি না হইলে ষ্টমাক্ পম্প্ ব্যবহার করা আবশ্যক। বমির সঙ্গে বিষ উঠিয়া যাইবার পর সেই বিষের দোষ নাশক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে।—কোন প্রকার অম্ল দ্বারা বিষাক্ত হইলে সোডা, ম্যাগ্নেসিয়া, চা খড়ি প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ (সুধু কিম্বা জলের সঙ্গে মিশাইয়া) যথেষ্ট খাইতে দিবে, আর ফেণ, বার্লি ভাতের মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে।—সোডা, সাজিমাটি, এমোনিয়া প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ভিনিগার (সির্কা) বা লেবুর রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া, লেমনেড, দধি প্রভৃতি খাইতে দিবে।—শেঁকো বা হরিতাল খাইয়া বিষাক্ত হইলে চিনির সরবতের সঙ্গে লোহার মরিচার গুঁড়া মিশাইয়া, ডিম্বের ভিতরের সাদা সাদা হড় হড়ে জিনিস, সাবাণের জল প্রভৃতি খাইতে দিবে আর প্রবল যাতনা কমিয়া গেলে "ইপিকাক", (রাত্রিকালে রোগীর অসুখ অতিশয় বেশী হইলে) "চায়না" (পেটের অসুখ বা কোষ্ঠবদ্ধ হইলে) "নক্সভমিকা," (ভেদ, বমি, দুর্ব্বলতা

প্রভৃতি পক্ষে) "ভেরাট্রম" দিবে।—মদ খাইলে রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবে ও দুধ, যবের মণ্ড প্রভৃতি খাইতে দিবে। প্রবল লক্ষণ কমিবার পর "কফি", "ওপিয়ম্", "নক্স-ভমিকা" প্রভৃতি ঔষধ দিবে।—তামাক খাইয়া অসুস্থ হইলে ভিনিগার জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে "পল্‌সেটিলা" কিম্বা "নক্সভমিকা" ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে ও রোগীর মুখে চোকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারিবে।—সিদ্ধি (ভাং), গাঁজা, ধুতুরা প্রভৃতি খাইয়া বিষাক্ত হইলে তেঁতুল কিম্বা ভিনিগার মিশ্রিত জল কিম্বা লেমনেড যথেষ্ট খাইতে দিবে। এ দেশীয় ঔষধের মধ্যে কাঁটাল পাতার রস ও ঘৃত খাইলে সিদ্ধির নেশা কাটে। আফিম্ খাইয়া বিষাক্ত হইলে রোগীকে টিংচার "বেলাডোনা" ৫।৭ ফোঁটা মাত্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর কিম্বা কাফির গুঁড়া গরম জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে, মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে ও রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না। রোগীর চৈতন্য হইলে "ইপিকাক", কিম্বা "নক্সভমিকা", "মার্কিউরিয়স্", "বেলাডোনা" প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যক মত সেবন করাইবে। আফিং খোরের পক্ষে কলমী শাকের রস, পেঁপে, গরম দুধ প্রভৃতি পথ্য উপকারী। বিষাক্ত রোগীর চিকিৎসা কদাচ নিজে করিবে না। বিষ খাওয়া জানিবা মাত্র ভাল ডাক্তারকে ডাকিবে।

সমাপ্ত।